

**BSFG**

# এক ফাইলে সব কিছু !!!

[A B Siddique Biplob](#) · Sunday, April 10, 2016

## বিদেশে উচ্চ শিক্ষা

- বিদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি <https://goo.gl/YW7d1T>
- বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় আমাদের দুর্বলতা ও করনীয় <https://goo.gl/EzYWj1>
- জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি, যেখান থেকে শুরু করবেন: <https://goo.gl/eNjm5C>
- আমার জন্য সঠিক রাস্তা কোনটা? – বিদেশ, জিআরই, স্বদেশ, বিসিএস, চাকরি? <https://goo.gl/kVvp7w>

## ব্যাচেলর / অনার্স

- জার্মানিতে ব্যাচেলর-১ HSC ও ডিপ্লোমা পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য <https://goo.gl/k4dFgW>
- জার্মানিতে ব্যাচেলর-২ঃ HSC ও ডিপ্লোমা পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য <https://goo.gl/kzRK0o>
- ব্যাচেলর সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরঃ  
<https://goo.gl/28X8v8>

## মাস্টার্স

- জার্নি টু জার্মানি <https://goo.gl/Gw7Ai1>
- জার্মানিতে মাস্টার্স করার জন্য খরচের নমুনাচিত্র: <https://goo.gl/VbGvzu>
- Master Studies in Germany: <https://goo.gl/sV5hM5>
- বিজনেস ও ইকোনমিক্সে মাস্টার্স  
<https://goo.gl/JYwXRL>
- উচ্চশিক্ষায় শিক্ষাবৃত্তি! (পর্ব- ১) - <https://goo.gl/Sf21pa>

- DAAD স্কলারশিপ <https://goo.gl/h8VFF6>
- DAAD Scholarship প্রস্তুতি ও কিছু কথা -  
<https://goo.gl/za3Zqe>
- Erasmus Mundus Scholarship in Europe -  
<https://goo.gl/BVM3Wo>
- **জার্মানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শিক্ষা বৃত্তি**  
<https://goo.gl/63vyKL>
- জার্মান সরকারের বৃত্তি নিয়ে Architecture পড়ার সুযোগ ! <https://goo.gl/FpqkAe>
- ফার্মাসিস্টদের জন্য জার্মানির উচ্চশিক্ষা!  
<https://goo.gl/wk2bD2>
- মাস্টার্স সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর-  
১ঠঃ<https://goo.gl/j9ts4P>
- ব্যাবসা শিক্ষায় মাস্টার্স, প্রোগ্রাম সমূহের লিস্টঃ  
<https://goo.gl/WNbvLp>
- টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখ এবং অন্যান্য  
স্কলারশিপঃ <https://goo.gl/VRPYUG>
- ভিসা সাক্ষাৎ কার ১ঠঃ <https://goo.gl/6X8Jx6>
- ভিসা সাক্ষাৎ কার ২ঠঃ <https://goo.gl/QTaKLa>

## পিএইচডি

- PhD পর্বঃ ১, ২, ৩ - <https://goo.gl/cc4CJJ>
- PhD পর্ব ৪: জার্মানিতে পিএইচডি অর্জন করব  
কিভাবে?  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1427543740860484/>
- PhD পর্বঃ ৫- 'বিষয়, স্টাডি এরিয়া খুঁজে বের করা,  
সুপারভাইজার ম্যানেজ করা ও ইমেইল করা '  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1436462179968640/>
- PhD পর্বঃ ৬ - 'DAAD স্কলারশিপ'  
<https://goo.gl/l5VAxP>

- PhD পর্ব ৭০ঃ সুপারভাইজার খোঁজা  
<https://goo.gl/j7nJpC>
- PhD পর্ব ৮০ঃ রিসার্চ বা প্রোজেক্ট প্রপোজাল  
<https://goo.gl/Zu6tS7>
- PhD পর্ব ৯০ঃ কোথায় খুঁজব পিএইচডি  
<https://goo.gl/tT53wS>
- PhD পর্ব ১০০ঃ একটি PhD সার্কুলারের ব্যাবচেছদ /  
বিশ্লেষণ / পোস্টমর্টেম <https://goo.gl/ncQo65>
- বর্তমান ও ভবিষ্যতের PhD: <https://goo.gl/KWz8Hr>
- পিএইচডি ফান্ডের জন্য আবেদন বিষয়ক তথ্য:  
<https://goo.gl/6I8EmS>
- DAAD স্কলারশিপ লিস্ট <https://goo.gl/2nwr9Y>
- Erasmus Mundus Scholarship in Europe -  
<https://goo.gl/BVM3Wo>

## বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি

- Universität Greifswald - <https://goo.gl/yC4Lgs>

## অভিজ্ঞতা শেয়ার

- Journey to Deutschland <https://goo.gl/Gw7Ai1>
- আমি কিভাবে জার্মানি তে : <https://goo.gl/HXHz9o>
- Study in Germany : Summer 2016 Experience  
<https://goo.gl/nVTleJ>
- কম GPA - <https://goo.gl/oExLdS>
- জার্মান ভাষা বিড়ম্বনা, ঘূর্ম ও ট্রেন-  
<https://goo.gl/09wPFQ>
- জার্মানির পথে পথে <https://goo.gl/3QLr32>
- ব্ল্যাক ফ্রাইডে-নাইট <https://goo.gl/SsB2zg>

## জার্মানিতে আসার পর করনীয়

- জার্মানিতে পৌঁছেই করণীয় <https://goo.gl/BDtDP2>

## এস্বাসি

- কি কি লাগবে <https://goo.gl/pDsm0Z>
- নতুন নিয়মে ব্লক একাউন্টঃ <https://goo.gl/1TfxmR>
- কত ইউরো ব্লক করতে হবে? <https://goo.gl/8W939f>
- কীভাবে জার্মানিতে ব্লক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন ?  
<https://goo.gl/h5qVA4> , <https://goo.gl/weN9iF> ,  
<https://goo.gl/ouUbiP>
- ব্লক অ্যাকাউন্ট ওপেন ফর্ম <https://goo.gl/KOjhE4>
- ভিসা ইন্টারভিউ গল্প <https://goo.gl/XcWEMP>
- দরকারি তথ্যবলি :ভিসা প্রক্রিয়া ধীর হলে যা করতে  
পারেন: <https://goo.gl/md4FQI>

## ইন্টার্নশিপ

- জার্মানি তে ইন্টার্নশিপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক : ( পর্ব -০১ )  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1464916867123171/>
- জার্মানি তে ইন্টার্নশিপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক ( পর্ব -০২ ) :  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1469129200035271/>
- জার্মানি তে ইন্টার্নশিপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক  
(সমাপনী পর্ব)  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1482798232001701/>

## চাকরি

- চাকরি হাল চাল - <https://goo.gl/7Uiindd>

## জার্মান ভাষা শিক্ষা

- ইউটিউবে ভাষা শেখাঃ <https://goo.gl/MGM5X2>
- বিদেশী ভাষা শিক্ষা: কেন, কিভাবে ও কোথায় শিখব?  
<https://goo.gl/v2oqL5>

## দালাল এজেন্সি

- দালাল/এজেন্সি-পর্ব শুন্য - <https://goo.gl/vXWnDw>
- দালাল/এজেন্সি-পর্ব এক - <https://goo.gl/ZZhZeM>
- দালাল/এজেন্সি-পর্ব দুই - <https://goo.gl/3dGUeP>

## অন্যান্য

- জার্মানিতে পড়তে আসার  
আগেই.....<https://goo.gl/HMKUd9>
- জার্মানিতে স্থায়িভাবে সকল বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও  
ইন্সটিউট এর তালিকা <https://goo.gl/8UmWSq>
- পড়তে চাইলে বেছে নিন জার্মানিকে. কিন্তু কেন?  
<https://goo.gl/tgDjzF>
- Interesting Facts About Germany:  
<https://goo.gl/snRyVf>
- জার্মানিতে পড়তে আসবেন, কি প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন?:  
<https://goo.gl/Glx8xk>
- যেভাবে ইউনি এসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রেশন করবেনঃ  
<https://goo.gl/z0cDnZ>
- uni-assist এর মাধ্যমে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনঃ  
<https://goo.gl/LIqJyK>
- অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-১ংঃ  
<https://goo.gl/6igmVU>
- অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়- ২ংঃ  
<https://goo.gl/GGu2aW>
- একাডেমীক সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট সহ অন্যান্য  
ডকুমেন্টের সন্তান এর  
বিস্তারিত: <https://goo.gl/LsAfzG>

- আমার ভিসা ইন্টারভিউ অভিজ্ঞতা: ৬ ই অগস্ট, ২০১৪ং: <https://goo.gl/DhXsFZ>
- জার্মান মানুষ বা জার্মান ভিসা নিয়ে বাংলাদেশিদের মাঝে কিছু ভুল ধারণা:<https://goo.gl/tgRIE2>
- জার্মান মানুষ বা জার্মান ভিসা নিয়ে বাংলাদেশিদের মাঝে কিছু ভুল ধারণা:<https://goo.gl/ZvBC2k>
- যেসব ভিডিও দেখে বিদেশে যেভাবে কারো সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই আসবেন: <https://goo.gl/oKaAnN>
- দরকারি তথ্যবলি : জার্মানিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সচরাচর যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়: <https://goo.gl/W2XZpQ>
- দরকারি তথ্যবলি, How to create a block account according to new rule?:<https://goo.gl/LcgafH>
- ভিসা না হলে যে ভাবে ব্লক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে টাকা ফেরত পেতে হবে<https://goo.gl/ZxCkGW>
- E-learning is our future: <https://goo.gl/sGpJUz>
- জার্মানিতে ছাত্র ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধা!!! ইউরোপের অন্য দেশের সাথে তুলনা:<https://goo.gl/gmNuSH>
- Preparation for higher study abroad:<https://goo.gl/lbMXD3>
- Degree of F..R..E..E..D..O..M: <https://goo.gl/yBzZe6>
- জার্মানিতে পড়তে চান? এক ওয়েবসাইটেই সব তথ্য: <https://goo.gl/hKHmBv>
- বিদেশিদের কাছে জার্মানির জনপ্রিয় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় <https://goo.gl/VfJHKd>
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, জার্মানিতে কি নামে পরিচিত? <https://goo.gl/YI9DcA>
- পাশ্চাত্যে ও পশ্চিমে এমডি বিদ্রোহিতি <https://goo.gl/yjUUL6>
- দরকারি তথ্যবলি : Right time for higher study abroad. <https://goo.gl/unQMWE>
- জার্মানির যাতায়াত ব্যবস্থা আসলে কেমন? <https://goo.gl/01I8V1>
- জার্মানিতে পড়াশুনা: <https://goo.gl/IIO5IF>

- শপিং টিপস (কি কিনব, আর কি কিনব না ) এবং ভ্রমণ  
টিপস: <https://goo.gl/9OI6ZG>
- জার্মানিতে লেখা-পড়া এবং চাকরি নিয়ে থাকা  
<https://goo.gl/QJujuM>
- জার্মানিতে পড়াশোনা <https://goo.gl/Ry1Ukc>
- জার্মানিতে স্টুডেন্ট জব... কোথায় করবেন ?  
<https://goo.gl/vcdm54>
- Interesting Facts About Germany <https://goo.gl/wJ2fzr>
- Sample Block Letter Application Form.pdf  
<https://goo.gl/SbXJOM>
- FAQ from Students <https://goo.gl/UyW0Cw>
- How to Write a Successful Statement of Purpose for Graduate
- Schools:<https://goo.gl/O8xqrB>
- German culture : <https://goo.gl/DWdJhL>
- Study in Germany (Cost and fees)  
<https://goo.gl/j6cVUE>
- List Of English Bachelor\_s Programmes in Germany:  
<https://goo.gl/eXGebD>
- German-Grade-Calculation : <https://goo.gl/o81PR9> ,  
<https://goo.gl/oML65Y>
- EU Blue Card For Germany: <https://goo.gl/YwSSI8>
- A brief guide to get you started on your new journey in Germany:<https://goo.gl/XWS4Pt>
- Subjects for Economics & Business( Upcoming-Summer semester ) -<https://goo.gl/13aoNZ>
- Tips for CV <https://goo.gl/a1hrMh>
- Letter of Motivation ( For M.Sc. Student)  
<https://goo.gl/hE4Iez>
- Letter of Recommendation ( For M.Sc. Student):  
<https://goo.gl/p7k8Ay>
- VISA to go Germany <https://goo.gl/WuhaPo>
- IELTS BOOKS:<https://goo.gl/lf2D4K>
- 45 Most Asked Questions About Studying in Germany:  
<https://goo.gl/Hl5D0i>

## লেখকদের অতীত লেখা Faysal Ahmed

1. বিদেশে পড়তে যাওয়ার আগেঃ  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1781849915429863/>
2. Tips for your CV  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/2010191115929074/>
3. সিভি লেখার কায়দা কানুন  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1849817871966400/>
4. টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখ এবং অন্যান্য স্কলারশিপঃ  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1813231418958379/>
5. দরকারি তথ্যবলি : কীভাবে জার্মানিতে ব্লক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন ?  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1505871809694343/>
6. জার্মানিতে বিজনেস এবং ইকোনমিক্স বিষয়ের উপর মাস্টার্স কোর্স করা যাবে এরকম কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ঃ  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1771991379749050/>
7. জার্মান এমব্যাসি স্টুডেন্ট ভিসা ইনফর্মেশন আপডেট (জুলাই, ২০১৬)  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1766676666947188/>
8. The list of those Bangladeshi insurance companies.  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/1742175229397332/>
9. সহজেই সাবজেক্ট খুঁজে নেয়া এবং এপ্লিকেশন পদ্ধতিঃ  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1910187852596068/>

আরমান সাইফুল

1. লেগে থাকলে আপনার ডিকশনারী থেকে অসম্ভব  
শব্দটি উঠে যাবে !!  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1611445075803682/>

Shakil Ahmed Adnan

1. আলোকিত মানুষ  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1702700370011485/>

যুবরাজ শাহাদত

1. আসুন দালাল চিনি/ দালাল থেকে দূরে থাকি  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1741756029439252/>

Baul Shahed Shah

1. PhD খোঁজা  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1743398269275028/>

মোঃ রমজান

1. জার্মানি তে ইন্টার্নশীপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক : ( পর্ব -০১ )  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1464916867123171/>
2. জার্মানি তে ইন্টার্নশীপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক ( পর্ব -০২ ) :  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1469129200035271/>
3. জার্মানি তে ইন্টার্নশীপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক  
(সমাপ্তনী পর্ব)

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1482798232001701/>

## রায়হান চৌধুরী

### 1. IELTS

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1646310445650478/>

## সার্বিল আহমেদ

### 1. মানুষকে সাহায্য করার জন্য মন মানসিকতা :

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1992480144366838/>

### 2. জার্মানিতে পড়াশোনা

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1991104047837781/>

### 3. Issue: University Application Deadline

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1986556978292488/>

### 5. আপনি শুধুমাত্র HSC পাশ হলে কি করবেন ?

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1965774963704023/>

### 6. Earning Money during Study in Germany

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1962704124011107/>

### 7. জার্মান ভাষা শেখার জন্য খুব একটা ভাল মাধ্যম

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1991104047837781/>

### 8. জার্মানিতে IT জব মার্কেট-

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1904679579813562/>

### 9. আপনি কেন পড়াশোনা বা চাকরির জন্য জার্মানিকে বেছে নেবেন

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1878762005738653/>

10. জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে পড়াশোনা  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1668764720071717/>
11. জার্মানি কি এতই ফালতু একটা দেশ?
12. <https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1663735593907963/>
13. Information and experience of some Students about study in Germany.  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/166111547503701/>
14. Blue card or Work in EU  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1655368361411353/>
15. জার্মানিতে পড়তে পারেন Masters in Computer Science/ Informatics  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1600450280236495/>
16. Study and work in Germany  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/1556056268009230/>
17. আপনি কেন জার্মানিতে পড়বেন  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1554141874867336/>
18. আপনি জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা নিতে চান? আপনার মনে আছে অনেক প্রশ্ন?  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1550669171881273/>
19. জার্মানিতে পড়াশোনা সংক্রান্ত আপনাদের কিছু প্রশ্ন আর উত্তর  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1490475154567342/>
20. জার্মানিতে স্কলারশিপ এবং পড়াশোনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাবেন এইখানে  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1449780425303482/>

21. জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে আসার সুবিধা এবং অসুবিধা  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1441603832787808/>
22. সুখবর সুখবর সুখবর !!! আপনি কি কোন কৌশলেই Ausländer Behörde এর সাথে পেরে উঠছেন না।  
আপনি কি জীবনের চরম সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভাবছেন ?  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1436136630001195/>
23. আজকাল খুব ই হতাশার সাথে লক্ষ্য করছি কিছু স্ট্রুডেন্টদের প্রশ্ন  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1424137421201116/>
24. জার্মানিতে পড়াশোনা  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1395448514070007/>

A B Siddique Biplob

1. 'দেশে ও বিদেশে'  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1411515329129992/>
2. উচ্চ শিক্ষালাভে জার্মানী গমনেচ্ছ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি:  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1429979277283597/>
3. কীভাবে গবেষণা পত্র বা রিসার্চ পেপার পড়বেন  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1443906559224202/>
4. DAAD scholarship at a glance  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/1459156891032502/>
5. Full-time degrees offered in English, at public German universities.  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1574744106140446/>

6. রায়হান IELTS  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1590747077873482/>
7. জার্মানিতে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রেকর্ড ছাড়িয়েছে !  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1622094104738779/>
8. আমি মাস্টার্স করতে চাই  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1625244747757048/>
9. How do you search Doctoral Programs in Germany?!  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1629213090693547/>
10. জার্মানদের অভিজ্ঞতা  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1679936632287859/>
11. জার্মানিতে বিষয় নির্বাচন বা খোঁজার ওয়েবসাইট  
(ব্যাচেলর, মাস্টার্স, পি.এইচ.ডি ইত্যাদি)  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1695200394094816/>
12. উচ্চ শিক্ষা। একজন ছাত্রের প্রস্তুতি কেমন হতে পারে!  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1711621252452730/>
13. Be a part of BSFG  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1749527471995441/>
14. জার্মানিতে এগ্রিকালচার, হরটিকালচার, ফুড, ভেটেরিনারি ও এগ্রিবিজনেস সম্পর্কিত কি কি সাবজেক্ট আছে?  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1750989018515953/>
15. আমাদের ফাইল সেকশান  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/files/>
16. Be a part of BSFG  
<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/permalink/1749527471995441/>

# বিদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি

Iqbal Tuhin Monday, September 3, 2018

উচ্চ শিক্ষার জন্য সবচেয়ে দরকারি হল সঠিক প্রস্তুতি। ইদানিং একটা প্রবন্ধ দেখা যায় যে, সঠিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়া সবাই বাহিরে আসতে চাই। একটা মানসিক রোগ এই যে, দেশের বাহিরে যাওয়া মানেই জান্মাতে চলে গেলাম! মনে হয় বিদেশে গেলেই শুধু টাকা আর টাকা। আমার ব্যাক্তিগত পরামর্শ হল, এইসব অবাস্তব ভাবনা মাথা থেকে একদম নামিয়ে রাখুন। তার মানে এই নয় যে আমরা চাই না আপনারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে আসুন। আমরা চাই আপনারা আসুন, তাইতো সময় দিয়ে আপনাদের জন্য লিখা। এখানে অনেক সুযোগ আছে সত্য, কিন্তু আপনাকে তার জন্য ঘোগ্য হতে হবে। কেউ যদি ঘোগ্য ই না হয় তাহলে কিভাবে আপনি তা অর্জন করবেন? কিছু উদারন বলি তাহলে আপনাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। অনেকে বলে ভাই জার্মানি যেতে চাই কিন্তু আমি IELTS করতে পারবো না, আমাদের দেওয়া লিঙ্কটা ও একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার সময় নাই, নিজ থেকে ও একটু চেষ্টাও করেন না, ভালো ভাবে পড়বেন না, জানবেন না।  
তাহলে ভাই কিভাবে হবে?

\*\* নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, Higher study এর জন্য সুচিপ্তিতভাবে আগানো দরকার বলে আমি মনে করি।  
তাঁর কিছু নিচে উল্লেখ করলাম-

১. ভালো CGPA দরে রাখা।

২. ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানো ও IELTS / TOFEL এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, যথা সম্ভব ব্যাচেলর লেভেলে পরীক্ষাটা শেষ করা। (সাধারণত IELTS স্কোর ব্যাচেলরের জন্য ৬ এবং মাস্টার্স এর জন্য ৬.৫, কোন মডিউলে ৬ এর কম নয়)

৩. এনালিটিকেল দক্ষতা প্রমানের জন্য GMAT/ GRE পরীক্ষাটা শেষ করা একটা ভালো স্কোর সহ।

৪. যত বেশি সম্ভব ছোটখাটো জব, ইন্টার্নশিপ ও প্রোজেক্ট এ কাজ করার অভিজ্ঞতা নেওয়া।
৫. সম্ভব হলে পাবলিকেশন করা।
৬. এক্সটা কারিকুলাম কার্যক্রম এ অংশগ্রহণ করা। শুধু মাত্র বিতর্কই নয়, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেনিং, সেমিনার-সিম্পজিয়াম, লিডারশিপ প্রগ্রাম, সোশ্যাল ওয়ার্ক, সচেতনতা, সামাজিক ও স্টুডেন্ট প্রতিনিধিত্ব মূলক কার্যক্রমও হতে পারে।
৭. কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ানো, কারন তা আপনার উচ্চ শিক্ষার জন্য লাগবেই।
৮. পড়াশোনা করা অবস্থাতেই বিভিন্ন দেশের উচ্চ শিক্ষার সুবিদা ও অসুবিদা জানা বা তা সম্পর্কে খোঁজ রাখা।
৯. কমিউনিকেশন দক্ষতা বাড়ানো, কারন আপনাকে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রফেসর, ডিন ও কোঅডিনেটর এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
১০. সবপরি সময়, শ্রম ও ধৈর্য ধরে লেগে থাকা, কোন অবস্থাতেই নিরাশ না হওয়া।
- \*\*\*খুবই গুরুত্বপূর্ণ : উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাবার জন্য আর্থিক প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্কলারশিপ না পেলে বিদেশে আসার জন্য খরচ বাদেও অন্তত ৬ মাস থেকে ১ বছরের থাকার প্রস্তুতি নিয়ে আশা ভালো। ইংলিশ ভাষার দেশ না হলে এটা খুবই খুবই দরকার। কারন নতুন দেশে এসে জব পাওয়ার মতো ভাষা জানতে সাধারণত ৬ মাস লাগে। জার্মানির ক্ষেত্রে ৩ মাস পর্যন্ত জব করার অনুমতি থাকে না। ভিসা বাড়ানো পর জব করার অনুমতি মেলে। যথাসম্ভব যে দেশে যাবেন সে দেশের ভাষা শিখা, কারন আপনি ইংরেজি মিডিয়ামে পড়লেও সে দেশে চলাচলের ও জব করার জন্য আপনার তাদের ভাষা লাগবেই। ইউরোপে হলে ভাষা শিখা খুবই অত্যাবশ্যকীয়।  
জার্মানিতে আসতে হলে ৮৬৪০ ইউরো ব্লক অ্যাকাউন্ট করতে হয়। ব্লক অ্যাকাউন্ট হল এমন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাতে আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রাখতে হবে যা আপনি চাইলেই

এক সাথে তুলতে পারবেন না। আপনাকে দেওয়া হবে মাসিক  
৭২০ ইউরো করে। সাধারণত ব্লক অ্যাকাউন্ট রাখতে হয় এক  
বছর এর জন্য। ব্লক অ্যাকাউন্ট হল আপনি জার্মানিতে  
আপনার পড়াশুনা চালাতে সক্ষম এটা প্রমানের জন্য।

\*\*মাথা থেকে ঘোড়ে ফেলাঃ

১. স্টুডেন্ট অবস্থাতে লাখ লাখ টাকা কামানোর চিন্তা বাদ দিয়ে  
নিজের চলার খরচের চিন্তা করা। কারন ঠিক ভাবে পড়াশোনা  
শেষ করলে অনেক টাকা আসবে, ওই সময়টার জন্য অপেক্ষা  
করা।
২. পাসপোর্ট বা অতিরিক্ত থাকার চিন্তা বাদ দেওয়া। আপনি  
যোগ্য হলে আপনার জন্য সুযোগ তৈরি হবেই।
৩. পড়াশোনা বাদ দিয়ে অন্য চিন্তা না করা।
৪. নিজের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে বিসর্জন না দেওয়া।

# বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় আমাদের দুর্বলতা ও করনীয়

Iqbal Tuhin · Wednesday, December 13, 2017

প্রিয় গ্রুপ সদস্যরা আশাকরি ভালো আছেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের কিছু দুর্বলতার জন্য অনেক সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, যা মোটেও কাম্য নয়। আমাদের শিক্ষার্থীরা আশেপাশের দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের তুলনায় কোন অংশে কম প্রতিভাবান নয়, তাই সমান সুযোগ নেওয়ার কথা তাদের কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে উল্টো। আমার এই লেখায় আমাদের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে দুর্বলতা গুলো তুলে আনার চেষ্টা করেছি। আশা করি এ ব্যাপার গুলো সমাধান করতে পারলে আমাদের সফলতা কেউ ঠেকাতে পারবেনা। আমি আসলে সমস্যা গুলো সবার তা বলছি না তবে বেশি ভাগের। চিন্তার সীমাবদ্ধতা

---

আমাদের চিন্তা অনেকাংশে একটা নির্দিষ্ট গন্তির ভিতরে আটকে আছে। বেশি ভাগ লোকই বিসিএস আর চাকুরী ছাড়া আর বড় কিছু চিন্তা করেনা। আরে ভাই দেশের এই বিশাল বেকারদের কয়জনকে এই প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের চাকুরী দিবে! আরও এই রকম শত প্রতিষ্ঠান গড়ার দায়িত্ব আমার আপনার, যার মাধ্যমে নতুন নতুন চাকুরীর সুযোগ তৈরি হবে। আমাদের এক একজনকে এক একজন উদ্যোগতা হয়ে উঠতে হবে। ঘেড়ে ফেলুন মাথা থেকে আমাকে দিয়ে হবেনা, অমুকে দিয়ে হবে তমুকে দিয়ে হবে, আরে আপনারও তো তার মত হাত-পা আছে। আগামী দিনে জ্ঞান আর আর্থিক ভাবে যারা নেতৃত্ব দিবে তারাই সমাজ চালাবে, তাই এখন থেকে জেগে উঠার কোন বিকল্প নাই। আপনার ক্যারিয়ার আর সমাজের জন্য কিছু করার উপলক্ষ এক করে দিন আর ইনফলুএন্সিং সেক্টরে ক্যারিয়ার নির্বাচন করুন, যেন আপনি দেশ ও সমাজের জন্য ভালো ভাবে অবদান রাখতে পারেন আরও কিছু

মানুষকে আপনার দ্বারা প্রভাবিত করতে পারেন। অবশ্যই  
আপনার আগ্রহকে গুরুত্ব দিন।  
বিসিএস রোগ!

---

বিসিএস! নামে চাকুরির পরীক্ষা হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও  
সমাজ-বাস্তবতায় এখন অন্যতম প্রভাবশালী ডিসকোর্স। এক  
অল্প-মধুর দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতা নিয়ে আমাদের ট্র্যাডিশনাল  
শিক্ষিত তরুণ-সমাজের মনোজগতকে ঝাঁকুনি দিতে কিছুদিন  
পরপরই আসে বিসিএস। গবেষক, উদ্যোগতা, কর্পোরেট  
বাস্তিত, সাংবাদিকতা, নাটক, সিনেমা, শিল্পকলা, কৃষক, কৃষি,  
যুদ্ধ, প্রেম, বিরহ, জন্ম, মৃত্যু-সব কিছুকে কে ছাপিয়ে প্রধান  
বিষয় হয়ে উঠে বিসিএস যা আমাদের অনেক মেধা অপচয়  
করছে।

IELTS/ TOFEL

---

IELTS/ TOFEL হল ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণের  
আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পরীক্ষা। সাধারণত TOFEL আমেরিকায়  
উচ্চ শিক্ষা জন্য আর অনন্য দেশের জন্য IELTS, তবে  
অনেক দেশে দুটোই গ্রহণ করা হয়। IELTS এ স্ট্যান্ডার্ড স্কোর  
হল ব্যাচেলর লেভেলে ৬ এবং মাস্টার্স পর্যায়ে ৬.৫। IELTS  
ছাড়া বিদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রায় অসম্ভব বা সুযোগ খুবই সীমিত।  
অনেকে অনেক সুযোগ নষ্ট হয় শুধু মাত্র IELTS এর জন্য।  
IELTS অন্য আট- দশটা পরীক্ষার মত একটা পরীক্ষা যেখানে  
আপনার ভালভাবে প্রস্তুতি নিলে ভালো করা কোন ব্যাপার না।  
আমাদের ভাইয়েরা অনেক মেধাবী অনেকে হাজার হাজার  
স্টুডেন্টদের সাথে প্রতিযোগিতা করে পাবলিক  
ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, অথচ IELTS দিতে ভয় পায়,  
যেখানে কোন প্রতিযোগী নাই, কোন ফেল নাই!! আসুন চিন্তার  
দাসত্ব ঘেড়ে ফেলি, বিজয় আমাদের হবেই।

GMAT/GRE

---

GMAT/GRE হল এনালিটিকেল দক্ষতা আন্তর্জাতিক স্বীকৃত  
সনদ। এই সনদ আপনি এক জন গ্র্যাজুয়েট হিসাবে আপনার

একাডেমিক দক্ষতার বিশ্বব্যাপী প্রমাণ করতে পারবেন।  
সাধারণত বিজনেসের শিক্ষার্থীদের জন্য GMAT আর  
বিজ্ঞানের জন্য GRE। GRE তে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর হল ৩০৫+।  
আমেরিকা, কানাডা বা সুনাম ধারি প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার জন্য  
GMAT/GRE দরকার, তবে ইউরোপের অনেক দেশেই  
GMAT/GRE ছাড়া পড়াশুনা করা যায়। GMAT/GRE থাকলে  
আপনি যেকোন ভর্তি বা স্কলারশিপ এর প্রতিযোগিতায় এগিয়ে  
থাকবে। আমাদের উচিততো অন্য দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনায়  
এগিয়েই থাকা তাই আপনার অনার্স লেভেলে পড়াশুনার সাথে  
সাথে আস্তে আস্তে শুরু করে দিন GMAT/GRE এর প্রস্তুতি।  
একটু চেষ্টা

---

আমাদের মানুষজন অনেক পরিশ্রমী বাস্তি জীবনে, কিন্তু উচ্চ  
শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে তা বিপরীত। অনেকে একটু  
খুঁজে দেখতে রাজি না, কিছু নিজে চেষ্টা করে দেখার আগেই  
প্রশ্ন করতে থাকি অথচ দেওয়া লিঙ্কে একটা ক্লিক করলেই তা  
পাওয়া যায়।

### অন্যের উপর নির্ভরশীলতা

---

আমাদের অনেকেই অন্যের উপর উচ্চ শিক্ষার ব্যাপার  
গুলোতে খুব বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল থাকে অথচ তিনি নিজে  
একটু চেষ্টা করলেই তা পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই নির্ভরশীলতা  
হতাশার কারণ হয়। দরকার আপনার আপনাকে চেষ্টা করতে  
হবে, অন্য কেউ হয়তো আপনাকে পথ দেখিয়ে দিবে কিন্তু  
হাঁটতে আপনাকেই হবে।

### আগ্রহ

---

আগ্রহ সব কাজের মূল। আগ্রহ না থাকলে কোন কাজে সাফল্য  
পাওয়া যায়না। আগ্রহ তৈরির জন্য নিজের ভূমিকা আসল  
সেখানে শুধু অন্যরা অনুঘটক হয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু  
দুঃখজনক ব্যাপার হল আমাদের অনেক মেধাবী নিজ থেকে  
উচ্চ শিক্ষার তাগিদ অনুভব করেননা বিসিএসের ভিড়ে।  
যুক্তি নেওয়া

---

পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকি নেওয়ার কোন বিকল্প নাই। পরিবর্তন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। আমাদের বড় একটা সমস্যা হলও আমরা পরিবর্তন আর সমালোচনায় ভয় পাই। আপনার দেশে জব আছে আপনি বিদেশে এসে ঝুঁকি নিতে চান না নতুন একটি ভাষার, সিস্টেমের তাহলে আপনি বিশ্ব দেখবেন কি ভাবে, আপনার জ্ঞানের বিশ্বায়ন হবে কিভাবে? পড়াশুনা করে দেশে ফিরে গিয়ে আপনি দিতে পারেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস যা দেশে থেকে আপনি ভাবতেনই না। ঝুঁকি নিতে হবে না হলে সাফল্য ধরা দিবেনা, তবে অবশ্যই ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে সঠিক কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে হবে।

লেগে থাকা

---

অনেক ক্ষেত্রে আমরা সময়, শ্রম আর চেষ্টা দিয়ে লেগে থাকিনা। সফলতার জন্য ব্যর্থতা স্বাভাবিক কিন্তু হতাশ হওয়া যাবেনা। লেগে থাকলে এক সময় সাফল্য ধরা দিবেই। আল্লাহ আমাদের চেষ্টাগুলোকে কবুল করুক। আমাদের ক্যারিয়ার- সাফল্য যেন আমাদের ভালো কাজে লাগে, দেশ ও সমাজের জন্য কাজে লাগে। আমরা যেন সফলতার পর সমাজ, দেশ তথা আমাদের দায়িত্ব ভুলে না যাই।

© লেখার মেধাবৃত্ত শুধুমাত্র লেখকের ও Bangladeshi Student Forum Germany জন্য সংরক্ষিত

# জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি, যেখান থেকে শুরু করবেন...!!!

Iqbal Tuhin·Monday, August 31, 2015

আসসালামুয়ালাইকুম, প্রিয় গ্রন্থপ সদস্যগণ আপনারা জানেন জার্মানিতে কোন টিউশন ফি দিতে হয়না, যা চিন্তা করলে এক প্রকার স্কলারশিপের এর মত আর এ সাথে আছে ছাত্র হিসাবে অন্যান্য সুবিধা। পড়াশুনার শেষ করে আছে জব নিয়ে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ ও স্থায়ী ভাবে বসবাসের সুবিধা।

#সামনে শুরু হচ্ছে সামার সেমিস্টারের আবেদন, আবার কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। জার্মানি সামার সামার সেমিস্টার-২০১৭ এর আবেদনের শেষ সময় ১৫ জানুয়ারি ২০১৭, কিছু কিছু জায়গায় তারও আগে। তাই এর জন্য প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু করে দেওয়া দরকার। এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করলে আগামী সেমিস্টার ধরা সম্ভব ! কাজ গুলো নিচে ক্রম অনুসারে দেওয়া হল।

১) জার্মানি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়াঃ

জার্মান শিক্ষা বাবস্থা, ইউনিভার্সিটি ও কোর্সগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন। আপনার ক্যারিয়ারের লক্ষ্য অনুসারে কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন ও ভর্তি যোগ্যতা অনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করুন।

#জার্মানি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পাবেনঃ

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/>

[www.daad.de](http://www.daad.de)

<http://goo.gl/SsClGU>

<http://goo.gl/KoSJMg>

<https://www.study-in.de/en/index.php>

২) IELTS এর প্রস্তুতি শুরু করুনঃ

এক মুহূর্ত নষ্ট না করে IELTS এর প্রস্তুতি শুরু করা এবং যে কোন মূলে নভেশ্বরের মধ্যে IELTS পরীক্ষা দিয়ে হাতে স্কোর রাখা। IELTS স্কোর দরকার ৬.৫ কোন মার্ডিউলে যেন ৬ এর

নিচে না হয় তা খেয়াল রাখা। জর্মানির জন্য কমপক্ষে ৬ ক্লোর দরকার।

#IELTS এর অফলাইন প্রস্তুতির জন্য ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল, সেন্ট জোনস ভালো প্রতিষ্ঠান।

#IELTS এর অনলাইন প্রস্তুতির জন্য নিচের লিংক গুলো দেখতে পারেন, তাছারাও অনলাইনে অনেক মাটেরিয়াল পাবেন শুধু একটু গুগল মামার সহযোগিতা নিলেই হল 😊)

<https://goo.gl/VD9X3x>

<https://goo.gl/AMfnEj>

<http://goo.gl/dWIKew>

৩) Motivation letter/ letter of intent বানানঃ

গুগোলে সার্চ দিলে অনেক মডেল পাওয়া যায়। আপনার পছন্দ সই একটা তৈরি করুন

<https://goo.gl/PucP9I>

<https://www.google.dk/#q=motivation+letter>

৪) Reference letter (2 copies):

আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ভাল পোস্ট ধারিদের (Prof.)কাছ থেকে নেন। যারা আপনাকে চিনে। অথবা ডেমো বানিয়ে রাখুন। এপ্লিকেশন অনুযায়ী পরবর্তীতে এডিট করে প্রিন্ট দিয়ে তাদের থেকে সাইন করিয়ে

নিবেন।<https://www.google.dk/#q=reference+letter>

৫) ইংলিশ সার্টিফিকেট তৈরি করুনঃ

যদি পূর্ববর্তী ব্যাচেলর বা মাস্টার্স এর midium of instruction

English হয়ে থাকে<https://goo.gl/B0p7Gv>

৬) একাডেমিক সিভি তৈরি করুনঃ

ইউরোপের জন্য সিভি অবশ্যই এ মডেলে তৈরি করুনঃ

<https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae>

৭) কারিকুলাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুনঃ

যত বেশি এক্সটা কারিকুলাম কার্যক্রম এ অংশগ্রহণ করে তার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা। শুধু মাত্র বিতর্কই নয়, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেনিং, সেমিনার-সিম্পজিয়াম,লিডারশিপ প্রগ্রাম,

সোশ্যাল ওয়ার্ক, সচেতনতা, সামাজিক ও স্টুডেন্ট  
প্রতিনিধিত্ব মূলক কার্যক্রমও হতে পারে।

৮) এপ্লাই করার সময়সীমা মাথায় রাখবেন।

৯) সবপরি সময়, শ্রম ও ধৈর্য ধরে লেগে থাকা, কোন অবস্থাতেই  
নিরাশ না হওয়া।

এই কাজ গুলো করে আগালে জোর্মানিতে এডমিশন হবেই,  
ইনশাআল্লাহ।

# আমার জন্য সঠিক রাস্তা কোনটা? – বিদেশ, জিআরই, স্বদেশ, বিসিএস, চাকরি?

[Mazharul Islam · Monday, April 3, 2017](#)

অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে – আমি জিআরই দেবো নাকি  
বিসিএস দেবো (নাকি দুটোই দেবো!) বুঝতে পারছি না।  
নিজেকে খুশি করবো? নাকি পরিবারকে? আমার মন চায় এটা,  
কিন্তু বাজার বলে ওটা ... ... এই নিয়েই এই পোস্ট। আমরা খুব  
সহজে সবাইকে বলে ফেলি – এটা আমার স্বপ্ন। এটা আমার  
দ্রিম। কিন্তু কেন এটা আমার স্বপ্ন – সেটা জিজ্ঞেস করলে  
অনেকেই থমকে যাবে। মাথা চুলকোবে। “এই লাইনে টাকা  
আছে” এ জাতীয় কথা খুব লেইম অথবা সন্তা শোনায়, তাই  
আমরা এটা স্বীকার করতে লজ্জা পাই। দুঃখজনকভাবে  
আমাদেরকে বড় করা হয় এভাবে – আমরা নিজেদের জন্য  
কোন দিকটা ঠিক, এটা নিজেরা কখনো ঠিক করার সুযোগ পাই  
না। শতকরা আশি ভাগ ছাইছাত্রী পিতামাতার চাপে, বড়  
ভাইবোনের চাপে, বন্ধুদের চাপে কিংবা গত কয়েক বছরের  
ট্রেন্ডের চাপে সিদ্ধান্ত নেয়। পুরো মনোযোগ দিতে পারে না,  
নিজেকে খুঁজেও পায় না বলে হতাশায় ভোগে। অনেকের  
পিতামাতা জানেনই না যে ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া  
পৃথিবীতে আর কোন পেশা আছে। তাছাড়াও আমরা হ্লজুগে  
জাতি। গত কয়েক বছরে প্রচণ্ড পাবলিসিটি করে বিসিএস  
নামক বস্তুটিকে আকাশে তুলে দেয়া হয়েছে বলে এখন ডাক্তার  
ইঞ্জিনিয়ার সবাই এটার পেছনে ছোটে – অনেক সময়  
দুঃখজনকভাবে নিজের আগুরগ্যাডের পড়াশোনার লাইন কী  
ছিল এবং কেন ছিল সেটা ভুলে গিয়েই ছোটে, কারণ বাজার বড়  
কঠিন। বিসিএস ক্যাডার হলে পাওয়ার প্র্যাকটিস করা যায়,  
এখানে ভবিষ্যৎ আছে ইত্যাদি নানান ঝাপসা কথা বলা হয়।  
বাস্তবতা হল এই – সরকারী চাকরি করতে গিয়ে শুরুতে তরুণ

বয়সী প্রায় সবাই সৎ থাকে, কিন্তু বছর পাঁচেক পরে অনেকেরই বিবেক বেশ দুর্বল হয়ে যায় সিস্টেমের খণ্ডে পড়ে। আর যারা তরুণ বয়স থেকেই অসৎ, তাদের কথা বলাই বাহুল্য (এ সংখ্যাটি নেহায়েত কম নয়, অনেক পরিবারেই সতত বিষয়টি শেখানো হয় না)। খাবার টেবিলে বাবা-মায়ের, বা সোশ্যাল অকেশনগুলোতে আত্মীয়স্বজনদের বাঁকা কথার ক্রমাগত চাপে পড়েও অনেকে ভাবে, সরকারী চাকরি ছাড়া আসলে গতি নেই, নিশ্চিন্ত পথ অবলম্বন করাই সমীচীন। আরও আছে।

“উদ্যোগ্তা” শব্দটি খুব Cool শোনায় – কিন্তু এর রিস্ক,  
প্রয়োজনীয় জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা এসব চিন্তা করলে অনেক  
আপাত-আগ্রহী ঘুরকই পিছিয়ে আসবে। জিআরই-টোফেল  
দিয়ে যারা বিদেশে যায়, তারাও যে স্বপ্ন তাড়া করতে যায় কথাটি  
সবক্ষেত্রে সত্যি নয় (“স্বপ্ন” শব্দটি আজকাল বাজারে খুব  
চলে!)। রিসার্চ করতে গিয়ে অনেকে বিরক্তির একশেষ হয় –  
কারণ সে রিসার্চ করতে বাইরে আসে নি, এসেছিল টাকা  
কামাতে; শোনা কথা এই ছিল যে বড় ভাইয়া-আপুরা যারা টি-এ-  
আরএ, তারা অনেক টাকা উপার্জন করে, ডলারে পে-চেক পায়  
কাজেই আশি দিয়ে গুণ করলে অক্ষটা অনেক বড় দেখায়!  
আমি কী নিয়ে রিসার্চ করবো – এটা খুব কম মানুষ আগ্রহ নিয়ে  
বলে, বেশীরভাগ খুব আগ্রহ নিয়ে বলে সে মাসে কত করে  
পাবে! তাহলে উপায় কী? এক্ষেত্রে সম্ভবত একজন ফ্রেশার  
ছাত্রছাত্রীর “অন্যের দেখাদেখি” স্বভাব বাদ দিয়ে নিজের সঠিক  
অবস্থা এবং দুর্বলতা যাচাই করা ভালো কৌশল হবে। মজার  
ব্যাপার হল, আমরা অন্যদের বিষয়ে আলোচনা নিয়ে এত ব্যস্ত  
থাকি যে নিজের অবস্থা এবং দুর্বলতা যাচাই করতে বসার  
সুযোগ তেমন পাই না! নিজের দুর্বলতা নিয়ে চিন্তা থেকে  
আমরা বেশী চিন্তিত থাকি সহপাঠীর সবলতা নিয়ে। আমরা  
যখুনি দেখি কেউ বিসিএস দিচ্ছে, আমরাও বিসিএস পড়া শুরু  
করি। যদি দেখি কেউ জিআরই দিয়ে বিদেশ যাচ্ছে, তখুনি ভাবি  
– আমারও জিআরই দেয়া দরকার। অর্থাৎ, এটা করা দরকার,  
ওটা করা দরকার। “কেন করা দরকার” – এটার উত্তর যদি  
নিজের কাছে থাকে, তাহলেই সে নিজের রাস্তাটা খুঁজে পাবে

(এই পোস্টটার সারবন্ত এই লাইনটিই!)। দুম করে কোথাও চুকে  
পড়া ফ্রেশার ছাত্রছাত্রীদের বদভ্যাস, এটা করার আগে একটু  
সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার। আজ আমি কোথায় আছি  
তার চেয়েও বড় কথা হল দশ বছর পরে নিজেকে কোথায়  
দেখতে চাই। মন কী চায় তার চেয়ে বড় কথা, লজিকলি চিন্তা  
করলে মন কী চায়? সবকিছুই আমার জন্য – এটা ভাবা যেমন  
ভুল, কিছুই আমার জন্য নয় – এটা ভাবাও ভুল। টেনশন  
হ্যান্ডল করার অ্যাবিলিটি একজন মানুষের বড় ক্ষমতা। অস্বস্তি  
নিয়েও যে নিজের প্ল্যান ঠিকঠাক ফলে করতে পারে, সে  
সাধারণত ঠিক জায়গায় পৌঁছয়। আমরা সবকিছু তৈরি অবস্থায়  
চাই, এবং কিছুদিন মাঝামাঝি ঝুলে থাকতে হলে অস্ত্রিং হয়ে  
পড়ি। পরিপাকতন্ত্রে গোলমাল দেখা দেয়, পেট নেমে ঘায়,  
ভাবতে থাকি – অমুক তো চাকরি পেয়ে গেলো। তমুক তো  
ভিসা পেয়ে গেলো। আমি এখন বাসা থেকে বের হই কী করে,  
সবাই তো জিজেস করে আমি কী করি! কাজেই খুব দ্রুত কিছু  
একটা (অপটিমাম না, যা তা হোক কিছু একটা) করা বা পাওয়া  
দরকার। এমন অনেক কেইস আছে যে, ছেলেটি বাইরে যাবার  
জন্য মন দিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ মোটামুটি বেতনের একটা  
চাকরি পেয়ে যাবার কারণে কাঁচ টাকার লোভে থেকে গেলো।  
ভাবল, আপাতত এক বছর জব করি, পরের বছর আঁটঘাঁট  
বেঁধে বাইরে যাবার ট্রাই করবো। কিন্তু পরের বছর সেই ট্রাই  
করার তেল-চর্বি-মাখন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না – আধাখাপচা  
প্রয়াস সাধারণত ব্যর্থ হয়, হওয়াই স্বাভাবিক। চোখের দেখায়  
প্রেম, হ্লট করে বিয়ে বা একটা ঝগড়া থেকেই ডিভোর্স – এসব  
ব্যাপার যেমন লাভের চেয়ে ক্ষতিই করে, তেমনি ঘোঁকের  
মাথায় বড় কোন ক্যারিয়ার ডিসিশনও ক্ষতির কারণ হয়ে  
দাঁড়ায়। জীবন কাউকেই অপটিমাম কন্ডিশন তৈরি করে দেয়  
না। জীবনের কিছু অংশ সবাইকেই ভীষণ দুশ্চিন্তায় ও  
দোটানায় কাটাতে হয় – এটাই আমাদেরকে ম্যাচিউর করে। যে  
খুব সফল এবং সুবিধাজনক পজিশনে আছে ভাবছেন, খুঁজে  
দেখলে পাবেন তার দুশ্চিন্তা আরও বেশী। কন্ডিশন শুধু ভিন্ন।  
বাইশ বছর বয়সের একটা ছেলে অনেক জায়গাতেই

পাকেচক্রে পড়ে শিখে যায় একটা আন্ত সংসার কী করে  
টানতে হয়। আবার অনেক পরিবারেই একটা বাইশ বছরের  
ছেলে শুধুমাত্র শেখে কী করে ডায়াপার ছাড়া চলতে হয়! কিছু  
কঠিন এবং কষ্টকর সিদ্ধান্ত নিতে শেখাই অনেক সময় ব্যবধান  
গড়ে দেয় – নিজের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত সবসময় কিন্তু  
আরামদায়ক, সুখকর, বা অন্য সবার জন্য আনন্দময় না-ও  
হতে পারে! কয়েকটা রাস্তার মধ্য থেকে একটা বেছে নিতে  
হবে, বাকিগুলো ছাড়তে হবে (একটা বেছে নেয়া অনেক  
আরাম, কয়েকটা ছেড়ে দেয়া কিন্তু খুব কষ্ট!)। অনেকে স্বদেশ-  
বিদেশ সমস্ত কিছু হাতে রাখতে গিয়ে সবকিছুতেই  
আধাখাপচাভাবে এগোয়, এবং শেষ পর্যন্ত মনে করে, কষ্ট তো  
করলাম কিন্তু ফল পেলাম না কেন? মনে রাখতে হবে,  
আজকের যুগে কষ্ট করলেই যে ফল পাওয়া যাবে এমন কোন  
কথা নেই – কষ্ট কোথায়, কীভাবে, কেন, কে করছে এগুলোর  
ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এবং এটাও মনে রাখতে হবে,  
এভারেজ মানুষদের জন্য জীবন কঠিন রূপেই আসবে। সফল  
হলে অন্যরা অভিনন্দিত করবে, বিফল হলে সেই তারাই আবার  
বিদ্রূপ করবে – এটাই নিয়ম। এটা মেনে নিতে হবে। জীবনের  
কাঠিন্য মেনে নেয়া এবং রিয়েলিস্টিকভাবে নিজের গোল সেট  
করা – এটাই হল কৌশল। আমরা বড় বড় স্বপ্ন দেখতে  
ভালোবাসি, বড় বড় গোল সেট করতে ভালোবাসি, কিন্তু  
দীর্ঘমেয়াদে লেগে থাকতে ভালোবাসি না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যে  
মানুষ লেগে থাকতে পারে, স্বভাবতই সে যুক্তিসঙ্গত উঁচু গোল  
সেট করতে পারে। মানুষকে সম্ভবত ধৈর্যের চেয়ে বড় কোন  
শক্তি দেয়া হয় নি। সবাই শুধু শুরু আর শেষটা দেখে, যাত্রাপথ  
দেখে না বলেই যত ভুল ধারণার সূত্রপাত হয়। সবাই দেখবে  
আপনি একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেছেন অথবা বাইরে যাবার  
ভিসা পেয়ে গেছেন – কেউ দেখবে না আপনাকে এর জন্য  
কতটা খাটতে হয়েছে, কত ঘণ্টা লেগে থাকতে হয়েছে কিংবা  
ক'টা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেছিলেন যারা আপনার খোঁজও  
নেয় নি। অন্যদের দেখাদেখিতে অবশ্য কিছু যায় আসে না –  
যায় আসে আপনার মানসিকতাতে। কাজেই, সেটিতে

মনোযোগ দেয়াই কর্তব্য। ভালো সুযোগ বুঝেশুনে নেয়াটা যেমন বৃদ্ধির পরিচয়, খারাপ সুযোগগুলো (অর্থাৎ ট্র্যাপগুলো) ভেবেচিন্তে ছেড়ে দেয়াটাও অনেক বিবেচনা এবং ম্যাচিউরিটির পরিচয়। যে পৌঁছে গেছে সে তো গেছেই। যে পৌঁছে যায় নি কিন্তু দড়ি ধরে ঝুলে আছে, তার হাতের জোর এবং মনের জোরই কিন্তু বেশী। সবাই নিজের জন্য সঠিক দিকটা খুঁজে পাক। শুভকামনা।

A realistic plan is always better than a fancy dream. স্বপ্ন দেখার দরকার আছে বৈকি, কিন্তু জেগে ওঠারও দরকার আছে।  
দ্বিতীয়টির দরকার বেশী।

Collected

# জার্মানিতে ব্যাচেলর-১ HSC ও ডিপ্লোমা পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য

জামান·Thursday, May 19, 2016

আমাকে অনেকেই জিজেস করছেন জার্মানিতে ব্যাচেলর্স-এ আসা যায় কিনা,,,,, হে আসা যায়, এখানে ২ তা রাস্তা আছে ব্যাচেলর্স এ আসার। একটা হচ্ছে ল্যাংগুয়েজ-এ, আর অন্যটা হচ্ছে ল্যাংগুয়েজ ছাড়া সরাসরি এপ্লাই করে। অনেকেই ল্যাংগুয়েজ-এ কিভাবে আসে সেটা জানে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রসেসটা নিয়ে প্রশ্ন করেন। আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করবো।

আপনি সরাসরি ব্যাচেলর্স এ এপ্লাই করতে পারেন জার্মানিতে। সরাসরি বললে ভুল হবে, প্রক্রিয়াটা জটিল এবং রিস্কি। সেক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা এবং করণীয় ,,,,

১/ বাংলাদেশের কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্তত ২৫% কোর্স কমপ্লিট করতে হবে।

২/ IELTS-এ অন্তত ৬ থাকতে হবে

৩/ অবশ্যই ভাল কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত থাকতে হবে, কারণ জার্মান এম্বেসী খুব বেশি কঠোর হয়ে গিয়েছে। ভুয়া কাগজ পত্র দেখিয়ে জার্মানি আসার স্বর্ণযুগ এখন আর নাই।

৪/ আপনি যে সাবজেক্ট অধ্যয়নরত সেই রিলেটেড কোনো সাবজেক্ট খুজে বের করতে হবে জার্মানির কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন সেটা ১০০% ইংলিশ এ পড়ানো হয়।

৫/ ব্যাচেলর্স-এ বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে Uni-assist দিয়ে এপ্লাই করতে হয়। আপনাকেও এভাবেই এপ্লাই করতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে।

৬/ বিশ্ববিদ্যালয় যদি আপনার এপ্লাইকেশন একসেপ্ট করে তাহলে আপনাকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭/ আপনাকে জার্মানিতে ডয়েচে ব্যাংক-এ একাউন্ট খুলে সেখানে ৮৭৯০ ইউরো ট্রান্সফার করতে হবে, ভিসার জন্য ইন্টার্ভিউ দিতে হবে।

৮/ সব মিলিয়ে প্রায় ১১ ( ব্লকড মানি সহ)+ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

জার্মানিতে ব্যাচেলর্স এর ব্যাপারে কিছু জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনাদের,,,,,

১/ ব্যাচেলর্স-এ ভিসা ইস্যু সহজে করতে চায়না জার্মান এস্বেসী। ইন্টার্ভিউ তে অল্প একটু এদিক সেদিক হলেই রিজেক্ট করে দিচ্ছে এখন, তবে ভাগ্যের একটা ব্যাপার আছে এক্ষেত্রে।

২/ যদি এস্বেসী ভিসা ইস্যু না করে তাহলে অনেক টাকা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩/ আপনাকে ভাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৫% কমপ্লিট করে আবার প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে যা আপনার জন্য হতাশার বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

৪/ যদিও এখানে টিউশন ফি নাই(আগামী বছর থেকে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি চালু হবে), কিন্তু নিজের খরচ চালানোর জন্য জব করে ব্যাচেলর্স করা খুবই কঠিন। মাস্টার্স-এ কম কোর্স থাকে তাই জব করেও ভালভাবেই পড়াশুনা করা যায়। তাই আমি বলবো আপনার যদি জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার জন্য আসার ইচ্ছা থাকে তাহলে মাস্টার্স করতে আসাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে দয়া করে ইনবক্স না করে গ্রন্তপে পোস্ট করেন, এতে করে অনেকের প্রশ্নের উত্তর একইসাথে দেওয়া সম্ভব হবে,,,,,,  
ধন্যবাদ

# জার্মানিতে ব্যাচেলর-২ HSC ও ডিপ্লোমা পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য

জামান · Monday, June 20, 2016

আসসালামু আলাইকুম.....

আমাদের Group এ সবচেয়ে বেশি যেটা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তা  
হল জার্মানিতে ব্যাচেলর। আমি অলরেডি ব্যাচেলর নিয়ে একটা  
ফাইল আপলোড করেছি। সেটা ছিল সরাসরি কিভাবে ব্যাচেলর  
এ ভর্তি হওয়া যায় সে বিষয়ে। আজ আমি লিখিবো সরাসরি না  
এসে কিভাবে একটু জটিল ভাবে জার্মানিতে ব্যাচেলর এ আসা  
যায়। যারা এইচ এস সি এবং ডিপ্লোমা পাশ করেছেন তাঁদের  
জন্য প্রযোজ্য। যাদের বাবার অতেল টাকা আছে তাঁরা এই  
প্রক্রিয়ায় একটা রিস্ক নিয়ে দেখতে পারেন। নো রিস্ক নো  
গেইম.....

ধাপ-১

বাংলাদেশ থেকে জার্মান ল্যাংগুয়েজ বি-১/বি-২ সম্পন্ন করে  
ল্যাংগুয়েজ কোর্সে ব্যাচেলর করতে জার্মানিতে আসার জন্য  
এস্বেসির নিয়মানুসারে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।

IELTS লাগবেনা।

সাবধানতা: আপনাকে খুব ভালোভাবেই প্রমাণ করতে হবে  
আপনি এখানে এসে রেস্টুরেন্ট-এ কাজ করে টাকা কামানোর  
পরিবর্তে পড়াশোনা কমপ্লিট করে জার্মানির মুখ উজ্জ্বল  
করবেন।

ধাপ-২

ভিসা পেয়ে গেলে টিকিট কেটে চলে আসবেন জার্মানিতে।  
অবশ্যই মুরুবীদের দোয়া নিয়ে আসবেন। কারণ আপনার  
গেইম শুরু হবে এখন। এখানে এসেই ল্যাংগুয়েজ কোর্সে ভর্তি  
হতে হবে। কোর্স ফি মোটামুটি বড় অঙ্কের। আপনাকে এখানে  
অন্তত জার্মান ল্যাংগুয়েজ সি-১ লেভেল কমপ্লিট করতে হবে।  
সাবধানতা: এখানে আসার পর ব্যাচেলর বা মাস্টার্স এর  
স্টুডেন্টরা যে জব পারমিট পায় তা আপনি পাবেননা। যদিও

জব পারমিট দেয় তা দিয়ে শুধু সন্তাহে ১-২ দিন জব করতে পারবেন যা দিয়ে আপনার ল্যাংগুয়েজ কোর্স ফি এবং থাকা খাওয়ার খরচ চালিয়ে নিতে পারবেননা। সেক্ষেত্রে বাবার অটেল টাকা এখানে খরচ করার ভাল সুযোগ পাবেন।

ধাপ-৩

প্রয়োজনীয় ল্যাংগুয়েজ লেভেল কমপ্লিট করে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে [studienkolleg](#) এ চান্স পেতে হবে। ভর্তি পরীক্ষা মোটামুটি ভাল মানেরই হয়। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে আপনাকে ১ বছর [studienkolleg](#) করতে হবে। ১ বছর পর আপনি কি শিখলেন তার উপর একটা পরীক্ষা হবে যেখানে আপনাকে পাশ করতে হবে।

সাবধানতা: [studienkolleg](#) এ চান্স পাওয়ার জন্য আপনাকে মোটামুটি ভালই পরিশ্রম করতে হবে। যদি পাবলিকে চান্স না পান তাহলে প্রাইভেটে [studienkolleg](#) করতে হবে। সেক্ষেত্রে একাধিক শূন্য বিশিষ্ট খরচের অঙ্কটা অপছন্দ হওয়ারই কথা। বাবার অটেল টাকা খরচ করার মোক্ষম সুযোগ আরেকবার।

ধাপ-৪

[Studienkolleg](#) এ পাশ করার পর এখন কাজ ব্যাচেলর এ ভর্তি হওয়া। আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের সাবজেক্টে আবেদন করে ভর্তি হয়ে যাবেন। অতঃপর সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকবেন।

সাবধানতা: ব্যাচেলর এ ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনাকে ৬ মাস বা ১ বছর করে ভিসা দিবে চতুর জার্মান সরকার। যতবার ভিসা বাড়াতে যাবেন ততবার আপনার একাউন্টে ৮০০০ ইউরো দেখাতে হবে।

উপ-উপসংহার: উপরের সবগুলো ধাপ শেষ করে যখন আপনি সবেমাত্র ব্যাচেলর এ ভর্তি হবেন তত দিনে দেশে ব্যাচেলর এর শেষ বর্ষে পদার্পণ করবেন এবং জার্মানিতে মাস্টার্স করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

# ব্যাচেলর সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর

জামান [Sunday, November 26, 2017](#)

## জেনারেল:

প্রশ্নঃ জার্মানিতে ব্যাচেলর করার সুযোগ আছে কি?

উঃ জিন্হি জার্মানিতে ব্যাচেলর করার সুযোগ আছে।

প্রশ্নঃ জার্মানিতে ব্যাচেলর নাকি মাস্টার্স যাওয়া উত্তম?

উঃ অবশ্যই মাস্টার্স আসা উচিত।

প্রশ্নঃ আমি বাংলাদেশে ব্যাচেলর শেষ করেছি, এখন আবার ব্যাচেলর করতে চাচ্ছি জার্মানিতে গিয়ে। আপনাদের পরামর্শ কি এক্ষেত্রে?

উঃ এইটা খুবই বোকামো। জার্মানিতে ব্যাচেলরে আসা ঠিক না।

প্রশ্নঃ আমি কি ব্যাচেলর করার পর জার্মানিতে মাস্টার্স করতে পারবো?

উঃ জিন্হি পারবেন। তবে অবশ্যই ভাল রেসাল্ট করতে হবে মাস্টার্স চান্স পেতে হলে।

## যোগ্যতা:

প্রশ্নঃ আমার কি কি যোগ্যতা লাগবে?

উঃ সরাসরি ভর্তি

- বাংলাদেশের যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কমপক্ষে ২ বছর সম্পন্ন করা থাকতে হবে।

- IELTS অন্তত ৬.৫ থাকতে হবে। ৬ হলেও আবেদন করতে পারবেন কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

- অথবা TOEFL (paper-based test)-এ অন্তত ৫৫০ থাকতে হবে।

### ল্যাঙ্গুয়েজ ভিসা

- বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় করে ল্যাঙ্গুয়েজ ভিসায় আবেদন করতে পারবেন।

আরো পড়ুন

## জার্মানিতে ব্যাচেলর্স

### জার্মানিতে ব্যাচেলর-২ HSC ও ডিপ্লোমা পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য

প্রশ্নঃ আমি সদ্য এইচ এস সি পাশ করেছি, আমি কি জার্মানিতে ব্যাচেলর করতে পারবো?

উঁঁ: না পারবেননা। ল্যাঙ্গুয়েজ ভিসায় আসতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল বি১/বি২ কমপ্লিট করে বাকি লেভেল জার্মানিতে এসে সম্পন্ন করে এরপর ব্যাচেলরে ভর্তি হতে হবে।

আরো পড়ুন

## জার্মানিতে ব্যাচেলর্স

### জার্মানিতে ব্যাচেলর-২ HSC ও ডিপ্লোমা পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য

প্রশ্নঃ আমি ডিপ্লোমা পাশ, আমি কি ব্যাচেলরে আবেদন করতে পারবো?

উঁঁ: না পারবেননা।

প্রশ্নঃ ডিপ্লোমা করে কি জার্মানিতে মাস্টার্স করা যাবে?

উঁঁ: না করা যাবেনা।

প্রশ্নঃ আমি বাংলাদেশে ডিপ্লোমা করে ইন্ডিয়াতে আবারো ডিপ্লোমা করেছি, আমি কি ব্যাচেলর করতে পারবো  
জার্মানিতে?

উঁঁ: না করতে পারবেননা।

প্রশ্নঃ জার্মানিতে ব্যাচেলর করতে হলে কি জার্মান ভাষা  
বাধ্যতামূলক?

উঁঁ: আপনি যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে না আসেন তাহলে  
জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ বাধ্যতামূলক না।

প্রশ্নঃ আমি মেরিন থেকে ডিপ্লোমা শেষ করেছি, আমি কি  
আবেদন করতে পারবো?

উঁঁ: সরাসরি ব্যাচেলরে আবেদন করতে পারবেননা।

প্রশ্নঃ আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ বছর শেষ করেছি,  
আমি কি আবেদন করতে পারবো ব্যাচেলরে?

উঁঁ: জ্ঞি করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ আমি কি কি উপায়ে জার্মানিতে ব্যাচলের করতে পারবো?

উঃ আপনি ২ উপায়ে ব্যাচলের আসতে পারবেন জার্মানিতে।

১। ল্যাঙ্গুয়েজ ভিসায়- বাংলাদেশে বিধি/বিধি করে এরপর ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন। জার্মানিতে আসে ডিই পর্যন্ত শেষ করে এরপর Studientkolleg করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচলের ভর্তি হতে পারেন।

২। বাংলাদেশের যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ বছর ব্যাচলের শেষ করে এরপর IELTS করে জার্মানিতে নতুন করে ব্যাচলের করার জন্য আবেদন করতে পারেন।

প্রশ্নঃ আমার IELTS স্কোর ৬ এর নিচে, আমি কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছেন। কারণ জার্মানিতে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে IELTS মিনিমাম ৬ চায়। বাইচান্স ঘদি ৬ এর কম দিয়ে অফার লেটার পেরেও যান তাহলে ভিসা সাক্ষাৎ কারে আপনাকে আবার IELTS দিতে বলবে।

প্রশ্নঃ আমি IELTS দেয়নি, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ আবেদন করতে পারবেন। অফার লেটার পাবেন কিনা সন্দেহ আছে। অফার লেটার পেলেও ভিসা পাবেন কিনা বলা মুশকিল।

প্রশ্নঃ আমার লম্বা স্টাডি গ্যাপ আছে, আমি কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ জ্ঞি আবেদন করতে পারবেন। তবে ভিসা সাক্ষাৎ কারের সময় আপনাকে স্টাডি গ্যাপের বিষয়ে যুক্তিসংগত উত্তর দিতে হবে।

## আবেদনঃ

প্রশ্নঃ কি কি ডকুমেন্টস লাগবে?

উঃ

- এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স এর সার্টিফিকেট ও মার্কশিট।
- পাসপোর্টের ফটোকপি

• IELTS/ TOEFL সার্টিফিকেট

• CV

• মোটিভেশন লেটার

বিঃদ্রঃ সকল ফটোকপি সত্যায়িত করা থাকতে হবে(নোটারী পাবলিক/এম্বেসী কর্তৃক সত্যায়িত)।

প্রশ্নঃ কোন কোন বিষয়ে ব্যাচেলর করতে পারবো?

উঃ আপনি জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা, লাইফ সাইন্সেস, পিউর সাবজেক্ট, ফার্মেসি, টেক্সটাইল সহ অনেক বিষয়ে ব্যাচেলর করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ ব্যাচেলরে কোন বিষয়ে আবেদন করবো?

উঃ আপনি বাংলাদেশে যে বিষয়ে ব্যাচেলর করছেন সেই রিলেটেড বিষয়ে আবেদন করবেন। তা না হলে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রশ্নঃ জার্মানিতে ব্যাচেলরের সেশন কয়টি ও কখন?

উঃ জার্মানিতে সেশন ২টি। সামার এবং উইন্টার সেশন।

সামারঃ আবেদন- অক্টোবর থেকে জানুয়ারি ১৫। ক্লাস শুরু মার্চ থেকে।

উইন্টারঃ আবেদন- ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই ১৫। ক্লাস শুরু সেপ্টেম্বর থেকে।

প্রশ্নঃ আমি কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় খুজে পাবো ব্যাচেলরের জন্য?

উঃ আপনি খুব সহজেই আপনার কার্ডিন্স কোর্স ও

বিশ্ববিদ্যালয় খুজে পাবেন নিচের ওয়েবসাইট থেকে-

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/>

উক্ত লিঙ্কে গিয়ে বাম পাশে আপনি ব্যাচেলর/ মাস্টার্স/

পিএইচডি সিলেক্ট করবেন এবং কোন বিষয়ে ব্যাচেলর করবেন সেটাও সিলেক্ট করে দিবেন। আপনি যদি পুরোপুরি ইংলিশ এ কোর্স খুঁজেন তাহলে সেটা সিলেক্ট করে দিন এবং টিউশন ফিও সিলেক্ট করে দিতে পারেন।

প্রশ্নঃ আবেদন কিভাবে করবো?

উঃ

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/>

লিঙ্কে গিয়ে নির্দিষ্ট কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয় সিলেক্ট করার পর  
সেই কোর্সের Overview এর নিচে ডান দিকে আবেদন কোন  
প্রক্রিয়ায় করতে হবে সেটা লিখা থাকে। যদি লিখা থাকে uni-assist এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে তাহলে প্রথমে uni-assist এ আইডি খুলতে হবে। এরপর uni-assist এর মাধ্যমে  
কাঞ্জিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কোর্সে আবেদন করতে হবে।  
আর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট দিয়ে আবেদন করার  
লিঙ্ক দেয়া থাকে তাহলে সরাসরি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের  
ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া  
সাধারণত খুব সহজ হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ অফার লেটার পেতে কতদিন সময় লাগে?

উঃ সাধারণত আবেদন করার ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে অফার  
লেটার দিয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ অফার লেটার কিভাবে পাবো?

উঃ ইমেইলের মাধ্যমে পাবেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাকযোগে  
সরাসরি অফার লেটার পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্নঃ আমি ব্যাচেলরের অফার লেটার পেয়েছি, এখন আমাকে  
কি কি করতে হবে?

উঃ নীচের লিঙ্কে ক্লিক করে আর্টিকেল গুলো পড়ুন

[অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-১](#)

[অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-২](#)

প্রশ্নঃ আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান পড়ছি, আমি  
কি জার্মানিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ আবেদন করতে  
পারবো?

উঃ সম্ভাবনা খুবই কম।

খরচঃ

প্রশ্নঃ জার্মানিতে ব্যাচেলর করতে কত টাকা লাগে?

উঁ: জার্মানিতে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন টিউশন ফি নেই। আপনাকে শুধু থাকা খাওয়ার টাকা যোগাড় করতে হবে।  
প্রশ্নঃ জার্মানিতে ব্যাচেলরে যেতে সর্বমোট কত টাকা খরচ হবে?

উঁ: আবেদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে জার্মানিতে আসা পর্যন্ত আপনার প্রায় ১০ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকা লাগবে ব্লকড একাউন্ট সহ। উল্লেখ্য ব্লকড একাউন্টের টাকা ফেরত পাবেন।  
প্রশ্নঃ আবেদন করতে কত টাকা লাগবে?

উঁ: আপনি যদি [uni-assist](#) এর মাধ্যমে আবেদন করেন তাহলে প্রথম আবেদনের জন্য ৭৫ ইউরো এবং পরবর্তী প্রতিটি আবেদনের জন্য ১৫ ইউরো করে দিতে হয়। তবে আপনি যদি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক কোর্সে আবেদন করেন তাহলে আপনাকে এক্সট্রা কোন টাকা দিতে হবেন। ধরেন আপনি [Rhine-Waal University of Applied Sciences](#) এর Bioengineering এ প্রথম আবেদন করলেন। যদি এটাই আপনার প্রথম আবেদন হয়ে থাকে তাহলে এই কোর্সের আবেদনের জন্য দিতে হবে ৭৫ ইউরো। এখন আপনি চিন্তা করলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটি কোর্স Biological Resources এ আবেদন করবেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে আর কোন টাকা দিতে হবেন। কিন্তু আপনি চিন্তা করলেন [University of Bremen](#) এর Vocational Education Nursing Science এ আবেদন করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আরও ১৫ ইউরো দিতে হবে।

আর যদি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার অপশন থাকে সেক্ষেত্রে কোন ফি দিতে হয়না।

প্রশ্নঃ আবেদন ফি কিভাবে পাঠাবো?

উঁ: আবেদন ফি মূলত মাস্টারকার্ডের মাধ্যমে দিতে পারেন। আরেকটা ভাল উপায় হতে পারে জার্মানিতে কারো মাধ্যমে পে করা। মনে করেন কেউ বাংলাদেশে টাকা পাঠাবে, আপনি উনাকে বললেন উনি যেন আপনার [uni-assist](#) এর ফি জমা দিয়ে দেন, আপনি উনাকে দেশে ঘার কাছে টাকা পাঠাতে চাচ্ছিলেন উনার একাউন্টে দিয়ে দিলেন।

প্রশ্নঃ ডকুমেন্টস কিভাবে পাঠাবো?

উঃ যেকোন আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।

প্রশ্নঃ ডকুমেন্টস পাঠাতে কত টাকা লাগবে?

উঃ ১০০০ টাকা থেকে ৩৫০০ টাকা লাগবে।

প্রশ্নঃ আমি কি পার্ট টাইম জব করতে পারবো?

উঃ জ্বি করতে পারবেন। তবে ব্যাচেলরে সপ্তাহে ৫ দিন ক্লাস থাকে। মাঝে মাঝে ছুটির দিন শনি, রবিবার ক্লাস থাকে। তাই ব্যাচেলরে জব করাটা কঠিন হয়।

প্রশ্নঃ ব্যাচেলর থাকাকালীন আমি কত টাকা উপার্জন করতে পারবো?

উঃ থাকা খাওয়ার টাকা উপার্জন করতে পারবেন। তবে যদি চিন্তা করেন টাকা জমাবেন বা দেশে পাঠাবেন তাহলে সেই সুযোগ খুবই কম পাবেন। ব্যাচেলর স্টুডেন্টদের সপ্তাহে ৫ দিন ক্লাস থাকে। মাঝে মাঝে শনি রবিবারও ক্লাস থাকে।

প্রশ্নঃ আমি কি ব্যাচেলরে স্কলারশীপ পাবো?

উঃ আপনি যদি প্রথম কয়েক সেমিস্টারে ভাল রেসাল্ট করতে পারেন তাহলে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

তবে ঐসব স্কলারশিপে টাকার পরিমাণ খুবই কম। ২০০-৩৫০ ইউরো।

## জিজ্ঞাসা:

প্রশ্নঃ আবেদনের ক্ষেত্রে কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে সমাধান কিভাবে পাবো?

উঃ অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আমাদের গ্রুপ আপনাদের জন্য উন্মুক্ত। যেকোন সমস্যায় আমরা আপনাদের পাশে আছি।

প্রশ্নঃ আপনাদের সাহায্য নিতে হলে আপনাদেরকে কত টাকা দিতে হবে?

উঃ কোন টাকা লাগবেনা। আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা এখানে এসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে দেশের সেবা করবে।

প্রশ্নঃ আমি কি কোন এজেন্সির সহযোগীতা নিবো?

উঃ ভুলেও সেই পথে পা দিবেননা। কোন এজেন্সি আপনাকে জার্মান ভিসা বা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারবেনা।

## ফ্যামিলি:

প্রশ্নঃ আমি কি আমার বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, খালা-খালুকে জার্মানিতে আনতে পারবো?

উঃ থিউরিটিকেলি আনতে পারবেন(ভিসিট ভিসায়),  
প্র্যাকটিকেলি পারবেননা।

প্রশ্নঃ আমি কি স্ত্রীকে আনতে পারবো ব্যাচেলর করা কালীন সময়ে?

উঃ জ্ঞি আনতে পারবেন। তবে আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি ইকোনমিকেলি সলভেন্ট।

# Journey to Deutschland

[MD Atif Bin Karim · Sunday, May 15, 2016](#)

আসসালামুয়ালাইকুম। আশা করি সবাই খুব ভাল আছেন আর বজ্জ্বপ্তমুক্ত আছেন। সূচনা সংগীত ছাড়াই শুরু করছি।  
ভাসিটি এপ্লিকেশন থেকে শুরু করে জার্মানি পদার্পণ -- প্রতিটি ধাপ বলার চেষ্টা করবো।

- **ভাসিটি এপ্লিকেশন :** আমি অফার লেটার পেয়েছি ইউনিভাসিটি অফ ব্রেমেন থেকে কন্ট্রোল, মাইক্রসিস্টেম ও মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ থেকে মাস্টার্স কোর্সে। এপ্লাই ছিল অনলাইন ভিত্তিক তাই কোন ঝামেলাই ছিলনা। পুরা প্রসেস সম্পন্ন করতে ২০ মিনিটের মত নিছিল। যদুর মনে পড়ে মুভি দেখার ফাকে করে ফেলেছিলাম কাজটা। যাবতীয় ডকুমেন্ট যা চেয়েছিল ব্যাচেলরের সেগুলো, লেটার অফ মোটিভেশন, সিভি ব্যস এইসব আপলোড করেই খালাস।
- **অফার লেটার প্রাপ্তি :** ২২ ডিসেম্বর মেইল পাই যে আমি চান্স পেয়েছি আর আমি যদি পড়তে চাই তাহলে মেইলের রিপ্লাইয়ে একটা সম্মতিসূচক কিছু যেন পাঠাই। টুরে ছিলাম। মেইল পড়লাম ২৮ ডিসেম্বর। তখন আবার বড়দিনের বন্ধ। রিপ্লাই দিলেও পড়বে কিনা সেই চিন্তা। একটা রিপ্লাই দিলাম ২৯ ডিসেম্বরে। ৪ তারিখেও কোন সাড়াশব্দ নাই দেখে আবারো দিলাম ৫ তারিখ। এবারে ৬ তারিখেই তারা অফার লেটার পাঠাই দিলো মেইলে। খুশি হইলাম আবার মনও খারাপ হইলো কেননা কোন সিল সাইন নাই কাগজে। আবার তাদের বললাম -- “অফার লেটারে কোন সাইন নাই। মনে হয়না এস্যাসী এটা এক্সেপ্ট করবে”। তাদের স্বারিত উত্তর -- “স্যারি বাছা। তাড়াহুড়ায় এমন হয়েছে। আবারো পাঠাইলাম তোমারও সনে .....নেও এবারে রেডি হও।”

- **ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে ভর্তি :** আমি চট্টগ্রামের বাসিন্দা তাই জামালখানে অবস্থিত ডি-স্প্রাথে তে A 1 কোর্সে ভর্তি হই ।
- **ভিসার তারিখ নেয়া আর অন্যান্য কাজ :** ৬তারিখে অফার লেটার পাওয়ার সাথে সাথেই এস্ব্যাসী সাইটে তুকে পড়ে নিলাম সব আর তারিখটা নিলাম ১৭ ফেব্রুয়ারির জন্য। এবারে ধাপে ধাপে কাজগুলো-- ১/ ডয়েচে ব্যাংকে টাকা ব্লকের জন্য কাজ -- একটা ফর্ম নামাতে হবে এই লিংকে গিয়ে। দয়া করে কেওই কখনো কোন ব্লগ / গ্রুপ / পেইজ থেকে ডিরেক্ট ক্লিক করে যেসব ফর্মের ডাউনলোড লিংক চলে আসে তা নামাবেননা। একটু কষ্ট করে ওয়েবসাইটে গিয়ে নামান। এই লিংকে গেলে নিচের দিকে দেখবেন Forms নামের ট্যাব আছে। তাতে ক্লিক করলেই সব বুঝবেন। আর মানা করার কারণ হচ্ছে এই ব্যাংক প্রায়ই তাদের ফর্মের ফরম্যাট চেইঞ্চ করে। তখন সমস্যা। এই ফর্ম নামানোর পরে প্রথম দুই পেইজে সব বিস্তারিত বলা আছে কি করতে হবে। ইলেক্ট্রনিক্যালি পূরণ করে ফর্মের প্রথম পাতায় উল্লেখিতভাবে এস্ব্যাসীতে নিয়ে যাবেন। এস্ব্যাসী এই কাজ এভাবে করে ! !!! ফর্মে কোন সিগনেচার করবেননা। শুধুমাত্র এস্ব্যাসীর ভিতরে যাওয়ার পরে কাউন্টারে গিয়ে এই কাজটা করবেন। ভালমত পরে যাবেন কই কই করা লাগবে সিগনেচার। !!! এস্ব্যাসী থেকে যেভাবে আপনাকে আপনার ফর্ম ফেরত দিবে সেভাবেই DHL করে দেন ফর্মে উল্লেখিত ঠিকানায়। ব্যাস একটা কাজ শেষ। পাঠানোর দিন থেকে শুরু করে ১০ দিনের মধ্যে একাউন্ট ওপেনিং কনফার্মেশন পেতে পারেন। তার পরের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকের সাহায্যে টাকা ব্লক করা বা ধরে নিতে পারেন সরকারী ও বেসরকারী কিছু ব্যাংক দ্বারা সাবমেরিন ও রকেট একসাথে বানানোর কাজ হাতে নেয়া। এটায় কিছু পরে আসতেছি। ২/ DHL করার পরে বসে থাকার দরকার

নাই। ভিসার জন্য রেডি হন মানে কাগজপত্র ঠিকঠাক করুন। আমার মতে অফার লেটার পাবার দিন থেকে ২২/২৫ দিন পরে ভিসার তারিখ নেয়া ভাল। টাইম কিলিং যা করা ব্যাংকেরটাই করবে আর কিছুনা। হুম্ম কি কি কাজ আছে এখানে তা বলি ----- হেলথ ইন্সুরেন্সটা করে ফেলেন। ২০ মিনিট সময় নিবে সবাই। একটা লিস্ট ছিল কাদের কাছ থেকে করানো যাবে ইন্সুরেন্সটা। পাইতেছিনা এখন। কেও পাইলে কমেন্ট ট্যাগ করে দিয়েন। এডিট করে দিবো। ---- ছবি তুলে ফেলেন। ৩ নম্বর পয়েন্টে আছে। ---- ভিসা এপ্লিকেশন ফর্ম রেডি করে বাকি সব কাগজ পত্র রেডি রাখেন। ২.৪ নম্বর পয়েন্ট। ৩/ এবারে আপনি রেডি। এতদিনে নিশ্চয়ই ডয়েচে ব্যাংকের কনফার্মেশন পেয়ে গেছেন। এবারে ভাল দেখে একজোড়া রাবারের স্যান্ডেল কিনবেন আর “ব্যাংক কি ও কেন” এরকম একটা বই কিনেন। আমি চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের এমন কোন ব্যাংক বাদ রাখি নাই এই কাজের জন্য। তারা আমার দিকে এমনভাবে তাকাইতো মায়া লাগতো। চলে আসতাম। একবারতো এক ব্যাংকার আমাকে সামনে রেখে অনেকজনকে ফোন টোন দিয়ে এক কারবার। আমিত খুশি যে বাহ আমার কাজ হবেই হবে এবারে। নাহ, উনি ৩০ মিনিট পরে আমাকে বললেন -- “আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনার জন্য আমি নতুন একটি জিনিস শিখতে পারলাম কিন্তু দুঃখিত যে আপনার কাজটি হবেনা।”। মনে চাইসিল তখন ..... যাই হোক, বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্তের খবর জানিনা, চট্টগ্রামী কোন সরকারী ব্যাংকে গিয়ে লাভ নাই। এরা ত্যন্ত প্রাচীয় শুধু। সোজা DBBL আগ্রাবাদ শাখায় যাবেন আর ফরেন এফেয়ারস শাখায় যাবেন। বলবেন জার্মানি যাবো পড়তে আর কিছু টাকা এই এই ব্যাংকে পাঠাতে হবে। সব ডকুমেন্ট আছে। দেখবেন তারা আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেনা। একটা প্লিপমত দিবে তাতে

- লিখা আছে কি কি করা লাগবে এই কাজের জন্য। ব্যাস কাজ শেষ। ১ দিন লাগে কনফার্মেশন পাইতে। আর কোন কাজ নাই ভিসা ইন্টারভিউয়ের আগে। কিছু মিস করে গেলে বলে দিয়েন প্লিজ সিনিয়র আপু ভাইয়েরা।
- **ভিসা ইন্টারভিউ :** এটা নিয়ে আলাদা একটা নোট লিখবো। সোজা কথায় এটা ভাল হইলে সবাইই বলবে -- বাহ কি সাধু তারা। আর পেইন দিলে হইছে আরকি।  
আমার ৬০ দিন লেগেছিল পাইতে। আমার এক পরিচিত তাকে ইন্টারভিউয়ের দিন বলেই দিয়েছিল এক মাস পরে রেজাল্ট পাবেন উনি পেয়েছিল ৫৮ দিন পর।  
সুতরাং কারু ভাল হয়েছে কারু খারাপ হয়েছে এসব জেনে লাভ নাই। ঘারা প্যাঁচে পড়েছে তারা কেন পরেছে আর তা থেকে উত্তরণের উপায় কি সেসব জানুন।  
কাজে দিবে। এমনিতে সেখানে তেমন কোন যদু মধু জিগায় না। সময়ের কিছু আগে চলে যাবেন যদিও একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঢুকতে দিবেন। সব সাজিয়ে নিয়ে যাবেন ফাইলে করে। আর ওখানে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষী রুমের কাগজে বলা নিয়মানুযায়ী আবারো সব সাজাতে বলবে সেভাবে করে তাকে জমা দিবেন। ব্যাস কাজ শেষ। আর কোন পোশাক আশাকের কথা মাথায় এনে লাভ নাই। ইন্টারভিউয়ার আপনার গলার নিচের বেশি দূরে চোখ নিক্ষেপ করতে পারবেন। রুমে গেলেই বুঝবেন। এইত্তো সব ধাপ।  
রেজাল্ট দিলে আপনাকে ফোনে জানাবে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে। ভালো হইলে কেনাকাটা আর প্লেনের টিকিট কাটেন আর ভালো না হইলে ..... পরে আরেকদিন কথা হবে। ভালো থাকুন সবাই। আমার জন্য দোয়া করবেন।

# জার্মানিতে মাস্টার্স করার জন্য খরচের নমুনাচিত্র:

Faysal Ahmed · Saturday, October 25, 2014

একটু হিসাব করে এবং খোঁজ খবর নিয়ে কাজ করলে আপনি ৯,৭৫,০০০-১০,০০,০০০ এর মধ্যে সব কভার করতে পারবেন। কিছু ক্যাশ টাকা অবশ্যই সাথে নেয়া উচিত। BDT টু ইউরো কনভার্ট করে নিতে হবে। ইলেক্ট্রনিক্স (মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ) জার্মানি গিয়ে কেনা ভালো।

১. পাসপোর্ট ৩৪৫০-৫০০০ টাকা
২. আই এল টি এস রেজিস্ট্রেশান ১৬৫০০ টাকা
৩. ডকুমেন্টস ইউনিভার্সিটি তে পাঠ্যনো (৩ টি)-আপ্লিকেশন চার্জ বাদে- ডি এইচ এল – ২৬০০ টাকা (১ টি)- ইউ পি এস – ২২০০ টাকা (১ টি)
৪. HSC, SSC, University ডকুমেন্টস ফটোকপি(মাস্টার্স এপ্লাই ও ভিসা) ৩০০-৭০০ টাকা
৫. ভিসার জন্য ছবি- মাত্র ৩ কপি ছবি লাগে কিন্তু একবারে করিয়ে রাখলে একবছরের জন্য নিশ্চিন্ত- ২০ কপি ৪০০ টাকা
৬. হেলথ ইন্সুরেন্স- ৩ মাসের ইন্সুরেন্স করালেই হয়। ৭৫০০ - ১১,০০০
৭. ব্যাংক Account-ই বি এল/কমারশিয়াল ব্যাংক অব সাইলন/ অন্যান্য ব্যাংক ১০০০ টাকা
৮. ব্লক Account-৮০৪০ ইউরো ৮,০০,০০০-৮,৫০,০০০ টাকা
৯. ব্লক Account সার্ভিস চার্জ ৫৭৫০-৬৫০০ টাকা
১০. ভিসা ফি ৭০০০-৭৫০০ টাকা
১১. ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন ফি ২০,৫০০ টাকা
১২. বিমান টিকেট ৫৫,০০০-৭৫,০০০ টাকা
১৩. নিজের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা ৮০০০-২৫০০০ টাকা
১৪. জার্মানি সাথে নেওয়া ক্যাশ টাকা ১০০০ ইউরো- প্রথম মাসে থাকার খরচ/ যদি জার্মানি গিয়ে সাথে সাথে জার্মান ব্যাংক একাউন্ট খুলতে না পারেন।

\*\*\* \*\*\* \*\*\* ବ୍ଲକ ଅୟାକାଉନ୍ଟ ଟା ଆସଲେ କି ଓ କେନ?  
ବ୍ଲକ ଅୟାକାଉନ୍ଟ ହଲ ଏମନ ଏକଟା ବ୍ୟାଂକ ଅୟାକାଉନ୍ଟ ଯାତେ  
ଆପନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାନ ଟାକା ରାଖିତେ ହବେ ଯା ଆପନି ଚାଇଲେଇ  
ଏକ ସାଥେ ତୁଳାତେ ପାରବେନ ନା । ଆପନାକେ ଦେଓଯା ହବେ ମାସିକ  
୭୨୦ ଇଉରୋ କରେ । ସାଧାରଣତ ବ୍ଲକ ଅୟାକାଉନ୍ଟ ଏ ରାଖିତେ ହୟ  
୮୮୦୦ ଇଉରୋ ଏକ ବଚର ଏର ଜନ୍ୟ ।

\*\*\* କେନ ବ୍ଲକ ଅୟାକାଉନ୍ଟ: ବ୍ଲକ ଅୟାକାଉନ୍ଟ ହଲ ଆପନି  
ଜୀମ୍ବାନିତେ ଆପନାର ପଡ଼ାଶୁନା ଚାଲାତେ ସକ୍ଷମ ଏଟା ପ୍ରମାନେର  
ଜନ୍ୟ ।

# **Master Studies in Germany**

By [Iqbal Tuhin](#) on [Saturday, March 14, 2015 at 10:14 PM](#)

Germany's higher education institutions enjoy an excellent reputation. Teaching and research provide key impulses for innovation and progress. German universities combine research and studies and have been the scene for ground-breaking discoveries such as the printing press, computer and mp3 that have become inseparable parts of our modern lives.

Every year, thousands of international students and scholars choose to study in Germany. There are very good reasons for this. These include among others International Programmes taught in English medium, excellent quality of education, no tuition fees, promising career opportunities and above all the vibrant social and cultural milieu.

## **How do I choose a university in Germany?**

There are various kinds of institutions of higher education in Germany. A majority of these belong to either of the following categories:

**Universities (including Universities of Technology, abbr. TU)** are research-oriented and offer a wide variety of subjects. These can award doctorate degrees.

**Universities of Applied Sciences (Fachhochschulen, abbr. FH)**, on the other hand, are practice-oriented and offer courses mainly in engineering, business administration, social sciences and design. These have strong links to the industry and offer possibilities like joint supervision of the professor and a

company for a master thesis. Fachhochschulen do not award doctorate degrees, however as a master degree holder from a Fachhochschule, one is in principle eligible to apply for PhD at a university.

Your interest and inclination should define which of the two kinds of institutions you choose!

## **Which is the best university in Germany?**

Germany offers a **multidimensional ranking**, considering **various criteria** that are important from a student's perspective. For example, student and staff judgments on quality of teaching, atmosphere at the university, library and other equipment, student numbers, average study duration, number of graduations, third party funding etc. You thus get a detailed picture of the strengths and weaknesses of each university on [www.university-ranking.de](http://www.university-ranking.de). Here you can find your programme by selecting a subject, a university or even a city in Germany!

## **What kind of master programmes does Germany offer?**

There is wide range of study programmes with

1. **English** as the sole or primary medium of instruction, called **International Programmes**. A database of such programmes is available here.
2. **German** as the medium of instruction. A comprehensive database of all study programmes, in both German and English, is available on [www.study-in.de](http://www.study-in.de).

## **Am I eligible to apply for a masters degree course?**

In Germany, every university is autonomous. This means that every university / study programme has its own set of criteria for admitting students. So please check the university website, and specifically the programme you are interested in to find out the exact admission requirements.

Some generalisation is, however, possible and one can say that as a four-year Bachelor degree holder from Bangladesh, Bhutan, India, Nepal or Sri Lanka, your degree is treated **at par** with a German bachelor degree and most universities will consider you eligible for masters provided you fulfill other criteria. In case you have a three-year Bachelor degree, do get in touch with course coordinator before applying.

Some universities may ask for your TOEFL/IELTS/GRE/GMAT scores, depending upon the subject you choose to study. For example, GMAT may be asked for if you want to study economics or law. Universities will ask for very good German language skills in case you want to take up a programme in German medium. In such case, your knowledge of German needs to be certified through examinations like the TestDaF or DSH.

## **How do I go about applying?**

### **October-November**

1. Collect general **information** from the DAAD, internet and brochures.
2. Attend **information sessions** at the DAAD closer to you! We have our offices

in Bangalore, Chennai, Delhi, Mumbai, Pune and Dhaka. Or attend **internet-based seminars** (**webinars**) organized by the DAAD. Details about all information events are available here.

## **January - March**

1. Contact the selected university. This will be your most important source of information as far as exact details about eligibility, course duration, fee, application procedure etc. are concerned.
2. Check the application deadline for courses chosen!

## **March - June**

1. Send the application packet. The website of the course / university you have chosen will carry details about application procedure to be followed. Accordingly, send your application either to the university or to UNI-ASSIST. UNI-ASSIST is a body that accepts your application, screens it and forwards it to its member universities of your choice against payment. Member universities of UNI-ASSIST often do not entertain direct applications. So please check well before you send in your papers.
2. If you have chosen a university that is not a member of UNI-ASSIST, send your application directly. Application forms and other relevant material can be downloaded from the internet.
3. Make sure you have a valid passport!

## **July**

1. Apply for a student visa as soon as you have the admission letter, as the procedure can take around two months. The German Embassy and the Consulates require proof of funding for the first year of studies. To

- find out where you should apply for a visa, the website of the German Embassy in your country.
2. Apply for a place in a hostel. In some cases the International Office (Akademisches Auslandsamt) of the university will help you.

## **September - October**

1. Arrive in Germany at least a week before your course begins.
2. Contact the International Office (Akademisches Auslandsamt) of your university for guidance.

## **October - December**

1. Get your residence permit within the first three months of your stay in Germany from the Foreigners' Registration Office (Auslaenderamt).

As you can make out, this timeline refers to courses beginning with the winter semester (October – March). In case you find a course that begins with the summer semester (April – September), just calculate the months accordingly and proceed!

Here we would like to reiterate that you should necessarily check the websites of / contact the organisations mentioned above for specifics.

## **Do I need to know German?**

As you have already read, Germany offers numerous International Programmes with English as the sole or primary medium of instruction. But as a student in Germany, your life will not be limited to the university campus. You will surely

want to interact with people, do your internships, travel through the country-side and make the best of your time there. This is where knowledge of German will present a great advantage! Universities offer beginner and well as advanced level courses where you can learn German. You can also start learning the language while you are still in your home country at the Goethe-Instituts (Max-Mueller Bhavan) / Goethe-Zentrum.

## **What kind of budget should I have in my mind?**

In Germany, education is subsidized by the state and therefore state-funded institutions of higher education charge **no tuition fee**. Thus, in Germany **virtually every student gets a scholarship!** Certain specialised courses and courses offered by private universities can attract fees. You will need to pay **semester contribution** of around Euro 50 to 250, depending upon the university and the services or benefits provided. For certain special courses you may need to pay higher fees. Apart from the tuition fees, if any, you will require **about Euro 670 per month for subsistence** i.e. housing, food, clothing, study material and other expenses such as health insurance and leisure activities. This amount can vary from city to city, and of course from lifestyle to lifestyle!

## **Are there any scholarships available?**

Funding in Germany is available in principle for research and in some cases at the master level. Check Scholarship & Funding for current offers by DAAD. To get a comprehensive overview of various funding possibilities, click [here](#).

## **Can I work in Germany – as a student and later as a professional?**

**As an international student, you are permitted to work for 120 full days or 240 half days in a year.** This will help you in getting a bit of extra pocket-money! After completing your degree in Germany, you can stay on in the country for **up to 18 months to look for a job that is in keeping with your education.** Once you find a job, the residence permit issued to you for the purpose of studying, can be converted into a residence permit for taking gainful employment. Germany has always had a very strong industry-academia linkage. A lot of scientific research is funded by the industry as well. During your studies you can get the opportunity to do internships with German companies, which can open new vistas for your professional career.

## **Where can learn more about students' experience in Germany?**

If you want to know more about universities and student life or read what other international students have to say about Germany, check out the DAAD Young Ambassadors page.

Souce: <http://www.daaddelhi.org/en/15067/index.html>

# জার্মানিতে বিজনেস এবং ইকোনমিক্স বিষয়ের উপর মাস্টার্স কোর্স করা যাবে এরকম কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

[Faysal Ahmed · Saturday, August 13, 2016](#)

Winter Semester only:

1. Technical University of Munich: Degree: Master of Science (MSc) in Consumer Affairs. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS minimum 6.5, TOEFL minimum 88 (Internet based test), minimum 605 (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: 31 May. Course Website and Application portal:

<http://www.wi.tum.de/en/academic-programs/application/>

2. Technical University of Freiburg: Degree: Master of Business Administration in International Business in Developing and Emerging Markets (MBA) In cooperation with University of Economics in Poznan (Poland) (double degree), Paris XII (France) (double degree), Università degli studi di Trento (Italy), Central European University Budapest (Hungary), Lappeenranta University of Technology (Finland), Higher School of Economics Moscow (Russia), University of Hyderabad (India), Wuhan University of Technology (China) Xiamen University (China), China University of Geosciences Beijing (China) (double degree, one-way from Beijing to Freiberg). Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: SCORE 6.0, TOEFL: 80 points (Internet based test), 550 points (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: 30 April. Course Website and Application portal: <http://tu-freiberg.de/fakult6/studiengaenge/international-business/applications-new-students>

3. Rhine-Waal University of Applied Science: Degree: Master of Science in Economics and Finance. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: 6.5. Admission semester: Summer and winter semester. Programme duration: Three semesters. Application deadline: The application deadline for the winter semester is 15 July. The application deadline for the summer semester is 15 January (Applicants who have not obtained their (Bachelor's) degree in Germany must also apply via uni-assist). Course Website:

<http://www.hochschule-rhein-waal.de/en/faculties/society-and-economics/degree-programmes/economics-and-finance-msc>

4. ULM University: Degree: Master of Science in Finance. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS 6.5, TOEFL 88 points (Internet based test), 570 (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years): Application deadline: The application deadline is 30 April. Course Website and Application portal: <http://www.uni-ulm.de/en/mawi/master-in-finance.html>

5. University of Tübingen: Degree: Master of Science in Management & Economics. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS minimum 6.0, TOEFL minimum 80.0 points (Internet based test), 550 points (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Three semesters. Application deadline: Usually: 15 May. Course Website and Application portal: <http://www.uni-tuebingen.de/en/study/application-and-admission/masters-degree.html>

6. University of Tübingen: Degree: Master of Science in Economics and Finance. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS minimum 6.0, TOEFL minimum 80.0 points (Internet based test), 550 points (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: Usually: 15 May. Course Website and Application portal: <http://www.uni-tuebingen.de/en/study/application-and-admission/masters-degree.html>

7. University of Tübingen: Degree: Master of Science in International Economics. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS minimum 6.0, TOEFL minimum 80.0 points (Internet based test), 550 points (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: Usually: 15 May. Course Website and Application portal: <http://www.uni-tuebingen.de/en/study/application-and-admission/masters-degree.html>
8. University of Mannheim: Degree: Master of Science in Business Informatics. Course language(s): English. Language proficiency: TOEFL: 79 points (Internet based), 550 points (Paper based). GMAT: 500 points, GRE: general test with at least 60% in verbal reasoning and at least 80% in quantitative reasoning, Medium of Instruction certificate also acceptable if the student completed a first degree in English. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: 31 May. Course Website and Application portal: <http://bewerbung.uni-mannheim.de/english/startpage/index.html>
9. University of Mannheim: Degree: Master of Science in Business Research. Course language(s): English. Language proficiency: GMAT 630 points. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: 31 May. Course Website and Application portal: <http://bewerbung.uni-mannheim.de/english/startpage/index.html>
10. University of Mannheim: Degree: Mannheim Master in Managemnt (MMM). Course language(s): English. Language proficiency: GMAT 600 points. Admission semester: Winter semester only. Programme durationFour semesters (two years). Application deadline: 31 May. Course Website and Application portal: <http://bewerbung.uni-mannheim.de/english/startpage/index.html>
11. TH Kolin University of Applied Sciences: Degree: Master of Arts in International Business. Course language(s): English. Language proficiency (GMAT or GRE is mandatory): GMAT:

500 scores, IELTS: 6.0. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years).

Application deadline: May 15, (Application via uni-assist's online portal is compulsory). Course Website: [https://www.th-koeln.de/en/academics/international-business-master--how-to-apply\\_5815.php#sprungmarke\\_1\\_1](https://www.th-koeln.de/en/academics/international-business-master--how-to-apply_5815.php#sprungmarke_1_1) Uni-assist application link: <https://www.uni-assist.de/online/?lang=en>

12. Mainz University of Applied Sciences: Degree: Master of Arts in International Business. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: score 6.5, TOEFL: 800 points (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: 15 June (Application via uni-assist's online portal is compulsory). Course Website: <https://www.hs-mainz.de/wirtschaft/studienangebot/master-international-business-ma-ib-vz/admissions-tuition/index.html> Uni-assist application link: <https://www.uni-assist.de/online/?lang=en>

13. University of Cologne: Degree: Master in International Management (CEMS MIM) In cooperation with CEMS - The Global Alliance in Management Education. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: score 7.0. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Two years. Application deadline: 31 March (applicants with a non-German (Bachelor's) degree must also apply via uni-assist until 15 March). Course website: <https://www.wiso.uni-koeln.de/de/international/cems-international-management/>

14. University of Cologne: Degree: Master of Science in Business Administration In cooperation with Aalto University School of Business in Helsinki, Finland, Louvain School of Management, Belgium, Warsaw School of Economics, Poland, Indian Institute of Management Ahmedabad, India. Course language: English. Language proficiency: GMAT: score 550. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Two years. Application deadline: 15 May (Applicants who have not obtained their (Bachelor's) degree in Germany must also apply online and by mail via uni-assist

before 1 May). Course website: <https://www.wiso.uni-koeln.de/de/international/double-masters-programmes/business-administration/>

15. SRH University Berlin: Degree: Master of Arts in Entrepreneurship. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: score 6.5, TOEFL: 80 points (Internet based test), 550 points (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: 15 September of every year. Course Website and Application portal: <http://www.srh-hochschule-berlin.de/en/>

16. Esslingen University of Applied Sciences: Degree: Master of Business Administration in International Industrial Management. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: score 6.5, TOEFL: 79 points (Internet based test), 550 points (Paper based test). Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Three semesters (18 months). Application deadline: 31 May. Course Website and Application portal: <https://www.hs-esslingen.de/en/the-university/faculties/graduate-school/masters-programs/mba-in-international-industrial-management/how-to-apply.html>

17. Leuphana University of Luneburg: Degree: Master of Sciences in Management and Data Science. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS minimum 5.5, TOEFL minimum 85.0 points. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: 1 June. (Application via uni-assist's online portal is compulsory). Course Website: <http://www.leuphana.de/en/graduate-school/master/apply.html> Uni-assist application link: <https://www.uni-assist.de/online/?lang=en>

18. Heilbronn University: Degree: Master of Arts in International tourism Management. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS 6.0 minimum in each module, TOEFL 79.0 points. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Three semesters (18 months). Application deadline: 15 July. Course Website and

Application portal: <https://www.hs-heilbronn.de/938878/application-and-admission-procedure>

18. Heilbronn University: Degree: Master of Arts in International Business and Intercultural Management. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS 6.0 minimum in each module, TOEFL 79.0 points. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Three semesters (18 months). Application deadline: 15 July. Course Website and Application portal: <https://www.hs-heilbronn.de/559889/application-and-admission-procedure>

19. European University Viadrina: Degree: Master of Science in International Business Administration. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: score 7.0, TOEFL: 100 points (Internet based test). Admission semester: Summer and winter semester. Programme duration: Four semesters (two years). Application deadline: Application period: 1 November to 30 November for the following summer semester, 1 May to 31 May for the following winter semester. Course Website and Application portal: <https://study.europa-uni.de/en/wiwi/master/programme/iba/bewerbung/nicht-deutsch/index.html>

20. Osnabrück University of Applied Sciences: Degree: Master of Arts in International Business and Management. Course language(s): English. Language proficiency: Medium of Instruction certificate also acceptable if the student completed a first degree in English. Admission semester: Winter semester only. Programme duration: Two years (four semesters).

Application deadline: Non-EU applicants: 30 April for the following winter semester. Course Website and Application portal: <https://www.hs-osnabrueck.de/de/studium/studienangebot/master/international-business-and-management-ma/how-to-apply/>

Winter and Summer Semester:

21. Worms University of Applied Sciences: Degree: Master of Arts in International Business Administration and Foreign Trade. Course language(s): English. Language Proficiency: Medium of Instruction certificate also acceptable if the student

completed a first degree in English. Admission semester: Summer and winter semester. Application deadline: 15 January for Summer semester, 15 July for Winter semester. Programme duration: Three semesters (one and a half years). Course Website and Application portal: [http://www.hs-worms.de/fileadmin/media/fachbereiche/wirtschaftswissenschaften/iba/Downloads\\_IBA\\_M.A/Application\\_IBA\\_Master.pdf](http://www.hs-worms.de/fileadmin/media/fachbereiche/wirtschaftswissenschaften/iba/Downloads_IBA_M.A/Application_IBA_Master.pdf)

22. Kiel University: Degree: Master of Science in Economics In cooperation with Kiel Institute for the World Economy (IfW). Course language(s): English. Language proficiency: TOEFL 550 points (Paper based), Medium of Instruction certificate also acceptable if the student completed a first degree in English. Admission semester: Summer and winter semester. Programme duration: Two years (four semesters). Application deadline: 15 July for the winter semester, 15 January for the summer semester (Application via uni-assist's online portal is compulsory). Course Website:

<http://www.wiso.uni-kiel.de/en/studying/master/economics>  
Uni-assist Application link: <https://www.uni-assist.de/online/?lang=en>

23. Nuremberg Institute of Technology: Degree: Master of Science in International Finance and Economics. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: 7.0, TOEFL: 100 points (Internet based test), 600 points (Paper based test). Admission semester: Summer and winter semester. Application deadline: 15 June and 15 December. Course Website and Application portal: <http://www.th-nuernberg.de/institutionen/fakultaeten/betriebswirtschaft/studienangebot/international-business-study-programs/master-msc-international-finance-and-economics/application/how-and-when-to-apply/page.html>

24. Nuremberg Institute of Technology: Degree: Master of Science in International Marketing. Course language(s): English. Language proficiency: IELTS: 7.0, TOEFL: 92 points (Internet based test), 580 points (Paper based test). Admission semester: Summer and winter semester. Application deadline: 15 June and 15 January. Course Website and Application

portal: <http://www.th-nuernberg.de/institutionen/fakultaeten/betriebswirtschaft/studienangebot/international-business-study-programs/master-ma-international-marketing/application/how-and-when-to-apply/page.html>

বিঃ দঃ আপনি চাইলে আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পেতে  
পারেন নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/>

পরিশেষে আপনার উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা সফল হোক।

# উচ্চশিক্ষায় শিক্ষাবৃত্তি! (পর্ব- ১)

Abul Hasnat · Saturday, December 16, 2017

বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রথম লক্ষ থাকে শিক্ষাবৃত্তি। প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা ও গবেষনার জন্য বৃত্তি দিয়ে থাকে। সঠিক তথ্য ও আবেদন প্রক্রিয়া না জানার কারণে অনেক সময়ই বৃত্তি পাওয়া যায় না। শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে লেগে থাকা, অনেক সময় বৃত্তি পেতে দীর্ঘ সময় লাগে, এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনেক বেশি ধৈর্য ও একাগ্রতা।

আমি এখানে মূলত Masters related স্কলারশিপ নিয়ে আলোচনা করবো এবং ধাপে ধাপে এই সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলো বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই আসি, কখন থেকে স্কলারশিপ এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবেঃ

নিজেকে বিভিন্ন স্কলারশিপ এর জন্য তৈরি করার আদর্শ সময় হচ্ছে ব্যচেলার এর ৩য়-৪থ বর্ষ। যেহেতু স্কলারশিপ এর প্রস্তুতিটা একটা দীর্ঘমেয়াদী বিষয়, সেহেতু এই সময়টা থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলে অনার্স এর পরপরই আবেদন শুরু করা যায়।

কিভাবে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করতে হবেঃ

- স্কলারশিপ এর জন্য IELTS/TOEFL ( USA এর জন্য GRE/GMAT ও লাগবে সাথে) খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ভালো স্কোর এর জন্য আগে থেকেই এগুলোর প্রস্তুতি শুরু করতে হবে যেন অনার্স এর পরপরই স্কোর হাতে থাকে।
- কোথাও mandatory হিসেবে উল্লেখ করা না থাকলেও, স্কলারশিপ এর জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে পাবলিকেশন। ভালো একটা পাবলিকেশন আপনার স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিবে।

এটাও একটা সময়সাপেক্ষ বিষয়, তাই আগে থেকেই  
কাজে নেমে যেতে হবে।

- উপরের বিষয়গুলোর সাথে সাথে নিয়মিত বিভিন্ন  
দেশের, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ সম্পর্কিত তথ্যগুলো  
সংগ্রহ করতে হবে। Country-wise/University-wise  
বিভিন্ন স্কলারশিপ এর একটা লিস্ট তৈরি করে নিতে হবে  
নিজের পছন্দের সাবজেক্ট অনুসারে। এক্ষেত্রে,  
প্রত্যেকটা স্কলারশিপ এর নামের সাথে ওইটাতে  
আবেদন করতে কি ধরনের যোগ্যতা লাগে, আবেদনের  
শুরু ও শেষের সময় সহ আনুসার্বিক বিষয়গুলোর  
একটা নোট করে নিলে ভালো হয়। কারণ এই  
বিষয়গুলো সবসময় প্রায় একই থাকে।
- সুযোগ থাকলে বিভিন্ন Co-curriculum activities এর  
সাথে নিজেকে যুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে  
conference এ attend করা, study related workshop এ  
attend করা, voluntary activities সহ অন্যান্য। এছাড়াও  
Internship এর সুযোগ থাকলে করে নিতে হবে।

Continued

Mohammad Abul Hasnat  
DAAD Scholar

Tropical Hydrogeology and Environmental Engineering  
Technical University of Darmstadt, Germany

# **DAAD Scholarship 2018-2019**

Abul Hasnat · Tuesday, July 25, 2017

ইতিমধ্যে ২০১৮/১৯ সেশনের জন্য Application round শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছু দিকনির্দেশনা তাদের জন্য যারা আবেদন করতে চানঃ

# কারা আবেদন করতে পারবেনঃ সাধারণত সবাই আবেদন করতে পারবেন, তবে সায়েন্স এবং ইনজিনিয়ারিং এ যারা অনার্স করেছেন তাদের সাবজেক্ট বেশি এখানে।

For the full list of program please visit

[https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos\\_deadlines.pdf](https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_deadlines.pdf)

# যোগ্যতাঃ অনার্স শেষ করে যারা ২ বছর নিজ নিজ ক্ষেত্রে চাকুরি করেছেন এবং যাদের IELTS Score 6.5/6 (সাবজেক্ট অনুসারে কিছু ভিন্নতা আছে) আছে তারা আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের সময়সীমাৎ সেপ্টেম্বর এর ৩০ তারিখ পর্যন্ত। তবে কিছু বিষয়ে আবেদনের সময়সীমা অক্টোবরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ও থাকে।

# কিভাবে আবেদন করবেনঃ প্রায় সব বিষয়ের জন্যই DAAD এর Application Form এবং ওই বিষয়ের Application Form এর সাথে প্রয়োজনীয় document সহ ডাকে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

For the full details of how to apply follow the respective university website from the brochure below

<https://goo.gl/2nwr9Y>

# বিশেষ যোগ্যতাঃ কিছু বিশেষ যোগ্যতা আপনার Scholarship পাওয়ার পথকে সহজ করে দিবে;

প্রথমত, ভালো কোনো জার্নাল এ Research Article (১-২ টা সর্বনিম্ন)।

দ্বিতীয়ত, সুন্দর, গোছানো একটা Motivation letter এবং ভালো Recommendation Letter।

For more details visit official website <https://goo.gl/wk1W7Q>

# DAAD Scholarship প্রস্তুতি ও কিছু কথা ।।

Abul Hasnat· Friday, October 14, 2016

ইতিমধ্যে ২০১৭/১৮ সেশনের জন্য যারা আবেদন করে ফেলেছেন, তাদের জন্য অনেক শুভ কামনা। যারা এখনো করেন নাই তারা পরবর্তী সেশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন এখন থেকেই।

কিছু দিকনির্দেশনা তাদের জন্য যারা আবেদন করতে চানঃ # কারা আবেদন করতে পারবেনঃ সাধারণত সবাই আবেদন করতে পারবেন, তবে সায়েন্স এবং ইনজিনিয়ারিং এ যারা অনাস্ব করেছেন তাদের সাবজেক্ট বেশি এখনে।

# যোগ্যতাঃ অনাস্ব শেষ করে যারা ২ বছর নিজ নিজ ক্ষেত্রে চাকুরি করেছেন এবং যাদের IELTS Score 6.5/6 (সাবজেক্ট অনুসারে কিছু ভিন্নতা আছে) আছে তারা আবেদন করতে পারবেন।

# কখন আবেদন করবেনঃ DAAD Scholarship এর দুইটি Scheme আছে। \* একটাৰ আবেদন শুরু হয় মে-জুন এর দিকে (\*শুধুমাত্র Social Science background যাদের আছে)। অন্যটা জুলাই এর প্রথম থেকেই শুরু হয় (সবার জন্য)।

# আবেদনের সময়সীমাঃ সাধারণত সেপ্টেম্বর এর ৩০ তারিখ পর্যন্ত। তবে কিছু বিষয়ে আবেদনের সময়সীমা অক্টোবরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ও থাকে।

# কিভাবে আবেদন করবেনঃ প্রায় সব বিষয়ের জন্যই DAAD এর Application Form এবং ওই বিষয়ের Application Form এর সাথে প্রয়োজনীয় document সহ ডাকে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

# বিশেষ যোগ্যতাঃ কিছু বিশেষ যোগ্যতা আপনার Scholarship পাওয়ার পথকে সহজ করে দিবে; প্রথমত, ভালো কোনো জার্নাল এ Research Article (১-২ টা সর্বনিম্ন)। দ্বিতীয়ত, সুন্দর,

গোছানো একটা Motivation letter এবং ভালো

Recommendation Letter।

\*\*\* [goo.gl/0ueT0Q](http://goo.gl/0ueT0Q) এই link এ গেলে আশা করি সব পেয়ে  
যাবেন। সবার জন্য শুভকামনা রইল...

# Erasmus Mundus Scholarship in Europe

[Abul Hasnat · Sunday, December 10, 2017](#)

ইউরোপে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ ইউরোপিয়ান কমিশন প্রদত্ত ‘ইরাসমুস মুন্ডুস’ স্কলারশিপ।

১৯৮৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এই স্কলারশিপ গত ৩০ বছর ধরে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক বলে বিবেচনা করা হয়। এর অধীনে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশে শিক্ষার্থীর নিজের পছন্দসই বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

উচ্চতর গবেষণা, নতুন নতুন দেশ ও সংস্কৃতি জানা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পাশাপাশি এই স্কলারশিপের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে- মাসিক স্কলারশিপের পরিমাণ, সম্পূর্ণ প্রমণ ভাতা, স্বাস্থ্যবীমা ও গবেষণা সম্পর্কিত সকল খরচ বহন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি থেকে শুরু করে সকল ধরনের টিউশন ফি, লাইব্রেরি ফি, পরিষ্কা ফি, গবেষণা সংক্রান্ত ফি সহ বিভিন্ন ধরনের কনফারেন্স/সেমিনার/ সামার স্কুল/উইন্টার স্কুল প্রভৃতি সকল কিছুই খাকছে একেবারে ফ্রি। এমনকি দেশভেদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিনে সম্পূর্ণ বিনা খরচে খাবারের সুবিধাসহ শহরভেদে পাবলিক পরিবহনে নির্ধারিত ভাড়ার অর্ধেক খরচে চলাচলের সুবিধা; ইউরোপের বিমান চলাচলও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রমোশন ব্যবস্থা। একসময় শুধুমাত্র মাস্টার্স করার সুযোগ থাকলেও এখন ব্যাচেলর ও পিএইচডি করার জন্যও রয়েছে দারুণ সব সুযোগ। এছাড়া প্রতিটি মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে একাধিক দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি থাকায় এই স্কলারশিপের অধীনে শিক্ষার্থী তার কোর্স চলাকালে নৃন্যতম দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ পাবেন। তিনি শর বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের ২৪৫ টি প্রোগ্রামে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী ও ১৫০০ জনের মতো পিএইচডি শিক্ষার্থী প্রতি

বছর ইরাসমুস মুন্ডুস স্কলারশিপের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের  
সুযোগ পাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭-২০১৮ সেশনে এই বছর ইরাসমুস প্লাস  
প্রকল্পের একশন-১ এ ৬১ টি স্কলারশিপ পেয়ে বাংলাদেশ সারা  
পৃথিবীতে স্কলারশিপ প্রাপ্তির দিক থেকে চতুর্থ স্থান অর্জন  
করেছে; একশন-২ ও একশন-৩ মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে  
সর্বমোট স্কলারশিপ প্রাপ্তির সংখা ৮৯ টি। তবে অন্যান্য দেশের  
শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা  
সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য না জানা ও আস্থার অভাবে অজস্র  
সন্তানবনার অকাল মৃত্যু ঘটছে।

ইরাসমুস মুন্ডুস স্কলারশিপে আবেদন সম্পর্কিত তথ্য:

ইরাসমুস স্কলারশিপের বেশির ভাগ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আবেদন  
করতে হয় অনলাইনে। আবেদন করার জন্য কোনো প্রকার ফি  
দিতে হয় না। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্ক্যান করে  
নির্ধারিত স্থানে আপলোড করতে হয় অথবা ইমেইলে পাঠাতে  
হয়। প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের নিজস্ব ওয়েবসাইটে কারা কারা  
আবেদন করতে পারবেন সেই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য,  
আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা, আবেদন করার সময়সূচি,  
বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিশদ বর্ণনা দেওয়া থাকে।  
সাধারণত মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনের ক্ষেত্রে  
সর্বশেষ ডিগ্রি সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, জীবনবৃত্তান্ত, ইংরেজি  
ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্র, শিক্ষার্থীর কার্ডিন্ট পড়ালেখা সম্পর্কিত  
মোটিভেশন লেটার ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখেন  
এমন দুজন যোগ্য ব্যক্তির সুপারিশপত্র (রিকমেন্ডেশন লেটার) দিয়ে  
আবেদন করতে হয়। দেশি বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত  
শিক্ষার্থীর গবেষণাপত্র (যদি থাকে), যেই প্রোগ্রামে পড়ালেখা  
করতে আগ্রহী সেই প্রোগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের  
অভিজ্ঞতা কিংবা তদসংশ্লিষ্ট সকল ধরনের কো-কারিকুলার  
কার্যক্রম আবেদন প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে  
বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে  
নিজস্ব প্রস্তাবিত গবেষণা কাজ জমা দিতে হয়। মনে রাখতে

হবে, একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ তিনটি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের আবেদন করা যাবে প্রোগ্রাম অনুসারে এ বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস পর্যন্ত।

**কিছু পরামর্শ :** ১। যেহেতু ৩টির অধিক প্রোগ্রামে আবেদন করার সুযোগ নেই, সেহেতু গতানুগতিকভাবে আবেদন না করে প্রথমেই নিজের পড়ালেখা, গবেষণা অভিজ্ঞতা ও গবেষণা আগ্রহের সাথে মিল রেখে সবচেয়ে ভাল প্রোগ্রামগুলো খুঁজে আলাদা করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া দরকার। এতে করে আবেদন সম্পর্কিত নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সময় নিয়ে ভাল ভাবে সম্পন্ন করে একটি পূর্ণাঙ্গ আবেদন জমা দেওয়া সম্ভব হবে।

২। বাইরে উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে (আয়েল্টস/ টোফেল/জিআরই) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবেদনকারীর অর্জনকৃত ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই আবেদন করার সময়সীমার মাঝে থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, ইরাসমুস স্কলারশিপের কিছু কিছু প্রোগ্রামে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে জমা না দিয়েও আবেদন করা যায়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যদি তার স্নাতক পড়ালেখা সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমে করে থাকেন, অর্থাৎ মিডিয়াম অব ইন্সট্রাকশন যদি ইংরেজি হয়ে থাকে, সেটার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি সনদ সংগ্রহ করে জমা দিতে হয়। আবেদন করার আগে নিজের পছন্দসই প্রোগ্রামের ওয়েবসাইট হতে কিংবা প্রোগ্রাম কো-অরডিনেটরকে মেইল করার মধ্য দিয়েই নিশ্চিত হওয়া যাবে এই প্রোগ্রামে মিডিয়াম অব ইন্সট্রাকশন সনদ দিয়ে আপনি আবেদন করতে পারবেন কিনা!

৩। মোটিভেশন লেটার লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় দিন। একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড, প্রফেশনাল অভিজ্ঞতা, কেন তিনি এই প্রোগ্রামে আবেদন করেছেন সংক্ষিপ্ত কথায় তার আবেদনের তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ কিংবা সমাজে কিভাবে উপকৃত

হবে, নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি নিখুঁতভাবে সুল্লিহ  
উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ১-২ পাতার মধ্যে লিখে জমা দিতে হয়।  
এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে কিংবা ইতোপূর্বে উচ্চ  
শিক্ষায় দেশের বাহিরে পাড়ি দিয়েছেন এমন মানুষদের কাছ  
থেকে যথাযথ সহযোগিতা নিন। মনে রাখবেন- আপনার  
মোটিভেশন লেটার স্কলারশিপ প্রাপ্তিতে আপনার যোগ্যতাকে  
অনেকাংশেই বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে!

৪। ইরাসমুস স্কলারশিপের আবেদনে অধিকাংশ প্রোগ্রামের  
ক্ষেত্রেই জীবন বৃত্তান্ত (Curriculum Vitae) জমা দিতে হয়।  
ইউরোপের ক্ষেত্রে জীবন বৃত্তান্ত তৈরিতে Europass ফরম্যাট  
ব্যবহার করা উত্তম।

৫। প্রত্যেক প্রোগ্রামেই রিকমেন্ডেশন লেটার জমাদানের  
বাধ্যবাধকতা থাকে। শিক্ষার্থীকে দীর্ঘ সময় ধরে ভালভাবে  
চিনেন এমন ২ জন যোগ্য ব্যক্তি থেকেই রিকমেন্ডেশন লেটার  
নেওয়া উত্তম। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, মাতক/মাতকোন্ত  
গবেষণা কাজের সুপারভাইজার, কিংবা আপনার কর্মক্ষেত্র  
যদি আবেদনের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে সেই প্রতিষ্ঠান  
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে থেকেই রিকমেন্ডেশন লেটার নেওয়া  
ভাল।

৬। সময়কে অনুধাবন করুন। কখনোই ডেডলাইনের তারিখে  
এপ্লিকেশন করার জন্য বসে থাকা ঠিক নয়। সামান্য কারণে  
অনেক সময় শেষ মুহূর্তে এসে অনেক কিছুই হারাতে হতে  
পারে কিংবা ভুল হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ইন্টারনেট  
সম্পর্কিত ঝামেলাতো থাকছেই।

Scholarship link:

[http://eacea.ec.europa.eu/erasmus\\_mundus/funding/scholarships\\_students\\_academics\\_en.php](http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php)

Written By:

Md. Ashiqur Rahman

Country Ambassador of Bangladesh, Erasmus Mundus  
Association (EMA)

Materials Science

Sapienza Universita di Roma, Italy

Original news link:

<http://thebangladeshtoday.com/bangla/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8/>

# জার্মানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শিক্ষা বৃত্তি

Abul Hasnat · Monday, January 8, 2018

ইউরোপীয় ইউনিয়ন তথা ইরাসমাস মুন্ডুস এর শিক্ষা বৃত্তিগুলো সাধারণত Joint Master Degree Course গুলোর জন্য দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে ২-৪ টা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে ডিগ্রিটা দেওয়া হয়। এটা নিয়ে আগের একটা পোস্টে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমি শুধু যে সকল প্রোগ্রামের ১-৩ টা সেমিস্টার জার্মানিতে করা যাবে, ঐ প্রোগ্রামগুলোর লিস্ট দিবো।

আগের পোস্টের লিঙ্কঃ

<https://www.facebook.com/notes/bangladeshi-student-forum-germany/erasmus-mundus-scholarship-in-europe/2013601995587986/>

Deadline : For most of the courses February, 2018

নিচের প্রোগ্রামগুলোর ১-৩ টা সেমিস্টার জার্মানিতে করা যাবে:

1. AMASE Joint European Master Programme on Advanced Materials Science and Engineering <http://amase-master.net/>
2. ASC Advanced Spectroscopy in Chemistry Master's Course <http://www.master-asc.org/>
3. BDMA Big Data Management and Analytics <http://bdma.univ-tours.fr/bdma/>
4. BIFTEC European Master of Science in Food Science, Technology and Business <http://www.biftec.org/>
5. CARTO Erasmus Mundus Master of Science in Cartography coming soon on <http://cartographymaster.eu/>
6. CWCN Crossways in Cultural Narratives coming soon on <https://master-crossways.univ-perp.fr/>
7. EMMA Erasmus Mundus Masters in Journalism, Media and Globalisation <http://mundusjournalism.com/>
8. EMCL+ European Master in Clinical Linguistics <http://emcl.eu/>

9. EMECS European Master in Embedded Computing Systems  
<http://www.emecs.eu/>
10. EMMIR European Master in Migration and Intercultural Relations <http://www.emmir.org/>
11. EMNANO+ Erasmus Mundus Master Nanoscience and Nanotechnology <http://www.emm-nano.org/>
12. EMSE European Masters Programme in Software Engineering <http://em-se.eu/index.php/programme-university/>
13. EU4M Master's in Mechatronic Engineering  
<http://www.eu4m.eu/inicio;jsessionid=141055E2DE7E6F7943EB3887DBF415C1>
14. EURCULT Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context <https://www.euroculturemaster.eu/>
15. GeoTec Master of Science in Geospatial Technologies  
<http://mastergeotech.info/>
16. GLOCAL Global Markets, Local Creativities  
<https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/glocal/>
17. IMIM International Master in Innovative Medicine  
<https://www.innovativemedicine.eu/>
18. IMSIIS International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies  
<https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imsiss/>
19. MAISI Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity <http://www.maisi-project.eu/>
20. MFAMILY European Master in Social work with Families and Children <http://mfamily.iscte-iul.pt/>
21. MSc EF MSc European Forestry  
<http://www.uef.fi/en/web/mdp-europeanforestry>
22. NEURASM EUROPEAN MASTER IN NEUROSCIENCE : ADVANCED COURSE AND RESEARCH TRAINING <http://www.neurasmus.u-bordeaux2.fr/>
23. NOHA Joint Master's Degree Programme in International Humanitarian Action NOHA+  
<https://www.nohanet.org/masters>

24. PlantHealth European Master degree in PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS

<http://planthealth.upv.es/courses>

25. SINReM International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

<https://sinrem.eu/>

26. SUTROFO Sustainable Tropical Forestry Erasmus Mundus Joint Master Degree <http://sutrofor.eu/>

# জার্মান সরকারের বৃত্তি নিয়ে Architecture পড়ার সুযোগ !

Abul Hasnat · Thursday, January 4, 2018

আর্কিটেকচার ও রিলেটেড বিষয় নিয়ে ব্যাচেলর করা ছাত্রদের  
জন্য বৃত্তি নিয়ে জার্মানিতে মাস্টার্স করার সুযোগ রয়েছে।

এক্ষেত্রে সদ্য ব্যাচেলর করা ছাত্রদের সাথে সাথে যারা  
জার্মানিতে ইতিমধ্যে মাস্টার্স শুরু করছেন তারাও ২য় বছরের  
ফাল্সিং এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

কারা আবেদন করতে পারবেন?

যারা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো থেকে ব্যাচেলর করেছেন তারা  
আবেদন করতে পারবেনঃ

1. Architecture
2. Interior Design
3. Monument Conservation
4. Urban Planning/Urban Development
5. Regional Planning
6. Landscape Architecture
7. Landscape Planning

কোথায় পড়বেন?

জার্মানির যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে আপনি শুধু  
Design/Planning এর ক্ষেত্রগুলোতে পড়ার জন্য ফাল্সিং  
পাবেন।

কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে?

- ৭৫০ ইউরো প্রতি মাসে
- হেলথ ইন্সুরেন্স
- বিমান ভাড়া (Both way)
- এককালিন শিক্ষা ভাতা
- সেমিস্টার ফি ৫০০ ইউরো পর্যন্ত প্রতি সেমিস্টারে (যেখানে  
সেমিস্টার ফি আছে)
- স্পাউস ভাতা (যাদের আছে)
- জার্মান ভাষা শিক্ষা ভাতা (কেউ শিখতে চাইলে দিবে)

· এছাড়াও আরো কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে  
কত বছরের জন্য?

২ বছর এর জন্য। তবে ২য় বছরের ফার্মাং ১ম বছরের ফলাফল  
এর উপর নির্ভর করবে।

কিভাবে আবেদন করবেন?

দুইধাপে আবেদন করতে হবেঃ

১ম ধাপে, DAAD Portal এ নিম্নোক্ত ডকুমেন্টগুলো আপলোড  
করতে হবেঃ

১। DAAD এর আবেদন পত্র।

২। CV

৩। Motivation Letter

২য় ধাপে, নিম্নোক্ত ডকুমেন্টগুলো DAAD এর নির্ধারিত  
ঠিকানায় ডাকে পাঠাতে হবেঃ

১। সকল Certificate ও Transcript এর copy

২। IELTS certificate (not more than two years old)

৩। সকল designs/plans (see: [www.daad.de/extrainfo](http://www.daad.de/extrainfo)) এর লিস্ট  
with detailed information (size, date of creation, place, etc.)  
সাথে সাথে এইগুলোর অরিজিনালিটি ও একটা declaration  
form এ পাঠাতে হবে।

৪। আবেদন এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ডকুমেন্ট ও পাঠানো  
যাবে ( e.g; work experiance certificiae ও Admission letter  
যদি থাকে )

বিঃদ্রঃ Scholarship এর সাথে সাথে admission এর জন্য  
আলাদাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: ৩০শে সেপ্টেম্বর (প্রতি বছর)।

অফিসিয়াল লিঙ্কঃ <https://www.daad.de/go/en/stipa57135744>

# মাস্টার্স সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর-১

জামান [Monday, November 27, 2017](#)

## জেনারেল:

প্রশ্নঃ জার্মানিতে মাস্টার্স করার সুযোগ আছে কি?

উঃ জিন্হি জার্মানিতে মাস্টার্স করার সুযোগ আছে।

প্রশ্নঃ জার্মানিতে ব্যাচেলর নাকি মাস্টার্সে যাওয়া উত্তম?

উঃ অবশ্যই মাস্টার্সে আসা উচিত।

প্রশ্নঃ আমি বাংলাদেশে ব্যাচেলর শেষ করেছি, এখন আবার ব্যাচেলর করতে চাচ্ছি জার্মানিতে গিয়ে। আপনাদের পরামর্শ কি এক্ষেত্রে?

উঃ এইটা খুবই বোকামো। জার্মানিতে ব্যাচেলরে আসা ঠিক না।

## যোগ্যতা:

প্রশ্নঃ আমার কি কি যোগ্যতা লাগবে?

উঃ

- বাংলাদেশের যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর সম্পন্ন করা থাকতে হবে।
- IELTS এ অন্তত ৬.৫ থাকতে হবে। ৬ হলেও আবেদন করতে পারবেন কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- অথবা TOEFL (paper-based test)-এ অন্তত ৫৫০ থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ আমি সদ্য এইচ এস সি পাশ করেছি, আমি কি জার্মানিতে ব্যাচেলর করতে পারবো?

উঃ না পারবেননা। ল্যাঙ্গুয়েজ ভিসায় আসতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল বিঃ/বিঃ কমপ্লিট করে বাকি লেভেল জার্মানিতে আসে সম্পন্ন করে এরপর ব্যাচেলরে ভর্তি হতে হবে।

প্রশ্নঃ আমি ডিপ্লোমা পাশ, আমি কি ব্যাচেলরে আবেদন করতে পারবো?

উঃ না পারবেননা।

প্রশ্নঃ ডিপ্লোমা করে কি জার্মানিতে মাস্টার্স করা যাবে?

উঃ না করা যাবেনা।

প্রশ্নঃ আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি, আমি কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ জ্ঞি অবশ্যই পারবেন।

প্রশ্নঃ আমি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি, আমি কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ জ্ঞি আবেদন করতে পারবেন। তবে কিছু ব্ল্যাক লিস্টে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্নঃ জার্মানিতে মাস্টার্স করতে হলে কি জার্মান ভাষা বাধ্যতামূলক?

উঃ আপনি যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স না আসেন তাহলে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ বাধ্যতামূলক না।

প্রশ্নঃ আমার সিজিপিএ ৩ এর কম, আমি কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ অবশ্যই আবেদন করতে পারবেন। জার্মানিতে অনেকেই ২.৭৫ দিয়ে অফার লেটার পেয়েছে।

প্রশ্নঃ আমার IELTS স্কোর ৬ এর নিচে, আমি কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছেনা। কারণ জার্মানিতে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে IELTS মিনিমাম ৬ চায়। বাই চান্স যদি ৬ এর কম দিয়ে অফার লেটার পেয়েও যান তাহলে ভিসা সাক্ষাৎকারে আপনাকে আবার IELTS দিতে বলবে।

প্রশ্নঃ আমি IELTS দেয়নি, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ আবেদন করতে পারবেন। অফার লেটার পাবেন কিনা সন্দেহ আছে। অফার লেটার পেলেও ভিসা পাবেন কিনা বলা মুশকিল।

প্রশ্নঃ আমার লম্বা স্টাডি গ্যাপ আছে, আমি কি আবেদন করতে পারবো?

উঃ জ্ঞি আবেদন করতে পারবেন। তবে ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় আপনাকে স্টাডি গ্যাপের বিষয়ে যুক্তিসংগত উত্তর দিতে হবে।

## আবেদনঃ

প্রশ্নঃ কি কি ডকুমেন্টস লাগবে?

উঃ

- এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স এর সার্টিফিকেট ও মার্কশিট।
- পাসপোর্টের ফটোকপি
- IELTS/ TOEFL সার্টিফিকেট
- CV
- মোটিভেশন লেটার

বিঃদ্রঃ সকল ফটোকপি সত্যায়িত করা থাকতে হবে(নোটারী পাবলিক/এস্বেসী কর্তৃক সত্যায়িত)।

প্রশ্নঃ আমার অনার্সের সার্টিফিকেট নেই, আমি কি মার্কশিট ও ট্রান্সক্রিপ্ট দিয়ে আবেদন করতে পারবো?

উঃ জ্ঞি আবেদন করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ কোন কোন বিষয়ে মাস্টার্স করতে পারবো?

উঃ আপনি জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা, লাইফ সাইন্সেস, পিউর সাবজেক্ট, ফার্মেসি, টেক্সটাইল সহ অনেক বিষয়ে মাস্টার্স করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ মাস্টার্সে কোন বিষয়ে আবেদন করবো?

উঃ আপনি বাংলাদেশে যে বিষয়ে ব্যাচেলর/মাস্টার্স করছেন সেই রিলেটেড বিষয়ে আবেদন করবেন। তা না হলে চান্স পাওয়ার সন্তাবনা কম।

প্রশ্নঃ জার্মানিতে ব্যাচেলরের সেশন কয়টি ও কখন?

উঃ জার্মানিতে সেশন ২টি। সামার এবং উইন্টার সেশন।

সামারঃ আবেদন- অক্টোবর থেকে জানুয়ারি ১৫। ক্লাস শুরু মার্চ থেকে।

উইন্টারঃ আবেদন- ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই ১৫। ক্লাস শুরু সেপ্টেম্বর থেকে।

প্রশ্নঃ আমি কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় খুজে পাবো মাস্টার্সের জন্য?  
উঃ আপনি খুব সহজেই আপনার কাঞ্চিত কোর্স ও  
বিশ্ববিদ্যালয় খুজে পাবেন নিচের ওয়েবসাইট থেকে-

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/>

উক্ত লিঙ্কে গিয়ে বাম পাশে আপনি ব্যাচেলর/ মাস্টার্স/  
পিএইচডি সিলেক্ট করবেন এবং কোন বিষয়ে ব্যাচেলর করবেন  
সেটাও সিলেক্ট করে দিবেন। আপনি যদি পুরোপুরি ইংলিশ এ  
কোর্স খুঁজেন তাহলে সেটা সিলেক্ট করে দিন এবং টিউশন ফি ও  
সিলেক্ট করে দিতে পারেন।

প্রশ্নঃ আবেদন কিভাবে করবো?

উঃ

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/>

লিঙ্কে গিয়ে নির্দিষ্ট কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয় সিলেক্ট করার পর  
সেই কোর্সের Overview এর নিচে ডান দিকে আবেদন কোন  
প্রক্রিয়ায় করতে হবে সেটা লিখা থাকে। যদি লিখা থাকে uni-assist এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে তাহলে প্রথমে uni-assist এ আইডি খুলতে হবে। এরপর uni-assist এর মাধ্যমে  
কাঞ্চিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কোর্সে আবেদন করতে হবে।  
আর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট দিয়ে আবেদন করার  
লিঙ্ক দেয়া থাকে তাহলে সরাসরি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের  
ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া  
সাধারণত খুব সহজ হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ অফার লেটার পেতে কতদিন সময় লাগে?

উঃ সাধারণত আবেদন করার ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে অফার  
লেটার দিয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ অফার লেটার কিভাবে পাবো?

উঃ ইমেইলের মাধ্যমে পাবেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাকঘোগে  
সরাসরি অফার লেটার পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্নঃ আমি মাস্টার্সের অফার লেটার পেয়েছি, এখন আমাকে কি কি করতে হবে?

উঃ নীচের লিঙ্কে ক্লিক করে আর্টিকেল গুলো পড়ুন

অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-১

অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-২

প্রশ্নঃ আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান পড়ছি, আমি কি জার্মানিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ আবেদন করতে পারবো?

উঃ সম্ভাবনা খুবই কম।

খরচঃ

প্রশ্নঃ জার্মানিতে মাস্টার্স করতে কত টাকা লাগে?

উঃ জার্মানিতে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন টিউশন ফি নেই। আপনাকে শুধু থাকা খাওয়ার টাকা যোগাড় করতে হবে।

প্রশ্নঃ জার্মানিতে মাস্টার্স যেতে সর্বমোট কত টাকা খরচ হবে?

উঃ আবেদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে জার্মানিতে আসা পর্যন্ত আপনার প্রায় ১০ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকা লাগবে ব্লকড একাউন্ট সহ। উল্লেখ্য ব্লকড একাউন্টের টাকা ফেরত পাবেন।

প্রশ্নঃ আবেদন করতে কত টাকা লাগবে?

উঃ আপনি যদি [uni-assist](#) এর মাধ্যমে আবেদন করেন তাহলে প্রথম আবেদনের জন্য ৭৫ ইউরো এবং পরবর্তী প্রতিটি আবেদনের জন্য ১৫ ইউরো করে দিতে হয়। তবে আপনি যদি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক কোর্সে আবেদন করেন তাহলে আপনাকে এক্সট্রা কোন টাকা দিতে হবেন। ধরেন আপনি

[Rhine-Waal University of Applied Sciences](#) এর

Bioengineering এ প্রথম আবেদন করলেন। যদি এটাই আপনার প্রথম আবেদন হয়ে থাকে তাহলে এই কোর্সের আবেদনের জন্য দিতে হবে ৭৫ ইউরো। এখন আপনি চিন্তা করলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেকষ্টি কোর্স Biological Resources এ আবেদন করবেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে আর কোন টাকা দিতে হবেন। কিন্তু আপনি চিন্তা করলেন

[University of Bremen](#) এর Vocational Education Nursing

Science এ আবেদন করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আরও ১৫ ইউরো দিতে হবে।

আর যদি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার অপশন থাকে সেক্ষেত্রে কোন ফি দিতে হয়না।

প্রশ্নঃ আবেদন ফি কিভাবে পাঠাবো?

উঃ আবেদন ফি মূলত মাস্টারকার্ডের মাধ্যমে দিতে পারেন। আরেকটা ভাল উপায় হতে পারে জার্মানিতে কারো মাধ্যমে পে করা। মনে করেন কেউ বাংলাদেশে টাকা পাঠাবে, আপনি উনাকে বললেন উনি যেন আপনার uni-assist এর ফি জমা দিয়ে দেন, আপনি উনাকে দেশে যার কাছে টাকা পাঠাতে চাচ্ছিলেন উনার একাউন্টে দিয়ে দিলেন।

প্রশ্নঃ ডকুমেন্টস কিভাবে পাঠাবো?

উঃ যেকোন আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।

প্রশ্নঃ ডকুমেন্টস পাঠাতে কত টাকা লাগবে?

উঃ ১০০০ টাকা থেকে ৩৫০০ টাকা লাগবে।

প্রশ্নঃ আমি কি পার্ট টাইম জব করতে পারবো?

উঃ জ্ঞি করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ ব্যাচেলর থাকাকালীন আমি কত টাকা উপার্জন করতে পারবো?

উঃ থাকা খাওয়ার টাকা উপার্জন করতে পারবেন। তবে যদি চিন্তা করেন টাকা জমাবেন বা দেশে পাঠাবেন তাহলে সেই সুযোগ খুবই কম পাবেন। ব্যাচেলর স্টুডেন্টদের সন্তানে ৫ দিন ক্লাস থাকে। মাঝে মাঝে শনি রবিবারও ক্লাস থাকে।

প্রশ্নঃ আমি কি মাস্টার্সে স্কলারশীপ পাবো?

উঃ আপনার চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলে Erasmus Mundus বা DAAD স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। আর সেই সুযোগ না থাকলে জার্মানিতে এসে আপনি যদি প্রথম কয়েক সেমিস্টারে ভাল রেসাল্ট করতে পারেন তাহলে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে ঐসব স্কলারশিপে টাকার পরিমাণ খুবই কম। ২০০-৩৫০ ইউরো।

জিজ্ঞাসাঃ

প্রশ্নঃ আবেদনের ক্ষেত্রে কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে সমাধান কিভাবে পাবো?

উঃ অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আমাদের গ্রন্থপ আপনাদের জন্য উন্মুক্ত। যেকোন সমস্যায় আমরা আপনাদের পাশে আছি।

প্রশ্নঃ আপনাদের সাহায্য নিতে হলে আপনাদেরকে কত টাকা দিতে হবে?

উঃ কোন টাকা লাগবেনা। আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা এখানে এসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে দেশের সেবা করবে।

প্রশ্নঃ আমি কি কোন এজেন্সির সহযোগীতা নিবো?

উঃ ভূলেও সেই পথে পা দিবেননা। কোন এজেন্সি আপনাকে জার্মান ভিসা বা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারবেনা। মাস্টার্স প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ আমি কি মাস্টার্স করার পর জার্মানিতে PhD করতে পারবো?

উঃ জ্ঞি করতে পারবেন যদি ভাল ফলাফল করতে পারেন।

প্রশ্নঃ মাস্টার্স শেষে ফুল টাইম জব করতে পারবো?

উঃ জ্ঞি অবশ্যই করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ মাস্টার্স শেষ হওয়ার পর জার্মানিতে থাকতে পারবো?

উঃ যদি সাবজেক্ট রিলেটেড জব পান তাহলে স্থায়ী ভাবে থাকতে পারবেন।

প্রশ্নঃ জার্মানিতে ফুল টাইম জব পাওয়ার পসিভিলিটি কেমন?

উঃ নির্ভর করে আপনার যোগ্যতার উপর। সেক্ষেত্রে ভাল ফলাফলের সাথে জার্মান ভাষায় ভাল দক্ষতা থাকতে হবে।  
ফ্যামিলি:

প্রশ্নঃ আমি কি আমার বাবা-মা, ভাই-বেন, চাচা-চাচি, খালা-খালুকে জার্মানিতে আনতে পারবো?

উঃ থিউরিটিকেলি আনতে পারবেন(ভিসিট ভিসায়),  
প্র্যাকটিকেলি পারবেননা।

প্রশ্নঃ আমি কি স্ত্রীকে আনতে পারবো মাস্টার্স করা কালীন  
সময়ে?

উঃ জ্ঞি আনতে পারবেন। তবে আপনাকে দেখাতে হবে যে  
আপনি ইকোনমিকেলি সলভেন্ট।

জামান

Bioengineering

Rhine-Waal University of Applied Sciences

Kleve, Germany

# টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখ এবং অন্যান্য স্কলারশিপ:

Faysal Ahmed· Friday, November 4, 2016

1: Scholarships administered by TUM: PROMOS and Study Abroad Scholarship of the Bavarian State Ministry of Education, Science and Arts:

[http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studieren  
de/stipendien/](http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studieren/de/stipendien/)

2: Scholarship search engine of the German Academic Exchange Service (DAAD):

[https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendien/de/70-  
stipendien-finden-und-bewerben/](https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendien/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/)

3: [www.mystipendium.de](http://www.mystipendium.de)

4: [www.stipendienlotse.de](http://www.stipendienlotse.de)

5: „Auslands BAföG“ [www.das-neue-bafög.de/de/441.php/](http://www.das-neue-bafög.de/de/441.php/)

6:

[http://www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche/studienfoe  
rderung/bundesweite-stiftungen.html](http://www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche/studienförderung/bundesweite-stiftungen.html)

7: [http://www.e-fellows.net/STUDIUM/Stipendien/Stipendien-  
Datenbank/Stipendium-suchen-finden](http://www.e-fellows.net/STUDIUM/Stipendien/Stipendien-Datenbank/Stipendium-suchen-finden)

# Visa Interview Experience - Winter 2017

[Asif Adnan Ananda · Wednesday, October 18, 2017](#)

Visa Interview Experience

---

Received Admission: August 21, 2017 Visa Interview  
Appointment Date: August 30, 2017 Appointment Time: 8:30 AM Block A/C Opening Confirmation: August 29, 2017 (Through Fintiba) Transfer of Money: September 06, 2017 (Through EBL) Block A/C Creation Confirmation: September 08, 2017 Submission of Block A/C Creation Confirmation: September 10, 2017 Received Call for Visa Collection: September 24, 2017 Collected Visa: September 25, 2017

---

Academic Profile: Degree: Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Human Resources Management Bachelor's CGPA: 3.52 on the scale of 4.00 IELTS Test Score: 8.0, overall. (L-9, R-8, W-7, S-7.5) Intended University: European University Viadrina Program: M.Sc. in International Business Administration

---

=> They take people inside the embassy at 8.30 AM and after checking them thoroughly, take them to a room where they are asked to arrange their documents in a sequence by following a printed sheet that is provided by the staff present there.  
Interview started at 9:30 AM. It was around 10 minutes in duration.

Me: Good morning, sir! V.O.: Good morning! Which program are you going to pursue? Me: (Answered) V.O.: Do you know German? Me: No. (I added that the program is in English)  
V.O.: When did you take H.S.C. examination? Me:

(Answered) V.O.: When did you start your university? Me:  
(Answered) V.O.: What is the name of your bachelor's degree?  
Me: (Answered) V.O.: So it is the same as your bachelor's  
degree. Me: Yes, sir. V.O.: Did you pursue master's degree  
from your university? Me: No, sir. V.O.: How will this degree  
help you? Me: (Answered) V.O.: Who is the financier? Me:  
(Answered) V.O.: What does she do? Me: (Answered) V.O.:  
What does your father do? Me: (Answered) V.O.: What is your  
future plan? Me: (Answered) V.O.: Indicating the left side of  
the booth, "There are your documents". V.O.: Asked me to put  
fingers on the scanner. V.O.: Please put Tk. 5,800 in the case.  
V.O.: So you are missing block account confirmation  
document. Me: Yes, sir. I have not had enough time to make it  
since I got admission on (Date). V.O.: Passing me two paper  
sheets. Please sign on both of them. Me: (Followed) V.O.:  
Hand one of them to me and keep the other.

# PhD সিরিজ

By [A B Siddique Biplob](#) on Friday, November 28, 2014 at 1:52 AM

#PhD\_bsfg

PhD প্রথম পর্বঃ আগ্রহ/পেরেশানি/ মোটিভেশন/ লেগে থাকা

অনেক কথা শুনা যায়। যেমনঃ পি এইচ ডি পেতে হলে এটা, ওটা, সেটা সব ঠিক ঠাক হতে হবে বা করতে হবে, না হলে হবে না, সবই বৃথা, ব্লা ব্লা ব্লা। আসলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। একেক জনের ব্যাপার একেক রকম। “আগ্রহ” থাকতে হবে।

যাই হোক সরাসরি কাজের কথায় চলে আসি। পি এইচ ডি করতে হলে সবার আগে যে জিনিস টা দরকার তা হল “আগ্রহ”। ব্যাপারটা কেমন শুনায় ! “আগ্রহ” তো আছেই। কি যে বলেন ?!

আসলে গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এ ব্যাপারে পেরেশানি না থাকার কারণেই অনেকের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হচ্ছে না। আমি গতানুগতিক ‘আগ্রহের’ কথা বলছি না। তা হলে কোন ‘আগ্রহের’ কথা বলছি?

সেই আগ্রহের কথা বলছি,

- যে আগ্রহ, আপনাকে আপনার ‘স্টাডি এরিয়া’ খুঁজে বের করতে ইন্টারনেটের সামনে বসাবে। শুধু ফেসবুকে নয়।
- যা আপনাকে আপনার থিসিসের রেফারেন্স গুলো চেক করে অধ্যাপক দের খুঁজে বের করার শক্তি ঘোগাবে।
- যা উন্নত বিশ্বের আপনার পড়াশুনা সম্পর্কিত ডিপার্টমেন্টের

তালিকা বা টপিক এর সাথে সম্পর্কিত প্রজেক্ট বা গ্রন্তি খুঁজে বের করার, একটি ফাইল সংরক্ষণ করার, বিভিন্ন দেশের স্কলারশিপের 'at a glance' যেটিতে থাকবে ও ইমেইল করার অনুপ্রেরনা যোগাবে।

- যা বিভিন্ন স্কলারশিপ এর রিকয়ারমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়া ও তাতে চোখ রাখার অনুপ্রেরনা যোগাবে।
- যেই আগ্রহ, নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। দুইদিন খুঁজেই হবে না বলে যে মন ছেড়ে দিবে না।
- যে আগ্রহ নিজেকে তৈরি করবে PhD র উপযোগী করে।

সর্বপরি যা বছরের পর বছর ধরে উপরোক্ত কাজে লেগে থাকার ধৈর্য আনবে। কারণ হয়ত সারা বছরে একটি সুযোগ আসল (প্রকৃত অর্থে অনেক বেশি) যেটার জন্য আপনিই একমাত্র ভাল যোগ্যতা সম্পূর্ণ, কিন্তু খবর রাখলেননা। ব্যাস অন্য কেউ আপ্লাই করে নিয়ে নিল।

(চলবে)

## PhD পর্ব (২)- রকমারি / ভিত্তি/ টাইপস

আপনি মাস্টার্স করছেন। থিসিস যেখানে করছেন সেই প্রজেক্টে বা ডিপার্টমেন্টে বা তার পাশের গ্রন্তিপে টাকা বা ফান্ড আছে, এবং তাদের কাজের পরিধি আরও বাড়বে। চেষ্টা করে গেলেন। সার্কুলার হল। আপনি ওই প্রজেক্টের অনেক কিছুই জানেন। সুতারাং আপনার চান্স বেশি। এবং আপনিই শেষে এসে 'কোয়ালিফাইড' হয়েছেন। এইরকম ডজন খানেক বন্ধু আছে আমার, যারা এখন ভাল করছে।

অথবা নতুন এক দেশে বা নতুন জায়গায় লোক লাগবে।  
আপনি সম্পূর্ণ ভিত্তি এলাকার বা দেশের। কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতা

আছে যা এদের প্রয়োজন বা আপনাকে পরে তৈরি করে নিতে পারবে, এইরকম বিশ্বাস আছে। দুই কুলের সুপারভাইজাররা এক জন আরেকজনের কাজের ব্যাপারেও জানে বা মোটামুটি আইডিয়া আছে। তাই আপনাকে তারা পছন্দ করল। ব্যাস হয়ে গেল।

আপনাকে কেউ চিনে না। একটা/অনেকগুলো পোস্ট দেখলেন, টাকা পয়সা দিবে ভাল। এপ্লাই করে দিয়েছেন। আপনার যোগ্যতা খারাপ না, ঘুরছেন অনেক জায়গায়, কাজের টুকটাক অভিজ্ঞতাও আছে। রেজাল্ট ভাল বা মোটামুটি। আগের মিডিয়াম ইংরেজি বা IELTS বা GRE তে ভাল স্কোর আছে। তাদের পছন্দ হইছে বা ডেভেলপিং দেশের কোটা বা মহিলা কোটা আছে। নিয়ে নিল।

শুধু ফান্ড আছে। বা ফান্ডিং বডি আছে। কমিটি আছে বা সংগঠন আছে। আপনাকে 'প্রোজেক্ট প্রফোজাল' বানাইতে হবে। সাবমিট করতে হবে। তাদের পছন্দ হইলে ফান্ড পেয়ে যাবেন। ওই দেশে বা দুই দেশ মিলিয়ে পি এইস ডি করলেন।

তাছাড়া, নির্দিষ্ট দেশে, নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট টিপিকে/টপিকগুলোতে, নির্দিষ্ট 'কয়ালিফিকেশন শো' করে, সব কিছু 'সাবমিট' করলেন, মেধার ভিত্তিতে বা যে কোন ভিত্তিতে আপনাকে নিয়ে নিল।

এছাড়া আরও আনেক রকমারি থাকতে পারে। আপনি নিজেকে এর যেকোন গ্রন্তিপে আবিষ্কার করলেন। তাহলে আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান। হয়ত হবে, হয়ত হবে না।

বিঃ দ্রঃ সবাইকে PhD করতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গি অবাস্তব। তাহলে পৃথিবী চলবে কিভাবে। আপনাকে হয়ত অন্য কোথাও দরকার। যা হয়ত এর চেয়েও ভাল, আপনার জন্যও ভাল।

(চলবে)

## PhD পর্ব(৩)- চিন্তা ও বাস্তবতা

এক জার্মানে অধ্যায়নরত ২জন বাংলাদেশীর মধ্যে কথা হচ্ছিল, কথার মাঝে প্রসঙ্গ আসল, বাংলাদেশে যারা আছে এদের মগজ বিদেশে আসার ব্যাপারে কিভাবে চিন্তা করে?

শুরুতে যে পয়েন্ট গুলো উঠে আসে সেগুলো হল এইরকম, যেমনঃ এমন কেউ কি নেই যিনি আমার এডমিশন টা করিয়ে দিবেন। কিছু টাকা পয়সা না হয় দিলাম। এমন কেউ কি নেই যে আমার দায়িত্ব টা নিবে! দুই, এখন অনার্স শেষ বর্ষে, পশ্চ করেই বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করব। তারপর আবেদন করাও শুরু করব। বা ব্যাচেলরে যাব না মাস্টার্স, না পিএইচডি তে। আশাকরি একদিক না একদিক হবেই।' তিনি, বিদেশে পড়াশুনা করতে গেলেই অনেক টাকা কামানো যায়। যারা যায় তারা নিশ্চিত অনেক টাকা কামাচ্ছে। সুতরাং টাকা আর টাকা।' চার, 'সেঞ্জেনভুক্ত দেশ। যদি কোন সমস্যা হয় অন্য দেশে চলে যাব। ব্যাস।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকেই বলবে চিন্তা গুলো খুব বাজে, ভ্রান্ত, অযুক্তিক। আমি বলব এইরকম চিন্তা আসতেই পারে। এটা স্বাভাবিক বলে আমি মনে করি। কারণ বাংলাদেশে থেকে বিদেশ সম্পর্কে শুধু ধারনাই করা যায়, স্বপ্নই দেখা যায়। বাস্তবতা টের পাওয়া যায় শুধু বাহিরে আসলে পরে বা কেউ বললে।

তো বাহিরে আসলে কি টের পাওয়া যায়? ?

এক,

কেন শুধু শুধু এজেঞ্চিকে/না জানা লোককে দিয়ে? / এতগুলো টাকা অপচয় করলাম/ অল্প জানলাম কেন, আরেকটু চোখ কান খোলা রাখলে ভাল হত, নিজেই তো চেষ্টা করে এই সহজ কাজ টা করতে পারতাম। এজেঞ্চির বা অন্যের মাধ্যমে না করলে নিজে হয়ত ভাল জায়গা খুঁজে আপ্লাই করতে পারতাম।

নিজে যদি কিছুটা রেডি হয়ে বা কাগজ রেডি করে কোন ভাইয়াকে একটু সাহায্য করার জন্য বলতাম তা হলে ভাইয়াও উপকার করত আর ব্যাপারটা করতই না সুন্দর হত।

উপলব্ধি ২, ইস বিদেশ ঘাওয়ার পরিকল্পনাটা যদি অনার্স ২য়/৩য় বর্ষে বা ৪র্থ বর্ষেও নিতাম IELTS এবং কোথায় কোথায় ভবিষ্যতে পড়ব একটু চোখ রাখতাম তাহলেই আর এত গুলো মূল্যবান সময় বা বছর লাগত না, নষ্টও হতনা। এখানে সমস্যা হয় অন্যভাবে, যদি কেউ অনার্স শেষ করে তারপর প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে তাহলে একসাথে অনেকগুলো চিন্তায় পড়ে, কারণ তার হাতে মোটামুটি তিনটা অপশন- চাকরি, দেশে মাস্টার্স, বা বিদেশের প্রস্তুতি। সে যদি দেশের মাস্টার্স টা না ধরে তা হলে পিছিয়ে পড়ার ভয়। আবার ওইদিকে চাকরির পড়াশুনা, না IELTS প্রস্তুতি!

টাকা কামানো যায় ঠিকই, কিন্তু তা কখনও পরিমেয়, কখনও চলে যায় এমন, কখনও বাড়িতে কিছু পাঠানোর মত। কারন ক্যারিয়ার গড়া আর টাকার নেশা দুটি ভিন্ন জিনিস। বিদেশে আশা পরে প্রধানত, দুই ধরনের ট্রেন্স তৈরি হয় ছাত্রদের মাঝে। ১) কেউ শুধু পড়াশুনা তারপর ওই পড়াশুনা দিয়ে সামনের দিকে চলা বা একাডেমিক লাইফে ক্যারিয়ার গড়ার, পিএইচডি বা লেকচারার, বা রিসারস এসিস্টেন্ট বা অন্যকিছুর চিন্তায় থাকে (ক্লারশিপ প্রাপ্তিরা), ২) আবার কেউ এসে ভাষা শিখেই পার্টটাইম চাকরিতে ঢুকে (সময় লাগে) পড়াশুনা ও চাকরি একসাথে মনোযোগ দিতে হয় (নিজ খরচে যারা আসেন), যা অনেক কষ্টের। পরে পড়াশুনা ভাল হলে উচ্চতর শিক্ষা ১ম ক্যাটাগরির মত বা ভাষা ভাল হলে ভাল চাকরি হতে পারে (কঠিন), রেজাল্ট ও ভাষা খারাপ হলে অন্যদিকে, অন্য ক্যারিয়ারে(বাধ্য হয়ে) চলে যেতে হয়। আর তিন বা চার বছর পর দেশে গিয়ে আবার ভাল করে শুরু করতে হয়। সব মিলিয়ে একটা বিশাল চ্যালেঞ্চ, যা অনেকে পারে, আবার অনেকেই নিতে পারে না। বাস্তবাতা আরও কঠিন হচ্ছে দিন দিন।  
তারপরেও আশা ছাড়ে না কেউ। আর অন্য দেশে গিয়ে অবৈধ

হয়ে থাকাও অনেক কষ্টের ও ঝামেলার, জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষ্হ। এছাড়া কেউ ৪-৮ বছর কষ্ট করার পরে দেখা গেল ইউরূপের কোন এক দেশে গিয়ে দাঢ়ায়, রেস্টুরেন্ট দেয় বা ওইরকম চাকরি করে। নিজের পায়ে দাঢ়ায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। যার যা করলে জীবন চলে ও খুশি আমিও সেটাতেই খুশি। কারণ কাজ নিজের কাছে। কি করল এটা অনেকেই দেখে না। দেখা উচিত ও না।

শেষে এসে কেউ সহজে টপকিয়ে যায় আবার কারো অনেক বেশী সময় লাগে, কেউবা বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে ভাল করে, কেউ হয়ত অনেক ভোগে। আর কেউ কেউ পিএইচডি পায়, কেউ পায় না, কেউ সহজে, কেউ অনেক পরে। তকদির আল্লাহ্ জানেন।

আর তকদিরে বিশ্বাস রাখতেই হবে, কারণ মানুষের সব তাঁর পক্ষ থেকেই হয়। 'মানুষ তাই পায় যা সে করে'। আল্লাহু আলম।

বিদ্রঃ সবার জীবনে একি ঘটনা ঘটে তা নয়।

তো শুরু হোক আজকে থেকেই।

PhD পর্ব ৪: জার্মানিতে পিএইচডি করার পথ কয়টি?

পথ দুটি -

১, স্বতন্ত্র বা গতানুগতিক PhD:

এই পথে নিজেই নিজের প্রজেক্ট দাঢ় করাতে হয়, রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করতে হয়, এবং তা দিয়ে আবেদন করতে হয়। এবং ভাগ্য ভাল হলে তা একসেপ্ট হবে ও ছাত্র স্কলারশিপ পাবে। এইখানে নিজেই নিজের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে করার সুযোগ পায়। তবে সুপারভাইজার তাকে পরামর্শ দিবে ও থিসিস লেখাতে সাহায্য করবে। এই পদ্ধতিতে ছাত্র তার পুরো

পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩-৫ বছর সময়ের মধ্যে ডিগ্রি শেষ করে।  
এক্ষেত্রে কাজের নমনীয়তা থাকে বা ইচ্ছা অনুযায়ী সময়  
সাজিয়ে নেয়া যায়। নিজের মত করে শিখার সুযোগ থাকে  
অনেক কিছু।

এই গতানুগতিক ডিগ্রিগুলো করতে প্রথম যে কাজটি করতে  
হয় তাহলো কোথায় করব নির্বাচন করা ? তিন ঘায়গায় করা  
যায়। ১, ইউনিভার্সিটি, ২, নন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ  
অরাগানাইজেশন\*\*, ৩, ইন্ডাস্ট্রি\*\*। এর পরের কাজ হচ্ছে  
সুপারভাইজার ম্যানেজ করা। তাঁকে সহ প্রপোজাল ঠিক করা  
ও সাবমিট করা। আবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেও করা যায় যেমন  
DAAD এর মাধ্যমে।

\*\*\* [www.daad.de/research-explorer](http://www.daad.de/research-explorer)

\*\*\* <http://www.hochschulkompass.de/en/home.html>

\*\* <http://www.research-in-germany.de/.../.../Category-Overview.html>

## ২, কাঠামোগত PhD:

কাঠামোগত বলা হয় কারন এই প্রোজেক্ট গুলো খণ্ডকালীন  
চাকরির মত। জার্মান সিস্টেমে আপনার বেতনভাতা দেয়া  
হবে। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর প্রফেসর বা রিসার্চারেরা  
প্রোজেক্ট দাড় করিয়ে তা অফার করে। প্রতিবছর প্রায় ৭০০ এর  
বেশি অফার/প্রোগ্রাম থাকে। এটা অন্যান্য দেশের ইংরেজি  
মাধ্যমের মতই অনেকটা। এখানে একজন বা একাধিক  
সুপারভাইজার থাকবে বা গ্রুপ থাকবে যারা সবসময় গাইড  
করবে ও পরামর্শ দিবে। থাকে ইন্টেন্সিভ কেয়ার, যাতে করে  
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে ডিগ্রি শেষ করতে পারে। এর  
পাশাপাশি বিভিন্ন সেমিনার, প্রেজেন্টেশন ও কোর্স করা  
লাগতে পারে বা কিছু সময় ইন্টার্নশিপ বা অ্যাসিস্ট্যান্ট এর কাজ  
করা লাগতে পারে। এতে করে তার অনেকগুলো স্কিল খুব  
তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হয়। যেমন, সাইন্টিফিক লিখা, প্রেজেন্টেশন

ইত্যাদি। এইখানে প্রজেক্টটিকে পুরো PhD প্রোগ্রামের সাথে মিলিয়ে নিতে হয়।

প্রতিষ্ঠান বা ভাসিটি এই পিইচডি গুলো অফার করে বিভিন্ন ট্রেনিং/রিসার্চ গ্রুপে বা গ্রাজুয়েট স্কুলে যেটার অর্থায়ন করে জার্মান রিসার্চ ফাউন্ডেশন (DFG)\* বা এক্সিলেন্স ইনিটিয়েটিভ\*\* বা কাউন্সিল।

\*[http://www.dfg.de/.../research\\_fun.../programmes/list/index.jsp...](http://www.dfg.de/.../research_fun.../programmes/list/index.jsp...)

\*\*<http://www.excellence-initiative.com/start>

PhD পর্বঃ ৫- 'বিষয়, স্টাডি এরিয়া খুঁজে বের করা, সুপারভাইজার ম্যানেজ করা ও ইমেইল করা '

শুরু করার আগে বলে রাখি, জার্মানিতে সাধারণত পিএইচডি তে জয়েনিং শুরু হয় অক্টোবর থেকে। তাই অধিকাংশ অফার, সার্কুলার কিন্তু অলরেডি হচ্ছে বা হয়ে গিয়েছে। কিছুর হয়ত এখন ও সময় আছে (পিএইচডি ফাইল দ্রষ্টব্য\*)। আবার কিছু আছে সারা বছর যাবত ই হয়। তাই বসে থাকা বা দেরী করা ঠিক হবে না।

এবার আসা যাক, কিভাবে স্টাডি এরিয়া খোঁজা শুরু করব।

১। আপনার ডিপার্টমেন্ট বা ফ্যাকাল্টি খুঁজে বের করুন।  
আপনি জানেন না কিভাবে বের করবেন ! সোজা চলে যান নিচের লিংকগুলোতে। যদি মিল মত খুঁজে না পান তাহলে গুগল সার্চ দিন। আপনার টপিক, ডিপার্টমেন্ট বা ফ্যাকাল্টি খুঁজে বের করুন। তবে হা ধৈর্য না থাকলে এই পোস্ট ই আর পড়ার দরকার নাই। যারা মোটামুটি ধৈর্য ধরে এখন ও আছেন। খুঁজে বের করুন আপনার বিষয়। এর পর একটি লিস্ট করুন কি কি পেলেন (সুযোগ, আপনি যোগ্য কিনা, কোথায় এলাই

করতে হবে, ইমেইল বা কোন প্রেফেসর, কে বা কার কাজকে  
আপনার পছন্দ হয়েছে এই বিষয়গুলো)  
লিংক-

\* <https://www.facebook.com/notes/bangladeshi-student-forum-germany/current-and-future-phd-positions/1403854973229361>

\* PhD ডাটা বেইজ>

<https://www.daad.de/.../pro.../phd/en/13306-phdgermany-database/>

২। এবার আসি কিভাবে প্রফেসর / সুপারভাইজার ম্যানেজ  
করবেন। এটা খুব সহজ, আবার খুব কঢ়ি আবার মাঝে মাঝে  
বিরক্তিকর। তাই ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। তবে এই বিষয়ে  
কিছু ট্রেন্ড আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন (কি কি বিষয়  
মনে রাখা দরকার)-

- অনেকে আপনার মেইল নাও পড়তে পারে
- মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কিছু ইমেইলের সাবজেক্ট  
লাইনে লিখতে হবে
  - To the point এ লেখা, হাবিজাবি না লেখা (সেটা কি, নিচে  
আছে)
  - তাঁর কাজ কারবার, মানে রিসার্চ সম্পর্কে অগ্রিম কিছুটা  
ধারনা রাখা (কি নিয়ে কাজ করে, দুই একটা আটিকেলে চোখ  
বুলানো)
  - প্রথম ইমেলে টাকা পয়সা কত দিবে জিজ্ঞাস না করে ,  
পড়ালেখা করতে আপনি আগ্রহী জানানো, এবং যদি ফাল্ড  
লাগে কিভাবে হতে পারে জানা
  - ইন্ডিয়ান বা বাংলাদেশী টার্ম গুলো না লেখা যেমন> যেমন  
আমি L4 S 2 তে আছি, আমি DU তে পড়ি, SSC , অমুক তুমুক  
না লিখা
  - একটি নমুনা ইমেইল  
[https://biology.nd.edu/.../example\\_of\\_emails\\_sent\\_to\\_a\\_professor...](https://biology.nd.edu/.../example_of_emails_sent_to_a_professor...)
  - দেখামাত্রই বাতিল হবে ও একটি ভাল ইমেইল কেমন হতে

পারে <http://theprofessorisin.com/.../how-to-write-an-email-to-a-p.../>

৩। কিছু কিছু PhD position আছে প্রফেসর ম্যানেজ করতে হয় না। শুধু প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দিয়ে আপ্লাই করতে হয়।

উপরে বর্ণিত সব কিছুই তাত্ত্বিক আলোচনা, সব সময় যে সত্য হবে কোন নিশ্চয়তা নেই, আইডিয়া মাত্র। সুতরাং PhD খোঁজার মাঠে নেমে পড়া শ্রেয় নয় কি?

আগামী পর্বঃ কি কি যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় ? যা থাকলে আজ হোক, কাল হোক হবেই !

PhD পর্বঃ ৬ - 'DAAD Scholarship'

[A B Siddique Biplob · Sunday, August 23, 2015](#)

কাদের জন্যঃ যারা মাস্টার্স বা সম মান শেষ করেছেন  
কতদিনেরঃ ৩ বছর, কিছু ক্ষেত্রে ৪ বছর স্কলারশিপে কি কি  
দিবেঃ • বৃত্তি হিসেবে প্রতিমাসে ১০০০ ইউরো • বাংলাদেশ টু  
জার্মানি বিমান ভাড়া এককালীন • ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি  
ছাড় • DAAD হেলথ ইন্সুরেন্স টি বহন করবে • শুরুতে ৬  
মাসের ভাষা শিক্ষা (টিউশন ফি, বাসা, কিছু পকেট খরচ) •  
বড়/স্বামী জন্য একটা নির্ধারিত টাকা, অতিরিক্ত বাসা ভাড়া  
\*শর্তসাপেক্ষ যোগ্যতা ও শর্তঃ • ফার্স্টেক্লাস মাস্টার ডিগ্রি, বা  
ডিপ্লোমা, কিছু স্পেশাল ক্ষেত্রে ব্যাচেলর • পড়াশুনার বিরতি  
(মাস্টার্স থেকে এপ্লাই পর্যন্ত মাঝখানের সময়) ৬ বছরের বেশি  
থাকা যাবে না • জার্মান প্রফেসর বা সুপারভাইজার থেকে প্রাপ্ত  
এক্সেপ্টেন্স লেটার যেখানে ইউনিভার্সিটির প্যাডে একটি  
পরিষ্কার রেফারেন্স ও সুপারভিশনের কথা উল্লেক থাকবে।  
এখানে বলে রাখি, সুপারভাইজার বা প্রফেসর এখন থেকেই  
ম্যানেজ এর চেষ্টা করতে হবে।

- ভাষা: ইংরেজির দক্ষতা দেখাতে হবে ন্যাচারাল সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ। আর সাথে কিছুটা জার্মান জানা লাগবে আর্টস, সোশ্যাল সায়েন্স, ল্য এর ক্ষেত্রে (\*তবে দেখে নিতে হবে) অথবা

• ইউনিভার্সিটি কর্তৃক ভর্তি পত্র বা এডমিশন লেটার (সরাসরি Phd প্রোগ্রাম) • একটি রিসার্চ প্রপোজাল যেখানে কাজের শিডিউল ও অতিত কাজের বর্ণনা থাকবে • এপ্লিক্যান্ট বাংলাদেশে বসবাস করে এমন হতে হবে বা জার্মানিতে ১৫ মাসের কম সময়ের জন্য ছিল এমন হতে হবে। জার্মানিতে ১৫ মাসের বেশি বাস করেছে এমন প্রার্থী ঘোগ্য নয়।

অনলাইনে আপ্লাই করতে হবে। (<http://goo.gl/P35uQL>)

কি কি কাগজপত্র লাগবে:

- পুরনুরূত অনলাইন ফরম
- CV বা বায় ডাটা , সর্বোচ্চ ৩ পাতা
- প্রফেসর থেকে পত্র যেখানে লেখা থাকবে সে আপনাকে গাইড করতে আগ্রহী। বা এডমিশন লেটার বা এমন কোন প্রমাণ যে আপনার এডমিশন বিবেচনা করা হয়েছে।
- রিসার্চ প্রপজালঃ প্রজেক্ট এর বর্ণনা ও খরচ ও সময়সূচী সহ সর্বোচ্চ ১০ পাতার একটি লিখিত প্রপোজাল। যেখানে সুপারভাইজার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের এগ্রিমেন্ট থাকবে এমনকি পূর্বের রিসার্চের তথ্য ও থাকতে পারে।
- সকল সনদ ও মারকশিটের সত্যায়িত ফটোকপি (স্কানড ফাইল বা PDF)।

ইংরেজি বা জার্মান ভাষার হতে হবে।

- IELTS: Band 6, for TOEFL: 550 paper based, 213 computer based, 80 internet based

অলরেডি প্রজেক্ট রেডি সেক্ষেত্রে - • ইউনিভার্সিটির সরাসরি এডমিশন লেটার বা একসেপ্টেন্স লেটার • লিস্ট অফ পাবলিকেশন। সবমিলিয়ে সর্বচ ১০ পাতা। • সকল সনদ ও মারকশিটের সত্যায়িত ফটোকপি। ইংরেজি বা জার্মান ভাষার হতে হবে। \*\*\* অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখঃ ১লা অক্টোবর ২০১৫ (সময় আর ৩ মাস ) পরে -

অ্যাপ্লিকেশান সামারি, হেলথ সার্টিফিকেট ও সদ্য সাইন করা ২ টি রেফারেন্স লেটার DAAD হেড অফিসে পাঠাতে হবে।

বিস্তারিতঃ <https://goo.gl/0whkXU>

অনলাইন এপ্লিকেশন এর নিয়মঃ <http://goo.gl/P35uQL>

স্কলারশিপের তালিকাঃ <https://goo.gl/vhG6im>

কাউন্সেলিং: DAAD Information Point - Dhaka Ms. Rumana  
Kabir Goethe-Institute House No. 10, Road No. 9 (new)  
Dhanmondi R/A Dhaka – 1205 e-mail:  
Dhaka@daadbangladesh.org

---

লেখকঃ

আবু বকর সিদ্দিক (বিপ্লব)

PhD স্টুডেন্ট, Greifswald, Germany

PhD পর্ব ৭০ঃ সুপারভাইজার খোঁজা

[A B Siddique Biplob](#) [Monday, July 18, 2016](#)

জার্মানিতে কোন কেন্দ্রীয় ভর্তি নেই বা ডক্টরেট ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট কোন অফিস নেই। তাই সঠিক ভাবে আগ্রসর না হলে PhD পাওয়া দুরহ। অতএব, আপনার প্রথম ধাপ হচ্ছেঃ

- একজন উপযুক্ত অধ্যাপক খুঁজে বের করা বা রাজি করানো, যিনি আপনার সুপারভাইজার হতে পারে অথবা
- ওপেন পিএইচডি সার্কুলার খুঁজে বের করা।

## ##### অনুসন্ধানের জন্য টিপস

১) আপনার বর্তমান সুপারভাইজারস বা অধ্যাপক বা বিশ্ববিদ্যালয় জার্মানিতে একটি উপযুক্ত বিভাগের বা সম্ভাব্য সুপারভাইজারের সাথে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে, বা পরামর্শ দিতে পারে বা কিছু লিঙ্ক ধরিয়ে দিতে পারে (

এটি বেশি মূল্যবান, তাই আপনার বর্তমান সুপারভাইজারের  
সাথে খাতির রাখুন)।

২) আরেকটি উপায় জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের  
ইনসিটিউট বা ডিপার্টমেন্ট গুলো সার্চ করা, আপনার অতীত  
পড়াশুনার আলোকে খোঁজা, প্রাসঙ্গিক রিসার্চ গ্রন্থ খোঁজা  
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপ ইনসিটিউট বা ডিপার্টমেন্ট  
সন্ধান করার জন্য নিচের অনলাইন সার্চ ইঞ্জিন বা লিঙ্ক গুলো  
সহায় করতে পারে। এতে করে আপনি একটি উপযুক্ত  
সুপারভাইজার খুঁজে পেতে পারেন:

## # সার্চ ইঞ্জিন বা লিঙ্ক সমূহ

\* [www.daad.de/research-explorer](http://www.daad.de/research-explorer)

(এগুলো জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় এবং নন-বিশ্ববিদ্যালয়ের  
গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে ১৯০০০ হাজারের বেশি ইনসিটিউট  
আছে)

\* [www.phdgermany.de](http://www.phdgermany.de)

\* [www.hochschulkompass.de](http://www.hochschulkompass.de)

(এই ডাটাবেজ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্টারন্যাশনাল অফিস  
এবং জার্মানিতে ডক্টরেট অধ্যয়নের জন্য সুযোগের উপর তথ্য  
দিয়ে তৈরি)

## ### অনুসন্ধানের পর

আপনি একটি সম্ভাব্য সুপারভাইজারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার  
পর তার নিকট সরাসরি আবেদন করুন (যেটা প্রযোজ্য,  
ইমেইল ও করতে পারেন)। আপনি বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন  
তাঁকে। সেও আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে। ইমেইল, আবেদন  
বা এপ্লাই করার সময় আপনি আপনার পূর্বের একাডেমিক  
সাফল্য, মাস্টার্স থিসিসের বিষয়, সাবজেক্ট এরিয়া এবং আপনি  
যে বিষয়ে স্পেশিয়ালিস্ট হতে চান তা উল্লেখ করুন বা জানান।  
আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একটি সূচিত্তিত (আপনার  
নিজস্ব) রিসার্চ প্রপোজাল দিতে ভুলবেন না।

## # ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়

সুপারভাইজার রাজি হলে ওই ইউনিভার্সিটি বা বিভাগ বা ডক্টরেট কমিটি আপনাকে ডক্টরেট প্রার্থী হিসেবে আপনার যোগ্যতা নিশ্চিত করতে বলতে পারে (requirement পূর্ণ করা) বা নির্দিষ্ট নিয়মে এপ্লাই করতে হতে পারে।  
শেষ কথা কয়েকটিতে আবেদনে সফল না হলে। হাল ছাড়া যাবে না।

PhD পর্ব ৮ঃ রিসার্চ বা প্রোজেক্ট প্রপোজাল

A B Siddique Biplob Saturday, October 8, 2016

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি জার্মানির কোন প্রোজেক্টে PhD রিসার্চ পজিসনে আশা কঠিন। তাঁর অন্যতম কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশের রিসার্চ বা কাজের সাথে এদের রিসার্চের মিল কম। তাঁর উপর প্রযুক্তিতে তাঁরা অনেক এগিয়ে, আমাদের দেশে রিসার্চ সুবিদ্যাও কম। তাই নিজেকেই একটি পজিশনের/ PhD-র ছক তৈরি করতে হয়। এইজন্য আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা PhD করতে আগ্রহী তাদেরকে নিজেদের পছন্দনীয় বিষয় (মাস্টার্স থিসিস এর বিষয় ভবিষ্যতে এগিয়ে নেয়া) বাচাই করতে হয়। উক্ত বিষয়ের কাজের পরিকল্পনাও তাঁকেই করতে হয়।

যাকে সংক্ষেপে রিসার্চ প্রপোজাল/সামারি বলে। PhD এপ্লাইকেশনের আগে প্রফেসরকে এটি পাঠাতে হয়। সে যদি বিবেচনা করে তাহলে PhD এপ্লাইকেশনের সময় এটিও জমা দিতে হয়। এটি PhD এর অন্যতম বড় একটি অংশ। এর উপর ভিত্তি করে একজন PhD ছাত্রের গবেষণা দাঁড়ায়। তাই এর সম্পর্কে জানা ও তৈরি করার ব্যাপারে যত্নবান হতেই হবে। এটা এমন না যে কারো একটা প্রপোজাল কপি পেস্ট বা একটু পরিবর্তন করে দিলেই সুন্দর একটি প্রপোজাল হয়ে যাবে 😊:D। তবে হাঁ, ফরমেট নিতে পারেন।

এই ধরনের প্রপোজাল তৈরি একটু সময় নিয়ে করতে হয়, তবে একবারেই কঠিন নয়। এই নিয়ে অনেকেই আগে লিখেছেন তাই আমার কাছে নতুন করে লিখার কিছু নেই। তাদের নির্বাচিত লেখা গুলিই (নিচে দ্রষ্টব্য) আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমি কিছু লিঙ্ক দেয়ার চেষ্টা করেছি, যাতে করে আপনাদের উপকার হয়। বিশেষ করে জার্মানিতে আবেদনের ক্ষেত্রে DAAD স্কলারশিপ এর কথা সামনে চলে আসেই। তাই এই স্কলারশিপে র জন্য প্রজেক্ট বা রিসার্চ প্রপোজাল কেমন হতে হবে জানা জরুরী? তা নিচে পাবেন। এছাড়া এই বিষয়ের উপর আর কি কি জানা দরকার, তাও যুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তবে ধৈর্য ধরে না পড়লে এর কিছুই আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। তাই --

Have a nice reading ! 😊:)

নির্বাচিত লেখা ও লিঙ্ক সমূহ

- DAAD স্কলারশিপ এর জন্য রিসার্চ প্রপোজাল কেমন হবে [goo.gl/BqmOGB](http://goo.gl/BqmOGB) , [goo.gl/ZWHe6V](http://goo.gl/ZWHe6V)
- DAAD এর জন্য একটি সন্তাব্য ফরমেট [goo.gl/UuvHMS](http://goo.gl/UuvHMS)
- DAAD, সাধারণ প্রশ্ন [goo.gl/8SJci5](http://goo.gl/8SJci5)
- কীভাবে পিএইচডি ফান্ডের জন্য আবেদন করবেন [goo.gl/Sa3cpt](http://goo.gl/Sa3cpt)
- রিসার্চ প্রপোজাল করবেন যেভাবে [goo.gl/4gyhcX](http://goo.gl/4gyhcX)
- হাউ টু রাইট অ্যারিসার্চ প্রপোজাল? - ১ [goo.gl/x9dj7O](http://goo.gl/x9dj7O)
- হাউ টু রাইট অ্যারিসার্চ প্রপোজাল? - শেষ পর্ব [goo.gl/YhQ1tL](http://goo.gl/YhQ1tL)
- রিসার্চ প্রপোজালের দরকারী তথ্য [goo.gl/d3cCtx](http://goo.gl/d3cCtx) or [goo.gl/FPQhtJ](http://goo.gl/FPQhtJ)
- কিছু নুনা/ ফরমেট [goo.gl/mLSWCX](http://goo.gl/mLSWCX)
- প্রজেক্ট প্রপোজাল [goo.gl/F3cm42](http://goo.gl/F3cm42)
- আরও জানতে হলে, পড়তে হবে [goo.gl/JOm8wv](http://goo.gl/JOm8wv)

PhD তে এপ্লাইয়ের ব্যাপারে শর্ত ও সময়সূচি মাথায় রাখাটাও জুরুরিব। এই জন্য নিচের লিঙ্ক দেখা যেতে পারে।

<https://www.facebook.com/notes/bangladeshi-student-forum-germany/phd-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%83-%E0%A7%AC-daad-scholarship/1633661766915346>

(চলবে)

---

A B Siddique Biplob  
Universität Greifswald , Germany

PhD পর্ব ৯০ঃ কোথায় খুঁজব PhD পজিশন

A B Siddique Biplob · Tuesday, November 7, 2017

আমরা সাধারণত PhD খুঁজে পাইনা। কারন কোথায় খুঁজব সে সম্পর্কে ভাল ধারনা থাকে না। আমরা সাধারনত স্কলারশিপ ডাটাবেজ গুলো খুঁজে বেড়াই। কিন্তু এই ডাটাবেজ গুলো ছাড়াও আরও পেইজ ও লিংক আছে যেগুলো হতে পারে অন্যথ। জার্মানিতে PhD খোঁজার জন্য ভাল, এইরকম কয়েকটি ডাটাবেজ ও পেইজের লিংক নিচে দেয়া হল। PhD প্রত্যাশী সবার জন্য শুভ কামনা।

PhD databases:

1. DAAD ডাটাবেইজ <https://goo.gl/GvCT9U>
2. COMPASS <http://goo.gl/uLqlqE>
3. একাডেমীক [Academics.de/.com](http://Academics.de/.com)
4. <https://www.all-acad.com/>
5. [drarbeit.de](http://drarbeit.de)
6. [findphd.com](http://findphd.com)
7. [jobvector.de](http://jobvector.de)
8. [researchgate.net/jobs](http://researchgate.net/jobs)
9. <https://www.linkedin.com/jobs/>

10. [studyportals.com](http://studyportals.com)
11. [naturejobs.com](http://naturejobs.com)
12. <https://www.euraxess.de/jobs/search>
13. PhD Funding: <http://goo.gl/dPsI3y>
14. <http://bit.ly/17rEgyN>
15. <http://goo.gl/xb7ISa>

এগুলো ছাড়াও অন্য কোন লিংক থাকলে, প্লিজ আপডেট  
করুন

---- [A B Siddique Biplob](#), PhD  
[Universität Greifswald](#), Germany

PhD পর্ব ১০০ঃ একটি PhD সার্কুলারের ব্যবচ্ছেদ / বিশ্লেষণ /  
পোস্টমর্টেম

[A B Siddique Biplob](#) · Saturday, December 2, 2017

আগের পর্বে লিখেছি [পিএইচডি কোথায় খুঁজব](#)। বিশেষ করে  
জার্মানিতে। ওই লিংকগুলোতে একটি সার্টেই অনেক PhD  
সার্কুলার/বিজ্ঞপ্তি ভেসে আসে। কিন্তু সেগুলো সাজাবো  
কিভাবে? কিভাবে বুঝব কেনটা আমার জন্য। আজকে লিখছি  
সে বিষয়ে। পিএইচডি খুঁজতে গিয়ে কয়েকটা দেখেই ক্লান্ত হয়ে  
যাই, অথবা এমন হয় আমরা সঠিক বিচার বিবেচনা করে  
আবেদন করতে পারি না। নিজে যাচাই করার সাহস পাই না।  
আশংকা লাগে আমি সঠিক জ্ঞানগায় আবেদন করছি কিনা।  
কখনো এমন হয়, অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকি কোন লিংকের  
আশায় বা পরামর্শের আশায়, ইত্যাদি। তাই আমরা নিজেরাই  
যাতে নিজের পিএইচডি খুঁজে নিতে পারি সেই জন্যই  
আজকের এই লিখা।

তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমেই উদাহরণ হিসেবে একটি পূর্ণ  
PhD সার্কুলার ([লিংক](#)) দেখে নিই। তারপর দেখব কিভাবে  
সহজে ও কম সময়ের মধ্যে আমরা বুজতে পারি যে এটা  
আমার জন্য কিনা।

## OFFENE STELLEN AN DER UNIVERSITÄT BREMEN

### Early Stage Researcher/PhD Position

Open position at University of Bremen, Germany, FB 3: Mathematics & Computer Sciences, as part of

European Innovative Training Network

Reduced Order Modelling, Simulation and Optimization of Coupled systems  
(ROMSOC)

1 full Early Stage Researcher/PhD Position, TV-L 13, reference number A266/17 / ROMSOC-ESR04

- under the condition of job release -

The employment is fixed-term and governed by the Act of Academic Fixed-Term Contract, §2 I (Wissenschaftszeitvertragsgesetz – WissZeitVG). Therefore, candidates may only be considered for appointment if they still have the respective qualification periods available in accordance with § 2 (1) WissZeitVG.

ROMSOC is a European Industrial Doctorate (EID) project in the programme Innovative Training Networks (ITN) and part of Marie Skłodowska Curie Actions within the Horizon 2020 programme. The ROMSOC EID Network brings together 15 international academic institutions and 11 industry partners and supports the recruitment of eleven Early Stage Researchers (ESRs). Each ESR will be working on an individual research project in the host institution with secondments related to their research in other academic and industrial partners of the network. The research is focused on three major topics: coupling methods, model reduction methods, and optimization methods, for industrial applications in well selected areas, such as optical and electronic systems, economic processes, and materials. The ROMSOC EID Network offers a unique research environment, where leading academics and innovative industries will integrate ESRs into their research teams for the training period, providing an excellent structured training programme in modelling, simulation and optimization of whole products and processes.

We seek excellent open-minded and team-spirited PhD candidates who will get unique international, interdisciplinary and inter-sectoral training in scientific and transferable skills by distinguished leaders from academia and industry. Within the ROMSOC network we offer the following PhD position at University of Bremen:

#### Data driven model adaptations of coil sensitivities in MR systems. (A266/17 - ROMSOC-ESR04)

We are looking for a mathematician interested in machine learning for the following application: Magnetic particle imaging (MPI) is an evolving MR (magnetic resonance) technology aiming at non-radiative, non-invasive imaging of functional parameters such as blood flow or targeted metabolic processes. In particular, reconstruction quality is limited due to the restricted approximation quality of PDE-based models. Data-driven approaches, based on neural networks and deep learning, would allow to incorporate expert information obtained from experimental measurements and to improve diagnostic potential of MPI technology.

The PhD candidate shall analyze limitations of PDE-based models (Maxwell and derived models) for coil sensitivities. The work comprises development of concepts for data-driven operator adaptations under efficiency constraints as well as the implementation of deep-learning methods for model adaptation. The PhD candidate will spend secondments for technical and scientific training at SagivTech Ltd. (Israel). The PhD degree will be awarded by University of Bremen, Germany.

## എം സ്റ്റാഫ്

### Requirements:

- Master degree (or equivalent) in Mathematics, Industrial Mathematics, Scientific Computing or other related disciplines.
- Experience in numerical simulation of complex systems
- General programming skills
- Strong interest in interdisciplinary scientific work.
- Ability to work independently and as part of a team.
- Strong motivation to pursue a PhD degree.

- Preferred qualifications include excellent grades, research talent (as proven by the master thesis), affinity with mathematical modeling and simulation in engineering or medical applications, and personal ambition.
- Excellent command of English, together with good academic writing and presentation skills.

Starting Date: 1st of March 2018

Contract: The selected candidate will be employed full-time as an Early Stage Researcher. The position is limited to a term of up to 3 years and funded by the European Commission with a salary 100% TV-L 13 linked to the German system.

Host Institution: University of Bremen, Bremen, Germany

Information/Contact: Prof. Dr. Peter Maass (Primary Supervisor)

Email: pmaass@uni-bremen.de

Application: Applications (motivation letter, detailed CV, certificates, list of MSc courses and grades, copy of the master thesis, reference letter etc) with indication of the position reference number should be send to

**DEADLINE 15.12.2017**

To ensure the equality of opportunities we strongly encourage women with the appropriate qualifications to apply. If equally qualified, handicapped applicants will be preferred. Applicants with a migration Background are welcome.

Eligibility: The candidate recruited in the ROMSOC project must be in the first four years from the date when the candidate obtained the degree entitling him or her to embark on a doctorate (e.g. master degree). No doctoral degree has been awarded during these four years. The candidate must not have resided or carried out her/his main activity (work, studies, etc.) in Germany for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the recruitment date. Compulsory national service, short stays such as holidays, and time spent as part of a procedure for obtaining refugee status under the Geneva Convention are not taken into account. The candidate must work exclusively for the project during the employment contract. The candidate must fulfill the conditions to be admitted in the PhD programme indicated in the job vacancy. Tuition fees will be covered by the fellowship. These conditions must be fulfilled at the starting date of the contract.

The starting date for the position is tentative.

Please send your application under the reference number A 266/17 best until  
December 15, 2017 to:

University of Bremen  
Fachbereich Mathematik/Informatik  
Attn.: Prof. Peter Maaß  
P. O. Box 33 04 40  
28334 Bremen

or per e-mail to:

pmaass@uni-bremen.de

৩য় ছবি

উপরে তিনটি ছবির সমন্বয়ে একটি পূর্ণ PhD সার্কুলার দেখানো হয়েছে। একটি PhD সহজে বুজার জন্য আমি নিচের পদ্ধতি মানার জন্য পরামর্শ দিব। এই ধাপ গুলোর ঘেটিতে আমি বুজব যে এটা আমার জন্য তাহলেই সামনের দিকে আগাব। কিন্তু যদি কোন ধাপে মনে হয় যে, এটা আমার জন্য না তাহলে ওইখানেই থামতে হবে। ওই PhD সার্কুলার পড়ার বা সংরক্ষন করে সময় নষ্ট করার কোন কারন নেই। তাইঃ

১। সবার আগে দেখে নিতে হবে সাবজেক্ট/ টপিক কি: এটা একবারে প্রথম দিকেই দেয়া থাকে: যদি এটি আপনার মাস্টার্সের বিষয়ের সাথে কোনভাবে মিলে তাহলেই আগানো যায়।

Open position at University of Bremen, Germany, FB 3: Mathematics & Computer Sciences, as part of

European Innovative Training Network

Reduced Order Modelling, Simulation and Optimization of Coupled systems  
(ROMSOC)

১নং ছবির ৩য় লাইন থেকে ৬ষ্ঠ লাইন পর্যন্ত

২। তারপর দেখতে হবে ডেডলাইন। কারন ডেড লাইন না দেখে পুরো PhD সার্কুলার পড়ার কোন মানেই হয় না। তবে অনেক সময় সোর্স দেখেই বুঝা যায় ডেডলাইন কখন। কারন বিভিন্ন সোর্সে/ ওয়েব সাইটে তারিখ টা দেয়া থাকে আগেই। যাই হোক, এই তারিখটা সাধারণত উপরে বা একবারে নিচে থাকে। এখানে সার্কুলারে নিচের দিকেই দেয়া আছে। ৩ নং ছবিতে।

**DEADLINE      15.12.2017**

৩য় ছবি

Please send your application under the reference number A 266/17 best until December 15, 2017 to:

৩য় ছবি

৩। তারপর দেখতে হবে কি চাচ্ছ ? মানে ‘রিকয়ারমেন্ট কি/ কোয়ালিটি কি/ কি এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে’। এটা সার্কুলারের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে থাকে, এখানেও তাই। ২নং ছবিতে আছে।

## ସ୍ଥାନ

### Requirements:

- Master degree (or equivalent) in Mathematics, Industrial Mathematics, Scientific Computing or other related disciplines.
  - Experience in numerical simulation of complex systems
  - General programming skills
  - Strong interest in interdisciplinary scientific work.
  - Ability to work independently and as part of a team.
  - Strong motivation to pursue a PhD degree.
- Preferred qualifications include excellent grades, research talent (as proven by the master thesis), affinity with mathematical modeling and simulation in engineering or medical applications, and personal ambition.
- Excellent command of English, together with good academic writing and presentation skills.

## ତଥୀ ହାବି

## ৪। তারপরে দেখতে হবে বিস্তারিত বা ডেসক্রিপ্টশান। এটা সাবজেক্ট বা টপিকের পরপরই থাকে।

The employment is fixed-term and governed by the Act of Academic Fixed-Term Contract, §2 I (Wissenschaftszeitvertragsgesetz – WissZeitVG). Therefore, candidates may only be considered for appointment if they still have the respective qualification periods available in accordance with § 2 (1) WissZeitVG.

ROMSOC is a European Industrial Doctorate (EID) project in the programme Innovative Training Networks (ITN) and part of Marie Skłodowska Curie Actions within the Horizon 2020 programme. The ROMSOC EID Network brings together 15 international academic institutions and 11 industry partners and supports the recruitment of eleven Early Stage Researchers (ESRs). Each ESR will be working on an individual research project in the host institution with secondments related to their research in other academic and industrial partners of the network. The research is focused on three major topics: coupling methods, model reduction methods, and optimization methods, for industrial applications in well selected areas, such as optical and electronic systems, economic processes, and materials. The ROMSOC EID Network offers a unique research environment, where leading academics and innovative industries will integrate ESRs into their research teams for the training period, providing an excellent structured training programme in modelling, simulation and optimization of whole products and processes.

We seek excellent open-minded and team-spirited PhD candidates who will get unique international, interdisciplinary and inter-sectoral training in scientific and transferable skills by distinguished leaders from academia and industry. Within the ROMSOC network we offer the following PhD position at University of Bremen:

### **Data driven model adaptations of coil sensitivities in MR systems. (A266/17 - ROMSOC-ESR04)**

We are looking for a mathematician interested in machine learning for the following application: Magnetic particle imaging (MPI) is an evolving MR (magnetic resonance) technology aiming at non-radiative, non-invasive imaging of functional parameters such as blood flow or targeted metabolic processes. In particular, reconstruction quality is limited due to the restricted approximation quality of PDE-based models. Data-driven approaches, based on neural networks and deep learning, would allow to incorporate expert information obtained from experimental measurements and to improve diagnostic potential of MPI technology.

The PhD candidate shall analyze limitations of PDE-based models (Maxwell and derived models) for coil sensitivities. The work comprises development of concepts for data-driven operator adaptations under efficiency constraints as well as the implementation of deep-learning methods for model adaptation. The PhD candidate will spend secondments for technical and scientific training at SagivTech Ltd. (Israel). The PhD degree will be awarded by University of Bremen, Germany.

## ১ম ছবি

## ৫। তারপরে দেখতে হবে যদি আমি যোগাযোগ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে। অনেক সময় এপ্লাই করার ঠিকানা, ইমেইল যোগাযোগ করার ঠিকানা একই নয়। তাই ভুল ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে না। এটা শেষের দিকে থাকে।

## ২য় ছবি

৬। অনেক সময় লিখা থাকে ‘Eligibility’। সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এটাও ম্যাচ না করলে আপনি বাদ পড়বেন। এই পয়েন্টটা তিনি নাষ্টারেও নেয়া যায়।

Contract:	The selected candidate will be employed full-time as an Early Stage Researcher. The position is limited to a term of up to 3 years and funded by the European Commission with a salary 100% TV-L 13 linked to the German system.
Host Institution:	University of Bremen, Bremen, Germany
Information/Contact:	Prof. Dr. Peter Maass (Primary Supervisor)
Email:	<a href="mailto:pmaass@uni-bremen.de">pmaass@uni-bremen.de</a>

Eligibility. The candidate recruited in the ROMSOC project must be in the first four years from the date when the candidate obtained the degree entitling him or her to embark on a doctorate (e.g. master degree). No doctoral degree has been awarded during these four years. The candidate must not have resided or carried out her/his main activity (work, studies, etc.) in Germany for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the recruitment date. Compulsory national service, short stays such as holidays, and time spent as part of a procedure for obtaining refugee status under the Geneva Convention are not taken into account. The candidate must work exclusively for the project during the employment contract. The candidate must fulfill the conditions to be admitted in the PhD programme indicated in the job vacancy. Tuition fees will be covered by the fellowship. These conditions must be fulfilled at the starting date of the contract.

The starting date for the position is tentative.

৭। তারপর থাকবে এপ্লিকেশানে কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন এপ্লাই করবেন, তাহলে প্রয়োজনীয় কাগজ গুলো অবশ্যই দিতে হবে। নাহলে আপনি বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটাও শেষের দিকে থাকে।

Application  
reference letter etc) with indication of the position reference number should be send to  
Applications (motivation letter, detailed CV, certificates, list of MSc courses and grades, copy of the master thesis,

### ৩য় ছবি

৮। তারপর কিভাবে এপ্লাই করতে হবেঃ ইমেইলে নাকি ডাক পোস্টে। এটাও শেষের দিকে থাকে।

please send your application under the reference number A 26617 best until  
December 15, 2017 to:  
University of Bremen  
Fachbereich Mathematik/Informatik  
Prof. Peter Maass  
Attn.: P. O. Box 33 04 40  
28334 Bremen  
or per e-mail to:  
[pmaass@uni-bremen.de](mailto:pmaass@uni-bremen.de)

৩য় ছবি

৯। তারপর ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত দেখা ঘেতে পারে।

## ১ম ছবি

১০। PhD শুরু হবে কবে? এটি ও লিখা থাকে। তাই দেখে নিবেন  
ওই সময়ে আপনার মাস্টার্স শেষ হবে কিনা।

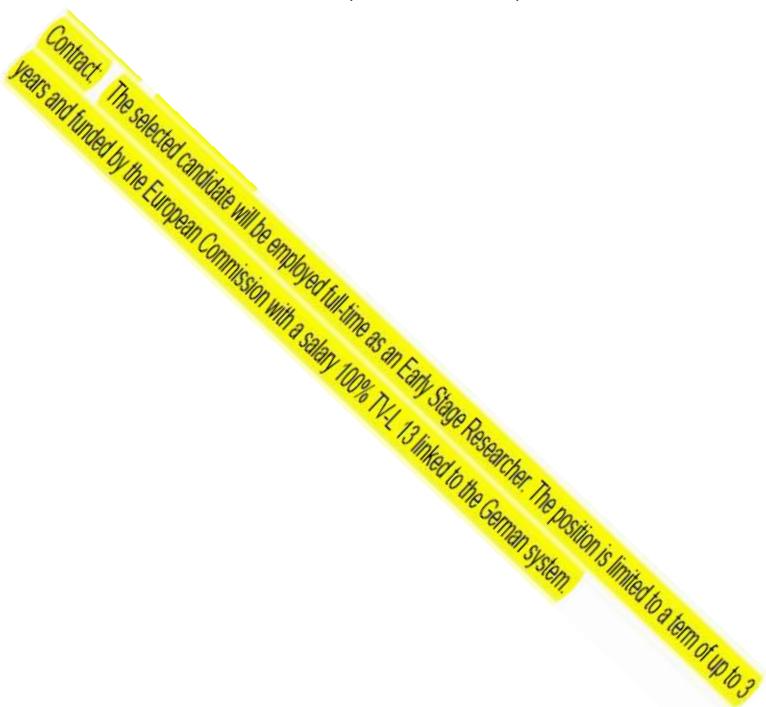
Starting Date: **1st of March 2018**

ROMSOC is a European Industrial Doctorate (EID) project in the programme Innovative Training Networks (ITN) and part of Marie Skłodowska Curie Actions within the Horizon 2020 programme. The ROMSOC EID Network brings together 15 international academic institutions and 11 industry partners and supports the recruitment of eleven Early Stage Researchers (ESRs). Each ESR will be working on an individual research project in the host institution with secondments related to their research in other academic and industrial partners of the network. The research is focused on three major topics: coupling methods, model reduction methods, and optimization methods, for industrial applications in well selected areas, such as optical and electronic systems, economic processes, and materials. The ROMSOC EID Network offers a unique research environment, where leading academics and innovative industries will integrate ESRs into their research teams for the training period, providing an excellent structured training programme in modelling, simulation and optimization of whole products and processes.

We seek excellent open-minded and team-spirited PhD candidates who will get unique international, interdisciplinary and inter-sectoral training in scientific and transferable skills by distinguished leaders from academia and industry. Within the ROMSOC network we offer the following PhD position at University of Bremen:

### ৩য় ছবি

১১। তারপর দেখতে হবে বেতন কেমন? এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিয়ে অনেকে দ্বিধায় থাকেন। আসলে কত দিবে এটা কিন্তু বলা থাকে না, শুধু পে-স্কেল লেখা থাকে, তাই ইন্টারনেট ঘেঁটে জেনে রাখা দরকার। অনেক PhD বেতন হিসেবে দেয়। TV-L 13, 65% থাকলে আনুমানিক ১৪৫০ ইউরো/ মাস (ট্যাক্স কাটার পর) পাবেন। আর TV-L 13, 100% লিখা থাকলে আনুমানিক ১৯০০-২০০০ ইউরো/ মাস। এছাড়া অন্য কিছু লিখা থাকতে পারে যেমনঃ TV-L 13, 50%, TV-ÖD ইত্যাদি। এখানে কোনটি? নিচের ছবিতেই আছে।



### ৩য় ছবি

অনেক সময় ডিপার্টমেন্ট বা কোম্পানি বা ভাসিটি সম্পর্কে  
লিংক দেয়া থাকে। সেটি ব্রাউজ করা যেতে পারে আরও  
জানতে।

শুরু হোক ‘খোঁজ টা সার্চ’। শুভ কামনা রইল

---

লেখকঃ [A B Siddique Biplob](#)

# পিএইচডি ফাল্গুর জন্য আবেদন বিষয়ক তথ্য

By [Iqbal Tuhin](#) on [Monday, August 10, 2015 at 4:27 AM](#)

## লেখক: রউফুল আলম

বিজ্ঞানী গাট্রুড বি এলিয়ন (Elion) পিএইচডির জন্য ১৫টি আবেদন করেছিলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য যে, একটি আবেদনেরও সাড়া পাননি। আত্মপ্রতয়ী এই মানুষটিই ১৯৮৮ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন। এমন উদাহরণ আরও দেওয়া যাবে। অর্জনের পথটাই কণ্টকাকীর্ণ। সেখানে চেষ্টাই সম্ভল। সুতরাং আপনি যদি পিএইচডি ফাল্গুর জন্য আবেদন করে ক্লান্ত হয়ে যান, গা ঝারা দিয়ে এখনই আবার শুরু করুন। অধ্যাপকদের মেইল করছেন কিন্তু তারা উত্তর দিচ্ছেন না, তাই তো? অথবা, উত্তর দিলেও বলছেন, কোনো ফাল্ড নেই, পজিশন নেই। এটা খুবই সাধারণ চির! এমনটি আপনার, আমার, সবার ক্ষেত্রেই হচ্ছে। হয়তো দু-একজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন। তাহলে কী করা যায়? আবেদনের সময় কিছুটা কৌশলী হয়ে দেখা যেতে পারে। যা অনেকের ক্ষেত্রেই কাজে দিয়েছে। হয়তো আপনার জন্যও সহায়ক হবে।  
ক) গণহারে সকল অধ্যাপকদের একই মেইল পাঠানো বন্ধ করুন। অভিজ্ঞ অধ্যাপক এগুলো সহজেই বুঝতে পারেন। ফলে এসব মেইল পড়েন না।  
খ) আপনার প্রফেশনাল-প্রাতিষ্ঠানিক মেইল আইডি থাকলে সেটা ব্যবহার করুন (gmail, yahoo ইত্যাদি নয়। এসব আইডির মেইল তাঁরা খুব গুরুত্ব দেন না। কখনো কখনো এসব মেইল ওপেনও করেন না।)  
গ) যে অধ্যাপকের গ্রন্তিপে আবেদন করবেন, সে গ্রন্তিপের গবেষণার বিষয়বস্তু (Research Focus/Field) সময় দিয়ে পড়ুন। খুব ভালো হয় সাম্প্রতিক প্রকাশিত আর্টিকেল পড়লে।  
ঘ) অনেক সময় তার সাম্প্রতিক প্রকাশিত আর্টিকেল পড়ে তাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন। আর ধন্যবাদ দেওয়ার মাধ্যমেই গবেষণা কাজটির প্রশংসা করে দু-

একটি প্রশ্ন (যৌক্তিক ও আকর্ষণীয়) করতে পারেন। উল্লেখ করতে পারেন যে, আপনি এই বিষয়টি ভালো বোঝেন ও এ বিষয়ে কাজের আগ্রহ অনেক। যোগাযোগের সূচনা এভাবেও করা যেতে পারে।

ঙ) রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে হলে, একটি গবেষণা গ্রন্তিপের সাম্প্রতিক প্রকাশিত আর্টিকেল পড়ে সেই আলোকে কিছু করতে চাওয়ার প্রস্তাব দেওয়াই উত্তম। প্রতিটি মানুষ তার সৃষ্টিকর্মে মোহিত (Obsessed)। যে যে বিষয়ে কাজ করে সেটার ওপর প্রপোজাল লিখুন। প্রপোজাল ১-২ পৃষ্ঠার বেশি না করাই উত্তম। গুরুত্বপূর্ণ ডায়াগ্রাম, ফিগার ব্যবহার করতে হবে বেশি করে। সেখান থেকেই যেন এক-নজরে বোঝা যায় কী বুঝাতে চাচ্ছেন।  
চ) মেইল আকারে বড় লিখবেন না। মেইলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এটাচ করে দেওয়াই উত্তম। ফাইলের জন্য পিডিএফ ফর্ম ব্যবহার করা ভালো।  
ছ) আপনার পাবলিকেশন থাকলে সিভিতে সেগুলোই আগে উল্লেখ করুন।  
পাবলিকেশনের সঙ্গে DOI (Digital Object Identifier) নাম্বার দিন। সেটা থাকলে আর্টিকেল খুঁজে পাওয়া খুব সহজ  
(<https://dx.doi.org/>)। (যদি আপনার আর্টিকেলের DOI নাম্বার না থাকে, তাহলে সেটা আন্তর্জাতিক মানের আর্টিকেল নয়।  
জ) একজন অধ্যাপক আপনার সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে চাইবেন। ফলে সে পরিচিতদের কাছ থেকে আপনার ব্যাপারে শুনতে চায়। সে জন্য রেফারেন্স লেটার গুরুত্বপূর্ণ। বাইরে রেফারেন্স লেটার হয় গোপনীয় (Confidential)। আমাদের দেশে সবাইকে একটি করে হাতে দিয়ে দেওয়া হয় (আমাদের দেশে সব ছাত্রই অত্যন্ত মেধাবী ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজ থেকে বিরত)। চেষ্টা করুন তুলনামূলক পরিচিত গবেষকের কাছ থেকে রেফারেন্স লেটার নিতে।

ঝ) আপনার থিসিস থাকলে সেই থিসিস থেকে একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট তৈরি করুন (এক-দুই পৃষ্ঠা)। বাংলাদেশের এমএস থিসিসের ভলিউম (অন্তত বিজ্ঞান), পৃথিবীর বহু দেশের পিএইচডি থিসিসের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ। একজন অধ্যাপকের এই

থিসিস পড়ার সময় নেই। অধ্যাপক যদি চান, তাহলে পুরো  
থিসিস পাঠান। এও) মাতৃভাষা ইংরেজি, এমন দেশের  
অধ্যাপকদের কাছে মেইল লিখতে গেলে ইংরেজির ভাষাগত  
বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ওপরের বিষয়গুলো আপনার  
প্রস্তুতির জন্য হয়তো সহায়ক হবে কিন্তু প্রস্তুতিটা আপনাকেই  
নিতে হবে। শুভ কামনা!

(লেখক ডক্টরাল গবেষক, স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেন)

# ভার্সিটি পরিচিতিঃ Universität Greifswald

A B Siddique Biplob · Wednesday, December 20, 2017

অন্যতম প্রাচীন (৫৫৩ বছর আগের !) এই ইউনিভার্সিটির কাগজে কলমে নাম হচ্ছে Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald। এই ইউনিভার্সিটি ১৪৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, বাল্টিক অঞ্চলের প্রথম। জার্মানির সবচেয়ে পুরনো ভার্সিটির মধ্যে এটি চতুর্থ। এটি এক সময় সুইডেনের দখলেও ছিল, প্রায় ৩০ বছর। তাই একে সুইডেনের সবচেয়ে পুরনো ভার্সিটিও বলা হয়ে থাকে। এটি বার্লিন থেকে ২৫০ ক.মি. উত্তরে, হামবুর্গ থেকে ৩৫০ কি.মি. পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত।

একটা কথা প্রচলিত আছে এখানে। যেই এই শহরে আসে, সেই দুইবার কাঁদে। প্রথমবার, যেদিন আসে সেইদিন। দ্বিতীয়বার, যেদিন ছেড়ে চলে যায় সেইদিন। প্রথম দিন কাঁদে কারন শহরটা খুব ছোট, একটি ইউনিভার্সিটি শহর, মানুষগুলো ও পরিবেশ বেশ ঠাণ্ডা, তত মিশুক নয়, বয়স্ক মানুষ বেশি। দ্বিতীয়বার কাঁদে যাওয়ার সময়। কারন এই শহরটিকে সবাই ততদিনে ভালবেসে ফেলে বা ভালবাসায় পড়ে যায় পড়াশুনার ও স্মৃতির। অনেক ছোট, সুন্দর ও সবুজ শহরটি, এখানে প্রফেসরও গাড়ি রেখে সাইকেল নিয়ে অফিস করে, ঘুরে বেড়ায়। পড়াশুনার জন্য বার্লিনের ছাত্রছাত্রীরাও চলে আসে এখানে। শহরের কোলাহল মুক্ত, একটু গ্রামীণ পরিবেশ একটু নাড়া দেয় বৈকি!

যাইহোক, পড়াশুনার কথায় আসা যাক। বিশেষ কি আছে এখানে? বাংলাদেশীদের জন্যও বা কি আছে এখানে, এই শহরটা তাঁদের জন্য কেমন? উত্তর কয়েকটি পয়েন্টে বলা যাক।

এক, বিশ্বের বিখ্যাত দুটি জিনিস এখানে আছে। প্রথমটি প্লাজমা ফিজিক্স। বিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক গবেষণা এটি। ফিউশন প্রক্রিয়ায় মাত্র ৩ সেকেন্ড অণুর প্লাজমা অবস্থা সৃষ্টি

যেমন ভাবে আলো দেয়, সেইরকম একটি প্রক্রিয়া) তৈরি করে এরা হচ্ছে ফেলে দিয়েছে। আগামিদিনে এই গবেষণা সফল হলে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার হলে; কোন কয়লা, পানি, তাপ, গ্যাস বা বাতাস দিয়ে তৈরি বিদ্যুৎ আর দরকার হবে না, সব এই ফিউশন থেকেই আসবে। এটি নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা (মাস্টার্স, PhD বা Postdoc) করতে ভারত ও পাকিস্থান থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে। কিন্তু কোন বাংলাদেশী আজও আসেনি, আমার আশা, বাংলাদেশ থেকে কেউ আসবে একদিন। দ্বিতীয়টি, মেডিসিন। এই ডিপার্টমেন্টটি সবচেয়ে ধনী, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইউনিভার্সিটির মত চলে। এখান থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের অনেক নাম ডাক, বেকারতো থাকেই না।



মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের এক অংশ, ছবি: ইন্টারনেট

দুই, স্টুডেন্ট কলিগ (জার্মান ভাষায় ব্যাচেলরে ভর্তির পূর্বের প্রস্তুতি কোর্স) করতে অতীতে বাঙালিরা এখানে এসেছে। কম খরচে, মনোযোগ দিয়ে এই কোর্স সহজে শেষ করা যায়, এখানে।

তিনি, শুধু মাত্র দুটি মাস্টার্স প্রোগ্রাম আছে এখানে, যা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো হয়, যা শুধু সায়েন্সে বিভাগে। প্রোগ্রাম দুটি [Landscap Ecolgy and Nature Conservation](#) ও [Earth Science](#)

(Geology, Georesources & Environment)'। আশাৰ দিক হচ্ছে বাংলাদেশীৱা এখনে তাঁদেৱ পায়েৱ ছাপ রেখেছে। এই দুই বিষয়েই এখনে পড়তে এসেছে তাঁৰা এবং তাঁৰা ভালও কৱছে। কেউ DAAD স্কলারশিপ নিয়ে এসেছিল, কেউবা নিজ খৰচে। এইখন থকে শেষ কৱা PhD/Dr. যেমন আছে, তেমনি মাস্টার্স কৱে PhD পেয়েছে বা সৱাসৱি PhD তে এসেছে এইরকমও আছে। এখনে শৰ্ট ভিজিটেও আসা যায়।

প্ৰতিবন্ধকতা কোথায়? ১। নিজ খৰচে যাবা আসে তাঁদেৱ জন্য এখনে পাৰ্ট টাইম চাকৰি পাওয়া খুব কঠিন। তাই অনেক দৌড়বাঁপ দিতে হয়। খুব খাটতে হয়। বা চলে যায় এমন। ২। সব মিলিয়ে বাংলাদেশীদেৱ সংখ্যা ৪-৫ এৱে মধ্যে। ৩। জাৰ্মানিৰ সবচেয়ে গৱৰীব বিভাগ এটি, তাই কাজেৱ জন্য জাৰ্মান জানা আবশ্যক।

শিক্ষার মান বিশ্ব মানেৱ, তাই ১০০ টি দেশেৱ মানুষ ছুটে আসে এখনে, পড়তে ও গবেষণা কৱতে।

নোটঃ (জাৰ্মান প্ৰবাসীদেৱ জন্য) এই রকম শত শত ইউনিভার্সিটি আছে জাৰ্মানিতে। বাংলাদেশীৱাও পড়ছে ওইগুলোতে। আমৱা এইগুলোকে তুলে ধৰব আমাদেৱ বাঙালীদেৱ মত কৱে। যাবা পড়ছেন তাঁৰা যদি এই রকম (৫-১০ লাইনেৱ) একটি পৰিচিতি মূলক পোস্ট দেন তাহলে অনেক অনাগত ছাত্ৰদেৱ উপকাৱ হবে।

#PhD\_bsfg #Master #Bachelor #Student #bsfg

----- [A B Siddique Biplob](#)

©bsfg

# দরকারি তথ্যবলি : আমি কিভাবে জার্মানি তে ,.....

By [Faysal Ahmed](#) on [Sunday, October 12, 2014 at 12:33 AM](#)

বলতে পারেন সৃতি শেয়ার করা। আমি BBA, MBA শেষ করার পর Job শুরু করেছিলাম একটি Private University College এ Lecturer হিসেবে, নারসিংডিতে। পাশাপাশি সিধান্ত নিয়েছিলাম দেশের বাইরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের। তাই ১৩ মার্চ IELTS exam দেই, ২৮ মার্চ ফলাফল পাই। এপ্রিল এর শুরু থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত জার্মানি এর ৭ টি ইউনিভার্সিটি তে অ্যাপ্লাই করি, আমি Uni-assist <https://www.uni-assist.de/online/Frontend/Registrierung/index> এর মাধ্যমে এবং Online application করে সরাসরি Documents সাবমিট করেছি। এক্ষেত্রে আমাকে Bangladeshi Student Forum Germany এর এক ভাই সহযোগিতা করেছেন। ১২ জুন <http://www.hochschule-rhein-waal.de/> থেকে প্রথম Admission letter পাই। ১৩ জুন ২০১৪ জার্মান এস্বাসস্য, ঢাকা <http://www.dhaka.diplo.de/> তে Visa appointment এর জন্ম অ্যাপ্লাই করি, Appointment date পাই ৬ অগস্ট ২০১৪। ২৮ জুন ২০১৪ <http://www.tum.de/> থেকে দ্বিতীয় Admission letter পাই। ১৫ জুলাই ২০১৪ তৃতীয় Admission letter পাই <https://www.uni-hohenheim.de/english> থেকে। আমার সকল Documents এর এক সেট original এবং দুই সেট photocopy নিয়ে যথা সময়ে এস্বাসস্য তে হাজির হই এবং ইন্টারভিউ দেই। উল্লেখ্য যে আমি Technical University of Munich এর Admission letter দিয়ে এস্বাসস্য তে ইন্টারভিউ দেই। আলহামদুলিল্লাহ ৮ সেপ্টেম্বর ভিসা পাই। ১৫ সেপ্টেম্বর জব থেকে Resign দেই, ২৪ সেপ্টেম্বর বিমানের টিকেট বুকিং দেই Turkish Airlines এ। ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে Munich International Airport, Germany তে পা রাখি। Airport থেকে Bangladeshi Student Forum Germany এর পক্ষ থেকে এক ভাই রিসিভ করেন। আলহামদুলিল্লাহ, এখন বেশ ভাল আছি।

# **Study in Germany : Summer 2016 Experience**

Millat Hossain Ziko · Monday, May 16, 2016

Assalamualykum,

With the grace of almighty allah, alhamdulillah I have recently come to Germany for higher education. I would like to share some of my experiences and guidelines.

Uni/Program Search:

To find most of the desired programs, use [DAAD](#) or [studyin.de database](#). However, some programs I found were not available here at the first time. So to be updated, try to search through Google and check individual websites. Then develop your own database of which programs you want to apply and keep in touch the Universities. Save all of your personal and academic information in a doc file in order to use it for next application. To submit your application, don't wait for the eleventh hour. The number of applicants is relatively higher in a program where [UniAssist](#) or processing fee isn't required.

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/>

<https://www.study-in.de/en/plan-your-studies/find-programme-and-university/>

[www.uni-assist.de](http://www.uni-assist.de)

Important:

[http://anabin.kmk.org/no\\_cache/filter/institutionen.html](http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html) (check your uni is listed here as H+. In fact, some foreign Unis are still on doubt!)

Attestation: (It's free!)

As German Embassy attests 5 set of documents without any cost and some Unis specifically require this, do it ASAP following this link.

<http://www.dhaka.diplo.de/Vertretung/dhaka/en/02/Attestation.html>

## LOM: (It matters!)

I'm an average student. Hence, I had to spend 3-4 months to develop my desired LoM. However, I know someone wrote it in an abend and got admission! However, Keep in mind following questions and don't copy!

1. Why do you want to study this program in Germany and what are its outcomes?
2. Why do you think you should be accepted?
3. What's your future plan?

Block Account, Transferring living expenses & Insurance:  
Always use the latest form of DB and fill it up accurately. It takes two weeks normally to open. So don't get tensed if you don't get any email from them. And of course, keep checking spams and other folders . I found government banks like Sonali or Janata are more hassle free, reasonable and faster than private banks but you should visit some private banks as well. Insurance is nothing but a formality here since you need to do it again in Germany for program enrollment. Hence, make it as cheap as possible. I did it with Progoti.

## Visa Interview:

Visa success collectively depends on your academic knowledge, motivation and languages proficiency. It is anticipated that you have the basic understanding of the courses you have already taken and you are going to do in Germany. Being a marketing student, I should broadly know what are 4Ps, 4Cs, STP and stuff like that. It's better not to face visa interview with insufficient preparation and low IELTS/TOEFL and don't become so nervous or overconfident during the interview. Try to keep your answers short and sweet.

If you have any question go to [File Section](#), have a look on them or just Google it. For further guidelines or advices, please post it politely and precisely in the group.

Thanks for reading and please keep me in your prayers.  
Allah Hafeez.

Information about living and studying in Germany

<https://www.study-in.de/en/>

<http://www.young-germany.de>

<https://www.daad.de/en/>

<http://www.dhaka.diplo.de/Vertretung/dhaka/en/08/Arbeiten-Studieren-in-D/0-Arbeiten-Studieren-Deutschland-de-03.html>

# জার্মান ভাষা বিড়ন্বনা, ঘুম ও ট্রেন

জামান · Thursday, June 16, 2016

জার্মানিতে যারা আসে তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জার্মান ভাষা বুঝতে পারা। যারা জার্মান ভাষা কি সেটাই জানেনা তাঁরা প্রথম প্রথম বিপদে পড়বেই গ্যারান্টি। আমিও সেই মূর্খদের মধ্যে একজন (৯০% আমার দলে)। আমার বাসা (Düsseldorf) থেকে আমার বিশ্ববিদ্যালয় (Kleve) প্রায় ৯৫ কিলোমিটার। ট্রেনে যেতে সময় লাগে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। যাতায়াত খরচ ফ্রি, তা না হলে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আসাতে বাংলাদেশী টাকায় ৩ হাজার ৫০০ টাকা লাগত। প্রথমদিন আমার বাসার এক ভাইয়ের সাথে গিয়েছিলাম আমার ভাসিটিতে। এরপর থেকে স্বাভাবিক ভাবেই একা একা যেতে হয়েছে। প্রথম ৪ দিন কোনো সমস্যা ছাড়াই যাওয়া আসা করেছি। ৫ম দিনে আসে জার্মান ভাষা না জানার মজা টের পেয়েছি।

আমাদের ট্রেনের মূলত ২টা বগি। প্রতিটা বগিতেই ইঞ্জিন আছে। মাঝে মাঝে শুধু এক বগি দিয়েই কাজ সেরে ফেলা হয়। সেদিন ভাসিটি থেকে বাসায় ফিরার সময় ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনের সামনের দিকে এবং দরজার সামনে ডিজিটাল স্ক্রিন আছে, ওখানে লিখা থাকে ট্রেনের নামার এবং সেটা কোথায় যাবে সেই শহরের নাম। আমি এত কিছু লক্ষ্য করতামনা কারণ ওখানে কি লিখা সেটা আমার কাছে জরুরী না বা আমি এমনিতেও বুঝতামনা কি লিখে রেখেছে। শুধু জানি এই ট্রেনটা আমার বাসা থেকে ভাসিটি পর্যন্তই যাওয়া আসা করে। সেদিন লিখা ছিল nicht einsteigen। আমি সেদিকে লক্ষ্য না করে ট্রেনে উঠে বসে থাকি। নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পর দেখি আমার বগি দাঢ়িয়ে, সামনের বগি স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দুট গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে ট্রান্সলেট করে দেখি ঐটার অর্থ Do not enter। অন্য আরেকদিন বাসা থেকে ভাসিটিতে যাচ্ছি। অর্ধেক রাত্তায় যাওয়ার পর স্পীকারে কি যেন বলা হচ্ছে। আমি কিছুই বুঝিনা, শুধু বুঝতে পারছিলাম জরুরী কোনো ঘোষণা। তবে এমন ঘোষণা প্রায় সময় দেয়। যেমন ট্রেন যদি ছাড়তে ২/৩ মিনিট লেট হয় তাহলে স্পীকারে বলে দেওয়া হয়। আমার কাছে সব ঘোষণা একই রকম লাগত। তো ঐদিন এমনি কোনো ঘোষণা দেওয়ার পর সবাই ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। আমি বুঝতে পারছিলামনা উনারা কি উনাদের গন্তব্যে চলে আসছে বলে নামছে নাকি নেমে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। আমি বসে

রইলাম। সবাই নেমে যাওয়ার পর ট্রেন থেকে আবার কি যেন বলা হচ্ছে। আমি ভাবলাম ট্রেন বুর্বি ছাড়তে একটু লেট হবে তাই বলছে। পরে দেখি একটু ধরক দিয়ে বলছে। উপরে তাকিয়ে দেখি সিসি ক্যামেরা। কিছুটা বুঝতে পারলাম আমাকে কিছু বলছে। আমি সিসি ক্যামেরার দিকে হা করি তাকিয়ে রইলাম। বেচারা ড্রাইভার ইঞ্জিন রুম থেকে বের হয়ে আমার কাছে এসে কিছু একটা বলছে। বুরলাম নেমে যেতে বলছে। নেমে গেলাম। সমস্যা হচ্ছে ওরা ইংলিশ পারলেও ইংলিশে কথা বলতে চায়না। যাহোক, ট্রেন দেখি পিছনের দিকে ব্যাক করে চলে যাচ্ছে, পরের ট্রেনে করে ভাসিটিতে গেলাম। কিছুদিন পর ঠিক এমন এক বিপদ। ঐদিন আমি ট্রেনে একা, পুরো বগিতে আর কেউ নাই। মাঝ রাত্তায় যাওয়ার পর ড্রাইভার স্পীকারে কি যেন বলছে। আমি ভাবলাম হয়ত নেমে যাওয়ার কথা বলছে। আমি নেমে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর দেখি ট্রেন ঠিক পথেই যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম ট্রেন ছাড়তে ২-১ মিনিট লেট হবে সেটাই বলেছিল। কি আর করা, ৩০ মিনিট শুধু শুধু পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হল। আমি প্রতিদিন ট্রেনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া আসা করি। তবে যেদিন ফোনে কথা বলি বা চ্যাট করি সেদিন বাদে। সকালে বিছানা থেকে উঠে শার্ট পেন্ট পড়েই এক দৌড়ে ট্রেনে চলে যায়। ব্রাশ আর টুটপেস্ট সবসময় ব্যাগে থাকে। ভাসিটিতে গিয়ে ব্রাশ করি। কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তে গিয়ে ট্রেনে উঠি। ট্রেনে উঠে যাওয়ার পর একটা টেক্সট করেই ঘুম। এক ঘুমে চলে যায় ভাসিটিতে আবার আসার সময় এক ঘুমে বাসায়। কিছুদিন আগেও অভ্যাস মোতাবেক ট্রেনে উঠেই ঘুম দিলাম। আমি কখনো উল্টো দিকে বসতে পারিনা। কেমন যেন মাথা ব্যথা হয়। তো সেদিন ঘুম ভাঙ্গার পর দেখি আমি উল্টো দিকে যাচ্ছি। প্রথম মনে করেছি হয়ত ঘুম থেকে উঠার কারণে এমন মনে হচ্ছে। পরে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি আমি সত্যি সত্যি উল্টো দিকে যাচ্ছি। বুঝতে পারলাম সঠিক সময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গেনি।

# জার্মানীর পথে পথে....জার্মানীর গ্রাম...

Mönir Hössen· Monday, November 6, 2017

১. জার্মানীতে এসেছি মাত্র এক মাস হল। এখানে এসে একটি বিষয় খুবই ভালো লাগছে যে, যেখানেই যাই না কেন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় শিখছি। যেমন আজকে বের হলাম আমার আশে-পাশের এলাকাটা ঘুরে দেখার জন্য। প্রথমত যা দেখলাম- ছোট ছোট ডু-প্লেক্স বাড়ি। প্রত্যেকের বাড়ির সামনে একটি ছোট ফুল বাগান। অধিকাংশ বাড়িতেই কমপক্ষে একটি কুকুর রয়েছে। ঘরে আলো প্রবেশের জন্য ছাউনীর উপরে জানালার মত করে কাচের ঢাকনা। আবার অনেকের বাসার ছাউনীর উপরে এক সারিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করেছে।

২. এই মুহূর্তে জার্মানী Renewable Energy কে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। তাদের মোট ৩০ % শক্তি উৎপাদিত হয় এই পদ্ধতিতে। বাংলাদেশের গ্রামে অনেক বাড়িতে সোলার প্যানেল দেখা গেলেও শহরে তেমন দেখা যায়না। আবার কেউ যদি বলে আমাদের বাসায় সৌরপ্যানেল আছে। অনেকে বিষয়টিকে খাটো করে দেখে। কিন্তু আমরা চাইলেই বিদ্যুতের পাশাপাশি সৌরপ্যানেল স্থাপন করতে পারি। মজার বিষয় হল- কিভাবে বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়? এবিষয়টিতে আমার মনে হয় জার্মানরা অনেক পাকা। ছুটির দিন পেয়ে সবাই- কেউ ফুল গাছ লাগাচ্ছে, কেউ গাছের বর্ধনশীল পাতা কাটছে, কেউ বা মেশিন দিয়ে ঘাস সমান করছে। এমনকি উঠানের একপাশে ছোট একটা দোলনা ঘরের সৌন্দর্যকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। মা-বাবা তার সন্তানেরকে সাথে নিয়ে ফুটবল খেলছে। সাথে ছোট কুকুরের বাচ্চাটাও।

৩. আমার পাশের এই এলাকাটি একটা স্মার্ট গ্রাম। হেটে যেতে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগে। এত সুন্দর করে এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িটাকে আসাধারন ভাবে সাজিয়েছে, মনেহয় এটা একটা পর্ফটন কেন্দ্র। বাংলাদেশেও আমরা যদি আমাদের

গ্রামের বাড়ীগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি।আমার  
মনেহয় গ্রামগুলো হয়ে উঠবে বিদেশী-পর্যটকদের জন্য  
আকর্ষণীয় স্থান।কেননা আমাদের দেশে এক এক এলাকার  
এক এক সংস্কৃতি।তাই ঘর সাজানোর স্টাইলও একটু ভিন্ন  
ধরনের হবে।সাথে একটু আধুনিকতার ছোয়া! তাহলে তো  
কথাই নেই। পৃথিবী থেকে পর্যটক আসবে বাংলাদেশের গ্রাম  
দেখতে। পর্যটন কর্পোরেশন ব্রাণ্ডিং করবে--Come to  
Bangladesh! Visit our smart villeges!

৪. সময়টা ছিল বিকেলবেলা অনেক বয়স্ক নারী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী  
দুজন-দুজনার হাত ধরে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে খোস-গল্প  
করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে। এই বয়সে আমাদের দেশের নানা-  
নানী অথবা দাদা-দাদীরা হয়ত বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য দিন  
গুনছে অথবা যারা সুস্থ আছে তারা নাতী-পুতি নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু  
তাদের মধ্য এ বয়সে এমন ভালোবাসা আর রোমান্টিকতা খুবই  
কম দেখা যায়। একবার দাদীকে বলেছিলাম =দাদী! দাদাকে  
নিয়ে একটু ঘুরে আসো = দাদীর জবাব! বুড়া বয়সে আবার টং  
=তোমার দাদারমত আমার মনে এত প্রেম নাই=লাগলে  
আরেকটা বিয়ে করতে কও =দাদা শুনে একটু চোখ টিপ  
মারল=। এলাকার অধিকাংশের ঘরের জানালায় বিভিন্ন  
রংবেরংয়ের ফুল শোভা পায়। যা দেখে আপনার মন ভরে  
উঠবেই। আপনি হয়ত ভাববেন আহা! এধনের একটা ডুপ্লেক্স  
বাড়িই আমার দরকার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে বাড়ীগুলো দেখতে  
দেখতে চলে এলাম এক ঘোড়ার খামারের পাশে। ঘোড়ার  
কয়েকটি ছবি তুলতেই। হঠাৎ মেও...মেও...কিরে এতে  
বিলাই। অনেক সুন্দর বিড়াল পিঠটা কালো আর বুকটা সাদা।  
আমার দিকে অনেকখন তাকিয়ে ছিল। মনেমনে বললাম ভাই  
আমি জার্মান ভালো পারিনা, পারলে তোরসাথে কথা বলতাম।  
৫. এবার খাইছি ধরা! আর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। সামনে  
দেখলাম বিশাল এক বড় বড় গাছের বাগান। হঠাৎ এক ভাইয়ের  
পরামর্শ মনে পড়ল-। < সাবধানে মার্নিং ওয়াকে যাইয়েন  
জংগলে কিন্তু শেয়াল আছে, খুবই ভয়ংকর, মানুষকে পর্যন্ত  
তাড়া করে।> তাড়াতাড়ি গুগুল ম্যাপ চালু করলাম, দেখি আর

কিছুখন হাটলেই সামনে টিয়ার পার্ক(চিড়িয়াখানা)। তাড়তাড়ি  
গন্তব্যের দিকে রওনা দিলাম।সামনে আরেকটা সুন্দর বাড়ি  
পড়ল, ভাবলাম দেখেই যাই-ঘরের সামনে যাওয়া মাত্রই কুকুর  
বাবাজীর ঘেউঘেউ॥ ইয়া॥ নফসি॥ ইয়া॥ নফসি...এত ভয়  
কখনো পাইনি॥ বড় কুকুরের খেড বলে কথা ...আমি না যাওয়া  
পর্যন্ত বাবাজী আমারে ফলোআপে রাখল।সাথে পাসপোর্ট  
ছিলনা, থাকলে দেখাইতাম, বেটা চিল্লাইস না বৈধ পাসপোর্ট  
আছে! আমাকে দেখেই চার-পাচটা পিচিং ছেলে মেয়ে ছুটে  
আসল।ওদেরকে হাত-দিয়ে বাই বাই বলে বিদায় নিলাম।  
সাবাস জার্মানী! সুন্দর তোমাদের গ্রামগুলো! আর তোমাদের  
রুরাল প্লানিং!

==মো: মনির হোসেন মাস্টার্স ইন এনভাইরোনমেন্টাল এন্ড  
রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। ব্রান্ডেনবুর্গ ইউনিভার্সিটি অব  
টেকনোলোজি। কোটবুস, জার্মানী e-mail: hossemoh@b-tu.de

# ব্ল্যাক ফ্রাইডে-নাইট

Mönir Hössen · Thursday, November 30, 2017

বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে এসেছি ছোট ভাইয়ের গিফট করা কয়েকটি টি-শার্ট আর আর একটি সামার জ্যাকেট নিয়ে। কারন এখানে কম দামে অনেক ভালো জামা কাপড়ই পাওয়া যায়। যা ওয়াসিং মেশিনে দিলেও সমস্যা হয়না। প্রথমদিন যখন (২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭) জার্মানির বার্লিনের ট্যাগেল বিমান বন্দরে নামি। তখন জ্যাকেট গায়ে দেয়ার পরই দেখি হাত-পা সাথে দাঁত-মাড়ি সবই কাঁপতেছে। বুজতে আর বাকি রইলনা যে, এই জ্যাকেট দিয়ে উন্টারে চলা সন্তুষ্ণ না। প্রথমে এসে কোটবুস শহরের আশে পাশের শপগুলোতে খোঁজতাম কোথায় একটু কমদামে জ্যাকেট আর জুতা পাওয়া যায় (কারন ১ ইউরো= ১০০ টাকা)। কিন্তু যেটা পছন্দ হয় সেটার দাম ১০০ ইউরো প্লাস। দেখতে দেখতে দু মাস চলে গেল। হঠাৎ আশে পাশে শুনতে পেলাম ব্ল্যাক ফ্রাইডে আসছে। অনেক কিছুই মোটামুটি সন্তায় পাওয়া যাবে। আমার শহরের বাংলাদেশী সবাই মোটামুটি খুশি যে একটু কম দামে সব কিছু কেনা যাবে। কিন্তু একটা চিন্তা মাথায় আসল, এই দিনটিকে কেন ব্ল্যাক ফ্রাইডে বলা হয়। নেটে একটু ঘাটাঘাটি করতেই দেখলাম। ১৮৬৯ সালের দিকে আমেরিকায় ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দ চলছিল, সেই সময় মন্দ থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ দিবসের কথা ভেবেছিলেন ব্যবসায়ীরা। ওই বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁরা পণ্যে বিশেষ ছাড় দেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, ওই ছাড়ে তাঁদের অনেক লস হয়। পরে দিনটি ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’তে পণ্য বিশেষ ছাড়ে বিক্রি করেন। ওই দিন ৭০ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত মূল্য ছাড় দেওয়ার নজিরও রয়েছে। ন্যূনতম এক ভাগ হলেও ছাড় দেওয়া হয়। মূলত ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের বড়োদিন উপলক্ষে কেনাকাটা ওই দিন থেকে শুরু হয়। সে উপলক্ষেই এ ছাড়। আরেকটি সাইটে দেখলাম ১৯৫০ সালে ফিলাডেলফিয়া রাজ্য পুলিশ ‘থ্যাংকস গিভিং ডে’র পরের

দিনকে ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’ নামে অভিহিত করেছিল। কারণ এই দিনে আমেরিকায় বছরের সবচেয়ে বড় লেনদেন হতো ও বছরের সবচেয়ে উত্তেজনাকর ফুটবল গেম অনুষ্ঠিত হতো। ওই ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত আমেরিকার সেনাবাহিনী। এই খেলার ফলে শহরের রাস্তাজুড়ে থাকত প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। এ ছাড়া ফুটপাতে লেগে থাকত মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। এসব সামলাতে বেশ বেগ পেতে হতো ফিলাডেলফিয়া পুলিশ ও বাস ড্রাইভারদের। তাই দিনটি পুলিশদের জন্য ছিল খুবই বাজে একটা দিন। এ জন্য তারাই এই দিবসের নাম দিয়েছিলেন ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’। বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শুক্রবার দিনটিতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই দুঃসহ স্মৃতি থেকে ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’ শব্দের প্রচলন হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

সবচেয়ে খারাপ ব্ল্যাক ফ্রাইডে ২০০৮ সালে যখন একজন লোক মানুষের ভিড়ে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। ৬ফিট ৫ ইঞ্চি এবং ২৭০ পাউন্ডের স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও একজন কর্মী মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা ঘটে যখন হাজার হাজার মানুষ নিউ ইয়র্ক ওইয়াল-মার্টে যায়। কমপক্ষে ২,০০০ জন লোক দরজা ভেঙে, ভিতরে চুকে যায়। আরো এমন ঘটনা আছে দেখতে পারেন ইউটিউবে

([https://www.youtube.com/watch?v=k\\_f-iVKrUnA](https://www.youtube.com/watch?v=k_f-iVKrUnA) অ্যান্ড <https://www.youtube.com/watch?v=nKKZvnE8jNo>)।

যাহোক এবার জ্যাকেট কেনার জন্য ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে বার্লিনে গেলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন দোকান ঘুরে আহামরি তেমন কোন অফার নজরে পড়েনি। অবশেষে ২০% ছাড়ে জ্যাকেট কিনে ৬.৪২ এর ট্রেনে ফিরে আসলাম কোটুস স্টেশনে। আমার বাসায় যেতে হলে এবার ১৬ নং বাসে উঠতে হবে। ৮ মিনিট পরে বাসে উঠলাম। Marchedeze Benz এর বাস বলে কথা। ভিতরে রয়েছে হিটিং সিস্টেম। আহা! কি শান্তি। মনে মনে ভাবছি অনেক কমেই কিনলাম জ্যাকেটটি। হঠাৎ খেয়াল করলাম বাসের যাত্রিয়া সবাই কম-বেশী আমার দিকে তাকাচ্ছে। Oh! Shit Man!! আমি কোথায় >>?? খুশিতে ভুলেই গিয়েছিলাম

যে আমাকে নামতে হবে Lipezkar Strße 46 এ। অবশেষে নিজেকে খুঁজে পেলাম। নেক্সট স্টপেজ Gaglower Str. বলার সাথে সাথে নেমে পড়লাম। এবার ডয়েচ বানের সিডিউল চেক করে দেখলাম এখান থেকে পরবর্তি বাস ৯.১৫ তে। তা আবার যাবে Am Seegraben কিন্তু সেখান থেকে আমার বাসায় যাওয়ার বাস আছে তার পরের দিন সকাল ৬ টায়। ছোট শহর বলে কথা। রাতে আর কোন বাস বা ট্রেন নেই। আমি একা, প্রচন্ড ঠাণ্ডা! নতুন জ্যাকেট উদ্ভোধন করলাম। গুগল মামাকে বললাম এখান থেকে হেঁটে গেলে কতখন লাগবে। মামা বলল ১.০ ঘন্টা! উপায় নেই!? ৯.০১ এ হাঁটা শুরু করলাম (\*মোবাইলে চার্জ ১৮%)। ১০ মিনিট হেঁটে যেতেই বিশাল বন (মনে মনে ভাবলাম শিয়াল যদি আজকে আমারে পায় তাহলে আমি শেষ) মোবাইলটা পকেটে রেখে অল্প একটু পানি খেয়ে দিলাম এক দৌড়। এক ভাইয়ের পরামর্শ মনে পড়েছিল যে, কোন গাড়িকে লিফট দিতে বললে ওরা প্রয়োজনে বাসায় পৌছে দেয়। বিশ্বাস কেমনে করি রাত বলে কথা। আরো সাথে আছে ১০০ ইউরো। ঘামে শরীর ভিজে যাচ্ছে তাই জ্যাকেট টা হাতে নিয়ে ৪ ডিগ্রী তাপমাত্রায় শুধু গায়ে টি-শার্ট নিয়ে - মাঝে মাঝে দৌড়ে মাঝে মাঝে হেঁটে ঘামে সিক্ত হয়ে অবশেষে ১.২০ ঘন্টা পরে রুমে ফিরে আসলাম।

প্লিজ! যারা জার্মানিতে নতুন আসছেন অথবা আসবেন বাসে, ট্রেনে অথবা ট্রামে উঠা-নামার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকুন। নইলে পড়ে যেতে পাড়েন আমার চেয়েও অনেক বড় বিপদে। আর যারা নতুন জার্মানিতে আসে তারা এ-ধরনের ভূল কম-বেশী করে থাকে। এটা ছিল আমার ২ য় মারাত্মক ভূল। হ্যাপী ব্ল্যাক ফ্রাইডে নাইট!

উৎসঃ

১ | [http://www.khujchi.com/2017/11/blog-post\\_23.html](http://www.khujchi.com/2017/11/blog-post_23.html)

২ | [https://www.huffingtonpost.com/2013/11/27/black-friday-origin\\_n\\_4346347.html](https://www.huffingtonpost.com/2013/11/27/black-friday-origin_n_4346347.html))

৩ | <http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=201136>

.....

- মো: মনির হোসেন
- মাস্টার্স ইন এনভাইরোনমেন্টাল এন্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট।
- ব্রান্ডেনবুর্গ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলোজি।
- কোটবুস, জার্মানী। e-mail: hossemoh@b-tu.de

# জার্মানিতে পৌঁছেই করনীয়

জামান · Tuesday, June 20, 2017

সকল জল্লনা কল্লনা শেষে অবশেষে জার্মানিতে পৌঁছলেন। যদি বাসা পেয়ে যান আগে থেকেই তাহলে তো রাজকপাল, আর যদি দেশ থেকে বাসা রেডি করে না আসতে পারেন তাহলে আপনাকে প্রথমেই একটা বাসা খোঁজে বের করতে হবে। বাসা খোঁজার জন্য অনেকগুলো সাইট আছে।

যেমন-<https://www.immobilienscout24.de/>

<http://www.wg-gesucht.de/>

<https://tl1host.de/SWD/wohnheimaufnahmeantrag.html>

বাসা পেয়ে যাওয়ার পর আপনাকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

## রেজিস্ট্রেশন

এইটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জার্মানিতে এসেই আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে হবে। আপনি যে সিটিতে থাকবেন সেই সিটির লোকাল সিটি অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং উনারা আপনাকে রেজিস্ট্রেশন এর একটা কপি দিবে যেটা আপনার পরবর্তীতে কাজে লাগবে। মনে রাখবেন আপনি জার্মানিতে এসে বাসায় উঠার ৭ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তা না হলে আপনাকে ১০-২০ ইউরো জরিমানা করতে পারে।

সিটি রেজিস্ট্রেশন করতে যা যা লাগবে-

- পাসপোর্ট
- বাসার কন্ট্রাক্ট পেপার অথবা বাসার মালিকের কাছ থেকে প্রত্যয়ন পত্র

## হেলথ ইনসুরেন্স

জার্মানিতে প্রতিটা ছাত্রছাত্রীর হেলথ ইনসুরেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। আপনি বাংলাদেশে যে ইনসুরেন্স করে এসেছেন সেটার কার্যকারিতা জার্মানির মাটিতে নামার সাথে

সাথেই শেষ আপনার ক্ষেত্রে। সিটি রেজিস্ট্রেশন করার পরেই চলে যাবেন হেলথ ইনসুয়ারেন্স করতে নিকটস্থ ইনসুয়ারেন্স অফিসে। জার্মানিতে অনেক গুলো সরকারী ও বেসরকারি ইনসুয়ারেন্স কোম্পানি আছে। তবে অবশ্যই সরকারী করাটাই উত্তম যদিও খরচ একটু বেশি। সাধারণত আপনাকে প্রতি মাসে ৮০ ইউরো ইনসুয়ারেন্সে দিতে হবে। সরকারী ইনসুয়ারেন্স এর মধ্যে আছে AOK, Barmer, DAK, KKH, Techniker Krankenkasse ইত্যাদি। ইনসুয়ারেন্স করতে যা যা লাগবে-

- পাসপোর্ট
- এডমিশন লেটার
- ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন
- সিটি রেজিস্ট্রেশন

### ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটিভ করা

টাকা ছাড়া দুনিয়া অচল, টাকা ছাড়া জার্মানিতে আপনিও সম্পূর্ণ অচল। এখানে মুজিব মামা বা জিয়া মামার দোকান নাই যে একবেলা বাকি থাবেন। সবকিছু নগদ এখানে। তাই আপনার ব্লকড অ্যাকাউন্ট চালু করে ফেলতে হবে যত দ্রুত সন্তুষ্ট। যদি আপনি ডয়েচে ব্যাংকে ব্লকড অ্যাকাউন্ট করে থাকেন তাহলে আপনার সিটির নিকটস্থ ডয়েচে ব্যাংকের ব্রাঞ্চে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দিলেই আপনার অ্যাকাউন্ট একটিভ করে দিবে।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটিভ করতে যা যা লাগবে-

- পাসপোর্ট
- এডমিশন লেটার
- সিটি রেজিস্ট্রেশন কপি

### ভাসিটিতে এনরোলম্যান্ট

এখন পালা ভাসিটিতে যাওয়া। ভাসিটিতে ক্লাস শুরু করার পূর্বে ইন্টারন্যাশনাল অফিসে গিয়ে আপনাকে এনরোলম্যান্ট করতে হবে।

এনরোলম্যান্ট করতে যা যা লাগবে-

- সকল মূল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট
- এডমিশন লেটার
- পাসপোর্ট
- সেমিস্টার ফি পরিশোধের ব্যাংক স্লিপ
- হেলথ ইনসুরেন্স
- ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো

### ভিসা এক্সটেনশন

আপনার পাসপোর্টে যে ভিসুম টা লাগিয়ে দিবে সেটার মেয়াদ ৩ মাস। তাই যদি ৩ মাসের বেশি জার্মানিতে থাকতে চান তাহলে আপনার সেই ভিসুমকে (ভিসাকে) স্টুডেন্ট রেসিডেন্স পারমিটে কনভার্ট করতে হবে। তাই ভার্সিটিতে এনরোলম্যান্ট করার পর আপনি ভিসা এক্সটেনশন বা রেসিডেন্স পারমিটের জন্য চলে যাবেন ইমিগ্রেশন অফিসে। সেখানে গিয়ে টারমিন নিয়ে নিবেন এবং নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে সেই একই ব্যান্ডির নিকট চলে যাবেন।

যা যা লাগবে-

- সিটি রেজিস্ট্রেশন কপি
- হেলথ ইনসুরেন্স
- ভার্সিটি এনরোলম্যান্ট সার্টিফিকেট
- পাসপোর্ট
- নির্ধারিত ফি (১২০ ইউরো)
- বায়োমেট্রিক ফটো

\*\* শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে নিয়মের তারতম্য হতে পারে।

### জামান

Bioengineering

Rhine-Waal University of Applied Sciences

Kleve, Germany

# জার্মান এমব্যাসি স্টুডেন্ট ভিসা ইনফর্মেশন আপডেট (জুলাই, ২০১৬)ঃ

[Faysal Ahmed · Sunday, July 31, 2016](#)

ভিসার ইন্টারভিউ এর জন্য যা লাগবেঃ

- ১। পাসপোর্ট, পাসপোর্ট এর ডাটা পেজ এবং ২ কপি ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
- ২। এডমিশন লেটার।
- ৩। ব্লকড মানি ৮৬৪০ ইউরো (যে কোন জার্মান ব্যাংক এ, ডয়েচে ব্যাংক ভালো)।
- ৪। ১৪ দিনের ট্রাভেল হেলথ ইন্সুরেন্স (সেনজেন ভুক্ত দেশের ট্রাভেল হেলথ ইন্সুরেন্স করার জন্য অনুমোদিত কয়েকটি ট্রাভেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি আছে, ত্রি সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে করতে হবে)।
- ৫। সকল একাডেমিক সনদপত্র ও নম্বরপত্র।
- ৬। IELTS/ TOEFL সনদপত্র।
- ৭। ভিসা ফি ৬০ ইউরো।
- ৮। যদি আপনার সকল সনদপত্র ও নম্বরপত্র কর্তৃপক্ষ ভেরিফিকেশন করতে চায়, তাহলে আপনাকে ভেরিফিকেশন ফি দিতে হবে, ব্যচেলর এর জন্য ১৫০০০ টাকা এবং মাস্টার্সের জন্য ২০০০০ টাকা।
- ৯। ভিসা ইন্টারভিউ ডেট আপনার বিদেশ গমনের প্রত্যাশিত তারিখের ৮ সপ্তাহ পূর্বে নেয়ার জন্য এমব্যাসি পরামর্শ দিচ্ছে।
- ১০। ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এ অবশ্যই আপনার ইমেইল অথবা মোবাইল নম্বর উল্লেখ করবেন।  
বিঃ দ্রঃ সকল ডকুমেন্টস এর অরিজিনাল ১ সেট এবং ফটোকপি ২ সেট জমা দিতে হবে।

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1669296/Daten/6747071/Merkblaetter\\_Studentenvisa\\_Download.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1669296/Daten/6747071/Merkblaetter_Studentenvisa_Download.pdf)

ডয়েচে ব্যাংক এ ব্লকড অ্যাকাউন্ট ওপেন করার জন্য যা  
লাগবেঃ

১। ডয়েচে ব্যাংক থেকে অ্যাপ্লিকেশান ফরম ডাউনলোড  
করতে হবে। ডাউনলোড লিঙ্কঃ [https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit\\_finanzierung-db\\_international\\_opening\\_a\\_bank\\_account\\_for\\_foreign\\_students.pdf](https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit_finanzierung-db_international_opening_a_bank_account_for_foreign_students.pdf)

২। ২ কপি প্রিন্ট করে উভয় কপি পূরণ করতে হবে (১ কপি  
আপনার নিজের কাছে রাখার জন্য)।

৩। ব্লকড অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফরম সত্তায়ন এর জন্য  
এমব্যাসি থেকে কোন ডেট নিতে হবে না, রবিবার থেকে বুধবার  
যেকোনো দিন দুপুর ১.৩০ সময়ে পাসপোর্ট, পূরণ করা  
অ্যাপ্লিকেশান ফরম এবং এডমিশন লেটার সাথে নিয়ে হাজির  
হলে চলবে। সার্ভিস ফি ২০ ইউরো।

৪। সাথে আরও যা লাগবেঃ

- \* পাসপোর্ট এর সত্তায়িত কপি।
- \* এডমিশন লেটার এর ১ টি কপি।
- \* টাকার উৎস (উদাহরণ স্বরূপঃ ব্যাংক স্টেটমেন্ট)।
- \* ১ টি প্রিপেইড এনভেলপ যেকোনো আন্তর্জাতিক পোস্ট  
সার্ভিস এর (উদাহরণ স্বরূপঃ FedEX, DHL, UPS)। কারন এখন  
থেকে জার্মান এমব্যাসি ব্লকড অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফরম  
ও আনুষাঙ্গিক ডকুমেন্ট সহ ব্যাংক এ পাঠাবে।

৫। অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে যাবার পর আপনাকে ৮৬৪০  
ইউরো ব্লকড মানি এবং ব্যাংক নির্ধারিত সার্ভিস ফি জমা দিতে  
হবে।

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/4854126/Daten/675633/Checkliste\\_DB.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/4854126/Daten/675633/Checkliste_DB.pdf)

ধন্যবাদ। আপনার উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা সফল হোক।

# **ବ୍ଲକ ଏକାଉନ୍ଟ ଖୋଲାର ନତୁନ ନିୟମ(ଡେଇନ୍ଟାର ୧୭ ଥିକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ)**

**MD Atif Bin Karim · Wednesday, April 5, 2017**

ଇଉନିଭାର୍ସିଟି ଥିକେ ଅଫାର ଲେଟାର ପାବାର ପରେ ଶୁରୁ ହବେ ବ୍ଲକ ଏକାଉନ୍ଟ ଖୋଲା ଆର ତାତେ ଟାକା ବ୍ଲକେର କାଜ । ଏବ ଜନ୍ୟ ଶୁରୁତେଇ ଚାଇ ଏକଟି “ବ୍ଲକ ଏକାଉନ୍ଟ” । ଖୁଲତେ ହବେ ଜାର୍ମାନିତେ ଡ୍ୟେଚେ ବ୍ୟାଂକେ । ଠିକ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୋନ ବ୍ୟାଂକ ଏହି ସୁବିଧା ଝାମେଲା ଛାଡ଼ା ଦେଇ କିନା ଜାନା ନାହିଁ । ତାଇ ଡ୍ୟେଚେ ବ୍ୟାଂକକୁ ପଚନ୍ଦ ତାଲିକାଯ ଥାକା ଭାଲୋ ।

୧/ ପ୍ରଥମେ ଦେଶେର ଏକଟି ବ୍ୟାଂକେ ସେଭିଂସ ଏକାଉନ୍ଟ ଖୁଲେ ତାତେ ବ୍ଲକେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟନୀୟ ଟାକା ଜମା ରାଖିତେ ହବେ । ଧରଲାମ “X” ପରିମାଣ ଇଉରୋ ବ୍ଲକ କରତେ ହବେ । ତାହଲେ “X+” ଇଉରୋ ଜମା ରାଖା ଭାଲୋ । ଟାକାର ହିସାବେ ୭/୧୦ ହାଜାର ଟାକା ବେଣି ରାଖୁନ । ଏତେ କରେ ଇଉରୋର ରେଟେର ଉଠାନାମା ଆର ବ୍ୟାଂକ ଚାର୍ଜେର ବ୍ୟାପାରଟା ଏଡ଼ାନୋ ସହଜ ହବେ । ଏରପରେ ଏକଟା ସ୍ଟ୍ରୁଡେନ୍ଟ ଫାଇଲ ଖୋଲା ଲାଗବେ । ଖୋଲାର ଜନ୍ୟ କି କି ଲାଗବେ ଓ କରତେ ହବେ ସବକିଛୁ ବ୍ୟାଂକ ଥିକେ ଜାନୁନ ( ସେବାର ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ରି + ଫେରୁଗ୍ରୂପେର ତଥ୍ୟ ଏସବ ବ୍ୟାପାରେ [ବ୍ୟାଂକ ତଥ୍ୟ] ୧୦୦ ହାତ ଦୂରେ ଏଡ଼ିଯେ ଯାବେନ । ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରଲେ ଆପନାରଇ ବିପଦ । ତାଇ ସରାସରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତା । ) । ଏହି ସ୍ଟ୍ରୁଡେନ୍ଟ ଫାଇଲ ଥିକେଇ ଆପନାର ବ୍ଲକେର ଟାକା ଜାର୍ମାନିତେ ଯାବେ ।

୨/ ଏରପରେ ଟାକା ଜମା କରେ ବ୍ୟାଂକ ଥିକେ ଏକଟା ସେଟମେନ୍ଟ ନିତେ ହବେ । ଏଟା ତାଦେର ବଲଲେଇ ଦିବେ, ଫ୍ରି ।

ଏବାରେ ଏସ୍‌ସୀର ସାଥେ ବ୍ୟାଂକ ସମ୍ପର୍କିତ କାଜ ।

୩/ ଡ୍ୟେଚେ ବ୍ୟାଂକେର ଏପ୍ଲିକେଶନ ନାମିଯେ ପୂରଣ କରେ (କିଭାବେ କରବେନ ତା ବିଶ୍ଵଦ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ୨/୩ ପୃଷ୍ଠାଯ ଲିଖା ଆଛେ) ନିନ ।

ସ୍ଵାକ୍ଷରେର ଜାଯଗା ଗୁଲୋ ଖାଲି ରାଖୁନ । [ଏକାନ୍ତେ](#) ଦେଖିତେ ପାରେନ ।

୪/ ଏସ୍‌ସୀ ଥିକେ ଏବାରେ ସତ୍ୟାଯିତ କରତେ ହବେ । କିଭାବେ , କି କି ନିତେ ହବେ , କଥନ ଯେତେ ହବେ ସବକିଛୁ ପାବେନ [ଏସ୍‌ସୀର](#)

ওয়েবসাইটে। একটা পিডিএফ ফাইলে সব বলা আছে। এস্ব্যাসীতে যাওয়ার আগে ফেডেক্স থেকে একটা প্রিপেইড খাম (পিডিএফে উল্লেখ আছে সব) কিনতে হবে। ৪.৫ থেকে ৫ হাজার টাকা নিচে শুনেছি। সব কিছু নিয়ে এস্ব্যাসী সাইটে উল্লেখিত সময়ে উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষর করে তাদের জমা দিতে হবে। স্বাক্ষর অবশ্যই অবশ্যই বাসা থেকে করে নিয়ে যাবেননা। এটা এস্ব্যাসীর পার্লিকদের (সম্ভবত ইন্টারভিউয়ার এরা) সামনে করতে হবে। এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। একটা চার্জ নেয় (পড়েন বিজনেস)। ১৭০০ টাকা এর মত। খুচরা নিয়ে যাবেন অবশ্যই।  
ব্যাস কাজ শেষে চলে আসেন বাসায়। ঘুমান। খাওয়া দাওয়া করেন। আর হ্যাঁ অবশ্যই আপনার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা একটা ডকুমেন্টে লিখে ফেলুন। কাজে দিবে অন্যজনের।  
পরে যা ঘটবে – কিছুদিনের মধ্যে আপনার মেইলে আপনি একাউন্ট ওপেনিং কনফার্মেশন পাবেন। তা নিয়ে ব্যাংকে গেলেই হবে। টাকা ট্রান্সফার হয়ে গেলে ডয়েচে ব্যাংক আবারো আপনাকে ব্লকড এমাউন্ট নিয়ে একটা মেইল দিবে। এটা ভিসা ইন্টারভিউয়ের সময় লাগবে।  
শুভেচ্ছা সবাইকে।

# Opening block account for Germany

## Student Visa:

Only after receiving an **Offer Letter** from respective German university, students can apply for opening a Block Account. For opening block account, the following documents are required:

1. Block Account Application Form ([https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit\\_finanzierung-db\\_international\\_opening\\_a\\_bank\\_account\\_for\\_foreign\\_students.pdf](https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit_finanzierung-db_international_opening_a_bank_account_for_foreign_students.pdf))
2. Valid Passport
3. Offer of Admission Letter
4. Bank statement (Equivalent to 8,640 Euro, but 8,700 Euro is safe).
5. A prepaid envelope from a private service provider such as FedEx.

**NB:** Please, keep at least **5,150 TK.** with you. **For FedEx 3250 +1900 (20 euro equivalent) inside the embassy.** (The amount may vary slightly depending on the Euro rate. So, keep sufficient amount).

**However, the address of the FedEx is:**

Corporate Office  
**Bangladesh Express Co. Ltd.**  
House # 16, Road # 10/A Block H  
Banani Com. Area  
Dhaka 1213  
Tel: +88 02 550 41801-8

# ভিসা ইন্টারভিউ গল্প

MD Atif Bin Karim · Saturday, July 23, 2016

এস্ব্যাসীর সাথে আমার মাসখানেকের ঝগড়া এবং “এস্ব্যাসী তুই চাস কি??” গল্পের অবসান।

এই লিখায় আমার এস্ব্যাসী ফেইসের কথা তুলে ধরবো। সহজ ভাষায় যারা এমএসসি করতে আসতে চান তাদের কমন প্রশ্ন “ভাইয়া/আপু এস্ব্যাসীর IELTS রিকোয়ারমেন্ট কত??” তাই বলা হবে। বাদবাকি কিছু নিয়ে আসলে তারা ঘাটায় না যদি সব ঠিক থাকে।

আমার কাহিনী পড়তে বিরক্ত লাগলে ডিরেক্ট ক্রল করে সামারিতে চলে যান। এগুলা নৈরাশ্যবাদী কথা। 😊:D

[এস্ব্যাসীতে ভিসা ইন্টারভিউতে যা যা লাগে। সবসময় সাইটে ঢুকে তারপরে ডাউনলোড করুন। 2(c) ছাত্রছাত্রীদের জন্য।]

আমার IELTS স্কোর ছিল ৬ (সব ব্যান্ডে)। আমি এস্ব্যাসী ফেইস করি ১৭ ফেব্রুয়ারিতে। সময় ছিল সকাল ৯.৩০ এর প্লট কিন্তু শুরু হয় প্রায় ১২ টার দিকে। কাউন্টার নং ৩। তো নাম ধইরা ডাকার পরে প্রেজেন্ট স্যার বইলা তুকার পরে দেখি ম্যাডাম। হাই হ্যালো আমার সাইড থেকে দেয়ার পরে উনার প্রথম কথাটা ছিল বাংলা সিনামায় ঠাড়া পইরা ভিলেন আসার মত ----

Mr Atif , sorry you will be rejected . আমিতো যা যা বাসা থেকে মুখস্থ করে গেছিলাম প্রথমে তাই মনে মনে আপ্নার দিলাম – “থ্যাংক ইউ , আই এম আতিফ। আফটার কপ্লেশন মাই আন্ডারগ্র্যাজুয়েট -----” মাথা বিম বিম করতে করতে দুনিয়ায় ফিরে আসলাম আর আবার সেই মায়াভরা কঞ্চ – “Do you like to face the interview ? ” এবার আফটার ব্যাকিং মাই সম্বিধ বলে উঠলাম – মানে ম্যাম obviously, I am well prepared and MAM what is the problem actually ?? VO --- your IELTS score is too much poor. Your varsity requirement is IELTS 6.5 but you have lower than that .....

আমি --- MAM they also gave me permission to submit my Bachelor's medium of instruction and that was English . So , what is your opinion now??

VO --- Sorry , I can't give you visa, after a short discussion on this issue my officer told me that you are not eligible to get visa.

আমি --- OK MAM, no problem. I will face the interview and after that I will take my decision because instead of getting visa may be I can get a refusal letter from you. So, no problem. (smiley + হাতু কাপা face. হাতু নিচে ছিল দেখে নাই। এইজন্যই মে বি বলে আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারি )।

তো যাই হোক গতানুগতিক ইন্টারভিউ নিল , কিছুই মনে নাই কি প্রশ্ন করছিল তবে যা মনে পড়ে কোন মগজ ইউজের প্রশ্ন করে নাই। কারণ তার নিজের মগজ আছে কিনা সন্দেহ। আমি ইন্টারভিউ শেষ করার পরে আমাকে টাকা জমা দেয়ার স্লিপ দিলো আর বললো এই টাকা সামনের ব্যাংকে (মনে হয় ৫৫০০ মত নিছিল আর ব্যাংক ছিল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। মনে রাখার দরকার নাই। তারা ইন্ট্রাকশন দেয়। ) দিয়ে আবার এস্ব্যাসী এসে কাউন্টারে জমা দিতে। আমি কাজ শেষে এসে জমা দিতে গেলাম তখন মায়াবিনী ইংলিশ ছেড়ে সোজা বাংলায় আমারে বলে-- দেখেন মিস্টার আতিফ, আপনি রিজেক্ট হবেন। শুধু শুধু ইন্টারভিউ দিলেন। আগে IELTS টা দিয়ে আসতেন, তাই ভাল ছিল। তখনো তাকে বললাম-- দেখেন ম্যাম আমার সাথে ভাসিটি থেকে দেয়া রিকমেন্ডেশন লেটার পর্যন্ত আছে যে আমার IELTS যা স্কোর আছে তা যথেষ্ট তাহলে কেন আপনি এটা বলছেন ? তবুও সে তার জায়গা থেকে নড়ে নাই। হুট করে বলে বসলাম – তাইলে আমাকে পাসপোর্ট দিয়ে দেন, আমি IELTS দিয়ে আবার আসবো। জানিনা এটা নিয়ম কিনা তবে এটা শিউর যে এটা আল্লাহর রহমত। সে আমাকে কোন কিছু বলা ছাড়াই আমার পাসপোর্ট একটা সিল দিয়ে দিয়ে দিল আর বললো IELTS ইম্প্রুভ হলে যেন দিয়ে যাই। তাছাড়া আমার ভিসা প্রসেসিং শুরু হবে না (এই বছরের প্রথম ১০০ মিথ্যার এটা একটা। পরে বুঝেছি)।

ব্যাস এট্টুকুই প্রথম ধাপ।

আমি বাসায় গিয়ে চিন্তা করলাম হুদাই আবারো টাকা খরচ আর এই অবস্থায় টেনশন নিয়ে আর যাই হোক ইম্রুভ হবে না,

কমতে পারে। কিছু নতুন ইউনিভাসিটি ও দেখলাম যা আমার বর্তমান IELTS score কে অতিক্রম করেনা। সাথে সাথে ব্লকের টাকা ক্যানে ফিরানো যায়, bdjobs এ গুঁতাগুঁতি আর নতুন টিউশনির খোজ শুরু করলাম। তবে অতিরিক্ত চিন্তায় থাকতে পারিনাই। এস্ব্যাসীতে ফোন দিলাম ১৪ মার্চ(আনুমানিক)। আর আবারো আল্লাহর রহমত। আমার ইন্টারভিউ নেওয়া সেই ইন্টারভিউয়ার ফোন ধরলো। পরিচয় আর ভিসা ইন্টারভিউ নম্বর বলতেই বলে – IELTS দেয়া হলো ?? আমিতো তব্বি !!! কয় কি !! তার মানে দেয়া লাগবেই !! ?? বললাম – কিছু প্রলেমের কারণে দিতে পারি নাই তবে ইনশাল্লাহ ২ এপ্রিলের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবো। তবে আমার রেজাল্ট কি এর আগেই দিয়ে দিবেন ?? কেননা ১ মাস হয়ে যাচ্ছিল তাই টেনশন ছিল।

VO বলে-- আপনি একটা মেইল দেন আমাদের যে আপনি IELTS দিবেন আর আপনার ভিসা প্রসেসিং যেন বন্ধ করো। আর এখন থেকে ১ মাসের মধ্যে আপনি improve IELTS score জমা দেন বা না দেন আপনার রেজাল্ট দেয়া হবে।

আমি OK বলে বিরস বদনে ফোন রেখে ১৫৫০০ টাকায় কি কি করা যাইতো তা ভাবলাম আর দুইদিন পরে রেজিস্ট্রেশন করে ফেললাম। তারপরতো আরকি, এক্সাম দিলাম, আল্লাহর রহমতে এবারে ভালোই ইম্প্রুভ হইলো। রেজাল্ট পাইলাম এপ্রিলের ১৪ তারিখ আর এস্ব্যাসীতে IELTS score আর পাসপোর্ট জমা দিলাম ১৭ এপ্রিল দুপুরে। ১৮ এপ্রিল দুপুরেই ফোন আসলো – প্লিজ নিয়ে যা তোর সবুজ বই আমাদের এই কুটির থেকে। এটাই হচ্ছে সেই মিছা কথা। প্রসেসিং যদি বন্ধই হয় তাইলে জাস্ট জমা দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্যানে সব শেষ হয় ?? মোট ৬০ দিন লাগলো ভিসা পেতে।

এবার যারা ডিরেক্ট স্ক্রল করে নেমে গেছেন এবং যারা পেইন খেয়ে পড়লেন আমার বাইক্স কাহিনী তাদের জন্য সামারি --- (১) মোটামুটি এস্ব্যাসী বেশি ঘাটায় না। অনেকে বলবে “জানো কি অসাম ব্যাবহার। আহা উহা।” সব ভুয়া। কাচের ওইপাশ থেকে এমন কোন তেলেসমাতি ব্যাবহার করেনা। কাগজপত্র

সব ঠিকঠাক রাখবেন তাইলেই হইলো। ডকুমেন্টস লিস্ট এস্ব্যাসীর সাইটে পাবেন।

(২) Accommodation নিয়ে অনেকে চিন্তা করেন। এই প্রশ্ন মনে হয় এখন করে না। আর কথা হচ্ছে এই সংক্রান্ত কোন কাগজ এস্ব্যাসী লিস্টে নাই। তবুও যাওয়ার সময় ভাসিটিতে ডর্মে যে আপনি এপ্লাই করেছেন/ কোন ইউথ হোস্টেলের কয়েকদিন থাকার এপ্লাইয়ের ডকুমেন্টস নিয়ে যাবেন। ইউথ হোস্টেলে বুকিং এ টাকা লাগেনা(কিছু কিছু। খুঁজে নিবেন।)

(৩) IELTS নিয়ে কথা। এস্ব্যাসীর ডকুমেন্টে লিখা আছে শুধু submit IELTS score . তার মানে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট score এর কথা বলা নাই। লজিক্যালী ১ বা ৯ সবই তো এক্সেপ্ট করার কথা যদি কোনভাবে অফার লেটার পাইও। তবে কেন তারা ঝামেলা পাকায় ??

--এটা এস্ব্যাসীর ইচ্ছা সে কাকে তার দেশে যেতে দেবে না যেতে দেবেনা। আপনি একেবারে স্কলারশিপ নিয়ে টাইগার হয়ে গেলেও তাদের যদি মনে হয় আপনি ঝামেলাবাজ তাইলে বাদ। কোন কথা ছাড়।

-- তবে উপরের ব্যাপারটার চাইতে এখন বেশি ঝামেলা তারা করে মাঝে মাঝে কিছু IELTS score নিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় Summer 2015 এবং তার পরবর্তী Winter এ (সম্ভবত) তারা IELTS এর কোন ব্যান্ডে ৬ এর নিচে থাকলে নগদে bye bye দিত। কিন্তু এই Summer 16 এ এই নিয়ম আবার নাই।

-- মাঝে মাঝে এনারা medium of instruction certificate কে মূল্যায়ন করে। মাঝে মাঝে করছে না (আমার বেলায় যেমন হলো) এইসব পসিবিলিটি গুলা মাথায় আসছে এবং নিজে দেখেছি। মোটামুটি সব দেখে যা বুঝলাম তা হচ্ছে

- IELTS লাগুক বা না লাগুক দিয়ে দিবেন এবং স্কোর যেন অন্তত 6.5 থাকে আর অবশ্যই কোন ব্যান্ডে 6 এর নিচে যেন না যায়।
- চেষ্টা করবেন medium of instruction certificate না দেখানোর। এস্ব্যাসী লিস্টমতে সেটা কিন্তু লিস্টেই নাই

সুতরাং মাথায় রাখার দরকার নাই যদি সেটা দিয়ে  
ভাসিটিতে চাল্লও পান কেননা আপনি অবশ্যই অবশ্যই  
IELTS দিচ্ছেন আর তারপরে সেটা international  
language certificate যার কাছে medium of instruction  
certificate (দেশি) বাইক্স।

- আর যদি ভিসা ইন্টারভিউ তারিখ চলে আসে আর  
আপনার IELTS Score 6 এর কম বা কোন ব্যাস্তে 6 এর  
কম তাইলে ভাসিটি থেকে যে অফার লেটার পেয়েছেন  
আর তাদের যে আপনার এই ল্যাংগুয়েজ স্কিল নিয়ে  
মাথাব্যথা নাই সেসব প্রমাণপত্র রাখতে পারেন।  
আমাকে আমার ভাসিটি রিকমেন্ডেশন লেটার দিছিল।  
দুঃখের বিষয় তিনি সেটাও দেখেন নাই।

মোটমাট এই হচ্ছে কথা। এন্ড্যসী পেইন দেয়। খারাপ লাগে  
তারা যেসব পেইন দেয় সেসব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তারা  
নিজেরাই ক্লিয়ার আন্তার দেয়না। আমার ইন্টারভিউয়ের একটা  
অংশ বলে শেষ করি

--- MAM in my offer letter admission committee also told that  
they will accept medium of instruction certificate. So ,what is  
the problem from your side? And there is no minimum  
requirement of IELTS score from embassy to face visa  
interview.

VO: Listen Mr, the requirements of your university is not our  
concern. And there the line is (indicating to the line of  
language skill) IELTS 6.5 is required.

--- MAM here also clearly mentioned that medium of  
instruction certificate is also acceptable. So?

VO: Sorry, we cannot accept it and this requirement is not our  
concern.

--- OK MAM, if it is not your concern so why you repeatedly  
pointing to the IELTS 6.5 ? It is also a requirement of my Uni  
and it is not your concern because submitting medium of  
instruction certificate is not your concern.

গোলমেলে কথা। তারা নিজেরাই নিজের কথার বিরুদ্ধে বারবার  
যায় আর ভোগান্তি আমাদের। হুদাই আমার ১ মাস খাইলো।

আশা করি এমন আর কারু হবেনা। আমাদের দেশীয়  
ইন্টারভিউয়ারদের বোধোদয় হবে।

# দরকারি তথ্যবলি :ভিসা প্রক্রিয়া ধীর হলে যা করতে পারেন...!!!

By [Samir Khan](#) on [Tuesday, March 17, 2015 at 3:00 PM](#)

জার্মানীতে আসার আগে "ডয়েচ ভিসুম" (ডয়েচ ভিসা) জিনিসটা আমাকে ভীষণভাবে ঘন্টনা দিয়েছিল। সাধারণত ৪-৫ সপ্তাহের মাঝে ভিসার ডিসিশান আসার কথা থাকলেও আমার ভিসা ডিসিশান আসতে সময় লেগেছিল ৫৪ দিন। এই ৫৪ দিন যে আমার কেমন গেছে, এটা আসলে আমার পরিস্থিতিতে না পড়লে কাউকে বোঝানো যাবে না।

যারা এই ধরণের বিড়ম্বনায় পড়েছেন কিংবা সামনে পড়তে পারেন, তাদের জন্য এই লেখা।

বি.দ্রঃ আমি কোন ভিসা কিংবা এস্বাসী বিশেষজ্ঞ নই !!! আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখাটা লিখেছি। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না। দয়া করে অবান্তর প্রশ্ন করে আমাকে লজ্জায় ফেলবেন না...

## স্টুডেন্ট ভিসার বিড়ম্বনা ও করনীয়

যারা দীর্ঘদিন ধরে ভিসা পাচ্ছেন না কিংবা ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভিসা পাচ্ছেন না, তাদের জন্য কিছু কথা।

১। প্রথমেই এস্বাসিতে যোগাযোগ করুন। অনেক সময় আপনার ভিসা ডিসিশান আসার পরেও এস্বাসি আপডেট করতে ভুলে যায়। এই ব্যাপারে বলে রাখি, এস্বাসিকে ফোন বা মেইল করে তেমন একটা লাভ হয় না। সরাসরি দেখা করাটাই ভাল। আপনি ঢাকার বাইরে থাকলেও কস্ট করে একবার দেখা করে যাওয়ার চেস্টা করবেন।

২। এই ব্যাপারটা অনেকেই হয়ত জানে না। সেটা হল, জার্মান ভিসার পুরা ডিসিশানটা আসে জার্মানী থেকে। এস্বাসীর কোন ক্ষমতা না ভিসা accept বা reject করা। যদি কোন candidate কে initially আয়োগ্য মনে করে, তবে তারা সরাসরি না করে দেয়, অথবা অল্লাদিনের মাঝে ডিসিশান দিয়ে দেয়। আর বাকিদেরটা জার্মানী পাঠিয়ে দেয়। বাকি ডিসিশান নেয়া হয় জার্মানীতে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ এর জার্মান এস্বাসীর কোন ভূমিকা নাই। ওরা শুধু পাসপোর্টে সিল লাগানোর ব্যাপারটা করে থাকে। কিন্তু কিছু case এ ডিসিশান আসার পরেও জার্মান এস্বাসী ঢাকা পাসপোর্টে সিল লাগাতে দেরী করে। এইব্যাপারে আসলে কিছু করার থাকে না।

৩। এখন কিছু অজানা কথা। এতক্ষণ তো বললাম যে, ভিসা সংক্রান্ত সব ডিসিশান আসে জার্মানী থেকে। এখন কথা হল, ডিসিশানটা দেয় কে? ইউনিভার্সিটি নাকি অন্য কেউ? আসলে ভিসার ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির কোন ভূমিকা নাই। একেবারেই নাই। ইউনিভার্সিটির ক্ষমতা আফার লেটার দেয়া পর্যন্ত। এরপরে আর কিছু করার থাকে না তাদের। তাহলে ডিসিশান নেয় কারা?

ডিসিশানটা আসে, আপনি যেই শহরে যাবেন, সেই শহরের সিটি রেজিস্ট্রেশান অফিস থেকে। শহর বলতে আসলে, ইউনিভার্সিটির কোন শহরে তা বুঝায় না। আপনি ভিসা ফর্মে যেই ঠিকানা দিয়েছেন, সেই শহর। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। ধরুন আপনি মিউনিখের কোন ইউনিভার্সিটিতে চাল্স পেয়েছেন। কিন্তু হয়তোবা মিউনিখে কোন বাসা পান নাই। এইজন্য আপনি মিউনিখ থেকে অল্ল দূরে Ingolstadt এ বাসা বুকিং দিয়েছেন। এটার অর্থ হল, আপনার ভিসা ডিসিশান দিবে Ingolstadt City Registration Office not Munich City Registration Office.. এটার অর্থ হল, ইউনিভার্সিটি যেখানেই হোক না কেন, ডিসিশান দিবে আপনার Accommodation যেই শহরে, সেই শহর থেকে। যদি ইউনিভার্সিটির শহর আর আপনার

accommodation address একই জায়গায় হয়, তাহলে ওই জায়গা  
থেকেই আসবে ডিসিশান।

তবে অনেক সময় ইউনিভার্সিটি এবং Accommodation Address  
ভিন্ন শহরে হলে, City Registration Office ডিসিশান নিতে দেরী  
করে। তাই পরামর্শ রইল, একই শহরে একটা থাকার ঠিকানা  
manage করা।

এখন করনীয় কি? এখন যেটা করতে হবে, যদি ভিসার  
ডিসিশান আসতে দেরি করে, তখন এস্বাসীর সাথে যোগাযোগ  
করা। ওরা যদি বলে, ডিসিশান এখনও জার্মানী থেকে আসে  
নাই, তখন দেরী না করে দ্রুত আপনার Accommodation এর  
ঠিকানার City Registration Office এ যোগাযোগ করা।

কিভাবে খুজে পাব এই অফিস? google এ Alien Registration  
office, City name দিলেই আপনার কাঞ্চিত অফিসের  
ওয়েবসাইট চলে আসবে। যদি এভাবে খুজে না পান, তাহলে  
google translator এ Alien Registration office, City name লিখে  
German Language এ convert করে নেবেন। এরপর search  
করলেই চলে আসবে। এরপরের কাজ হল, আপনাকে সাহায্য  
করতে পারে, এরকম এক ব্যাক্তিকে খুজে বের করে তার সাথে  
মেইল এ যোগাযোগ করা এবং আপনার সমস্য খুলে বলা। যদি  
মেইল এ রিপ্লাই দিতে দেরি হয়, তখন পারলে ফোন এ  
যোগাযোগ করতে পারেন। এ ব্যাপারে বলে রাখি, জার্মান  
অনেক অফিসের লোকজন ইংরেজী জানে না। তাই জার্মান  
জানে, এমন কাউকে দিয়ে ফোন করালে ভাল হয়। আর যদি  
কোন definite person খুজে না পান, তখন বেশ কয়েকজনকে  
(যারা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হবে) মেইল  
করবেন। এবং তাদের হেল্পডেক্সে মেইল করবেন। তারাও  
আপনাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

মেইল করার পরে কি করব? মেইলে যদি ওরা এরকম reply  
দেয়, We have made our decision & Send our decision to

German Embassy Dhaka. please contact with Embassy. তাহলে  
একমুহূর্ত দেরি না করে, মেইল এর প্রিন্টআউট নিয়ে এস্বাসীতে  
চলে যান। এস্বাসীতে দেখান। দেখবেন একটা কিছু হবে। আর  
যদি reply আসে, you have to wait. the decision is still pending.  
তাহলে কিছুদিন সবুর করেন। আর ওদের কে request করতে  
পারেন, যেন একটু early decision দেয়।

আশা করি এই পোস্টটা আপনাদের অনেকের মনে আশা  
জাগাবে। আশা ছাড়বেন না। এই সময়টা খুবই ঘন্টনাদায়ক।  
আমি নিজে ভিসা পেয়েছি ৫৪ দিন পর। এই প্রসেসটা আমার  
নিজের কাজে লাগানো। তাই দেরি না করে কাজে নেমে পড়ুন।

Tousif Bin Alam

Student of Master in Power Engineering.

Technical University Munich.

# জার্মানি তে ইন্টার্নশীপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক : ( পর্ব -০১ )

---

মূলত আমরা অনেকেই মনে করি জার্মানির কোম্পানিগুলোতে আমাদের ইন্টার্নশীপ অথবা ব্যাচেলর / মাস্টার্স thesis পাওয়া অনেক কঠিন। তবে আমাদের কল্লনা জগতে বিষয়টাকে ঘতই জটিল আকারে রূপদান করি না কেন বিষয়টা তত জটিল নয়। আবার বিষয়টা যে একেবারে সহজ ঠিক তাও নয়। একটি ভালো কোম্পানিতে ইন্টার্নশীপ পাবার জন্য ভালো একাডেমিক রেজাল্ট এর পাশাপাশি প্রয়োজন হয় আত্মবিশ্বাস , গঠনমূলক পরিকল্পনা এবং এই দুইটা র সমন্বয়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তবে বলে রাখা ভাল , একাডেমিক রেজাল্ট অনেক সময় সহনশীল ভাবে ও দেখা হয় , তার মানে আপনার একাডেমিক রেজাল্ট অনেক ভালো হতে হবে এমনটা নয় , জার্মান প্রেডিং অনুযায়ী মোটামুটি ভালো রেজাল্ট হলেই যথেষ্ট। একটি ভাল কোম্পানিতে ইন্টার্নশীপ ভবিষ্যতে ভাল জব পাবার জন্য একটি গুরুত্ব পূর্ণ কারণ হতে পারে। তাই এই বিষয়টা তে খুবই মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন . যদি একটু গঠনমূলক ভাবে কাজ করে ভাল topic ও কোম্পানিতে ইন্টার্নশীপ করা যায় তবে মন্দ কি ? তাহলে আসুন আসল আলোচনায় আসা যাক।

## পূর্ব শর্ত :

---

যে বিষয়টা সর্ব প্রথম খুবই গুরুত্ব পূর্ণ তা হলো আপনার ধৈর্যশীলতা। জার্মানি র কোম্পানিতে আপনি ২০ টি এপ্লিকেশন করার পর যদি ১৯ টি তেই rejection আসে তবে আপনাকে ধৈর্যের সাথে বাকি একটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এমনটা কখনই মনে করা যাবেনা যে আমাকে দিয়ে আর হবেনা অথবা আমার যোগ্যতা নেই। এখানে এটা খুবই

স্বাভাবিক যে আপনি ৫০ টি এপ্লিকেশন করলে ২-৩ টি তে ইন্টারভিউ এর জন্য কল পাবেন। অবস্য এই ধরনের rejection এর অনেক কারণ থাকে যেটা আপনার যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন ইতিমধ্যে নিয়োগ হয়ে গেছে অথবা কোম্পানি এই পোস্ট এর জন্য আর এপ্লিকেশন নিবেনা ইত্যাদি। সুতরাং এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভেঙ্গে পরার কোন কারণ নেই, এটাই স্বাভাবিক।

আবেদন করার সময় :

---

ইন্টার্নশীপ এর এপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে এপ্লিকেশন করার সময় টা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনি যেই সেমিষ্টার এ ইন্টার্নশীপ শুরু করতে আগ্রহী তার পূর্বের সেমিষ্টার এর প্রথম দিকেই এপ্লিকেশন শুরু করা উচিত। তার মানে নন্যতম ০৪ মাস আগে এপ্লিকেশন শুরু করতে হবে এবং ইন্টার্নশীপ confirm হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে এপ্লিকেশন চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে এমনটি করা যেতে পারে যে, আপনি সিদ্ধান্ত নেবার পর প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিন বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ৪-৫ টি এপ্লিকেশন করার পরিকল্পনা করতে পারেন। যদি কেও এমনটি মনে করে যে, ১-২ মাস আগে এপ্লিকেশন করে ইন্টার্নশীপ manage করে ফেলবে তাহলে ওই সেমিস্টার টি মিস করার risk থেকে যায় পাশাপাশি কোম্পানি পছন্দ করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা এসে যায়। এমনকি কিছু কিছু কোম্পানি প্রায় ২-৩ মাস আগেই ইন্টার্নশীপ এর জন্য student দেরকে কনফার্ম করে, তাই ইন্টার্নশীপ যেহেতু করতেই হবে তাহলে একটু আগে থেকে প্রস্তুতি নিলে সবকিছুই সুন্দরভাবে করা সম্ভব।। সুতরাং প্রথম দিক থেকেই সময় অপচয় না করে সময় কে কাজে লাগাতে হবে।

# জার্মানি তে ইন্টার্নশীপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক ( পর্ব -02 )

:

\*\*\*\*\*

কোম্পানি ও topics নির্বাচন :

এই বেপারে লেখার আগে প্রথমেই একটু বলে নেই, স্বপ্ন যখন দেখবই তাহলে উত্তম স্বপ্নটা কেন নয়। এপ্লিকেশন করার সময় সর্বপ্রথম টার্গেট হওয়া উচিত ভালো ও আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত কোম্পানি গুলো। যেহেতু এপ্লিকেশন করতে কোন টাকা খরচ হবেনা তাহলে ভালো কোম্পানিতে কেন নয় ? ১০ টি ভাল কোম্পানিতে apply করলে যে কোনো একটিতে আল্লাহ চাইলে হয়ে যেতেই পারে। এই ক্ষেত্রে আপনার পড়াশুনার সাথে যেই যেই কোম্পানি গুলোতে ইন্টার্নশীপ অফার করে তাদের একটি লিস্ট তৈরী করা যেতে পারে এবং এমন ভাবে এপ্লিকেশন করতে হবে যাতে তাদের একটিও মিস না হয়। আমরা অনেক সময় হিনমন্যতায় ভোগী যে আমাদের কে দিয়ে এত ভালো কোম্পানিতে হবেনা, কিন্তু কেন ভুলে যাই আমাদের মত কোনো না কোনো স্টুডেন্ট ই same position-এ নিয়োগ পাচ্ছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের অনেক বাঙালি ভাই BMW,Continental, AUDI ,Siemens, ZF, Bosch, Roolls Royce এর মত কোম্পানিতে ইন্টার্নশীপ করেছেন, অনেকেই এখনো করতেছেন,আবার তাদের মধ্যে অনেকেই এই ধরনের কোম্পানিগুলুতে জব করছেন।সুতরাং তারা পারলে আমিও কেন তাদের মত করার জন্য চেষ্টা করবোনা ? topics এর ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার আপনি যেই সাবজেক্ট এ পড়াশুনা করছেন আপনার ইন্টার্নশীপ ও যেন একই topics এ হয় , যাতে করে future এ জব পাবার পাশাপশি নিজের ফিল্ড এ

কিছু প্রাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। পাশাপাশি  
পড়াশুনার সাথে যদি ইন্টার্নশীপ এর সাবজেক্ট মিলে থাকে  
তাহলে ইন্টার্নশীপ পাইতেও অনেক সুবিধা হয়। এটা কখনই  
উচিত হবেনা যে আমি পড়াশুনা করছি এক সাবজেক্ট এ কিন্তু  
এপ্লিকেশন করছি অন্য সাবজেক্ট এ, এমনটা হলে নিজের  
ফিল্ড এ কিছু জানার পরিবর্তে সময়টাই নষ্ট হবে। তবে কারো  
যদি কোন ফিল্ড এ খুব আগ্রহ থাকে সেটা অন্য কথা। সুতরাং  
কোম্পানি ও topics নির্বাচন এর ক্ষেত্রে আন্তরিক হওয়া  
প্রয়োজন।

কোথায় এবং কিভাবে apply করতে হবে ?

---

মূলত অধিকাংশ কোম্পানিগুলোর নিজস্য ওয়েব সাইট এ  
career নামক একটি পোর্টল থাকে। আপনি যদি স্পেশাল কোন  
কোম্পানিতে apply করতে চান তাহলে গুগল সার্চ এর মাধ্যমে  
কোম্পানীর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বের করে পছন্দ মত  
topics এ apply করতে পারেন। সবচাইতে মজার বেপার হলো  
প্রায় ৯৯% কম্পানিতেই অনলাইন application করা যায় তাতে  
অনেক সময় ও save হয়। আবার অনেক কোম্পানিতে  
রেজিস্ট্রেশন করার একটি option থাকে , এই ধরনের  
কম্পানিগুলুতে একবার রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে পছন্দ মত  
সবগুলো position এ apply করা যায় , এক্ষেত্রে শুধু position  
অনুযায়ী Motivation letter টি পরিবর্তন করতে হয়। কেও যদি  
পাশাপাশি অন্যান্য কোম্পানি তেও apply করতে চান তাহলে  
stepstone , jobstairs ইত্যাদি সাইট গুলো ভিসিট করতে পারেন।  
এক্ষেত্রে অবশ্যই গুগল মামার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

জার্মান ভাষা সীমাবদ্ধতা ?

---

অনেকেই ভয় পেয়ে থাকেন জার্মান ভাষার সীমাবদ্ধতার  
কারনে। আসলে এই বিষয়ে ভয় পাবার কারণ নেই। যদি  
কোনো ইন invitation পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যায়  
ইন্টারভিউ এর প্রথম দিকে পরিচিতি পর্ব থাকে প্রায় ৫-৭

মিনিট। আপনাকে এই সময় টাকে কাজে লাগাতে হবে।  
পরিচিতি পর্বে খুব সুন্দর ও মার্জিত ভাবে আপনার পরিচয়  
দিন। যদি এতেও problem হয় প্রয়োজনে ইন্টারভিউ তে যাবার  
আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে যান অথবা নিজের পরিচিতি  
ভালোভাবে মুখ্যত করে যান। তারপর যখনি টেকনিকাল অথবা  
আপনার topics এর দিকে যাবে তখন খুব মার্জিতভাবে বলতে  
পারেন যে , আমাকে যদি এই ইংলিশ এ explain করার সুযোগ  
দিন তাহলে আমি ভালো explain করতে পারব, তাহলে নিশ্চিত  
থাকুন প্রায় ৯০% সম্ভাবনা আছে আপনার ইন্টারভিউ ইংলিশ এ  
switch করার, অধিকাংশ কোম্পানি তেই যারা ভালো position এ  
জব করেন তাদের অধিকাংশই ভালো ইংলিশ বলতে পারেন ,  
এমনকি কখনো কখনো কোন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট দের  
দেখলে ওনারা নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করেন কোনটা ভালো  
হবে ইংলিশ অথবা জার্মান. আর ইংলিশ এ switch করার পর  
তো আপনি নিজেই ....!! . তবে মনে রাখতে হবে জার্মানীতে  
জব করতে হলে জার্মান ভাষার প্রয়োজনীতা অপরিহার্য , তাই  
কোন ক্রমেই জার্মান ভাষাকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ  
নেই। যদি স্বাভাবিক কথা বার্তা গুলো জার্মান ভাষায় বলা যায়  
তবে এটা একটা ভালো সুযোগ করে সহকর্মীদের সাথে  
আন্তরিক হবার জন্য । সুতরাং জার্মান ভাষার ও কোনো বিকল্প  
নেই।

# জার্মানি তে ইন্টার্নশীপ এর সম্ভাবনা ও বিভিন্ন দিক (সমাপনী পর্ব)

\*\*\*\*\*

## প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট :

\*\*\*\*\*

মূলত এপ্লিকেশন করার জন্য CV, Motivation letter, Mark sheet, যদি পূর্বের কোন কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তার সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে অবস্যই কোম্পানীর requirements ভালোভাবে পরে নিতে হবে, যদি কোম্পানি অতিরিক্ত কোন ডকুমেন্টস চায় তবে তাও দিতে হবে। একটা বিষয় খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে জার্মানি তে মূলত দুই ধরনের ইন্টার্নশীপ হয় । ১. একাডেমিক বাধ্যতামূলক ২. একাডেমিক বাধ্যতামূলক নয়। এক্ষেত্রে যারা ব্যাচেলর স্ট্রিডেন্টস তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশীপ, যারা মাস্টার্স এ পরেন তাদের অনেকের জন্য বাধ্যতামূলক আবার অনেকের জন্য নয়, এই বিষয়গুলো মূলত ভাসিটি ও সাবজেক্ট এর উপর নির্ভর করে। আপনি যেই ধরনের ইন্টার্নশীপ ই করেন না কেন আপনার Motivation letter এ তা উল্লেখ করে দিতে হবে যে আপনি কোন ধরনের ইন্টার্নশীপ করতে চান। যদি একাডেমিক বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশীপ হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই কোম্পানি ইউনিভাসিটি থেকে একটি সার্টিফিকেট দিতে বলে, এক্ষেত্রে ইউনিভাসিটি র Student Service Department এ যোগাযোগ করুন। আপনার CV এবং Motivation letter জার্মান ভাষায় হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনে আশেপাশের কোন জার্মান ফ্রেন্ড কে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিন। মনে রাখতে হবে আপনি application করার পর কোম্পানি আপনাকে শুধু আপনার CV এবং Motivation letter দেখেই ইন্টারভিউ এর জন্য invite করবে, তাই CV এবং Motivation letter যত ভালো ও মার্জিত ভাবে উপস্থাপন করা যায়। Motivation letter এ আপনার

অভিজ্ঞতা , দক্ষতা , আপনার টপিকস এ apply করার কারণ এবং এই position এর জন্য নিজেকে যথার্থ যোগ্য হিসাবে সুন্দর ও মার্জিত ভাবে বর্ণনা করুন। যদি কারো CV এবং Motivation letter এর format এর প্রয়োজন হয় তাহলে এই গ্রন্থ এর অ্যাডমিন দের সাথে যোগাযোগ করুন , আশা করি ওনারা আপনাদের কে এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। CV এবং Motivation letter এর বেপারে সর্বশেষ কথা হলো : এখানে আপনি আপনার নিজেকে যতটুকু সম্ভব সুন্দর ও পরিমার্জিত বর্ণনা করুন যাতে করে কোম্পানি এগুলো পরার পর আপনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে অবস্যই অহেতুক বিষয় অথবা নিজে যা পারেন না সেই বিষয়ে লেখা থেকে বিরত থাকুন।  
পরবর্তিতে আপনি যদি কোম্পানি তে নির্বাচিত হন তাহলে কোম্পানি অন্যান্য ডকুমেন্টস গুলো চাইবে যেমন পাসপোর্ট , ওয়ার্ক পার্মিট ইত্যাদি।

### সারমর্ম ও short টিপস :

\*\*\*\*\*

১. পরিমার্জিত CV এবং Motivation letter তৈরী করুন।
২. নৃন্যতম ০৮ মাস আগে থেকে application শুরু করুন।
৩. টপ লেভেল কোম্পানি গুলোর একটি লিস্ট তৈরী করুন এবং প্রত্যেকটি তে নৃন্যতম ৫-৮ টি application করুন.
৪. ইন্টারভিউ তে যাবার পূর্বেই নির্দিষ্ট টপিকস এর ওপরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিন।
৫. অনেক rejection আসবে ধৈর্য হারানো যাবেনা।  
----- যারা ইন্টার্নশীপ করছেন বা করবেন তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে নিয়মনুবর্তিতা , সময়নুবর্তিতা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালোভাবে মান্য করুন। মনে রাখবেন আপনার বেক্তি উপস্থাপন এর মানেই হলো বাংলাদেশ কে উপস্থাপন।  
এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকুন যা আপনার ও দেশের প্রতি খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি র সহায় হবে। মনে রাখবেন আপনার আচরণ এবং performance পরবর্তিতে অন্য আরেকজন বাংলাদেশী কে সহায়তা করবে।

----- যারা internship করছেন বা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন  
সবার প্রতি শুভ কামনা এবং সফলতা কামনা করছি . আমার  
জন্য দোআ করতে ভুলবেন না যেন .....!!

--লেখক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

# জার্মানিতে পার্ট-টাইম জবের হালচাল

Shahab U Ahmed · Saturday, April 23, 2016

জার্মানিতে বিদেশী শিক্ষার্থীরা বছরে ১২০ পূর্ণ দিবস তথা ২৪০ অর্ধদিবস কাজ করতে পারে। সে হিসেবে বার্ষিক ৯৬০ ঘন্টা অর্থাৎ মাসিক ৮০ ঘন্টা জব করার অনুমতি রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্ট টাইমের সুবিধা আছে যেমন:

রেস্টুরেন্ট, গাড়ির কোম্পানি, টেলিফোন কোম্পানি, মার্কেট, দোকান, কফি শপ, ফাস্ট ফুড শপ সহ অন্যান্য অগনিত প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘন্টা প্রতি আয় ৮.৫০ ইউরো (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৮০০ টাকা) তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। সেমিস্টার ছুটিতেও আছে নামীদামী ইন্ডাস্ট্রি কাজের সুবর্ণ সুযোগ, যা সাধারণত ১/২ মাস স্থায়ী হয়।

কোথায় পেতে পারেন কাঞ্চিত জব: কে এফ সি, মেক ডোনাল্ডস, বার্গার কিং, ভাপিয়ানো, আইস কাফে, মারেদো, প্রিমার্ক, কাম্পুস, ইয়োরমাস, সাব-ওয়ে, ডয়েচে বান, ডয়েচে টেলিকম, জি এল এস গ্রুপ, নাগেল গ্রুপ ইত্যাদি।  
সেমিস্টার ছুটিতে কোথায় জব করতে পারেন : মার্সিডিজ বেজ, বি এম ডব্লু অডি, থায়সেন ক্রুপ, এমাজন আভিতিয়া সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

নিজের বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে কাজের সুযোগ : বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরদের বিভিন্ন প্রজেক্টে কিংবা অন্যান্য গবেষণামূলক কাজ করেও মাসে ৪৫০-৫০০ ইউরো আয় করতে পারেন. তবে এক্ষেত্রে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো থাকা আবশ্যিক।

কাজ পেতে কি কি কাগজপত্র লাগবে: জীবন বৃত্তান্ত, ছবি, কাজের অনুমতিপত্র, রেসিডেন্স পার্মিট, ট্যাক্স নম্বর, পেনশন বিমা নম্বর, স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট।

বি.দ্র: জার্মান ভাষা জানা থাকলে যেকোনো কাজ পেয়ে যাবেন খুব সহজেই। তবে আর দেরী কেন? সময় সুযোগ থাকলে পড়াশুনার পাশাপাশি যেকোনো খন্দকালীন জব করা শুরু করতে পারেন।

# YouTube এ জার্মান ভাষা শিক্ষা!

Iqbal Tuhin · Saturday, August 5, 2017

জার্মান পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে কথিত ভাষাগুলির মধ্যে দশ নম্বর। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় ১১ কোটি মানুষ মাতৃভাষা হিসেবে এবং আরও প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে জার্মান ভাষায় ভাব-আদান প্রদান করে থাকেন। অর্থনৈতিক দিক থেকেও জার্মান বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ জার্মান জানা থাকলে জার্মান ভাষাভাষী দেখগুলোতে জব পাওয়া, সামাজিক বা বাণিজ্যিক যোগাযোগ সহজ ও কার্যকর বেশি।

জার্মানিতে আট কোটিরও বেশি মানুষ জার্মান ভাষায় কথা বলেন। অস্ট্রিয়াতে ৮০ লক্ষ, সুইজারল্যান্ডে প্রায় ৫০ লক্ষ এবং কাজাকিস্তানে ১০ লক্ষ মানুষের মাতৃভাষা জার্মান। এছাড়া লিশ্‌টেনশ্টাইন, লুক্সেমবুর্গ, ইতালি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, রোমানিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, হাস্পেরি, ও রাশিয়া-তেও জার্মান ভাষাভাষীরা বাস করেন। পর্তুগাল, স্পেন, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, এবং স্ব্যান্ডিনেভিয়ায় অনেক বিদেশী জার্মান ভাষাভাষীও (অর্থাৎ মাতৃভাষী নন, কিন্তু স্বচ্ছন্দে জার্মান বলেন) দেখতে পাওয়া যায়।

ইউরোপ ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সবচেয়ে বেশী জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান স্থান দখল করেছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-চতুর্থাংশ লোকই জার্মান রক্ত বহন করেন। ব্রাজিল (প্রায় ১৫ লক্ষ) এবং আর্জেন্টিনায় (৪ লক্ষ) ও কানাডাতে প্রায় ৫ লক্ষ জার্মান ভাষাভাষী আছেন।

অনলাইনে জার্মান ভাষা শেখার অন্যতম মাধ্যম হল ইউটিউব। বিভিন্ন YouTube চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি ভালমানের একটি ধারনা নিতে পারবেন যেটা আপনাকে মূল একাডেমীক জার্মান

শেখাকে সহযোগিতা করবে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জার্মান ভাষা শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলের নাম দেওয়া হলঃ

১। Learn German with Aniaঃ

<https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ>

২। Deutschlernen mit der DWঃ

<https://www.youtube.com/user/dwlearngerman>

৩। Goethe-Institutঃ

<https://www.youtube.com/user/goetheinstitut>

৪। Get Germanizedঃ

<https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr>

© লেখার মেধাবৃত্ত শুধুমাত্র লেখকের ও Bangladeshi Student Forum Germany জন্য সংরক্ষিত

# বিদেশী ভাষা শিক্ষা: কেন, কিভাবে ও কোথায় শিখবো?

Iqbal Tuhin · Thursday, March 2, 2017

আসসালামুয়ালাইকুম। আশাকরি সবাই ভালো আছেন, অনেক দিন থেকে বিদেশী ভাষা শিখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি লেখা লিখবো ভাবছিলাম। কিন্তু হয়ে উঠেনি। যাক অবশেষে সে কাঞ্জিত লেখাতে হাত দিলাম। ইউরোপে সাধারণত সবাই কমপক্ষে তিনটি ভাষাতে পারদর্শী হয়। ডঃ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর দেশের লোক হয়েও ভাষা শেখায় বাঙালীরা বেশ পিছিয়ে যা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার কারণ হয়। আমাদের এই বিদেশী ভাষা বিমুখিতা দূর করা খুব কঠিন কিছু নয়, শুধু দরকার চেষ্টার!

আমি কেন বিদেশী ভাষা শিখবো?

ভাষা মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম। বিভিন্ন দেশের ভাষা শিখার মাধ্যমে আপনার উপযোগিতা ও যোগাযোগের দক্ষতা বাঢ়ে। ভাষা শিখার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় (জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ), দূতাবাসে, উন্নয়ন সংস্থায় ও বহুজাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ পাবেন। বিদেশে আমদানি রাস্তানি বা নিজেই স্বাধীন ভাবে কোন এনজিও পরিচালনা করতে চাইলে ভাষা জ্ঞান থেকে অনেক সুবিধা পাবেন যেমন সমরোতা(নেগোসিয়েসান), তদবির(লিবিং), তহবিল সংগ্রহ(ফান্ডিং) ইত্যাদি।

- উচ্চ শিক্ষা/গবেষণা বা চাকরির জন্য বিদেশ গেলে কি ভাবে ভাষা শেখা থেকে উপকৃত হব?

ইংরেজি ভাষার দেশ ছাড়া অন্য দেশে পড়াশুনা বা জব করার জন্য গেলে নানা রকম ভাষা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, বিশেষ করে প্রবাস জীবন শুরুর দিকে ভাষাগত অনেক

ঝামেলায় পড়তে হয়। আপনি যে দেশে যাচ্ছেন, সেদেশের ভাষা মুটামুটি জানা থাকলে আপনাকে চাকরী পাওয়া, সামাজিক মেশা, কেনাকাটা থেকে শুরু করে সব কাজে অনেক সুবিধা দিবে। তাই সবার উচিত, যে যে দেশে যেতে চান সে দেশের ভাষা শেখা।

- বিদেশী ভাষা শেখার মাধ্যমে আমি আমার দেশ, জাতি ও উম্মাহকে কিভাবে সেবা করতে পারবো?

ভাষা শুধু আয়-রোজকার বা যোগাযোগরে মাধ্যম নয় ভাষায় মাধ্যমে আপনি তুলে ধরতে পারেন আপনার নিজের দেশ, সমাজ ও ধর্মকে। জানিয়ে দিতে পারেন আপনার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিকে। বিশ্ব অঙ্গনে তুলে ধরতে পারেন আপনার চিন্তা-চেতনাকে। কৃটনীতি(ডিফলোমেসি), তদবির(লেবিং) ইত্যাদির মাধ্যমে উম্মাহকে নিয়ে যেতে পারেন ভিন্ন উচ্চতায়।

- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চায় কিভাবে বিদেশী ভাষা শিক্ষা আমাকে সহযোগিতা করবে?

বিভিন্ন ভাষা জানার মাধ্যমে আপনি ওই ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় জানতে পারেন। জানার পাশাপাশি অনুবাদের মাধ্যমে আছে জানানো ও আয় করার সুযোগ। আছে বিভিন্ন দেশের সমাজ বাবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ। কিভাবে বাংলাদেশে বিদেশী ভাষা শিখতে পারবো? বাংলাদেশে বিদেশী ভাষা শিখার অন্যতম দুটি মাধ্যম হল বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট বিদেশী ভাষাভাষী দেশের দৃতাবাস বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

- ১) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনসিটিউট(অনেকগুলো ভাষা শিখা যায়), বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস সেন্টার(চীনা ভাষার জন্য)। তাছাড়াও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শিখার সুযোগ আছে।

২) সংশ্লিষ্ট দেশের দৃতাবাস বা কালচারাল সেন্টার গুলো  
সাধারণত সেদেশের ভাষা শেখার ব্যবস্থা আছে, যেমন জার্মান  
কালচারাল সেন্টার(গ্যাঁটে ইনসিটিউট), এলায়েন্স ফ্রান্সাইস,  
ইরানি কালচারাল সেন্টার, রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার, ইন্দিরা  
গান্ডি কালচারাল সেন্টার( হিন্দি) ইত্যাদি।  
এছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্যিক কানান প্রতিষ্ঠানে বিদেশী ভাষা শেখা  
যায়।

জার্মানিতে কোথায় বিদেশী ভাষা শিখবো?

জার্মানিতে বেশি ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যের সে  
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ভাষা শেখার সুযোগ আছে।  
তাছাড়াও আছে বিভিন্ন দেশের দৃতাবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও  
ভাষা শেখার সুযোগ আছে। জার্মানিতে বিদেশী ভাষা শেখার  
অন্যতম একটু ভালো দিক হল আপনি যে ভাষা শিখছেন  
সেদেশের কাউকে পেয়ে যেতে পারেন ভাষা অনুশীলনের  
জন্য!

কিভাবে বিদেশী ভাষা শেখা শুরু করতে পারেন?

ম্যাতক(আন্ডার গ্রাডুয়েশন/ব্যাচেলর) পড়ার শুরু করার প্রথম  
দিক থেকে ভাষা শেখা শুরু করা উচিত তাহলে অল্প অল্প করে  
আগামেও ম্যাতকে পড়া কালীন চার বছরের ভিতর যেকোন  
একটি ভাষাতে ডিপ্লোমা করে ফেলা সম্ভব। যারা এখন এই  
পর্যায়ে নেই তাদের হতাশ হওয়ার কোন কারন নেই তারাও শুরু  
করতে পারে যেকোন সময়ে। ভাষা শেখার মূল হল চেষ্টা করা ও  
লেগে থাকা।

কোন কোন বিদেশী ভাষা শেখা ভালো হবে ?

আসলে এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া একটু কঠিন। আমি  
বলবো যে ভাষার প্রতি আপনার আগ্রহ বেশি বা যে দেশের প্রতি  
আপনার আগ্রহ বেশি সে ভাষা শেখা তুলনা মূলক সোজা হবে।  
তাছাড়া বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ভাষা  
নির্বাচনে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। ইংরেজির পরে বর্তমান  
বিশ্বের অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হল  
ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান, আরবি, চাইনিজ, জাপানিজ,  
কোরিয়ান, হিন্দি, পর্তুগিজ, ইতালিয়ান ইত্যাদি। মজার ব্যাপার

হল কিছু কিছু ভাষা আপনি একটা শিখলে একই ভাষা  
পরিবারের ভাষাগুলো কম বেশী বুঝতে পারবেন বা খুব সহজে  
আয়ত্ত করতে পারবেন। স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইতালিয়ান  
যেকোন একটা ভাষা পারলে আপনার জন্য অন্যগুলো খুব  
সহজ হয়ে যাবে, একই রকম ভাষা হল জার্মান ও ডাচ বা হিন্দি  
ও উর্দু।

\*\*বাংলাদেশের বেশিভাগ মানুষের ইংরেজি ও আরবি শেখার  
সুযোগ আছে বিধায় তা এই লেখায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

# দালাল/এজেন্সি-পর্ব শূন্য

জামান · Thursday, November 30, 2017

বাংলাদেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে হাজার হাজার বাংলাদেশী বিদেশে আসার জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করে থাকে। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার মাঝপথেই বিদেশে কিভাবে আসবে বা বিদেশে ক্রেডিট ট্রান্সফার কিভাবে করবে সেগুলো খোজ করতে থাকে। এসব ছাত্র-ছাত্রীরা কোনোরকম ঘাটাঘাটি না করেই ছুটে যায় দালাল বা এজেন্সির কাছে। তারা মনে করে একমাত্র এজেন্সি পারে তাদের সঠিক তথ্য দিতে। অনলাইন কেন্দ্রিক অনেক দালালরাও বসে নেই। তারা ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা ওয়েবসাইট খুলে প্রতারনার ফাদ পাতে। আমি আগামী কিছুদিন এগুলো নিয়ে বর্ণনা করব। আমি আমার লেখায় তুলে ধরবো-

- ১। এজেন্সি বা দালালদের মূল টার্গেট কারা
  - ২। দালালদের কিভাবে চিনবেন
  - ৩। তারা কিভাবে কাজ করে
  - ৪। কিভাবে টাকা নেয়
  - ৫। কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে
  - ৬। জার্মানিতে দালালদের দৌড়াত্ব
  - ৭। দালালদের সফলতা
  - ৮। দালাল বা এজেন্সি থেকে বাচার উপায়
  - ৯। নিজে নিজে কিভাবে তথ্য পাবেন
  - ১০। চিহ্নিত দালালদের ব্যাপারে কিভাবে ব্যবস্থা নিবেন
- আমি মূলত জার্মানি কেন্দ্রিক দালাল বা এজেন্সির দৌড়াত্ব তুলে ধরবো। প্রতি বছর শত শত ছাত্র-ছাত্রী প্রতারনার স্বীকার হচ্ছে। আমরা চাচ্ছি এইটা থামাতে। এরজন্য দরকার আপনাদের সহযোগীতা।
- আগামী পর্বে বিস্তারিত।

পরের পর্ব পড়তে ক্লিক করুন- [দালাল/এজেন্সি-পর্ব এক](#)  
[জামান](#)

Bioengineering

Rhine-Waal University of Applied Sciences

Kleve, Germany

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাঃ দালালদের হাত থেকে বাঁচতে ভুলেও কোনো মেম্বারকে ইনবক্স করবেননা। আমাদের গ্রুপে প্রায় ৫০ হাজার সদস্য। সবার সম্পর্কে সবকিছু জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তারপরেও কারো দ্বারা প্রতারিত হলে সেই দায়দায়িত্ব [Bangladeshi Student Forum Germany](#) এর না।

## দালাল/এজেন্সি-পর্ব এক

জামান Saturday, December 2, 2017

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাঃ দালালদের হাত থেকে বাঁচতে ভুলেও কোনো মেম্বারকে ইনবক্স করবেননা। আমাদের গ্রুপে প্রায় ৫০ হাজার সদস্য। সবার সম্পর্কে সবকিছু জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তারপরেও কারো দ্বারা প্রতারিত হলে সেই দায়দায়িত্ব [Bangladeshi Student Forum Germany](#) এর না।

আগের পর্ব পড়তে ক্লিক করুন- [দালাল/এজেন্সি-পর্ব শুন্য](#)

এজেন্সি বা দালালদের মূল টার্গেট কারা

- ব্যাচেলর করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী
- IELTS/TOEFL/GRE ভীতু শিক্ষার্থী
- সিজিপিএ যাদের কম
- আর্থিকভাবে সাবলম্বি শিক্ষার্থী
- লম্বা স্টাডি গ্যাপ আছে যাদের
- সহজ সরল শিক্ষার্থী
- বিদেশ পাগল বোকা
- বেকার

আমি এর আগের পর্বেই বলেছি আমি শুধু জার্মানি কেন্দ্রিক দালালদের কার্যকলাপ তুলে ধরবো। তাই অন্যান্য দেশকেন্দ্রিক দালালদের বৈশিষ্ট্যের সাথে এখানের দালালদের বৈশিষ্ট্য নাও মিলতে পারে।

দালাল/এজেন্সির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা খসানো। এর জন্য তারা আগেই নিশ্চিত হয়ে নেয় যে সেই শিক্ষার্থী আর্থিক ভাবে সচ্ছল। মজার ব্যাপার হচ্ছে দালালরা অসচ্ছল শিক্ষার্থীদেরও কাজে লাগায় ভিন্ন ভাবে। তারা এমন এমন সব কথা বলবে যেন মনে হবে ওদের চেয়ে জ্ঞানী আর পরোপকারী প্রাণী পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। তাতে করে সেই শিক্ষার্থী তাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং ঐ দালাল/এজেন্সীর সুনাম করবে।

জার্মানিতে দালালদের মূল টার্গেট থাকে ব্যাচেলর শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশে হাজার হাজার এ প্লাস ধারী শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পেয়ে বিদেশে গিয়ে ব্যাচেলর করার চিন্তা করে। যেহেতু জার্মানিতে কোনো টিউশন ফি নেই সেহেতু অনেক ছাত্র-ছাত্রী জার্মানিতে আসার চেষ্টা করে। যখন তারা জানতে পারে জার্মানিতে এইচ এস সি পাশ করে সরাসরি ব্যাচেলরে ভর্তি হওয়া যায়না তখনই তারা ভিন্ন রাস্তা খুঁজে। ঠিক তখনি এসে হাজির হয় পরোপকারী সেই প্রাণি। তারা বুঝাতে চেষ্টা করে জার্মানিতে এইচ এস সি পাশ দিয়েই ভর্তি করিয়ে দিতে পারবে। তাদের এমন ভাব যেন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ওরাই চালায়। আরেকটা ব্যাপার খুবই কমন, সেটা হচ্ছে চান্স এডমিশন করাতে এক টাকাও লাগবেনা। এমন ভাব যেন উনাদের বাপদাদা হাজী মহসীনের উত্তরাধিকারী, আবেদনের সকল খরচ উনারাই বহন করবেন।

আরেক টাইপ শিক্ষার্থী হচ্ছে যারা IELTS/ TOEFL এর নাম শুনলেই ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দালালরা সবচেয়ে লাভবান হয় তাদের থেকে। যখন শুনে IELTS ছাড়াই চান্স পাইয়ে দিবে তখন খুশি হয়েই নগদ ২০/৩০ হাজার টাকা চান্স বাবদ এডভান্স করে।

আরেকপ্রকার শিক্ষার্থী আছে যারা পড়াশুনা শেষ করে ব্যবসা বা ছোটখাটো জবে তুকে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ মনে হল বিদেশে না গেলে জীবনই বৃথা তারা দালালদের কাছে হটকে। কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা খুব সহজ সরল হয়, খুব সহজেই মোটিভেটেড হয় তারাও দালালদের খপ্পরে পরে।

আমাদের দেশে বেকারত্ব যে কি ভয়াবহ সমস্যা সেটা আমরা সবাই খুব ভালভাবেই জানি। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার বাংলাদেশে খুব কষ্টের মধ্যে দিনানিপাত করছে। সবধরনের চাকরিতে বৈষম্য, প্রশ্ন ফাঁস, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি কারণে খুব মেধাবী শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে যাচ্ছে। তারা একসময় মনে করে নিজের দ্বারা কিছু হবেনা। তারা বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা+টাকা কামানোর ধান্দায় দালাল/এজেন্সির শরণাপন্ন হয়।

বিস্তারিত পরের পর্বে।

আগের পর্ব পড়তে ক্লিক করুন- [দালাল/এজেন্সি-পর্ব শুন্য জামান](#)

Bioengineering

Rhine-Waal University of Applied Sciences

Kleve, Germany

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাঃ দালালদের হাত থেকে বাঁচতে ভুলেও কোনো মেষ্ঠারকে ইনবক্স করবেননা। আমাদের গ্রুপে প্রায় ৫০ হাজার সদস্য। সবার সম্পর্কে সবকিছু জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তারপরেও কারো দ্বারা প্রতারিত হলে সেই দায়দায়িত্ব [Bangladeshi Student Forum Germany](#) এর না।

## দালাল/এজেন্সি-পর্ব দুই

জামান. Monday, December 11, 2017

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাঃ দালালদের হাত থেকে বাঁচতে ভুলেও কোনো মেষ্ঠারকে ইনবক্স করবেননা। আমাদের গ্রুপে প্রায় ৫০ হাজার সদস্য। সবার সম্পর্কে সবকিছু জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তারপরেও কারো দ্বারা প্রতারিত হলে সেই দায়দায়িত্ব [Bangladeshi Student Forum Germany](#) এর না।  
আগের পর্ব পড়তে ক্লিক করুন-

দালাল/এজেন্সি-পর্ব শুন্য

দালাল/এজেন্সি-পর্ব এক

তারা কিভাবে কাজ করে

দালাল/ এজেন্সির লোকেরা হয় খুবই চালাক চতুর।

তারা টেকনিক্যালি কাজ করে থাকে। তাদের কাজকে কয়েক  
ভাগে ভাগ করা যায়-

-স্যোসাল মিডিয়া কেন্দ্রিক

-অনলাইন(ওয়েবসাইট)কেন্দ্রিক

-বিজ্ঞাপন কেন্দ্রিক

-বন্ধুদের মাধ্যমে

-সংঘঠনের মাধ্যমে

এর আগের পর্বে উল্লেখ করেছি কারা দালালদের টার্গেট। ঐসব  
টার্গেটদের আয়ত্তে আনতে দালালরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন  
করে। সবচেয়ে বেশি সুবিধা পায় ফেসবুকের মাধ্যমে। মজার  
ব্যাপার হচ্ছে এমন অনেক দালাল আছে যারা বিদেশে নিজেরা  
অনেক চেষ্টা করে না আসতে পারলেও এমন ভাব দেখায় যেন  
তাকে পৃথিবীর ক্ষমতাধর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আমন্ত্রণ  
জানিয়েছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের  
কথা চিন্তা করে যাননি। আর যারা অলরেডি চলে এসেছেন  
তাদের ভাব অন্যরকম। উনারা নিজেদের ব্যাপক জ্ঞানী এবং  
সবজান্তা হিসেবে উপস্থাপন করেন। এসব দালালরা বিভিন্ন  
গ্রন্তিপে এড থাকেন এবং খুজে ফিরেন কারা বাহিরে আসতে  
চাচ্ছেন। উনারা লক্ষ্য করেন ঐ টার্গেটের বাহিরে আসার  
ক্ষেত্রে জ্ঞান কর্তৃতুরু বা আগের পর্বে উল্লেখিত বৈশিষ্ট গুলো  
আছে কিনা। যদি মনে করেন তাকে দিয়ে কাজ হবে তখন খুব  
সুন্দর করে ইনবক্স করবে। এরপর আসতে আসতে  
মোটিভেশন চালাবে।

আজকাল দালাল এবং এজেন্সিদের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে।  
ঐসব ওয়েবসাইটে তাদের সফলতার ব্যাপক প্রচার চলে। খুব  
কম খরচে ঐসব ওয়েবসাইট বানিয়ে থাকে। দেখলে মনে হয়  
এখানে মাছ বেচাকেনা হয়।

আপনি বাংলাদেশের প্রতিটা পত্রিকায় প্রতিদিন একটা কমন বিজ্ঞাপন পাবেন। বিজ্ঞাপন গুলো এরকম-

- Study in Germany : IELTS ছাড়ায় ভর্তি।
- আপনি কি এইচএসসি পাশ করেই জার্মানিতে ব্যাচেলর করতে চান? তাহলে দুট চলে আসুন আমাদের মেইন শাখা মাল্দারগাছ পাড়া ১৯৭৫, ঢাকা
- ৰেকিং নিউজ, জার্মানিতে ১০০% স্কলারশিপ, থাকা খাওয়া, বিমান ভাড়া সব জার্মান সরকারের।
- সুখবর সুখবর, IELTS এ ৩.৫ পেরেই জার্মানির মত উন্নত দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্সঃ টাকা ভিসা পাওয়ার পর
- জার্মানিতে উচ্চশিক্ষাঃ আর মাত্র ২০টি সিট খালি আছে।  
আগে আসলে আগে পাবেন। টাকা জার্মানিতে পৌছানোর পর দিলেই চলবে।  
এসব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সহজ সরল শিক্ষার্থীদের বোকা বানানো হয়।

আজকাল বিভিন্ন সংঘর্ষনের নাম করে দালালরা অনেক শিক্ষার্থীদের বোকা বানাচ্ছে। অনেক সময় তারা মূলত দেশপ্রেমকে পূজি করে সহজ সরলদের বিশ্বস্ত করে তুলে।  
এরপর তারা সুযোগ বুঝে টার্গেটদের মোটিভেশন দিবে।

তাছাড়া ট্রেসব সংঘর্ষনের ব্যানারে বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করবে। সেমিনার থেকেই বিভিন্ন অফার এবং তারা কিভাবে চান্স পাইয়ে দিবে সেগুলো বর্ণনা করবে। উল্লেখ্য অনেক ভাল সংঘর্ষন আছে যারা বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে কাজ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সেইসব ভাল সংঘর্ষনকে খুব সহজেই চিনতে পারবেন। যেমন ট্রেসব সংঘটন কখনোই আপনার আবেদন প্রক্রিয়া করে না দিয়ে আপনাকে পথ দেখিয়ে দিবে কিভাবে নিজে নিজে আবেদন করবেন, কিভাবে নিজে নিজে সবকিছু খুঁজে পাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

দালালদের কিভাবে চিনবেন

- যখন দেখবেন আপনাকে প্রায় সময় নক করছে
- প্রলোভন দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে
- ফেসবুক বা অন্যকোনো মাধ্যমে ইনবক্স করতে বলছে

. সব প্রসেসিং করে দিবে বলে ডকুমেন্টস চাচ্ছে  
পরের পর্বে বিস্তারিত

আগের পর্ব পড়তে ক্লিক করুন-

[দালাল/এজেন্সি-পর্ব শুন্য](#)

[দালাল/এজেন্সি-পর্ব এক](#)

[জামান](#)

[Bioengineering](#)

[Rhine-Waal University of Applied Sciences](#)

Kleve, Germany

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা: দালালদের হাত থেকে বাঁচতে ভুলেও  
কোনো মেষ্ঠারকে ইনবক্স করবেননা। আমাদের গ্রুপে প্রায়  
৫০ হাজার সদস্য। সবার সম্পর্কে সবকিছু জানা আমাদের  
পক্ষে অসম্ভব। তারপরেও কারো দ্বারা প্রতারিত হলে সেই  
দায়দায়িত্ব [Bangladeshi Student Forum Germany](#) এর না।

# জার্মানিতে পড়তে আসার আগেই.....

By [Shahab U Ahmed](#) on [Monday, January 25, 2016 at 9:06 PM](#)

১. এদেশে পড়তে আসার আগেই আপনার ভর্তি হওয়া  
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন. যেমন: প্রতিষ্ঠাকাল,  
কোন শহরে কিংবা সরকারী নাকি বেসরকারী ইত্যাদি.
২. আপনার জন্য নির্দিষ্ট কোর্স এর মডিউল গুলু সম্পর্কে  
ভালো আইডিয়া নিন. অজানা বিষয়গুলু ইন্টারনেট থেকে  
জেনে নিন.
৩. কোন শহরে আসছেন, তার সমক্ষে ধারণা নিন, শহরটিতে  
কোনো পরিচিতিজন থাকলে তাদের সাথে আগে থেকেই  
যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারেন.
৪. জার্মানিতে Tuition ফি না থাকলেও থাকা খাওয়ার যোগানোর  
জন্য চাকরি-বাকরি করতেই হয়. তাই এ সম্পর্কে কিছুটা জেনে  
নিন, ধরন- কি ধরনের জব কোথায় পাওয়া যায় ইত্যাদি  
ইত্যাদি.
৫. একটি পরিচিত পরিবেশ থেকে অপরিচিত ও ভিন্ন সংস্কৃতির  
দেশে আসছেন, সুতরাং এদেশ ও এদেশের কৃষ্ণ- কালচার  
সম্পর্কিত ধারণা নিয়েই তবে আসুন.

৬. এদেশের অফিসিয়াল কিংবা আনঅফিশিয়াল ভাষা একটাই-জার্মান. তাই ভাষাগত দক্ষতা আগে থেকেই ঘত্টুক নেয়া যায় চেষ্টা করবেন, আর তাতে এখানে চলা-ফেরা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে.

৭. আসার পূর্বেই প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলু সত্যায়িত করে সাথে করে নিয়ে আসুন, সাথে কিছু সদ্য তোলা ছবি ও নিয়ে আসতে পারেন.

৮. এখানে বইয়ের দাম খুবই আকাশচূম্বী. পারলে দরকারী ও প্রাসঙ্গিক বই সাথে করে আনাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে.

৯. প্রথম তিন মাস সাধারণত জার্মানিতে কাজের অনুমতি দেয়া হয়না, কাজেই এ কয়দিনের থাকা-খাওয়া বাবদ খরচ বহন করার মত সামর্থ্য থাকাটাই বাঞ্ছণীয়.

১০. আরেকটি কাজ করে আসলে মন্দ হয়না, সেটা হলো ড্রাইভিং শিখে আসা. তার ফলে এখানে তুলনামূলক কম খরচেই ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে পারবেন সাথে পার্ট টাইম জব করার ও দারুন সুযুগ তৈরী হবে.

১১. জার্মান ভাষাগত কোনো কোর্স এখানে না আসাটাই ভালো, অন্যথায় বিভিন্ন জটিলতায় পরার উচ্চ সন্তাবনা রয়েছে.

বিঃদ্র- ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিওনা.

# পড়তে চাইলে বেছে নিন জার্মানিকে

এহসান ফেরদৌস। ৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ ৬:২৩ অপরাহ্ন



বিশ্বায়ন

ও উন্নয়নের এই যুগে শিক্ষার উন্নতমান ও নিজের ক্যারিয়ারকে গতিশীল করে তুলতে বাংলাদেশ শিক্ষার্থীরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবে সঠিক তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সহযোগিতার অভাবে অনেক সময় যোগ প্রার্থী বঙ্গিত হচ্ছেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা হতে। অনেক সময় সঠিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় নির্বাচন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন তারা। এ দিক থেকে সহজেই শিক্ষার্থীরা বেছে নিতে পারেন জার্মানিকে। উন্নত জীবন ব্যবস্থা, শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধার দিক থেকে দেশটি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

কেন জার্মানিকে বেছে নেবেনঃ

দেশটির অর্থনিতির মান বেশ শক্তিশালী যা তাদের শিক্ষার মানকে উন্নত করতে সহযোগিতা করেছে। জার্মান সরকার শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বিশ্বের অন্যতম বড় বিনিয়োগকারী ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ হয়ে থাকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুষদে। বিগত ১৫ বছরে জার্মানি বিদেশি শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার নিয়মেও অনেক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষায়িত বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান চালু করেছে যেখানে তারা মানসম্পন্ন বেশকিছু বিষয় পড়িয়ে থাকেন। বিশ্বের সেরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি ও ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি রয়েছে জার্মানিতে।

২০১২ সালের শেষের দিকে জার্মান সরকার বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করে, যাতে বলা হয় জার্মানিতে পড়তে আসা শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার পাশাপাশি আগের তুলনায় বেশি সময় কাজ করার সুযোগ পাবেন। যা তাদের শিক্ষা ব্যয়ভার মেটাতে সাহায্য করবে। পড়াশুনা শেষ করে একজন ছাত্র বা ছাত্রী চাকরি খোঁজার জন্য ১৮ মাস পর্যন্ত নতুন ভিসা পাবে।

জার্মানি নিরাপত্তার দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম নিরাপদ স্থান। সহজ ও উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম ও জীবনযাত্রার মান এবং সহজেই জার্মান থেকে ইউরোপের অন্য দেশে সুযোগ করে নেবার সুবিধা দেশটিকে করে তুলেছে বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি আকর্ষণীয়।

### বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় নির্বাচনঃ

শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের উপর নির্ভর করবে আপনার সমগ্র ব্যয়। তবে আশার কথা এই যে জার্মানির বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার খরচ দেশটির সরকার বহন করে এবং দেশের শিক্ষার্থীদের মত বিদেশি শিক্ষার্থীরাও বিনা খরচে

শিক্ষার সুযোগ পায়। জার্মানিতে মোট ১৬টি অঙ্গরাজ্য রয়েছে যার ভিতরে ১৪ টিতে সরকার শিক্ষা ব্যয় মড়কুফ করেছে।  
নিচে বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযোগি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা হলঃ

ফ্রী ইউনিভার্সিটি অব বার্লিনঃ বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টির আবস্থান ৮৭ নম্বরে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে সমৃদ্ধ সমাজ বিজ্ঞান, মানবিক ও গবেষণা অনুষদ।  
কর্তৃপক্ষ আশা করছে খুব দ্রুত তারা তাদের মোট শিক্ষার্থীর এক-তৃতীয়াংশ বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী পাবে।

লুদভিক ম্যাস্কিলিয়ান ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখঃ জার্মানির পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এটি একটি। বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে এটিরও রয়েছে শক্ত আবস্থান। মোট ১০০টির বেশি শিক্ষা বিভাগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে।  
প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষার্থীর ১৫ ভাগই বিদেশি। এখানে বেশ কয়েকটি বিভাগ যেমন ব্যবসায়, ব্যবস্থাপনা, মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ রয়েছে।

উল্ল ইউনিভার্সিটিঃ উল্ল ইউনিভার্সিটিতে বেশকিছু বিষয় রয়েছে যেখানে বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতে মাস্টার্স করতে পারে। এসব বিষয়গুলো হলো, অ্যাডভান্সড ম্যাটারিয়াল্স,  
অ্যাডভান্সড অনকোলজি, কম্যুনিকেশন টেকনোলজি,  
এনার্জি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ফিন্যান্স এন্ড মালিকিউলার  
সায়েন্স। শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা সহকারি হিসেবে কাজ  
করারও সুযোগ রয়েছে এখানে।

হাইডেলব্যাগ'ইউনিভার্সিটিঃ হাইডেলব্যাগ বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশিয়া ইনসিটিউট দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক চর্চার জন্য বিখ্যাত।  
এখানে পড়ানো হয় দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা যেমনঃ বাংলা, হিন্দি, উর্দু, তামিল। হয় সংস্কৃতের চর্চাও। জার্মানিতে  
হাইডেলব্যাগ' বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম। সবামিলে এই উচ্চশিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের রয়েছে ১২টি অনুষদ। এর সঙ্গে রয়েছে তিনটি  
গ্রাজুয়েট স্কুল। এই স্কুলগুলো আসলে তিনটি বিভিন্ন  
গবেষণাগার। সেখানে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স  
এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।  
বিশ্ববিদ্যালয় হাইডেলব্যার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে  
প্রায় ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫  
হাজারেরও বেশি অর্থাৎ ১৮ শতাংশ।

### আবেদন প্রক্রিয়া:

জার্মানিতে আবেদনের জন্য মূলত প্রয়োজন বিভিন্ন  
বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের নির্দিষ্ট অনুষদের সাথে যোগাযোগ  
স্থাপন। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো বিদেশে  
উচ্চশিক্ষার জন্য ইন্টারনেটের ব্যবহারের বিষয়ে অনেক  
পিছিয়ে। তারা মূলত বিভিন্ন এজেন্সির সহযোগিতা নিতে বেশি  
আগ্রহী। ভারতীয় এক ছাত্রের প্রচেষ্টার কথা বলি, যিনি  
জার্মানির বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে চাল  
পেয়েছেন একটিতে। সবার প্রথমেই আপনাকে সাহায্য নিতে  
হবে ইন্টারনেট থেকে। প্রথমে সব ইউনিভার্সিটির  
ওয়েবসাইটগুলোর তালিকা করুন। যখন আপনি আপনার  
খরচ, বিষয়, ও আবাসনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়  
খুঁজে পাবেন তখন আপনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা  
অনুযায়ী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের  
নিয়ম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম হলেও এর নির্দেশনা  
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব পেজে পাওয়া যাবে।

বিগত ১০ বছরে জার্মানিতে বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা  
চার/পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেলেও আশংকার কথা এই যে, ভিসা  
প্রাপ্তির জন্য জার্মান ভাষা শিক্ষার ইনষ্টিউটগুলির অফার  
লেটারের অপ-ব্যবহার হচ্ছে যত্রতত্ত্ব। যার ফলে শিক্ষার্থীরা  
ভিসা পাচ্ছে ঠিকই তবে ওই ভিসার সীমাবদ্ধতা থাকছে অনেক  
বেশি। তাই আবেদনের ক্ষেত্রে মাটিভেসন লেটার (আবেদনের  
প্রথম পর্যায়ে নিজের শিক্ষা ও ক্যারিয়ারের বর্ণনা দিয়ে যে চিঠি

লিখা হয়) তৈরি করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-মেইল করা যেতে পারে। ফিরতি ই-মেইলেই তারা আপনাকে জানিয়ে দেবেন পরবর্তিতে আপনাকে কি করতে হবে। আর একবার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অফার লেটার পেলে ভিসাপ্রোগ্রাম সহজ।

জার্মানীতে যেতে আগ্রহী ব্যক্তিকে তার নিজ দেশের জার্মান অ্যাস্বেসীতে ভিসার আবেদন করতে হয়। বাংলাদেশের নাগরিকগণ ঢাকাস্থ জার্মান অ্যাস্বেসীতে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি অনুমোদন করেন তবে দৃতাবাস কর্তৃপক্ষ প্রার্থীকে ভিসা প্রদান করবেন। ভিসার জন্য সাধারণত যে জিনিসগুলো প্রয়োজন তা হল-

- ২টি যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় ডিলারেশন লেটারের অনুলিপি
- ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- মূল পাসপোর্ট এবং এর ফটোকপি
- যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাবেন সেখান থেকে ইস্যুকৃত ‘Letter of Acceptance’
- আর্থিক স্বচ্ছতার প্রমানপত্র ও এর ফটোকপি (যা প্রমান করবে জার্মানীতে অবস্থানকালীন সময়ে আপনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছ অবস্থানে থাকবেন।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাডেমিক রেফারেন্স লেটার।

এছাড়া, আবেদনের ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য পাবেন জার্মানির ঢাকাস্থ দৃতাবাসের ওয়েবসাইট- <http://www.dhaka.diplo.de/>

বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (BSA) এর ওয়েবসাইট- <http://www.bsa-germany.de>

আরও ভিজিট করতে পারেন- <http://www.daad.de> এবং  
ফেসবুকেও বেশকিছু গ্রুপ রয়েছে যেখানে জার্মান প্রবাসি  
শিক্ষার্থীরা দেশি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা  
করে থাকেন।

### সমগ্র খরচ ও বৃত্তির সুযোগঃ

প্রথমেই বলা হয়েছে সরকারি স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তরের  
জন্য কোনো টিউশন ফি নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের  
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং স্ট্রুডেন্ট ইউনিয়নের জন্য প্রতি  
সেমিস্টারে ৪০০ থেকে ৭২০ ইউরো নেওয়া হয়। আবাসন ও  
খাওয়া-দাওয়ার ব্যয়ের জন্য সরকারি হিসাব অনুসারে আপনার  
প্রতিমাসে প্রয়োজন ৫০০ ইউরো। জার্মানিতে চিকিৎসা বীমা  
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনেক ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক। এর  
জন্য আপনার প্রতি চার মাস অন্তরে প্রয়োজন ৭০ ইউরো।  
সবমিলে বলা যায়, এ সকল দিক দিয়ে জার্মানি বেশ ব্যয়বহুল।  
তবে আশার কথা এই যে, জার্মান সরকার বিদেশি দরিদ্র  
শিক্ষার্থীদের জন্য বেশকিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। যেমন  
DAAD প্রতি বছর ১৩০০ ভারতীয় শিক্ষার্থীকে জার্মানিতে  
উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দেয়। জার্মানিতে পড়তে আসা  
যেকোনো অ-সচ্ছল শিক্ষার্থী এ সকল বৃত্তির জন্য আবেদন  
করতে পারেন। এ বিষয়ে উল্ল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যায়নরত  
বাংলাদেশি ছাত্রী ফাহমিদা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে  
বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর ডয়েশল্যান্ড স্টিপেন্ডিয়ুম  
নামে বৃত্তির জন্য আবেদন করেছিলাম। তবে প্রথম বছর সেটা  
না পেলেও দ্বিতীয় বছর পেয়েছি। এছাড়াও যে সকল প্রতিষ্ঠান  
দরিদ্র ও অসচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকেন  
তাদের মধ্যে রয়েছে- কনরাড আডেনাওয়ার ফাউন্ডেশন,  
হাইনরিশ বেয়েল ফাউন্ডেশন, ফ্রীডরিশ এবার্ট ফাউন্ডেশন,  
বোরিংগার ইংগেলহাইম ফাউন্ডেশন ইত্যাদি।

# Interesting Facts About Germany.....!!!

By [Jakir Hossin](#) on [Monday, October 26, 2015 at 4:24 PM](#)

*Do you think, you know a lot of things about Germany? Here are some interesting facts that you might never heard before.*

1. With 81 million people Germany has the largest population in the European Union. Germany is one of the most densely populated countries in the world.
2. One third of the country is still covered in forests and woodlands.
3. Germany is the seventh-largest country in Europe covering an area of 137,847 square miles, of which 34,836 square miles is covered by land and 3,011 square miles contains water.
4. Germany is composed of sixteen states. The states have their own constitution and are largely autonomous in regard to their internal organization. At the municipal level, Germany is divided into 403 districts (Kreise), of which 301 are rural districts and 102 urban districts. Bavaria is the largest state.
5. Germany shares borders with nine other countries – Denmark, Poland, the Czech Republic, Austria, Switzerland, France, Belgium, Luxembourg and the Netherlands.
6. Germany is the EU's largest economy – with a gross domestic product (GDP) of 3.73 trillion USD, and lies fourth place in the world behind the US, China and Japan.
7. Germany is one of the world's largest car producers – selling 5.9 million cars in 2011. VW's Golf is one of the best selling cars of all time: in 2012 it year it sold more than 430,000 Golfs around Europe (125,000 ahead of its nearest rival). In 2013, the top-selling car

- brands in Germany were Volkswagen, Mercedes. Audi and BMW.
8. Berlin has the largest train station in Europe.
  9. Berlin is 9 times bigger than Paris and has more bridges than Venice.
  10. The following cities have all at one time or another been capitals of Germany: Aachen, Regensburg, Frankfurt-am-Main, Nuremberg, Berlin, Weimar, Bonn (and East Berlin), and, since 1990, Berlin again.
  11. The first printed book was in German.
  12. Germany is one of the world's leading book nations – publishing around 94,000 titles every year.
  13. The first magazine ever seen was launched in 1663 in Germany.
  14. Germany was the first country in the world to adopt Daylight saving time – DST, also known as summer time. This occurred in 1916, in the midst of WWI.
  15. When JFK visited Berlin, he infamously said “Ich bin ein Berliner,” which also translates to “I am a jelly donut.”
  16. 65% of the Autobahn (highway) has no speed limit.
  17. German is the most widely taught third language across the world.
  18. German remains the language with the most native speakers in Europe.
  19. Germany, Switzerland, Austria, Luxembourg and Liechtenstein have German as the official language.
  20. Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamengesellschaft is the longest word to be published. It is 79 letters long.
  21. There are thirty five dialects of the German language.
  22. College is free for everyone (even non-Germans).
  23. There are over 300 different kinds of bread in Germany.
  24. There are over 1,000 kinds of sausages in Germany.
  25. Beer is considered as a food in Bavaria officially.
  26. There are over 1,500 different beers in Germany.

27. Smoking is banned in public places but drinking alcohol is still legal.
28. After the Irish, the Germans are those consume the most beer, making Germany the second largest consumer of Beer.
29. The biggest Beer Festival in the world is of course the Oktoberfest in Munich, Bavaria, where the size of the beer glass is not 500ml but a whole liter!
30. To get ONE beer in Germany, you show your thumb. To show your first finger means that you want 2 beers: one with the thumb, and one with the finger.
31. There are more football (soccer for the North Americans) fan clubs in Germany than anywhere else in the world.
32. Germany has (once) lost a penalty shootout in a major football competition. It was in 1976 when the then West Germany lost a shootout 5-3 in in the European Championships against Czechoslovakia. On the four other occasions the Germans have been involved in one, they won.
33. The Christmas tree (Tannenbaum) tradition came from Germany.
34. Germany has over 400 zoos, the most in the world.
35. Chancellor Angela Merkel has a Barbie doll made after her.
36. Toilet paper in Germany has the softness and consistency of paper towels.
37. Most taxis in Germany are Mercedes.
38. Holocaust denial is either implicitly or explicitly a crime in 17 countries, including Germany and Austria.
39. There are over 150 castles in Germany.
40. The world's narrowest street is in Reutlingen. It is called Spreuerhofstrasse and is 31 cm (one foot) wide at its narrowest point.
41. The Chancellor's office in Berlin is known locally as as the “washing machine”.

42. Germany is a leader in climate and energy policies – it made a decision in 2011 to decommission all nuclear power stations (then producing around 18 percent of electricity consumed) by 2022 and to replace them with renewable energies and new storage for green electricity.
43. In Germany there's no punishment for a prisoner who tries to escape from jail, because it is a basic human instinct to be free.

# জার্মানিতে পড়তে আসবেন, কি প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন?

Shahab U Ahmed · Friday, October 9, 2015

১. এখানে আপনি জার্মান কিংবা ইংলিশ যে ভাষাতেই কোর্স করুননা কেন দেশ থেকে এখানে আসার আগেই জার্মান ভাষার উপর দক্ষতা নিন.
২. জার্মানির প্রাথমিক স্টুডেন্ট ভিসা মাত্র তিন মাসের. আর এ তিন মাস কাজের কোনো অনুমতি নেই. সুতরাং স্টাডি করতে আসার আগেই তিন মাসের খরচপাতি (কম করে হলেও প্রায় ১৫০০-২০০০ ইউরো) সঙ্গে করে নিয়ে আসুন.
৩. ভুলেও দালালদের খণ্ডে পরবেন না. নিজেই আবেদন করুন. আবেদন করা ও ডকুমেন্ট পাঠাতে খুব বেশি খরচও নেই. জেনে রাখবেন যেকোনো অনলাইন আবেদন সম্পর্ক ফ্রি আর ইউনিভার্সিটিতে কাগজপত্র পাঠাতে খরচ মাত্র ১৫০০-২০০০ টাকার মধ্যেই সম্ভব.
৪. বর্তমানে এদেশে পড়তে আসার আগেই ব্লক একাউন্ট খুলতে হয় এবং প্রায় ৮০০০ ইউরো সেখানে অবশ্যই জমা রাখতে হয়. ব্লক একাউন্ট ওপেন করা খুব কঠিন কোনো কাজ নয় বরং এস্বেসীর ওয়েবসাইট এ চোখ রাখলেই আপনি নিজেই পুরো কাজ শেষ করতে পারবেন.
৫. আপনি কোন সাবজেক্ট এ এখানে পড়তে আসবেন, সেটা সম্পর্কে ভালো ধারণা নিন. মনে রাখবেন কর্মসূচি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্টদের জন্য এদেশ কখনই উপযুক্ত জায়গা নয়.
৫. ফার্মাসির স্টুডেন্টদের বলছি, এদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপর সরাসরি কিংবা আশেপাশের

কোর্স ও নেই. বরং ফার্মাসিস্টদের ইউকে, ইউ এস এ কিংবা  
কানাডার কথাই মাথায় রাখা উচিত হবে.

৬. অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের জন্য জার্মান শিক্ষা  
ব্যবস্থা খুবই চমত্কার. তবে জব মার্কেট এ যেতে হলে ইংলিশ  
এর পাশাপাশি জার্মান ভাষার উপর খুবই দক্ষতা থাকা জরুরি.

৭. যারা জব করার নিয়তে এখানে আসতে চান তাদের জন্য  
বরং আবুধাবি-দুবাই কিংবা অন্য কোনো এরাবিয়ান দেশ ই হবে  
মঙ্গলজনক.

৮. এদেশে লং টার্ম অবস্থান করা কিংবা পিআর পাওয়ার কথা  
যারা ভাবছেন, তাদের উচিত হবে এদেশীয় ভাষার উপর সম্পূর্ণ  
দখল রাখা.

অনেক তত্ত্ব হাজির করলাম, আর বেশি নয়.....

# uni-assist এর মাধ্যমে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনঃ

Faysal Ahmed · Sunday, September 20, 2015

বলা যায় জার্মানির কেন্দ্রীয় ভর্তি বা এডমিশন এর সব কিছু দেখাশুনা করে ইউনি-এসিস্ট (uni-assist) নামের এই সংস্থাটি। জার্মানির অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স অথবা ব্যচেলরের জন্য আবেদন করতে হয় uni-assist এর মাধ্যমে। আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু subject এ আবেদন করতে হয় এর মাধ্যমে। জার্মানির ১৬ টি রাজ্যের মোট ১৬৯ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে uni-assist এর মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে আবেদনের শুরুতেই আপনাকে একটি অনলাইন অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে uni-assist এ। অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে আপনাকে প্রথমে <http://www.uni-assist.de/> এই লিঙ্কে যেতে হবে। লিঙ্কে গিয়েই গ্রেট ব্রিটেনের প্রতাকায় ক্লিক করবেন তাহলে সম্পূর্ণ লেখাটি ইংরেজিতে পড়তে পারবেন। এর পরবর্তীতে আপনি APPLICANT'S PORTAL অথবা BEWERBER-PORTAL এ গিয়ে Link to the uni-assist online portal for applicants অথবা Link zum uni-assist Online-Portal für Studienbewerber এ ক্লিক করবেন তাহলে আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য যে পেইজটি দরকার সেই পেইজটি ওপেন হবে <https://www.uni-assist.de/online/>। আপনি আবারও গ্রেট ব্রিটেনের প্রতাকায় ক্লিক করে ভাষা পরিবর্তন করে নিতে পারেন। ওই পেইজের REGISTRATION এ ক্লিক করলে নতুন একটি পেইজ ওপেন হবে <https://www.uni-assist.de/online/Frontend/Registrierung/index> যে পেইজে আপনি আপনার যাবতীয় সকল তথ্য step by step দিয়ে uni-assist এর মাধ্যমে আবেদন এর জন্য একটি অনলাইন অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। যেকোনো অপশনে লাল তারকা সাইন মানে হচ্ছে ওই অপশনটি আপনাকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অ্যাকাউন্ট ওপেন করার পরে

আপনি অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে BASIC QUESTIONS অপশনে গিয়ে সকল Questions এর Answer দিতে হবে।  
পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে SEARCH STUDY OFFERS এ ক্লিক করে আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবজেক্ট সিলেক্ট করে Create Application অপশনে ক্লিক করে আবেদন করতে শুরু করা। আবেদন করতে গিয়ে আপনাকে step by step কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং Allocate Files অপশনে গিয়ে আবেদন করার জন্য যাবতীয় ফাইল আপলোড দিতে হবে।  
যেমন ধরুন এস এস সি, এইচ এস সি, ব্যচেলর এবং মাস্টার্সের সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট, সিভি, রিকমেন্ডেশন লেটার, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সাবজেক্টে আবেদন করবেন ওই  
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সাবজেক্টের জন্য মোটিভেশন লেটার ইত্যাদি। Allocate Files অপশনে যাবতীয় ফাইল আপলোড দেয়ার পরে Continue ক্লিক করলে Print Application অপশন আসবে এবং এই অপশনে ক্লিক করলে Application document এর pdf ফাইলটি download হয়ে যাবে।  
পরবর্তীতে এই  
ডকুমেন্টটি স্বাক্ষর করে আবার Allocate Files অপশনে গিয়ে আপলোড দিতে হবে।  
সবশেষে Submit online অপশনে গিয়ে পেইজের নিচের দিকে লিখাটি পরে বাম পাশে ক্লিক করে submit online এ ক্লিক করবেন।  
ব্যস হয়ে গেলো uni-assist এর মাধ্যমে application।  
পরবর্তীতে আপনি যতবার নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করবেন, পদ্ধতি একই শুধু আপনাকে নতুন করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোটিভেশন লেটার এবং application document টি Allocate Files অপশনে গিয়ে আপলোড দিতে হবে।  
কাজ কিন্তু এখানেই শেষ নয়।  
Application document, সিভি, মোটিভেশন লেটার, এস এস সি, এইচ এস সি, ব্যচেলর এবং মাস্টার্সের সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট, রিকমেন্ডেশন লেটার সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট নোটারি করে Uni-assist এর এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। (name of University) „c / o uni-assist „Geneststraße 5 „D-10829 Berlin, Germany.  
ডকুমেন্টস নোটারি করে একবার পাঠালেই চলবে।  
Uni-assist এর application fee প্রথমবারের জন্য ৭৫ ইউরো

এবং পরবর্তী সকল appliation এর জন্য ১৫ ইউরো করে।  
ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই টাকা জমা দেয়া যায় অথবা Dutch  
Bangla Bank এর মাধ্যমে অনেক সহজেই পাঠাতে পারেন। যে  
অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবেনঃ Beneficiary: uni-assist „IBAN:  
DE62100208900019055272 „BIC / SWIFT code:  
HYVEDEDEM488 „Branch: HypoVereinsbank branch  
„Berlin-Charlottenburg „Leibniz Strasse 100 „D-10625 Berlin,  
Germany.

# অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-১

জামান · Thursday, June 22, 2017

অফার লেটার পাওয়ার পর কোনমতেই সময় নষ্ট করা যাবেনা।  
আপনাকে ধাপে ধাপে নীচের কাজগুলো করে ফেলতে হবে.....  
ধাপ-১: ব্লকড একাউন্ট ওপেন

ডয়েচে ব্যাংক এর ওয়েবসাইট থেকে প্রথমে নির্দিষ্ট ফরম  
ডাউনলোড করে নির্ভুল ভাবে পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণ  
করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন সিগনেচারের ব্যাপারটা।  
কোনমতে আগেই সিগনেচার করবেননা, মূলত যে ৩টি  
সিগনেচারের ঘর আছে সেগুলো এন্সেসিতে গিয়ে অফিসারের  
সামনে সিগনেচার করতে হবে। সিগনেচার অবশ্যই  
পাসপোর্টের সিগনেচারের সাথে মিল থাকতে হবে। আপনারা  
নীচের লিঙ্কে গিয়ে ফরম ডাউনলোড করতে পারেন.....

[https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/002\\_00000\\_00\\_DBEN\\_164\\_WWW\\_ER\\_O\\_BV\\_BE\\_150714\\_\(IB\).pdf](https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/002_00000_00_DBEN_164_WWW_ER_O_BV_BE_150714_(IB).pdf)

ফরম পূরণ করার পর আপনার বা আপনা পিতার নামে  
বাংলাদেশের যেকোন ব্যাংকে কমপক্ষে ৮ লক্ষ টাকা আছে  
সেই ডকুমেন্ট সংগ্রহ করবেন। এরপর আপনার কাজ হবে  
ডকুমেন্ট পাঠানোর ইনভেলপ ক্রয় করা। আপনি বনানীর  
FedEx এর শাখায় গিয়ে তাঁদের ইনভেলপ কিনবেন। FedEx এর  
বনানী শাখার ঠিকানা:

Bangladesh Express Co. Ltd. House # 16, Road # 10/A, Block H Banani Com. Area Dhaka 1213

পূরণকৃত ফরমের ২ কপি, ব্যাংক স্ট্যাট্মেন্ট, পাসপোর্টের  
ফটোকপি ও মূল কপি, অফার লেটার ও কলম নিয়ে রবিবার  
থেকে বুধবার যেকোন একদিন ঠিক ১:৩০ মিনিটে চলে যাবেন  
জার্মান এন্সেসিতে। নির্দিষ্ট কাউন্টারে পূরণকৃত ফরম ও উপরে  
উল্লেখিত ডকুমেন্ট জমা দিয়ে দিবেন। ব্লক একাউন্টের ফরম  
জমা দেয়া শেষ হলে সরাসরি বাসায় গিয়ে ঘুম দিতে পারেন  
একটানা কিছুদিন।

**ধাপ-২: ব্লকড একাউন্টে টাকা পাঠানো**  
জার্মানিতে আসার ক্ষেত্রে এই ধাপটি হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। এই  
ধাপটি পার করতে গিয়ে আপনার উপর যথেষ্ট শারীরিক আর  
মানসিক চাপের সৃষ্টি হবে। এর জন্যই ধাপ-১ এর শেষে  
একটানা কিছুদিন ঘুমানোর কথা বলেছি।

আপনার ফরমটি কুরিয়ার করার পর ৭-১০ দিনের মধ্যে  
ইমেইলে একাউন্ট নাম্বার পাবেন।

এখন কাজ হবে ব্লকড একাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রোসেসিং  
করা। যাদের টাকা আছে তাঁদের ক্ষেত্রে মানসিক টেনশন  
কিছুটা কম, কিন্তু যাদের অবস্থা আমার মত তাঁদের জন্য সাত  
সমন্ব্য তের নদী পার হওয়ার মত কঠিন। ( প্রানপ্রিয় ভাইদের  
অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবেনা, কিছু ভাইদের  
সহযোগিতা এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমি কঠিন  
এই ধাপটি পাঢ় করতে পেড়েছিলাম।)

টাকা জোগাড় হওয়ার পর আপাতত টাকাটা নিরাপদে রেখে  
চলে যাবেন মতিঝিলের বক চতুরে অবস্থিত ঢাকা ব্যাংকের  
ফরেইন এক্সচেঞ্জ শাখায়। ওখানে গিয়ে যিনি স্টুডেন্ট ফাইল  
দেখাশুনা করেন উনার সাথে বিস্তারিত কথা বললেই কিভাবে  
কি করতে হবে উনি বলে দিবেন।

স্টুডেন্ট ফাইল ওপেন করতে নিম্নবর্ণিত অরিজিনাল  
ডকুমেন্টস গুলো লাগবে...

- ১। অফার লেটার ( with tution fee and living cost declaration)
- ২। সকল একাডেমিক সার্টিফিকেট ৩। সকল মার্ক সীট ৪।  
IELTS/GMAT/GRE ৫। পাসপোর্ট ৬। পাসপোর্ট সাইজের ছবি  
২ কপি

উপরে বর্ণিত সবগুলো ডকুমেন্ট এর ২ কপি করে ফটোকপি  
নিতে হবে।

ঢাকা ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য ব্যাংকে যোগাযোগ করতে পারেন।  
আর যদি আপনাদের কারো আত্মীয় স্বজন ইউরোপের কোনো  
দেশে থেকে থাকেন তাহলে এত ঝামেলার দরকার নাই,  
সরাসরি উনি আপনার একাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিতে পারবেন।

মূল কথা আপনার একাউন্টে ৮৭৪০ ইউরো (চার্জ সহ ৮৭৯০ ইউরো) গেলেই হবে, কিভাবে গেল সেটা দেখার বিষয় নয়।  
মনে রাখবেন এই ধাপটি পার হতে বেশ সময়ের দরকার হয়,  
তাই সময় নষ্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব প্রোসেসিং শুরু করতে  
হবে।

ব্যাংকের মাধ্যমে যারা টাকা পাঠাবেন তারা স্ক্রিনেন্ট ফাইল  
ওপেন হওয়ার সাথে সাথেই টাকা পাঠিয়ে দিবেন। স্ক্রিনেন্ট  
ফাইল ওপেন হতে ১২-১৫ দিন সময় লাগে। আপনাকে মোট  
৮৭৯০ ইউরো ট্রান্সফার করতে হবে। সাথে ব্যাংকের চার্জ  
আছে।

এই ধাপটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে যেকোন তথ্যের জন্য আমাদের  
ফেসবুক গ্রুপে প্রশ্ন করতে পারবেন। ইনশাঅল্লাহ্ আমরা  
আপনার প্রশ্নের উত্তর সাথে সাথে দিতে চেষ্টা করব।  
এরপর দেখুনঃ অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-২

মোঃ শামসুজ্জামান (জামান)

Bioengineering

Rhine-Waal University of Applied Sciences

Kleve, Germany

# অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-২

জামান · Saturday, June 24, 2017

আগের পর্বে ([অফার লেটার পাওয়ার পর করণীয়-১](#))

আলোচনা করেছি ব্লকড একাউন্ট নিয়ে। আজ আলোচনা করব ব্লকড একাউন্টে টাকা পাঠানোর পর করনীয় ধাপ গুলো নিয়ে।

ধাপ-৩: হেলথ ইনসুরেন্স

ভিসা সাক্ষাৎকারে যে কয়েকটি ডকুমেন্টস লাগবে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হেলথ ইনসুরেন্স। জার্মান এস্বেসির ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে কোথায় কোথায় ইনসুরেন্স করলে উনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। নিচে ইনসুরেন্স গুলোর নাম দেওয়া হল-

01. Asia Pacific General Insurance Company Ltd.
02. Bangladesh General Insurance Company Ltd.
03. Bangladesh National Insurance Co. Ltd.
04. Central Insurance Company Ltd.
05. Delta Life Insurance Company Ltd.
06. Dhaka Insurance Limited
07. Eastern Insurance Company Ltd.
08. Eastland Insurance Company Ltd.
09. Green Delta Insurance
10. Jiban Bima Corporation
11. Mercentile Insurance Company Ltd.
12. Paramount Insurance Company Limited
13. Phoenix Insurance Company Ltd.
14. Pragati Insurance Limited
15. Prime Insurance Company Limited
16. Sadharan Bima Corporation
17. Sena Kalyan Insurance Company Ltd.
18. Sikder Insurance Company Limited
19. Sonar Bangla Insurance Limited
20. United Insurance Company Ltd.

আপনারা নিজেরা নিচের লিঙ্কে গিয়ে লিস্ট দেখতে পারেন-

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1808788/Daten/4524399/Merkblaetter\\_Krankenversicherung\\_Download.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1808788/Daten/4524399/Merkblaetter_Krankenversicherung_Download.pdf)

লিস্ট থেকে যে ইনসুয়ারন্সে সবচেয়ে কম টাকা নিবে সেখানেই ইনসুয়ারন্স করবেন। কারন বেশি টাকা দিয়ে ইনসুয়ারন্স করলে আপনি ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বেশি পয়েন্ট পেয়ে এগিয়ে থাকবেন এমন কিন্তু না, দশ হাজার টাকা দিয়ে ইনসুয়ারন্স করা যে কথা এক হাজার টাকা দিয়ে ইনসুয়ারন্স করা একই কথা। ইনসুয়ারন্স করবেন ৯০ দিনের জন্য, এর বেশি দিনের জন্য করতে গেলে বেশি টাকা লাগবে। ইনসুয়ারন্স করতে গেলে যা লাগবে-

১। পাসপোর্ট

২। অফার লেটার

ইনসুয়ারন্স করতে সাধারণত ১-২ ঘণ্টা সময় লাগে। আপনি ওখানে বসে থেকেই ইনসুয়ারন্স এর ডকুমেন্ট নিয়ে আসতে পারবেন। ঢাকার মতিঝিলে প্রায় সবগুলো ইনসুয়ারন্সের প্রধান শাখা।

ধাপ-৪: Online student visa appointment পদ্ধতি

২০১৫ সালের ১৯শে মে থেকে জার্মান এন্ডেসি ভিসা আবেদনকারীদের জন্য অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। আপনারা নীচের লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবেন-

[http://www.dhaka.diplo.de/Vertretung/dhaka/en/02/0Einreise\\_Hauptbereich.html](http://www.dhaka.diplo.de/Vertretung/dhaka/en/02/0Einreise_Hauptbereich.html)

লিঙ্কে ঢুকে [visaappointment system Dhaka](#) ক্লিক করবেন। এরপর একটা পেজ আসবে, আপনি [Continue](#) ক্লিক করে পরের পেজে যাবেন। এখানে National Visa (D-Visa) নিচে [Continue](#) তে ক্লিক করে পরের পেজে আবার [Continue](#) তে ক্লিক করবেন। একটা বক্স আসবে যেখানে আপনাকে ছবিতে যা দেখবেন তা লিখে [Continue](#) তে ক্লিক করে যে তারিখ গুলো খালি আছে সেগুলোর লিস্ট চলে আসবে। আপনি আপনার সুবিধামত তারিখে ক্লিক করে যে ইনফরমেশন গুলো দিতে বলবে সেগুলো দেওয়ার কয়েক মিনিটের মাথায় কনফার্মেশন ইমেইল পাবেন যা আপনাকে প্রিন্ট করতে হবে।

আপনার মেইলে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট cancel করার জন্য, যদি কোন কারণে মনে হয় আপনি ঐদিন প্রস্তুত না ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য তাহলে অবশ্যই আগের দিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট cancel করবেন। আপনি যতবার ইচ্ছা ততবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবেন cancel করে।

ধাপ-৫: ভিসা সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি

অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার পর এখন কাজ হবে

ভিসাসাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। নির্দিষ্ট তারিখের আগেই আপনার সকল কাগজপত্র গুছিয়ে নিন। লক্ষ্য রাখবেন যেন কোন ডকুমেন্ট ভুলে না ফেলে যান। সকল কাগজপত্রের ২ সেট করে ফটোকপি করে ফেলবেন। দয়া করে কেউ স্ক্যান করে প্রিন্ট করতে যাবেননা, স্ক্যান কপি গ্রহণযোগ্য নয়। কি কি লাগবে তা নীচের লিঙ্ক থেকে দেখে নিন-

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1669296/Daten/6229118/Merkblaetter\\_Studentenvisa\\_Download.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1669296/Daten/6229118/Merkblaetter_Studentenvisa_Download.pdf)

নগদ নিবেন ২৬-২৭ হাজার টাকা যাতে করে প্রয়োজনে সাথে সাথে ব্যবহার করতে পারেন। ভিসা এপ্লিকেশন ফরমের জন্য ২ কপি এবং ১ কপি এক্সট্রা ছবি তুলতে হবে জার্মান এস্বেসির নিয়ম অনুসারে। গুলশানে এমন অনেক স্টুডিও আছে যারা এস্বেসির জন্য ছবি তুলে থাকে। নীচের লিঙ্কে গিয়ে দেখতে পারেন কি ধরনের ছবি তুলতে হবে-

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1858028/Daten/149685/Passbild\\_Schablone\\_Erwachsene\\_Download.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1858028/Daten/149685/Passbild_Schablone_Erwachsene_Download.pdf)

লিঙ্কে সবকিছু থাকলেও আমি নিচে একটা লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি কি কি কাগজপত্র সাথে নিতে হবে (অরিজিনাল + ২ সেট ফটোকপি)-

- ইমেইলে পাওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর কপি (এইটা দেখিয়ে এস্বেসিতে প্রবেশ করতে হবে)
- ভিসা এপ্লিকেশন ফরম
- ৩ কপি ছবি
- এডমিশন লেটার
- ব্লকড একাউন্ট সার্টিফিকেট

- হেলথ ইনস্যুরেন্স
- এস এস সি ও এইচ এস সি সার্টিফিকেট
- এস এস সি ও এইচ এস সি ট্রান্সক্রিপ্ট
- ব্যাচেলর্স ও মাস্টার্স সার্টিফিকেট
- ব্যাচেলর্স ও মাস্টার্স ট্রান্সক্রিপ্ট
- IELTS সার্টিফিকেট
- পাসপোর্ট
- নগদ টাকা

মোঃ শামসুজ্জামান (জামান)

Bioengineering

Rhine-Waal University of Applied Sciences

Kleve, Germany

# একাডেমীক সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট সহ অন্যান্য ডকুমেন্টের সত্ত্বায়ন এর বিস্তারিত

By [Nur Mohammad](#) on [Wednesday, September 9, 2015 at 1:33 AM](#)

আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীরা এইচএসসি বা  
ব্যাচেলর/মাস্টার কমান্ডেলের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপকে  
বেছে নেয়। সেই অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেকে প্রস্তুত করে  
এবং পাশাপাশি সকল কাগজপত্র আপডেট করে থাকে।

আপনারা লক্ষ্য করবেন, প্রায় সংখ্যক ইউরোপিয়ান

বিশ্ববিদ্যালয় গুলির ওয়েবসাইটে “High School

Diploma/Bachelor Diploma with Apostillation or

legalization from the Embassy in the country” এর অর্থ হল

আপনার সর্বশেষ মূল সার্টিফিকেট এবং ট্র্যান্সক্রিপ্ট এস্বাসি  
কৃতক সত্যায়িত হতে হবে/হ্যাঁ বন্ধুরা আমি আজ একাডেমীক  
সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের সত্ত্বায়ন প্রক্রিয়া সহ এই সংক্রান্ত  
আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

## A. সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ফটোকপি সত্ত্বায়নের নমুনা:

এই লিঙ্কে এর কিছু নমুনা দেওয়া আছে। যারা সর্বশেষ পরীক্ষার  
সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট লেমোনেটিং করিয়েছেন। তারা  
নীলক্ষেত্র থেকে লেমোনেটিং উঠাতে পারবেন। প্রতি পেইজ  
চার্জ ৪০ ট নিবে। সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট অবশ্যই  
লেমোনেটিং বিহীন হতেই হবে।

**B. কে বা কারা আমার সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের  
সত্ত্বায়ন করবে:**

ইউরোপে উচ্চ শিক্ষা নিতে হলে সর্বপ্রথম আপনার সর্বশেষ  
পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট শিক্ষা বোর্ডে  
/বিশ্ববিদ্যালয় + শিক্ষা মন্ত্রণালয় + পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + সংশ্লিষ্ট  
এন্ডাসি থেকে সত্ত্বায়ন করতে হবে।

**C. সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের সত্ত্বায়নের বিস্তারিত  
প্রক্রিয়া:**

সত্ত্বায়নের পূর্বে আপনার মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয় কে জিজ্ঞেস  
করে নিবেন কোন কোন সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট সত্ত্বায়ন  
প্রয়োজন। সে অনুযায়ী সত্ত্বায়ন করবেন। সাধারণত  
ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় গুলি সর্বশেষ পরীক্ষার  
সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের সত্ত্বায়ন চায়।

**I. যদি আপনি আন্তর গ্র্যাজুয়েট হন,**

প্রথমত, এইচএসসি সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ০১  
কপি ফটোকপি সহ আপনার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা  
নিয়ন্ত্রক থেকে সত্ত্বায়ন করবেন। এর জন্য আপনাকে প্রতি  
পেইজ সত্ত্বায়ন ফী ২৫- ২৫০ট দিতে হবে। সর্বচ্ছ ০৪ দিন  
লাগতে পারে।

**II.** যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট হন (তখন আপনার এসএসসি বা এইচএসসির সার্টিফিকেট সত্তায়ননের প্রয়োজন নেই যদি আপনার মনোনীত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় করতে মানা করে) সেক্ষেত্রেঃ

প্রথমত, ব্যাচেলর সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ০১ কপি ফটোকপি সহ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থেকে সত্তায়ন করবেন। এর জন্য আপনাকে প্রতি পেইজ সত্তায়ন ফী ১৫০-২০০ট দিতে হবে। সর্বচ্ছে ০২ দিন লাগতে পারে। (উল্লেখ্য শুধুমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার থেকে সত্তায়ন করাবেন)। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিনামূল্য সত্তায়ন করে দেয়।

**III.** পরের ধাপগুলি আন্তর গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট স্বার জন্য পালনীয়ঃ

**দ্বিতীয়ত,** শিক্ষা বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সত্তায়নকৃত সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ফটোকপিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিনামূল্যে সত্তায়ন করতে পারবেন। সকাল ১০.০০ মিনিটে জমা দিবেন ঐ দিনেই বিকাল ৩.০০ মিনিটে পেয়ে যাবেন।

**তৃতীয়ত,** শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্তায়নকৃত সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ফটোকপিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিনামূল্যে সত্তায়ন করতে পারবেন। সকাল ৯.৩০ মিনিটে জমা দিবেন ঐ দিনেই বিকাল ৩.৩০ মিনিটে পেয়ে যাবেন।

**চতুর্থত,** পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্ত্বায়নকৃত সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের শুধুমাত্র ফটোকপিটি নোটারাইজ (নোটারি পাবলিক) করবেন। এর জন্য আপনাকে প্রতি পেইজ ৫-১০ট দিতে হবে। ২০ মিনিটের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

**সতর্কীকরণঃ** আমি আবারও বলছি শুধুমাত্র ফটোকপিটি নোটারাইজ করবেন। ভুলেও মূল সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট নোটারাইজ করবেন না।

**পঞ্চমত,** পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্ত্বায়নকৃত সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ফটোকপিটি আপনার সংশ্লিষ্ট এস্বাসি থেকে সত্ত্বায়ন করবেন। এর জন্য আপনাকে প্রতি পেইজ নির্দিস্ত পরিমাণ সত্ত্বায়ন ফী দিতে হবে। এস্বাসির ওয়েবসাইট থেকে ফী এর পরিমাণ জেনে নিন।

**নোটঃ** আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, উপরের ইংরেজি উক্তিতে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট এস্বাসি থেকে সত্ত্বায়নের কথা বলা হয়েছে, সুতরাং কেন শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় + শিক্ষা মন্ত্রণালয় + পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্ত্বায়ন করব? ইউরোপিয়ান এস্বাসি গুলি তখনি সত্ত্বায়ন করবে যখন আপনার সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সত্ত্বায়ন দেখবে। অন্যথায় তাঁরা সত্ত্বায়ন করবে না। একি ব্যাপার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সত্ত্বায়ন ছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সত্ত্বায়ন করবে না। আবার শিক্ষা বোর্ডে /বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্ত্বায়ন ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় করবে না। এসএসসি, এইচএসির রেজিস্ট্রেসান, প্রবেশ পত্র ইত্যাদি

ডকুমেন্ট হারিয়ে গিয়ে থাকলে কোন সমস্যা নেই। এই গুলির কোনরূপ কাজ আর লাগবে না।

**সাধারণত সর্বশেষ এস্বাসি কর্তৃক সন্তোষনের ধাপটি  
এডমিসানের পর বা ভিসা ইন্টারভিউর সময় করা হয়ে  
থাকে।**

#### D. ইলিজিবল ফর হাইয়ার স্টাডিস:

প্রায় সংখ্যক ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় গুলির ওয়েবসাইটে “a statement from Embassy, that your Diploma enables you to proceed to higher level of education in the country” or “your Diploma are required for the nostrification.” এই লেখাটি দেখা যায়। এর অর্থ হল এস্বাসি আপনার পক্ষে সাটিফাই করবে যে, আপনি উচ্চ শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম বা যোগ্য। আপনার যোগ্যতার এই সনদের নাম Eligible for Higher Studies বা Certificate of Nostrification.

#### E. সর্বপ্রথম ইলিজিবল ফর হাইয়ার স্টাডিস সাটিফিকেটটি কে আপনাকে প্রদান করবে:

##### i. যদি আপনি আন্তার গ্র্যাজুয়েট হন,

প্রথমত, আপনার কলেজের অধক্ষ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আপনার পক্ষে উক্ত বিষয়ে একটি ফরওয়ার্ডিং লেটার পাঠাবে। তারপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড আপনাকে ইংরেজি ভাষায় একটি সনদ প্রদান করবে। যেটার নাম হল Eligible for Higher Studies বা Certificate of Nostrification.

ii. যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট হন,

প্রথমত, আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আপনাকে ইংরেজি ভাষায় একটি সনদ প্রদান করবে। যেটার নাম হল Eligible for Higher Studies বা Certificate of Nostrification.

iii. আন্দার গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েট গন পরবর্তীতে ইলিজিবল ফর হাইয়ার স্টাডিস সার্টিফিকেটটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় + পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারি পাবলিক + সংশ্লিষ্ট এস্বাসি থেকে সত্তায়ন করতে হবে।

নোটঃ এই ক্ষেত্রে মূল ইলিজিবল ফর হাইয়ার স্টাডিস সার্টিফিকেটটি নোটারাইজ করতে কোন সমস্যা নেই।

F. পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটঃ

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের ব্যাক পেইজে অবশ্যই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সত্তায়ন অবশ্যই থাকতে হবে। (সত্তায়ন প্রক্রিয়া মূল কপিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ করবেন)।

G. একাডেমিক সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ব্যাতিত আর কি কি কাগজপত্র সত্তায়নের প্রয়োজনঃ

সাধারণত একাডেমিক সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ব্যাতিত অন্য কোন কাগজ সত্তায়নের প্রয়োজন

পরে না। যাইহোক আপনি এই বিষয়ের তথ্য সংশ্লিষ্ট এস্বাসি  
থেকে জেনে নিবেন।

## অতিরিক্ত যে সমস্ত কাগজের সত্তায়ন লাগতে পারে:

- I.      ব্যাংক সার্টিফিকেট/স্টেইটমেন্ট (সত্তায়ন প্রক্রিয়া মূল  
কপি অর্থ বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় + পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় +  
নোটারাইজ + সংশ্লিষ্ট এস্বাসি)।
- II.     মেডিক্যাল সার্টিফিকেট (সত্তায়ন প্রক্রিয়া মূল কপি  
সংশ্লিষ্ট এলাকার সিভিল সার্জন + স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় + পররাষ্ট্র  
মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ করবেন)।
- III.    ১ম ০৫ পেইজেরপাসপোর্টের ফটোকপি। (সত্তায়ন  
প্রক্রিয়া ফটোকপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ করবেন)।
- IV.     ইংরেজি ভাষায় বার্থ সার্টিফিকেট (সত্তায়ন প্রক্রিয়া  
মূল কপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ করবেন)।

**নোট:** আপনার সংশ্লিষ্ট এস্বাসি যদি উপরোক্ত অতিরিক্ত  
কাগজের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সত্তায়ন যদি চায় তাহলে করবেন  
নয়তো অহেতুক সত্তায়নের প্রয়োজন নেই। এসএসসি  
এইচএসির রেজিস্ট্রেসান, প্রবেশ পত্র, সিভি, রিকমেনডেসান  
লেটার, মাটিভেসান লেটারের, অফার লেটার ইত্যাদির  
কোনোরূপ সত্তায়ন বা নোটারাইজের কোন প্রয়োজন নেই।

**লেখকঃ শাওন নোমান**

# আমার ভিসা ইন্টারভিউ অভিজ্ঞতা: ৬ ই অগস্ট, ২০১৪।

By [Faysal Ahmed](#) on [Monday, November 30, 2015 at 12:58 PM](#)

আমার ভিসা ইন্টারভিউ অভিজ্ঞতা:

Q. Which University are you wanted to enroll?

A. Technical University of Munich.

Q. In which subject?

A. Masters in Consumer Affairs.

Q. Explain about your course?

A. Masters in Consumer Affairs is an EURECA and double degree program. Few Universities in the world offer this course, in Germany only TUM offer this course. This course including four semesters and 120 ECTS. Then I just describe the course context .....

Q. What is the relation of your degree already done with this course?

A. Already I done bachelor and masters in marketing, in marketing consumer is thinking as a king. After completing masters on consumer affairs, I will able to learn consumer behavior, consumer decision making style, consumer policy, negotiation strategy, all these are directly relate with marketing.

Q. From Which University are you got Bachelor degree?

A. Comilla University.

Q. Is it public or private University?

A. Public University, from 2006 it launched.

Q. What is your study plan?

A. By maintaining master degree in Consumer Affairs, I am really willing to build my career as a consumer affairs specialist. So after completing master, if I have opportunity to do PHD, then obviously I do that. Otherwise I will come back to Bangladesh and willing to work as a consumer affairs specialist in Bangladesh. Because Bangladesh is now observing economic growth, so it is better opportunity for me to work in MNC's or private firm.

Q. Which Multi National Companies operate their business in Bangladesh?

A. Unilever, Telenor, Marico Bangladesh Ltd, Nestle Bangladesh Ltd.

Q. What are the products of Nestle in Bangladesh?

A. Nescafe, Nestea, Maggi Noodles.

Q. Did you complete bachelor?

A. Yes, I do bachelor and Masters.

Q. Why you secondly willing to do Masters?

A. Yes I did masters, but which degree I am willing to obtain is really impressive, It is European Master degree program and also have the opportunity to take double degree with partner

university of TUM. And knowledge gathered from this course, I can apply in the market.

Q. What are you doing now?

A. Now I am lecturer of National College of Education, its a private University college.

Q. Who is the Principle of your College?

A. Professor Golam Mostofa Mia, ex principle of Narsingdi Governmet College.

Q. Are you got Payment slip?

A. Yes

Interviewer: Ok you can go, and after payment please come back again to collect your applicant paper.

Me: Thank you.

# জার্মান মানুষ বা জার্মান ভিসা নিয়ে বাংলাদেশিদের মাঝে কিছু ভুল ধারণা

By [Nur Mohammad](#) on [Sunday, August 30, 2015 at 3:52 AM](#)

এই পোষ্টে কিছু প্রচলিত ভুল ধারণার উত্তর দেবার চেষ্টা  
করলাম।

প্রশ্ন: জার্মানরা ইংলিশ জানলেও বলতে চায় না আসলেই কি  
তাই?

উত্তর: না এটা সঠিক না। জার্মানদের মাঝে যারা বয়স্ক তারা  
টুকটাক ইংরেজি জানে কিন্তু ইয়াং জেনারেশনের প্রায় সবাই  
ইংরেজি জানে। যে কোন সময় যে কোন বিপদে আপনি যে  
কারো সাথে চিন্তা ছাড়া ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। নিজে  
ইংরেজি না জানলেও প্রয়োজনে আরেকজনকে ডেকে নিয়ে  
এসে আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন: শুনেছি জার্মানরা Arrogant বা দান্তিক বা অহংকারী।  
আমরা কি ওইখানে জার্মান না জানা ছাড়া জব করতে পারব?

উত্তর এটাও ভুল ধারণা। জার্মানিতে অনেক বাংলাদেশি আছে  
এইখানে পড়াশুনার শেষে জার্মান জানা ছাড়া ফুল টাইম চাকরি  
করছে। এমনও আছে অনেক আইটি ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ  
থেকে সরাসরি এখানে চাকরি নিয়ে আসছে, তাও আবার কোন  
জার্মান জানা ছাড়া। তাছাড়া অনেক জার্মান আছে যারা বিভিন্ন  
বাংলাদেশিদের অধীনে চাকরি করছে।

**প্রশ্ন:** শুনেছি জার্মানরা রেসিস্ট বা বণ্বাদী। আমরা বাংলাদেশিরা কালো চামড়ার তাই এখানে কিছু করা যাবে না। সত্যি নাকি?

**উত্তর:** এটা ১০০% মিথ্যা। এই কথা মূলতও যারা জার্মানিতে অনেক অনেক আগে আসা বাংলাদেশীদের থেকে (প্রায় ২০ বা ২৫ বছর আগে আসা) বেশি শুনা যায় যা সত্যি না। জার্মানির প্রায় তিনি ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা বিদেশি বা বিদেশী বংশোদ্ভূত যারা এখানে চাকরি, ব্যবসা থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ই আছে।

**প্রশ্ন:** জার্মান ভাষা কোর্স A1 করলেই শুনছি ভিসা দিয়ে দেয়। কতটা সত্যি?

**উত্তর:** নতুন নিয়ম অনুযায়ী আপনি জার্মানিতে জার্মান ভাষায় পড়তে চাইলে বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই B1(A1+A2+B1) পর্যন্তও ভাষা কোর্স করতে হবে। আর তার সাথে IELTS ও লাগবে। আর আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে আপনার শুধু IELTS হলেই হবে।

**প্রশ্ন** ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করলে কি জার্মানিতে স্টুডেন্ট হিসেবে চান্স পাবার সন্তুষ্টি কি সরকারি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করার চাইতে কম থাকে?

**উত্তর** একদমই না। আপনি সরকারি ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেখান থেকেই পাশ করে আবেদন করেন না কেন এখান্কার ইউনিভার্সিটি আপনার এডমিশনের আবেদন সমান ভাবেই বিবেচনা করবে। এখান্কার অনেক ইউনিভার্সিটিতে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ

করা ছাত্রের এডমিশন হয়েছে যেখানে সরকারি ইউনিভার্সিটি  
থেকে পাশ করা ছাত্রের হয়নি।

প্রশ্ন: এটা কি সত্যি আমার নামে মোহাম্মদ থাকলে জার্মান  
এস্বাসিনাকি ভিসা দিতে চায় না? উত্তর: আপনার নামের আগে  
বা পরে মোহাম্মদ, আহাম্মদ বা অন্য যে কোন আরবি শব্দ  
থাকলে ভিসার সিদ্ধান্তে কোন প্রভাব পড়ে না। এখানে  
মোহাম্মদ নামটা এতই পরিচিত যে ক্লাসে ৭ বা ৮ জন বিভিন্ন  
দেশ থেকে আসা মোহাম্মদ পাওয়া বিচিত্র কিছু না।

প্রশ্ন আমি ছোট কাল থেকে মুখে দাঁড়ি রাখছি। এখন এটা কি  
ভিসার জন্য কোন সমস্যা?

উত্তর: ভিসার সিদ্ধান্তে মুখে দাঁড়ি রাখা না রাখাতে কোন প্রভাব  
পড়ে না। জার্মানিতে কোন অসুবিধা ছাড়া বিশাল দাঁড়ির  
অধিকারি অসংখ্য ব্যক্তি ছাত্র বা বিজনেস ভিসা নিয়ে নিয়মিত  
আসছে।

প্রশ্ন: আমার অতীতে সকল পড়ালেখা মাদ্রাসাতে। এটা কি  
ছাত্র ভিসার আবেদনের জন্য কোন সমস্যা? উত্তর: এটা কোন  
ব্যাপার না। জার্মান এমব্যাসিতে ছাত্র ভিসা আবেদনের জন্য  
জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিশন লেটারটাই মূল। আপনি  
আগে কি মাধ্যমে পড়েছেন তা ভিসা অফিসার বিবেচনা  
করবেন। এখানে অতীতে অনেক মাদ্রাসাতে পড়া ছাত্র আছে।

**প্রশ্ন:** জার্মানিতে মুসলমান আছে তো বা আমি চাইলে ঠিক মত ধর্মপালন করতে পারবো তো ?

**উত্তর:** জার্মানির জনসংখ্যার একটা বড় অংশ মুসলমান। এখানে আপনি এতই নিশ্চিন্তে, নিরাপদে, স্বাধীনভাবে ধর্ম কর্ম পালন করতে পারবেন যে মাঝে মাঝে মনে হবে আপনি অনেক মুসলিম দেশ থেকে বেশি নিরাপদ। আর এখানে মসজিদ আর হালাল মাংসের দোকান প্রতিটা শহরেই কম বেশী আছে। আপনি শুধু যা মিস করবেন তাহলো প্রকাশ্যে আজান শুনা।

**প্রশ্ন:** এটা কি ঠিক শুনেছি যে জার্মানিতে আসলে নাকি চাই অথবা না চাই এলকোহল নাকি খাইতেই হবে না হলে ঠাণ্ডায় বাঁচা যাবে না, আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এলকোহল না খেলে জার্মানরা রাগ করে?

**উত্তর:** একদমি ঠিক না। এখানে অনেক জার্মান আছে যারা ব্যক্তিগতভাবে বা ভালো স্থিষ্ঠান হবার কারণে জীবনে এক বিন্দু এলকোহল ও খায় নাই। আসলে এলকোহল এর সাথে ঠাণ্ডার কোন সম্পর্ক নাই। এখানে একদমই এলকোহল না খাওয়াটা পুরোপুরি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বন্ধুদের সাথে বসলে বা কোন অনুষ্ঠানে এলকোহল না খেলে আপনার জন্য নন এলকোহলিক ড্রিক্স এর ব্যবস্থা থাকে। যেমন ফলের জুস বা কোলা। এই নিয়ে কেউ আপনাকে জোরাজুরি করবে না। বরং জোরাজুরি করলে আপনার বাংলাদেশী বন্ধুই করতে পারে অথবা প্রেস্টিজের হাইকোর্ট দেখাতে পারে।

**লেখক:** জনাব নূর মোহাম্মদ

# যেসব ভিডিও দেখে বিদেশে যেভাবে কারো সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই আসবেন।

By [Nur Mohammad](#) on [Saturday, September 5, 2015 at 3:41 AM](#)

যারা বিদেশে আসার ব্যাপারে মোটামুটি বিভিন্ন আর্টিকেল পড়তে পড়তে ক্লান্ত তাদের জন্যই এই চেষ্টা। ইন্টারনেটে বাংলা এবং ইংরেজিতে খুবই ভাল মানের কিছু ভিডিও আছে যা দেখে দেখেই কারওসাহায্য ছাড়াই ভাল ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা যায়। ভিডিও দেখে শিখার সুবিধা হল এটা যেকোনো জায়গাতে যেকোনো অবস্থাতে দেখে সময়কে কাজে লাগানো যায়। আর ভিডিও নাটক বা সিনেমার মত আরেকটা বিনোদনের মাধ্যম হওয়ার কারণে দুই তিনবার দেখলেই ভাল ভাবে মনেবসে যায়। তাই অনেকগুলি আর্টিকেল পড়েও যে কাজ হয়না অনেক সময় ভিডিও টিউটোরিয়ালে তার চাইতে ভাল কাজ হয়। আশা করি নিজের মোবাইলে ভিডিওগুলি ডাউনলোড করা থাকলে ব্যক্ততার অযুহাতে বিদেশের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে আর কোন সময় অপচয় হবেনা। আমি ইন্টারনেট থেকে খুব ভাল ভাবে খোঁজ করে আমাদের ভাইদের জন্যসকল ভিডিওকে এক জায়গাতে নিয়ে আশা করলাম। তার সাথে দিয়ে দিলাম প্রতিটা ভিডিওর বর্ণনা এবং লিঙ্ক। আশা করি আপনারা সময় অপচয় না করে এই সব ভিডিও দেখে নিজেদের প্রস্তুত করবেন।

১। আপনার প্রথম ভিডিও দেখা শুরু করবেন এই ভিডিও দেখে। পুরো ভিডিওটি বাংলাতে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা কেন করব? অসাধারন ভিডিওটি দেখার লিঙ্ক

[https://www.youtube.com/watch?v=m8OqHCHF\\_pw](https://www.youtube.com/watch?v=m8OqHCHF_pw)

২। তারপর দেখবেন সাড়ে ১০ মিনিটের এই বাংলা ভিডিও যার  
নাম বিদেশে উচ্চশিক্ষার পথে যাত্রা

ভিডিও দেখার লিঙ্ক <http://vimeo.com/66480141>

৩। কি কি পরীক্ষা দিতে হয় বিদেশে উচ্চশিক্ষায় প্রস্তুতি নেবার  
জন্য। প্রতিটা পরীক্ষা নিয়ে ভাল ধারণা পাবেন মাত্র ৭ মিনিটের  
এই বাংলা ভিডিওতে <https://vimeo.com/56742042>

৪। এরপর স্কলারশিপ এবং ফাস্টিং নিয়ে বিস্তারিত পাবেন এই ৯  
মিনিটের ভিডিওতে যা পুরোপুরি বাংলাতে  
<http://vimeo.com/57668363>

৫। কিভাবে ইউনিভার্সিটি বাছাই করবেন সেসবের বিস্তারিত  
পাবেন এই ৯ মিনিটের বাংলা ভিডিওতে  
<http://vimeo.com/57125132>

৬। ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে আবেদন করবেন তা বিস্তারিত  
ভাবে বাংলাতে বর্ণনা করা হয়েছে দুই পর্বের ভিডিওতে। পর্ব ১  
হলও ১৪ মিনিটের একটি বাংলা ভিডিও। ভিডিও দেখার লিঙ্ক  
<https://www.youtube.com/watch?v=uFQGY9OXhWE>

আর পর্ব ২ হল ২৩ মিনিটের আরেকটি বাংলা ভিডিও। ভিডিও  
দেখার লিঙ্ক  
[https://www.youtube.com/watch?v=pKxdRZVdV\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=pKxdRZVdV_Y)

৭। ইউনিভার্সিটিতে আবেদনপত্র পাঠানোর খুঁটিনাটি পাবেন  
১৫ মিনিটের এই বাংলা ভিডিওতে <http://vimeo.com/58168015>)

৮। স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এর পরিচিতি এটা কি কাজে লাগে  
ইত্যাদি জেনে নিন এই ১৩ মিনিটের বাংলা ভিডিওতে  
<http://vimeo.com/58691900> আর স্টেটমেন্ট অফ পারপাস  
কিভাবে লিখবেন তা আছে এই সাড়ে ১১ মিনিটের বাংলা  
ভিডিওতে <http://vimeo.com/59707840>

৯। লেটার অফ রিকমেন্ডেশন কিভাবে লিখবেন তা নিয়ে  
বিস্তারিত এই ১৫ মিনিটের বাংলা ভিডিওতে  
<http://vimeo.com/61322508>

সবাইকে ধন্যবাদ।

লেখকঃ নুর মোহাম্মাদ

# দরকারি তথ্যবলি : জার্মানিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সচরাচর যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়.

By [Shahab U Ahmed](#) on [Saturday, November 29, 2014 at 2:26 AM](#)

১. ভাষাগত সমস্যা, জার্মান ভাষা না জানলে এখানে চলাফেরা করা খুবই কঠিন.
২. ভালো আবাসন এর ব্যবস্থা করা অনেক কষ্টকর ব্যপার, সেই সাথে বাসা ভাড়া তো আছেই!
৩. অধিকাংশ শাক সবজির দাম ই আকাশচুম্বি.
৪. রাতের বেলা ঘাতাঘাত করা খুবই দুরহ ব্যপার এবং সরকারী ঘানবাহন পাওয়া তো অনেক কঠিন হয়ে যায়.
৫. শীত প্রধান দেশের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে খাপখাওয়ানো অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যপার.

৬. এখানে সবাই নিজ নিজ কাজে চরম ব্যস্ত, তাঁই অবসর  
সময়ে ( খুব কমই জোটে) আড়োবার্জি করার মত লোক পাওয়া  
প্রায় অসম্ভব.

৭. ঝিস্টান প্রধান দেশ হওয়াতে এখানে বাংলাদেশের মত  
"রাস্তার পাশেই মসজিদ" কথাটি অচিন্তনীয়.

৮. জার্মানদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোটা অনেক  
কঠিন কাজ কারণ ওদের শিক্ষার মূল বিষয় ই হচ্ছে:  
প্রাকটিক্যাল কাজ কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা মূলত থিওরি  
ভিত্তিক.

৯. নিজের পড়াশুনার ক্ষেত্রভিত্তিক ভালো চাকরি পাওয়া  
সত্যিই অনেক কঠিন বিশেষত ভাষাগত সমস্যার কারণে.

১০. পছন্দনীয় কোর্স খুঁজে পাওয়া একটু চ্যালেঞ্জিং ব্যপার.

১১. জার্মানি তে চুল কাটানো খুব ব্যয়বহুল, সাধারণত একবার  
চুল কাটাতে গেলেই বাংলাদেশী টাকায় কমপক্ষে ৮০০ - ১২০০  
টাকা (স্থান ভেদে) নাপিতকে অবশ্যই দিতে হয়.

# **দরকারি তথ্যবলি : How to create a block account according to new rule?**

By [Iqbal Tuhin](#) on [Sunday, September 28, 2014 at 10:23 PM](#)

নতুন নিয়মে ব্লক অ্যাকাউন্ট করতে কি লাগবে, কোথায় করবো, কিভাবে করবো ...???

১ অক্টোবর ২০১৪ থেকে জার্মান এস্বাসিতে স্টুডেন্টদের ব্লক অ্যাকাউন্ট এর নিয়ম পাল্টে গেছে। এখন থেকে বাংলাদেশের কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক এ ব্লক অ্যাকাউন্ট করলে হবে না, এখন থেকে তা করতে হবে জার্মানির কোন ব্যাংক থেকে। অনেকে এটা নিয়ে খুব ভয় আছে, তাদেরকে বলব ভয় পাবার কারণ নেই। এটা আসলে খুব ভালো হল প্রকৃত স্টুডেন্টদের জন্য, কারণ এর মাধ্যমে ভিসা পাবার হার বাড়বে বলে মনে হয়।

তাহলে আসুন দেখে নেওয়া যাক নিয়ম টা কি ?

**লিংকঃ**

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1669296/Daten/4639425/Merkblaetter\\_Studentenvisa\\_Download.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1669296/Daten/4639425/Merkblaetter_Studentenvisa_Download.pdf)

ব্লক অ্যাকাউন্ট টা আসলে কি ও কেন?

ব্লক অ্যাকাউন্ট(Sperrkonto) হল এমন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাতে আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রাখতে হবে যা আপনি চাইলেই এক সাথে তুলতে পারবেন না। আপনাকে দেওয়া হবে মাসিক ৭২০ ইউরো করে। সাধারণত ব্লক অ্যাকাউন্ট এ রাখতে হয় ৮৬৪০ ইউরো এক বছর এর জন্য।

কেন ব্লক অ্যাকাউন্টঃ ব্লক অ্যাকাউন্ট হল আপনি জার্মানিতে আপনার পড়াশুনা চালাতে সক্ষম এটা প্রমানের জন্য।

কোথায় খুলবো ব্লক অ্যাকাউন্ট?

নতুন নিয়ম অনুসারে আপনাকে অবশ্যই জার্মানির যে কোন ব্যাংক এ ব্লক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। ব্লক অ্যাকাউন্ট এর জন্য জার্মানিতে আমার মতে Deutsche Bank হল সব চেয়ে নির্ভর যোগ্য।

কি ভাবে খুলবো?

১। আপনাকে Deutsche Bank এর ওয়েবসাইট থেকে ব্লক অ্যাকাউন্ট এর আবেদন ডাউনলোড করে নিতে হবে।

লিংকঃ [https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit\\_finanzierung-db\\_international\\_opening\\_a\\_bank\\_account\\_for\\_foreign\\_students.pdf](https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit_finanzierung-db_international_opening_a_bank_account_for_foreign_students.pdf)

২। কম্পিউটারে আপনার আবেদন ফর্মটি পূরণ করে নিন ও ২ কপি প্রিন্ট করে নিন। একটা আপনার জন্য আর অন্যটি ব্যাংক এর জন্য।

৩। এবার আপনাকে পাসপোর্ট ও তার এক কপি ফটোকপি, ইউনিভাসিটি অফার লেটার এর ফটোকপি ও ব্যাংক এর ব্লক অ্যাকাউন্ট এর পূরণ করা আবেদন ফর্ম সহ যেতে হবে জার্মান এমব্যাসিতে তাদের নিকট থেকে অনুমোদন করার জন্য।

৪। এরপর আপনাকে অনুমোদিত ব্লক অ্যাকাউন্ট এর পূরণ করা আবেদন ফর্ম, পাসপোর্ট এর ফটোকপি, ইউনিভাসিটি অফার লেটারের ফটোকপি পাঠাতে হবে Deutsche Bank এর ঠিকানাতে।

ঠিকানাঃ

**Deutsche Bank,**

**Privat- und Geschäftskunden AG Spezialservice,**

**Ausländische Studenten,**

**Alter Wall 53,**

**20457 Hamburg, Germany.**

৫। অ্যাকাউন্ট খুলতে কত দিন লাগবে?

জার্মানি থেকে অ্যাকাউন্ট খুলতে সাধারণত ১ সপ্তাহ লাগে, তবে যেহেতু বাংলাদেশ থেকে ২/৩ সপ্তাহ মত লাগতে পারে। তবে সেমিস্টার শুরুর আগে ব্লক অ্যাকাউন্ট খোলার অনেক চাপ থাকার কারনে আরও বেশি সময় লাগতে পারে।

## ৬। অ্যাকাউন্ট খোলা হইয়াছে কি ভাবে জানবো?

আপনাকে ইমেইল এর মাধ্যমে আপনার অ্যাকাউন্ট এর বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে। ইনবন্স এর সাথে সাথে spam এও একটু খেয়াল রাখতে হবে।

## ৭। টাকা কি ভাবে পাঠাবো?

আপনি বা আপনার হয়ে যেকেউ যেকোন দেশ থেকে ৮০৪০ ইউরো + সার্ভিস চার্জ ৫০ ইউর আপনার জার্মান ব্লক অ্যাকাউন্ট এ পাঠিয়ে দিতে হবে। তার জন্য লাগবে আপনার ইন্টারন্যাশনাল বাংক কোড ও অন্যান্য তথ্য। আপনি ইচ্ছে করলে টাকা এক সাথে বা কম বেশি করে পাঠাতে পারেন বা যত টাকা দেখাতে বলা হইয়াছে তার থেকে বেশি দেখাতে পারেন তবে, আপনার কাছে পুরো টাকা পাঠানোর পর একবারই নোটিফিকেশন আসবে।

## ৮। কি ভাবে জানবো টাকা জমা হল আমার ব্লক অ্যাকাউন্ট এ?

পুরো টাকা টা আপনার ব্লক অ্যাকাউন্ট এ জমা হলে আপনি এবং জার্মান এস্বাসি অটোমেটিক ভাবে নোটিফিকেশন পাবেন।

৯। টাকা পাবো কি ভাবে ?

আপনি জার্মানি তে গিয়ে Deutsche Bank এ চলে যাবেন  
আপনার পাসপোর্ট সহ আর বাকি কাজে সহযোগিতা করবে  
Deutsche Bank। শুধু আপনাকে থাকতে হবে সাইন করার জন্য  
( :

১০। আমি কি এ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাধারন ব্যাংক এর মতো  
ব্যবহার করতে পারবো ? পারলে কত চার্জ দিতে হবে?

জি সাধারন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর মতো ব্যবহার করতে  
পারবেন। স্টুডেন্টদের জন্য কোন চার্জ নাই সাধারণত। এটা  
কে Zero konto বলে।

১১। যদি আমার ভিসা না হয় তাহলে টাকা কিভাবে ব্যাক পাব?

আপনার ভিসা না হলে আপনাকে জার্মান এস্বাসি একটা  
ডকুমেন্ট ইস্যু করবে যাতে অ্যাকাউন্ট অফ করা ও টাকা ব্যাক  
করার নিদেশনা থাকবে। Visa refusal লেটার এক্ষেত্রে  
গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। আরও কিছু প্রশ্ন আছে ভাইজান কি করবো? আরও কিছু  
তথ্য জানার আছে যে।

সরাসরি চলে যান Deutsche Bank এর ওয়েবসাইট ও FAQs এ।

**লিংকঃ** [https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto\\_international-students-en.html#myaccordion\\_10767](https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html#myaccordion_10767)

১৩। ভাই মনে আজগুবি এক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যার উত্তর  
এখানে নাই কি করবো?

সরাসরি Deutsche Bank কে ইমেইল করুন, ওদের সিস্টেম  
থেকে।

**লিংকঃ** [https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto\\_international-students-en.html#myaccordion\\_12586](https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html#myaccordion_12586)

আশা করি এর পর আর কোন প্রশ্ন থাকবেনো। সবার জন্য শুভ  
কামনা রাখলো।

আল্লাহ্ হাফিয়।

**তথ্যসূত্রঃ**

German Embassy Dhaka & Deutsche Bank.

\*\* আশা করি অন্য গ্রুপ এর কেউ অনুমতি ছাড়া কম্পি  
করবেন না।

# ভিসা না হলে যে ভাবে ব্লক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে টাকা ফেরত পেতে হবে।

By [Iqbal Tuhin](#) on [Sunday, December 27, 2015 at 4:45 PM](#)

ভিসা না হলে ব্লক অ্যাকাউন্ট অফ ও টাকা ফেরত পেতে হলে  
সর্বশেষ নিয়ম অনুসারে নিচের কাজগুলো করতে হবে।

# আপনার ভিসা না হলে আপনাকে জার্মান এস্বাসি একটা  
ডকুমেন্ট ইস্যু করবে যাতে অ্যাকাউন্ট অফ করা ও টাকা ব্যাক  
করার নির্দেশনা থাকবে। Visa refusal লেটার এক্ষেত্রে  
গ্রহণযোগ্য নয়।

# আপনার বা আপনার আইনানুগ মনোনীত প্রতিনিধির  
স্বাক্ষরিত যুক্ত Closing order। যেটার মধ্যে থাকবেঃ

- বেনেফিশিয়ারির নাম ও ঠিকানা।
- বেনেফিশিয়ারির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার, sort code যদি  
থাকে বা IBAN ও BIC/SWIFT কোড।
- বেনেফিশিয়ারির ব্যাংক এর নাম ও ঠিকানা।
- Closing order পাবেন এই  
ওয়েবসাইটে [https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit\\_finanzierung-db\\_international\\_closing\\_order.pdf](https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit_finanzierung-db_international_closing_order.pdf)

# সকল ডকুমেন্টের আসল কপি পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়ঃ

Deutsche Bank Privat- und Geschaeftskunden

AGAuslaendische

StudentenAlter Wall 53

20457 Hamburg

Germany

\*\* সকল ডকুমেন্টের আসল কপি পাঠাতে হবে।

\*\* নিয়ম-কানুনগুলো পরিবর্তন ঘোগ্য তাই সর্বশেষ তথ্য  
পেতে Deutsch Bank এর ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন বা তাদের  
সাথে ঘোগাঘোগ করুন।

তথ্যসূত্রঃ [https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto\\_international-students-en.html#myaccordion\\_10778](https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html#myaccordion_10778) ও এক  
শিক্ষার্থীর Deutsche Bank থেকে পাওয়া এই সংক্রান্ত ইমেল।

# জার্মানিতে ছাত্র ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধা!!! ইউরোপের অন্য দেশের সাথে তুলনা!!!

By [Nur Mohammad](#) on [Monday, August 17, 2015 at 7:18 AM](#)

১। জার্মানিতে এখনও পড়াশুনা প্রায় ফ্রী। তারপরও প্রতি সেমিস্টারের শুরুতে একটা ছোট অংকের টাকা দিতে হয়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে ৭৫ ইউরো থেকে প্রায় ৩০০ ইউরো হতে পারে।

২। সব চাইতে আজব হলো ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এইখানে প্রায় বড় প্রদেশ গুলিতে ভিতরে যত শহর আছে সকল শহরে সকল যোগাযোগ ফ্রী। যেমন NRW, Hessen, Thüringen প্রদেশ। প্রদেশ গুলিতে শুধু বাস, ট্রাম, ট্রেন বা মেট্রোতে বসলেই হল ভাবতে হয়না টিকেট কাটার কথা।

৩। জার্মানিতে কিছু বড় বড় শহর আছে যারা নিজেরাও প্রদেশের সমান মর্যাদা রাখে। সেখানেও আছে এমন ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সকল যোগাযোগ ফ্রী সুবিধা। যেমন বার্লিন, হামবুর্গ, ব্রেমেন।

৪। জার্মানিতে বাংলাদেশ থেকে আসার পর পরই যখন ভিসা বাড়ানো হয় তখন একসাথে অটোম্যাটিক ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যায়। যদিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা বছরে ১২০ পূর্ণদিন বা বছরে ২৪০ অর্ধ দিন চাকরি করতে পারে। লক্ষণীয় ইউরোপের অন্য দেশের মতো এখানে সপ্তাহে কত ঘন্টা করা যাবে এমন কোন বিধি নিষেধ নাই।

৫। এখানে চাকরির এই বছরে ১২০ পূর্ণদিন বা বছরে ২৪০ অর্ধ দিনের আয় দিয়ে পড়াশুনা, নিজের থাকা খাওয়ার খরচ আরামে চলে আসে। তাই অন্য দেশের মতো সেমিস্টার গ্যাপ দিয়ে পড়াশুনার খরচ উঠানোর কোনো প্রয়োজন হয় না।

৬। জার্মানিতে মূলভাষা জার্মান হলেও সকল ছাত্র ছাত্রীরা

ইংরেজি দিয়েও বিভিন্ন পার্ট টাইম জব করে যাচ্ছে।

৭। এখানে সেমিস্টার ব্ৰেকেৰ সময় (যেমন সামাৱ, বা ক্ৰিস্টমাসেৰ বন্ধে) বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানিগুলিতে চাকৱি কৱা যায়। যেমন মাসিডিজ বেঞ্জ, ভক্সওয়াগন, আমাজন ইত্যাদি। এই দুই তিন মাসেৰ আয়েৰ টাকা দিয়ে শুধু নিজেৰ খৰচি উঠে না সাথে দেশ থেকেও ঘুৱে আশা যায়। আৱ ও মজাৱ ব্যাপাৱ হলও এইসব চাকৱী কৱতে বেশীৱৰভাগ সময় কোনো জার্মান ভাষা জানা লাগেনা।

৮। এইখানে ভিসা renew সাধাৱণত যাওয়াৱ পৰপৱৰ্হ হাতে হাতে কৱে ফেলে। (যদি ভিসা অফিসাৱ আপনাৱ কাগজ দেখে সন্তুষ্ট থাকে)। অন্য দেশে ভিসা বাঢ়াতে অনেক সময় এক মাসেৰ বেশী লাগায়।

৯। জার্মানিতে ছাত্ৰ থাকা অবস্থায় আপনাৱ আয় থেকে যত টাকা ট্যাঙ্ক দিবেন তা সব চাইতে সৰ্বনিম্ন। আৱ ও মজাৱ ব্যাপাৱ হল তাও আপনি বছৰ শেষে ফেৱত পাবেন।

তাহলে আৱ দেৱি কেন?

# ===== Degree of F..R..E..E..D..O..M.. =====

By [Iqbal Tuhin](#) on [Thursday, July 30, 2015 at 4:35 AM](#)

## লেখকঃ ডক্টর রুহুল খান

আমার পিএইচডির সুপারভাইজার বলেছিলেনঃ যেদিন তুমি  
পিএইচডি ডিগ্রী পাবে সেদিন তোমার জীবন পরিবর্তন হয়ে  
যাবে। ১৪ ই জুলাই ২০০৬ সনে যেদিন পিএইচডি ডিগ্রীটা  
পেলাম সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি। মনে হয়েছিল, একই  
আকাশ..... একই বাতাস..... একই মানুষ..... একই দুনিয়া  
। দিন যেতে থাকল, একদিন খেয়াল করলাম, সূর্য যেন পশ্চিম  
দিকে উদিত হল। চারিদিকে ফুল আর ফুল, এ যেন এক বসন্ত।  
যারা আমাকে অবহেলা করত তারা হাওয়ায় মিশে গেল। দুষ্ট  
লোক গুলোর সব দুষ্টামি গুলো কিভাবে যেন আগেই টের পেয়ে  
যেতে থাকলাম। ভাল আর মন্দ কে বিচার করতে শিখলাম।  
কেউ আমাকে প্রতারিত করতে পারছে না। দেখতে পেলাম,  
চারিদিকে অনেক অনেক ভাল মানুষও আছে, যারা  
সত্যিকারের মানুষ, তাদের কে বন্ধু হিসেবে পেলাম। এটা  
কিভাবে হল? এত সম্মান কোথা থেকে এলো? এক ভীতু ছেলে,  
এক সাহসী ছেলেতে রূপান্তরিত হল, এটা কিভাবে সম্ভব হল  
?তাহলে কি, সেই কথাটাই সত্য... PhD is Nothing but Critical  
Thinking ?পিএইচডির মানে হলঃ Doctor of Philosophy,  
সংক্ষেপে বলে PhD। আমরা জানি Philosophy মানে হল  
দর্শনশাস্ত্র (বা ফিলোসফি)। কিন্তু এই ফিলোসফি আর ঐ  
ফিলোসফি এক না। Doctor of Philosophy এসেছে ল্যাটিন  
ভাষা থেকে (Philosophiae Doctor)। ল্যাটিন ভাষা (বা আদি  
গ্রীক) অনুযায়ী Philosophiae এর অর্থ হল Love of Wisdom  
আর Doctor এর অর্থ হল To Teach or Teacher। তাই, যিনি  
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ (The Highest Academic Award)  
ডিগ্রীটা (PhD) নিবেন তারই দায়িত্ব থাকবে, সেই ডিগ্রীর মান-

মর্যাদা ধরে রাখার। পিএইচডি ডিগ্রী নেওয়ার পর অহংকারী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই ডিগ্রী মুক্তি দিবে হিংসা থেকে, অহংকার থেকে, গোড়ামি থেকে, দারিদ্র্যতা থেকে, প্রতারণা থেকে। বলছি পিএইচডি সংক্রান্ত এক মজার গল্প। আমার লেখা বিভিন্ন সাইট/দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার পর দেখেছি অনেকেই শেয়ার করে। কোন লেখাতে “ডক্টর রহুল খান” লিখি আবার কোনটিতে শুধু “রহুল খান” লিখি। কিছুদিন আগে দেখলাম, কোন একজনের ফেসবুকে আমার এক লেখার নীচে এক ছেলে লিখেছেঃ ‘এই ডক্টোরেট হালা ক্যারা ?’ আরেক ছেলে লিখেছেঃ ‘না, না, উনি ডক্টোরেট না, উনি তো রহুল খান, তার কিছু লেখা পড়েছি’। মান-সম্মান অল্লের জন্য রক্ষা পেয়েছিল, ভাগিয়স ছেলেটা জানে না যে আমার ডক্টোরেট ডিগ্রী টা আছে। অহেতুক কে গালি খেতে চায় ? বুঝতে পারলাম, পিএইচডি ডিগ্রী টা নেয়ার পর দুই একজনের কাছে হিংসার পাত্র হয়ে গেলাম, সেটাই বা মন্দ কিসের !!!! পিএইচডি যে সাধারণ কোন ডিগ্রী না, গল্প টা সেটারই প্রমাণ করে। এই জীবনে সবচেয়ে বেশী খণ্ডি যদি কারো কাছে হয়ে থাকি, সে আমার পিএইচডি-র কাছে। এক নতুন দুনিয়া দেখলাম। আমার কাছে এটা কোন সাধারণ ডিগ্রী না, A Degree of Freedom আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে আজ আমার বলতে ইচ্ছা করে ... My Doctorate Degree is my F...R...E...E ...D...O...M নতুন এক দুনিয়া দেখতে চাইলে পিএইচডি যে করতেই হবে। সবার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা।

# জার্মানিতে পড়তে চান? এক ওয়েবসাইটেই সব তথ্য

By [Iqbal Tuhin](#) on [Wednesday, July 29, 2015 at 3:44 AM](#)

জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান? কোন শহরের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ানো হয়, কোথায় বৃত্তি পাওয়া যায়, ভিসা পেতে কী করতে হবে? – এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন একটি মাত্র ওয়েবসাইটে সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য লিংক।

## উচ্চশিক্ষা

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চান? কোথায় শুরু করবেন? কী কী লাগবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপায় কী? কোর্স ফি এবং থাকা খাওয়ার জন্য কত অর্থের প্রয়োজন? এমন অনেক প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব পাবেন <http://www.study-in.de/> – এই ওয়েবসাইটে রয়েছে জার্মান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য। জার্মানির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারবেন এই একটি মাত্র ওয়েবসাইটে।

## গবেষণা

জার্মানিতে মৌলিক গবেষণার অবকাঠামো গোটা বিশ্বে সমাদৃতা মাস্ক-প্লাঙ্ক ইনসিটিউট বা ফ্রাউনহোফার সোসাইটি'র মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবদান আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত। কীভাবে যোগাযোগ করবেন জার্মানির গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে? গবেষণার কাজে সপরিবারে জার্মানিতে আসার সুযোগ পেলে পরিবারের বাকি সদস্যদের জীবনযাত্রাই বা কেমন হবে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন <http://www.study-in.de/> –  
এই ওয়েবসাইটে।

## জার্মান ভাষা

জার্মানিতে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে হলে  
সরাসরি কোর্সের প্রয়োজনে না হলেও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার  
জন্য জার্মান ভাষা শেখা অত্যন্ত জরুরী। ইদানিং বেশ কিছু  
কোর্সে ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে বটে, তবে বাকি সব  
কোর্সের জন্য নির্দিষ্ট পর্যায়ের জার্মান জ্ঞান থাকা জরুরী।  
কোথায় কীভাবে জার্মান শেখা যায়, বাতলে দেবে  
ওয়েবসাইট <http://www.study-in.de/>

## জীবনযাত্রা

জার্মানির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কেমন? সমাজে আচার-  
আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড়, খেলাধুলা – কোন কোন  
বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত? বিদেশীদের  
কোন কোন বিষয় খেয়াল রাখতে হয়? বন্ধু বা বান্ধবী খুঁজতে  
হলে কোন কাজ একেবারেই করলে চলবে না? এমন নানা  
প্রশ্নের উত্তর রয়েছে <http://www.study-in.de/> – এই  
ওয়েবসাইটে।

## ‘ইন্টার্যাক্টিভ’ ওয়েবসাইট

জার্মানির কোনো বিশেষ শহর বা বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় আপনার  
পছন্দ? নাকি ধাপে ধাপে তালিকা থেকে বেছে নিতে চান কোনো  
প্রতিষ্ঠান। <http://www.study-in.de/ওয়েবসাইটের> মধ্যে ‘ইন্টার্যাক্টিভ’  
পদ্ধতিতে পেয়ে যেতে পারেন আপনার পছন্দের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

\*\*\*DW বাংলা বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহীত।  
(<http://goo.gl/31kmIE>)

# বিদেশিদের কাছে জার্মানির জনপ্রিয় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়

By [Shahab U Ahmed](#) on [Thursday, July 23, 2015 at 7:47 AM](#)

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যতম পছন্দের দেশ জার্মানি,  
বিশেষ করে সেসব দেশের মধ্যে যে দেশগুলোতে মূল ব্যবহৃত  
ভাষা ইংরেজি নয়. সবচেয়ে জনপ্রিয় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা  
এখানে তুলে ধরা হলো।

## বার্লিনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৮ সালে বার্লিন ফ্রি ইউনিভার্সিটি বা বার্লিনের মুক্ত  
বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত আমলে তৎকালীন  
পূর্ব বার্লিনের হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে পশ্চিম  
বার্লিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি নির্মিত হয়, যা অনেকটা মুক্ত  
বিশ্বের চেতনায় গড়া। এ কারণেই এর নাম রাখা হয়েছে মুক্ত  
বিশ্ববিদ্যালয়।

## লুডভিগ মার্ক্সিমিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়

এলএমইউ নামে পরিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও মিউনিখ শহরে  
অবস্থিত। এটি জার্মানির অন্যতম প্রাচীন এবং সম্মানজনক  
বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ জন শিক্ষার্থী নোবেল  
পুরস্কার পেয়েছেন।

## মিউনিখ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জার্মানির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বাভারিয়ার রাজধানী মিউনিখে  
বিশ্বের সেরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মিউনিখ প্রযুক্তি  
বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে অন্যতম। ২০১৩ সালের জরিপে দেখা  
গেছে যে, সেখানকার প্রতি পাঁচজনের একজন শিক্ষার্থী  
বিদেশি।

## আরডার্লিউটিএইচ আখেন বিশ্ববিদ্যালয়

বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে জার্মানির যে শহরটির  
সীমান্ত রয়েছে, তার নাম আখেন। আর শহরের নামেই  
আরডার্লিউটিএইচ আখেন – এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ।  
এটি জার্মানির সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

## বার্লিনের টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যটকদের কাছে হয়ত জার্মানির রাজধানী বার্লিন ততটা  
জনপ্রিয় নয়। কিন্তু এখানে জীবন-ফাপন, মানে থাকা-থাওয়ার  
ব্যয় কম হওয়ায় টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিদেশি  
শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে আসেন।

## বার্লিনের হুমবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়

জার্মানির পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আর একটি বার্লিনের  
হুমবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়। অটো ফন বিসমার্ক, হাইনরিচ হাইনে,  
রবার্ট কখ এবং আফ্রো-অ্যামেরিকান সমাজকর্মী ডার্লিউইবি  
ডুবোয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

## হাইডেলব্যার্গ বিশ্ববিদ্যালয়

১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি জার্মানির সবচেয়ে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়। বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্যেও তাই এটি অনেকটা তীর্থস্থানের মতো, বিশেষ করে যাঁরা দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে জানতে বা দক্ষিণ এশিয়ার কোনো ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করতে চান। এর অবস্থান সপ্তম।

## ডুইসবুর্গ-এসেন বিশ্ববিদ্যালয়

জার্মানির অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি এটি। এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অন্তত ৩৭ হাজার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান উক্ত তালিকায় অষ্টম।

## ফ্রাংকফুর্টের গ্যোটে বিশ্ববিদ্যালয়

বিখ্যাত জার্মান লেখক ইয়োহান ভল্ফগাং ফন গ্যোটের নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে। এর অবস্থান নবম। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহান্টের নামানুসারে ফ্রাংকফুর্ট আম মাইন শহরের অপর নাম ‘মাইনহান্টেন’। জার্মানির আর্থিক কাঠামোর মূল শক্তি ফ্রাংকফুর্টে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করার সুযোগ।

## কোলন বিশ্ববিদ্যালয়

কোলন: যে শহরে জার্মানির সবচেয়ে বড় বড় পার্টি, বড় বড় উৎসবগুলো হয়ে থাকে। এই শহরটিকে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দশম অবস্থান দেয়া হয়েছে। স্থানীয়দের খোলামেলা

মনোভাব এখানকার শিক্ষার্থীদের অনেকটা স্বত্ত্বি দেয়। তাছাড়া এখান থেকে আমস্টারডাম, প্যারিস ও ব্রাসেলস যাওয়াও খুব সহজ।

সুত্র: <http://www.dw.com>

# কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, জার্মানিতে কি নামে পরিচিত?

By [Shahab U Ahmed](#) on [Monday, July 13, 2015 at 7:17 PM](#)

জার্মানিতে পড়াশুনা ও জব এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু ডকুমেন্ট কে জার্মান ভাষায় কি বলে সে সম্পর্কিত কিছু তথ্য.

1. Passport (**Pass/Reisepass**)
2. Visa (**Visum**)
3. Residence Permit (**Aufenthaltserlaubnis**)
4. Temporary Residence Permit (**Fiktionsbescheinigung**)
5. Work permit (**Arbeitserlaubnis**)
6. Health insurance document (**Krankenversicherung**)
7. Pension documents (**Renteversicherung**)
8. Tax number (**Lohnsteuer Identifikationsnummer**)
9. Ticket (**Fahrkarte**)
10. Identity Card (**Personalausweis**)
11. Student card (**Studentenausweis**)
12. Student Enrollment documents  
**(Immatrikulationsbescheinigung)**
13. Character certificate (**Führungszeugnis**)
14. Bank card (**Bankkarte**).
15. Driving licence (**Führerschein**)

আশা করি জার্মানিতে পড়াশুনা করতে আসা নতুন  
শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্যগুলু কাজে দেবে.

# পাশ্চাত্যে ও পশ্চিমে এমডি বিভ্রান্তি।

By [Faysal Ahmed](#) on [Wednesday, June 10, 2015 at 9:05 PM](#)

আমাদের অনেকের নামের আগে বাংলায় মো. ও ইংরেজিতে এমডি (Md.) যুক্ত থাকে। মূলত মুসলমান পরিবারে জন্ম নেওয়া ছেলে সন্তানের নামের শুরুতে মোহাম্মদের সংক্ষিপ্ত হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়। ইউরোপ-আমেরিকায় কিংবা প্রাচ্যের চীন-জাপানে মানুষদের নামে সাধারণত দুটি অংশ থাকে। একটি প্রদত্ত নাম (given name), অন্যটি পারিবারিক নাম (family name)। বাংলাদেশের মানুষদের আসল নাম (ভালো নাম বা সাটিফিকেট নাম) ও ডাক নাম থাকে। উপরন্তু আদরের নাম তো আছেই! আসল নামেই আবার থাকে কয়েকটি অংশ। বিষয়টা চমকপ্রদ! বহির্বিশ্বে, অনেকের কাছে এটা খুবই বিশ্বয়কর! পৃথিবীর অনেক দেশে মোহাম্মদ একটি পৃথক নাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মোহাম্মদকে সংক্ষিপ্ত করে লেখার বিষয়টি বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও প্রচলিত আছে কি না জানা নেই। তবে এমন সংক্ষিপ্ত করে লেখার কারণে, নাম বহনকারীকে কখনো কখনো পোহাতে হয় অনেক ঝামেলা। ইউরোপ-আমেরিকায় যাঁরা ডাক্তার তাদের টাইটেল হলো, এমডি (MD—Doctor of Medicine)। আমাদের নামের শুরুতে এই এমডি (Md. অথবা MD.) দেখে তাদের অনেকেই দ্বিধান্তিত হয়ে যান। তাদের ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হয় এর অর্থ। তারা খুবই অবাক হন যখন জানতে পারেন যে এটা মূল নাম উদ্দেশ্যে ব্যবহাত হয়নি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করে রাখার জন্য একটি ডাটাবেস আছে। প্রতিটি মানুষকে সনাক্ত করার জন্য একটি জাতীয় নম্বর থাকে। আমেরিকায় যেটাকে বলা হয় Social Security Number এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম কিন্তু উদ্দেশ্য একই। যেহেতু এসব দেশের নাগরিকদের নামে এমডি (Md.) নেই তাই ডাটাবেস অনেকসময় এই সংক্ষিপ্ত রূপটি (Md.) সঠিকভাবে সাপোর্ট করে না। ফলে নানা ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয়।

বাংলাদেশি অনেককেই। প্রবাসে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন অনেকেই। অন্যদিকে তাদের ব্যাপারে অনেকে বিরোপ ধারণাও পোষণ করেন।

নামের আগে মোহাম্মদ ব্যবহার করতে চাইলে, ইংরেজিতে Mohammad/Muhammad অথবা সংক্ষিপ্ত রূপে শুধু M. ব্যবহার করা হয়তো উত্তম। নাম যদিও একজন মানুষের ব্যক্তিগত অভিভূতির বিষয়, তবে অনাকাঞ্চিত ঝামেলা এড়াতে সতর্ক থাকা ভাল। এক সময় দেশে জন্ম নিবন্ধনের সুযোগ ছিল না। বর্তমানে জন্ম নিবন্ধন সহজ হয়েছে। তাই অভিভাবককেই সন্তানের নামের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। শুরুতেই সতর্ক হলে পরবর্তী সময়ে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ চাইলেই নাম পরিবর্তন করতে পারেন। তবে বিষয়টি উন্নত দেশে তুলনামূলক সহজ হলেও বাংলাদেশে বেশ কঠিন।  
পুনশ্চ: মোহাম্মদের বাংলা সংক্ষিপ্ত রূপ, মোঃ  
ভাষাগতভাবে অশুন্দ। বিসর্গ ব্যবহারে এরূপ লেখা,  
ব্যাকরণগত ভুল। এর শুন্দ রূপ হবে মোঃ।

Courtesy: Rauful Alam, Stockholm, Sweden.

# **দরকারি তথ্যবলি : Right time for higher study abroad....**

By [Iqbal Tuhin](#) on [Saturday, October 25, 2014 at 12:51 AM](#)

HSC র পর বিদেশ যাবার ভূতঃ

উচ্চ মাধ্যমিক/ HSC শেষ করে অনেকের মাঝে এ ভূত টা ভর করে, সেটা হল বিদেশ যাব পড়তে! আমার ক্ষেত্রেও এরকম হইয়েছিল সব এস্বাসি গুলো ঘুরে শেষ করে পেলেছিলাম বলতে পারেন। উচ্চ মাধ্যমিক এর পর স্টুডেন্টরা থাকে অপরিপক্ষ, তারা বুঝতে পারে না তাদের কি করা উচিত। তাদের মনে থাকে অনেক স্বপ্ন, তারা চিন্তা করে বিদেশে গেলেই বুঝি শান্তি আর শান্তি, তারা মনে করে ওখানে গেলে মনে হয় সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু তারা ভাবতে পারে না আসলে তাদের জন্য কি জীবন সংগ্রাম অপেক্ষা করতেছে। এখানে আসলে তারা বাসা ভাড়া, ভিসা বাড়ানো, পড়াশোনা, জব এ গুলোর সমন্বয় করতে পারে না। আর তাতে তারা হাঁপিয়ে উঠে। একবার এগুলো ঠিক ভাবে না করতে পারলে অনেক জটিলতাতে পড়তে হয়, যা আপনার বিদেশে থাকাকে অনিশ্চিত করে তুলবে। কারণ এখানে নিয়মের বাহিরে গিয়ে কেউ টিকতে পারেনা। আর জার্মানি তে হলে তো কথাই নাই। এখানে সব কিছুই চলে একটা নির্দিষ্ট চকে। তাই জার্মানি বা যেকোনো দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাওয়া উচিত কমপক্ষে ব্যাচেলর শেষ করে। তবে স্কলারশিপ পেলে ব্যাপারটা এতোটা কঠিন হয় না। কোন অবস্থাতে আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত না নেওয়া উচিত। শুভ কামনা রইলো সবার জন্য।

(\*\* ব্যাক্তিগত মত সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে)

# জার্মানির যাতায়াত ব্যবস্থা আসলে কেমন?

By [Shahab U Ahmed](#) on [Monday, June 8, 2015 at 3:00 AM](#)

জার্মানির যাতায়াত ব্যবস্থা আসলেই উন্নত. যাতায়াতের জন্য উপযোগী বাহনের মধ্যে রয়েছে: বাই-সাইকেল, বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি, পার্সোনাল গাড়ি ইত্যাদি.

**বাইসাইকেল:** বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে - সাইক্লিং জার্মানিতে একটি জনপ্রিয় কার্যকলাপ. বাইসাইকেল শুধুমাত্র পরিবহন এর জন্যই ব্যবহার করা হয়না বরং অনেকে পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে একসাথে ছুটির দিনে সাইক্লিং ট্যুর করে.

**বাস-ট্রেন:** জার্মানির পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্রধানত বাস ও ট্রেন এর উপর ভিত্তিকরেই গড়ে উঠেছে. মজার বিষয় হচ্ছে অধিকাংশ পাবলিক বাস-ই আবার মার্সিডিজ-বেঞ্জ ব্রান্ডের. ট্রেন এর বিভিন্ন ধরনের মধ্যে আছে: Underground trains (U-Bahn), Suburban railway (S-Bahn) and Trams (Strassenbahn). এছাড়াও রয়েছে: Intercity Express (ICE), Intercity (IC) and Eurocity (EC), Interregio-Express (IRE), Regional Express (RE), Regional Bahn (RB) trains. বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য নাম মাত্র মূল্যে "সেমিস্টার টিকেট" এর সিস্টেম রয়েছে যার ফলে বারবার টিকেট কেনার ঝামেলা নেই.

**কোচ-সার্ভিস:** এক শহর থেকে দূরবর্তী কোনো শহরে যাতায়াতের জন্য রয়েছে বিলাসবহুল কোচ সার্ভিস. এছাড়া

জার্মানি থেকে ইউরোপের অনেক দেশে যাওয়ার সহজতম  
উপায় হচ্ছে এটাই.

**কার-শেয়ারিং সিস্টেম:** কম খরচে দূরবর্তী কোনো শহরে  
যাওয়ার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধা এটাই. এই পদ্ধতিতে গাড়ির  
ড্রাইভার অনলাইন এ জানিয়ে দেয় সে কখন কোন শহরে যাবে.  
কয়েকজন মিলে ভাড়া শেয়ার করে খুব দ্বন্দ্ব খরচে বিভিন্ন  
সিটিতে যাওয়া যায়.

**প্রাইভেটকার :** যেহেতু এখানে গাড়ির দাম খুবই কম (মাসিক  
কিস্তিতে সহজেই মূল্য পরিশোধ করা যায়), অধিকাংশ নারী -  
পুরুষ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করে. মজার বিষয় হলো ২১  
বছরের নিচে কেউ ড্রাইভিং লাইসেন্স পেলে তার জন্য  
এলকোহল পান করা নিষেধ.

**ট্যাক্সি:** সর্বশেষ বিকল্প হিসেবেই এখানে লোকজন ট্যাক্সি  
ব্যবহার করে. সাধারণত কিলোমিটার প্রতি ভাড়া ১.৫ থেকে ৩  
ইউরো. বিশেষত পর্যটকরাই এই বাহনটি বেশি পছন্দ করে.

**মোটর-সাইকেল:** এ দেশে এটা খুবই দুর্লভ প্রজাতির যানবাহন.  
দাম ও খুব আকাশচুম্বী.

**বি.দ্র:** এখানে যানবাহন সম্পর্কিত আইন কানুন খুব কঠিন.  
অহরহ ড্রাইভারদের বিশাল অক্ষের জরিমানা গুনতে দেখা  
যায়.

# শপিং টিপস (কি কিনব, আর কি কিনব না ) এবং ভ্রমণ টিপস

By [Samir Khan](#) on [Monday, March 30, 2015 at 11:27 AM](#)

প্রথমেই অভিনন্দন জানাই তাদেরকে, যারা ইতিমধ্যে ডয়েচ  
ভিসুম পেয়ে গেছেন। আর যারা ইন্টারভিউ কিংবা ভিসার জন্য  
অপেক্ষা করছেন, তাদের উদ্দেশ্য বলছি, “ধৈর্য হারাবেন না।  
আপনার জন্য ভাল কিছু অপেক্ষা করছে।” ভিসা পাওয়ার পরে  
দুইটা জিনিসই আমাদের মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। কি কিনব।  
আর কোন এয়ারলাইন্সে টিকেট কাটব। এই দুইটা ব্যাপার  
যুগের পর যুগ ধরে প্রবাসে আগত বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের মাথা  
নষ্ট করে ফেলছে। তারা জনে জনে অনলাইনে কিংবা ফোনে  
নক করে জিজেস করতে থাকে, “ভাই কি কিনব, কোথা থেকে  
কিনব, কেমনে আসব, কই আসব ইত্যাদি।” এইসব  
কোমলমতি (!! ) ভাইবোনদের বলছি, বাংলাদেশে যা পাওয়া  
যায়, তার প্রত্যেকটা জিনিসই জার্মানীতে পাওয়া যায়। তাই  
আপনি যদি একটা হ্যান্ডব্যাগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে  
একটা জিন্স আর টি-শার্টের উপরে জ্যাকেট পরে জার্মানী চলে  
আসেন, ততেও কোন সমস্য হবার কথা না। কিন্তু মন তো তা  
বোঝে না। আর মনের কথা পরে, বিদেশে আসার সময়  
মুরুবিরা পারলে বালতি বদনাও (!! ) ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়। তাই  
আসলে খালি হাতে আসার কোন উপায় নেই।

এবার আমার অভিজ্ঞতা বলি। আমি বাসার বড় ছেলে। প্রথম  
দেশ ছেড়ে এতদূরে পাড়ি দিচ্ছি। এজন্য আমার আশ্চা আমার  
ব্যাগে জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই দিয়ে  
দিসে। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, যে পরিমান জিনিসপাতি  
আমার আশ্চা দিয়েছে, তা দিয়ে আমি মিউনিখের রাস্তায় ২-৪  
মাস খুব নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে পারতাম !!! (যদি না

জার্মানীর পুলিশ ভাইয়েরা আমাদের দেশের পুলিশভাইদের মত  
এত সহজ সরল হত !!)। ব্যাগ খোলার পরে আমি নিজেও  
হতবাক হয়ে যাই, যখন একটা আর.এফ.এল এর বদনা আর  
একটা বালতি সাইজের মগ আমার ব্যাগের ভেতর থেকে উকি  
দিতে থাকে !! যাই হোক, ডানকে মাই আম্বাজান। আর এসব  
জিনিস উনি তার পরম দক্ষতায়, মাত্র দুইটা বড় ব্যাগ আর  
একটা হ্যান্ড লাগেজের ভেতরে আটিয়ে ফেলেছেন। এইসব  
গাত্রি বস্তা যখন এয়ারপোর্টের বোর্ডিং কাউন্টারে জিনিসপাতি  
ওজন করাইলাম, তখন ওয়েট মেশিনে ৬৮ কেজি টিক টিক  
করতেসিল !!!(আমার এয়ারলাইন্সের ওয়েটলিমিট ছিল ৪৬  
কেজি)। এক পরিচিত আঙ্কেল ছিল বলেই, এই যাত্রায় বেচে  
গেসি। নাইলে, আমি সিওর, এয়ারপোর্টে বাইন্দা রাখত।

যাই হোক, আমার আম্বাজানের প্রদত্ত বেশিরভাগ জিনিসই  
আমার ওয়ারড্রবে পড়ে আছে। অনেক কিছুই ব্যাবহার করা হয়  
নাই। অনেকেই হয়তো ভাবতেসেন, আম্বার দেয়া জিনিস  
আমার হয়তো পছন্দ হয় নাই। এজন্য ফেলে রাখছি। আসল  
ব্যাপারটা বলি। জার্মানী আসার পর প্রথম কয়েকদিন সেই পার্ট  
এ ছিলাম। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন ড্রেস পরি। বঙ্গবাজারের  
অরিজিনাল হুগো বসের সোয়েটার (!! ) পরে আমার সেই ভাব।  
পলওয়েল মার্কেটের ওরিজিনাল এডিডাসের কেডস !! ও এম  
জি! লাইফ ইজ সো বিউটিফুল! যাক, রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়,  
আমার ভাবের, মানে নতুন জামা কাপড়ের ষষ্ঠকও একে একে  
ফুরিয়ে গেল গেল একদিন। ব্যাপার না, এক বড় ভাইয়ের কাছ  
থেকে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার সব জিনিসপাতি নোট  
করে নিলাম। আমি গ্রামের ছেলে। জীবনেও ওয়াশিং মেশিনে  
কাপড় ধুই নাই। ফেইসবুকে “মাই ফার্স্ট ওয়াশিংমেশিন”  
টাইপের একটা স্ট্যাটাস দিয়া কাপড় ধুইতে গেলাম। সাথে নিয়ে  
গেলাম এক অভিজ্ঞ বন্ধুকে, যে কিনা আমার আগে একবার  
কাপড় ধোয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে !! বন্ধুর সুপরামশ্রে  
এবং টাকা বাচানোর জন্য যাবতীয় সব টি-শার্ট, জিন্স, বিছানার

চাদর এক মেশিনে চুকিয়ে চুকালাম। এরপরে ১ ঘন্টা পরে মেশিন খুলে দেখলাম, সব সাদা টি-শার্টগুলো হাঞ্চা গোলাপী, সবুজ, নীলবর্ণ ধারন করেছে। আর অন্য কালারের কাপড়গুলো অদ্ভুত রঙ ধারন করেছে। প্রথমে মন খারাপ হলেও পরে ভাবলাম, আরে কি আছে জীবনে। এটাও একটা ফ্যাশান। বিভিন্ন কালারের কাপড় থাকা তো খারাপ না। এরপর সব কিছু ড্রায়ারে দিয়ে আসলাম। ঘন্টাখানেক পরে কাপড়গুলো সব বাসায় নিয়ে আসলাম। রাতে এক ফ্রেন্ডের বাসায় দাওয়াত। ধোয়া কাপড় গুলা থেকে একটা মাঞ্চা মারা টি-শার্ট গায়ে দিলাম। আয় হায়। এডি কি !!! আমি কি এক মাসে হাতি হয়ে গেছি নাকি। যে টি-শার্ট আগে গায়ে পরলে তলতল করত, সেটা এখন পুরা স্কিন টাইট (বলার অপেক্ষা রাখে না, আমার কিউট ভুড়িখানা এরই মাঝে দৃশ্যমান !!)। ভাবলাম, আরে একটা কাপড় গেসে তো কি হইসে। আরেকটা ট্রাই করলাম। পর্যায়ক্রমে দেখলাম, আমার সব টিশার্টই মিডিয়াম থেকে স্মল এবং এক্সটা স্মলে পরিনত হইসে। পৃথিবীর ইতিহাসে কাপড় ধোয়ার পরে জন্য কেউ এত কষ্ট পাইছে বলে মনে হয় না। রাগ করে গেলামই না নয়া বন্ধুর বাসায়।

এইটা তো গেল টিশার্টের ব্যাপার। বেদের উপর বিছালাম ধোয়া বিছানার চাদর। কিন্তু কিছুতেই ওই চাদর দিয়ে বিছানার অর্ধেকের বেশি ঢাকতে পারলাম না। এই চাদর দিয়ে একটা বেবি খাট ঢাকা যাবে কিনা, এই নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে ভাল থাকার মধ্যে যে জিনিসটা ছিল, তা হল জিন্সের প্যান্ট। এগুলো মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পেরেছি। তাহলে কি করা যায়? কিছুই কি আনব না দেশ থেকে? এইসব নিয়েই আজকে কিছু টিপস দেব। আমি এই লেখায় কোনটা কি পরিমান আনব, এই নিয়ে কোন লিস্ট দিব না। কোন জিনিস কোথা থেকে কিনলে ভাল হবে, তারই একটা ধারণা দেব। প্রথমেই বলি ইলেক্ট্রনিকস জিনিসপাতির কথা। সবাই এই ব্যাপারটা নিয়ে সবার শেষে কথা বলে। কিন্তু আমার

মনে হয় প্রবাসজীবনে এই জিনিসটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি ভাত না খেয়ে এক সপ্তাহ কাটায় দিতে পারব। কিন্তু ইন্টারনেট ছাড়া একদিন চলাও আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। আর এইদেশে আসার পরে ল্যাপটপ আর মোবাইল ফোন, এই দুইটা জিনিস আপনার কাছে গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ডের চেয়ে প্রিয় জিনিসে পরিণত হবে, এটা আমি বাজী ধরে বলতে পারি। প্রথমেই বলি ল্যাপটপের কথা। জার্মানীতে সব পড়াশোনাই ল্যাপটপ ভিত্তিক। ক্লাস শেষে সব লেকচারই অনলাইনে আপ্লোড করে দেয়া হয়। তাই পড়ালেখার ব্যাপারে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর নাই। এছাড়াও বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের সফটওয়্যারের কাজ অথবা রিপোর্ট সাবমিশন পূরোটাই কম্পিউটারের কাজ। তাই একটা ভাল ল্যাপটপের বিকল্প কিছুই নাই।

এখন কথা হল, ল্যাপটপ কোথা থেকে কিনব। বাংলাদেশে যদি কার হাই অথবা মিডিয়াম কনফিগারেশনের ল্যাপটপ থাকে, তাহলে এটা নিয়ে আসতে পারেন। তবে আনার আগে কোন সমস্যা থাকলে সেটা সারিয়ে আনবেন। ব্যাটারী পরিবর্তন বা অন্য কোন সমস্যা যদি এখানে এনে ঠিক করতে চান, তাহলে রিপেয়ার চার্জ দিয়ে নতুন একটা ল্যাপটপ কিনে ফেলতে পারবেন। তাই এই ব্যাপারে সাবধান। আর যদি নতুন ল্যাপটপ কেনার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আমি বলব, বাংলাদেশ থেকে না কিনে সরাসরি এখানে এসে কেনাটাই ভাল। এখানে বাংলাদেশের চেয়ে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি অনেক ভাল পাবেন। আর ওয়ারেন্টি পাবেন ১/২ বছরের। এছাড়া বেশ কিছু প্রোডাক্টে স্টুডেন্ট ডিসকাউন্টও থাকে।

ল্যাপটপের পাশাপাশি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল মোবাইল। দেশে থাকতে মোবাইল মানে ছিল, ফোন ধরা, ফোন করা, ফেসবুকিং করা আর গেমস খেলা। মোবাইল যে কত কাজে লাগতে পারে এটা ডয়েচল্যান্ড আসার আগে কিছুই

জ্বানতাম না। এই বিদেশের রাস্তায় মোবাইলই আপনাকে রাস্তা চেনাবে। এখানে পথেঘাটে, মাঠেময়দানে, সবজায়গায় মোবাইলই হবে প্রিয় বস্তু। তাই একটা ভাল স্মার্টফোন থাকা খুবই জরুরী। কারো যদি ভাল কোন স্মার্টফোন থাকে, তাহলে তা নিয়ে আসলেও চলবে। (এখানে ভাল বলতে সিম্ফোনী বা ওয়াল্টন বুবাই নাই !! এই ব্র্যান্ডের সেটগুলো অনেকসময় ওয়াইফাই/মোবাইল ডাটা সাপোর্ট করে না)। আর যদি কেনার প্লান থাকে, তাহলে জার্মানীতে এসে কেনাটাই ভাল। এখানে কন্ট্রাক্টে পছন্দের মোবাইল কিনতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে একটা প্যাকেজ সহ কিনতে হবে। মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হবে। তবে আপনি চাইলে একবারেও কিনে নিতে পারেন কোন কন্ট্রাক্ট ছাড়। কন্ট্রাক্ট ছাড়া ল্যাপটপ/মোবাইল কেনার জন্য আমার পছন্দের সাইটগুলো ক্রমানুসারে দিলাম।

<https://www.notebooksbilliger.de/>

<http://www.mediamarkt.de/>

<http://www.saturn.de/>

আর কন্ট্রাক্টে সাধারণত ল্যাপটপ কেনা যায় না। কেনা গেলেও বেশ ঝামেলা আছে। তবে ট্যাব কিংবা ফোন কিনতে পারবেন এই সাইটগুলো থেকে।

<http://www.base.de/>

<http://www.eteleon.de/>

এছাড়া টি-মোবাইল, Vodafone সহ অন্য কোম্পানীগুলো  
বিভিন্ন ধরণের কন্ট্রাক্টে মোবাইল/ট্যাব বিক্রি করে থাকে। এবার  
একটা মজার ব্যাপার বলি। এখানে কোন ইলেকট্রনিক জিনিস  
কেনার পরে পছন্দ না হইলে, ১৫ দিনের মাঝে ফেরত দেয়া  
যায়। এক্ষেত্রে পুরো টাকাই ফেরত পাবেন। কোন টাকা কেটে  
রাখবে না। ধরেন একটা মোবাইল কিনলেন, তারপরে ইউজ  
করে ভাল লাগল না। সাথেসাথেই জিনিসটা ফেরত দিয়ে  
আসতে পারবেন। কোন চিন্তা নাই। (বিঃদঃ ব্যাপারটা কখনোই  
বাংলাদেশে গিয়ে ট্রাই করবেন না !! একটা মাইরও মাটিতে  
পড়বে না !!) এখন আপনি দেশে বসেই আপনার পছন্দের  
ল্যাপ্টপ কিংবা মোবাইলের বাজেট করে ফেলতে পারেন খুব  
সহজেই।

আর বাদবাকী ইলেক্ট্রনিক জিনিস যেমনঃ পেন্ড্রাইভ, পোর্টেবল  
হার্ডড্রাইভ, ক্যালকুলেটর, রাউটার এসব জিনিস দেশ থেকে  
নিয়ে আসতে পারেন বা এখানে এসেও কিনতে পারেন। তবে  
আমার মত যারা মুভি আর সিরিয়ালখোর, তাদের উদ্দেশ্যে  
বলি। এখানে সব মুভি বা সিরিয়াল বা মিউজিক ভিডিও  
অনলাইনে স্ট্রিমিং করে দেখতে পারবেন। আর ইউনিভাসিটি  
কিংবা ডর্মে ইন্টারনেট আনলিমিটেড। তাই হার্ডডিস্ক ভর্তি করে  
মুভি বা সিরিয়াল আনার কোন দরকার নাই। এর চেয়ে বরং  
প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার এবং গেমস আনতে পারেন। যদিও  
এখানে ইউনিভাসিটির ওয়েবসাইটে বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং  
সফটওয়্যারের ওরিজিনাল ভার্সন পাওয়া যায়। তবে ব্যাকআপ  
রাখা সবসময় ভাল। কারণ এদেশে টরেন্ট ডাইনলোড অবৈধ। (

এই একটা জিনিসের জন্য আমি জার্মানীকে দেখতে পারি না !!)। শুধু তা-ই না, ধরতে পারলে বিশাল ফাইন করে দিতে পারে। আপনি চাইলেও যে কোন গেম বা সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে পারবেন না। তাই হাতের কাছে রাখা ভাল।

এবার আসি জামাকাপড়ের কথায়। আমার অভিজ্ঞতা তে প্রথমেই লিখলাম। বাংলাদেশের কাপড়গুলোর বাজে অবস্থা হ্বার প্রধান কারণ হল, বাংলাদেশের বেশিরভাগ কাপড়ই মেশিন ওয়াশেবল না। তার কারণে ধোয়ার সাথে সাথেই রঙ ওঠা শুরু হয়। কিংবা ছোট হয়ে যায়। তাই দেশ থেকে কাপড় কেনার সময় বঙ্গ বা আজিজের লট থেকে না কেনাটাই ভাল। আমার জানামতে Westecs বা Estacy সহ বেশ কয়েকটা ব্র্যান্ড মেশিন ওয়াশেবল কাপড় বিক্রি করে থাকে। তাই আজিজ থেকে ১৫-২০ টা টি-শার্ট না কিনে ভাল ব্র্যান্ডের ৫-৭ টা ভাল টিশার্ট কেনাও ভাল। তবে এখানে টিশার্ট জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি পরা হয়। তাই যত বেশি টিশার্ট আনা যায়, ততোই ভাল। সব খতুর জন্য আদর্শ পোষাক। তবে সার্ট এখানে খুব একটা পরা হয় না। তবে ২-৪ টা নিয়ে আসা ভাল।

বাংলাদেশে থাকতে এক ভাই বলেছিল, জার্মানীতে এক জিন্স দিয়েও জীবন চালানো যায়। উনার কথা তখন বিশ্বাস করি নাই। এখানে আসার পরে আমার অভিমত, সন্তুষ। প্রথমত এখানের বাতাসে ধুলাবালি অনেক কম। এছাড়া ঘামও কম হয়। ফলে কাপড়চোপড় খুব একটা ময়লা হয় না। তাই অনায়েসে একটা জিন্স দিয়ে অনেক দিন কাটাতে পারবেন। আর বাংলাদেশের জিন্সের কোয়ালিটি অনেক ভাল। তাই আমি দেশ থেকে জিন্স নিয়ে আসাটা প্রেফার করি। তবে খুব বেশি জিন্স না আনাটাই ভাল। ৫-৬ টা জিন্স দিয়ে জার্মানিতে ২-৩ বছর কাটাই দিতে পারবেন। তবে জিন্স কেনার সময় খেয়াল রাখবে, পকেট ঘেন ছোট না হয়। আর এদেশে মেয়েরা পায়ের দিকে চাপা জিন্স পরে। আমাদের দেশেও কিছু সুবোধ বালক এই ধরনের জিন্স

পরা শুরু করেছে !!! তাই এই ধরণের স্টাইলিশ জিন্স না কেনার  
পরামর্শ রইল।

এদেশে যে জিনিসটা ছাড়া বাচবেন না, তা হল জ্যাকেট। শীত,  
গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতে জ্যাকেটই হল অবলম্বন। আর ভিতর  
দিয়ে যত ফিটফাটই হোন না কেন, উপর দিয়ে সদরঘাট হইলে  
কিন্তু কোন লাভ নাই। ভাল একটা জ্যাকেট কিন্তু আপনার  
ব্যক্তিগত প্রকাশেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই ভাল  
একটা জ্যাকেট কেনা খুবই জরুরী। জ্যাকেট লাগে দুই ধরণের।  
একটা হল সামার আরেকটা উইন্টার জ্যাকেট। প্রথম পরামর্শঃ  
বাংলাদেশ থেকে কোন রকম ভোষ্টলদাস মার্কা জ্যাকেট  
আনবেন না। না। না। না। এগুলা দেখতে খুবই বাজে। আর  
প্রচন্ড ভারী। এখানে মোটামুটি মাঝারী দামের মধ্যেই C&A,  
H&M, Newyorker কিংবা Jack & Jones থেকে জ্যাকেট কিনতে  
পারেন। আর বেশি বাজেট থাকলে Jack wolfskin কিংবা North  
face থেকে কিনতে পারেন। আর একটা ভাল উইন্টার জ্যাকেট  
কিনলে ২-৩ বছর নিশ্চিন্তে চলে যাবে। তবে দেশ থেকে ২-৩ টা  
ভাল ব্রান্ডের সামার এবং রেইন জ্যাকেট নিয়ে আসবেন। আর  
এখানে এসে এডিডাস কিংবা নাইকি থেকে একটা ভাল সামার  
জ্যাকেট কিনে নিলে পুরো এক সামার নিশ্চিন্তে কাটাতে  
পারবেন। এবার বলি জুতার কথা। এখানকার লোকেরা জুতা  
ছাড়া স্যান্ডের পরে তাকাইলে এমন একটা দৃষ্টিতে তাকায়, যেন  
আকাশ থেকে একটা এলিয়েন নেমে রাস্তায় ঘুরাঘুরি করতেসে।  
এখানে খালি পায়ে চলাফেরা করলে লোকজনের কোন সমস্য  
নাই। কিন্তু জুতা ছাড়া দেখলে কেমন করে যেন তাকায়। সত্যি  
কথা বলতে কি, এখানে সামারের ২-১ মাস ছাড়া বাকী সময়  
জুতা ছাড়া চলা একদমই অসম্ভব। তাই ভাল ২-১ জোড়া জুতা  
থাকা আবশ্যিক। বাংলাদেশ থেকে নিত্য ব্যাবহারের জন্য ২-১  
জোড়া কেডস, স্যান্ডেল নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু সস্তা  
ফুটপাতের জুতা না কেনাটাই ভাল। কারণ শীতে জুতার সোল  
সংকুচিত হয়ে ফেটে যায়। উইন্টারে ব্যাবহারের জন্য ভারী  
জুতা বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। এটা এখানে এসে কিনতে

হবে। তবে কিছু পয়সাপাতি জমাতে পারলে এডিডাস, নাইকি, রিবোক কিংবা পুমার একজোড়া অরিজিনাল জুতা এখান থেকে কিনে নেয়া ভাল। এগুলা অনেক টেক্সই এবং আরামদায়ক। আর বাদবাকি আন্ডারগার্মেন্টস, বেল্ট, মোজা, সুয়েটার, পরার প্যান্ট, হুডি ইত্যাদি জিনিসপত্র দেশ থেকে নিজের প্রয়োজনমত নিয়ে আসবেন। এখান থেকে কিনলেও কোন সমস্যা নাই।

অনেকের ধারণা যে, জার্মানীতে সব জিনিসের দাম অনেক বেশি। এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু কথা বলি। আসলে জার্মানীতে সর্বনিম্ন পার্টটাইম কাজের সেলারি হল ঘন্টায় সাড়ে ৮ ইউরো। যদি আয় আর ব্যয়ের সামঞ্জস্য করি, তাহলে ওদের হিসেবে দাম বেশি নয়। আমরা বাংলাদেশ থেকে আসাতে সব জিনিসের দামকে বাংলা টাকায় হিসাব করি। তাই অনেক বেশি লাগে। ইউরোপ আসার পরে প্রথম কাজ হল, সব জিনিসের দামকে ১০০ দিয়ে গুন করে বাংলাদেশের দামের সাথে তুলনা করা ছাড়তে হবে। এক প্লাস কোকের দাম ম্যাকডোনাল্ডসে ১ ইউরো ১৯ সেন্টস। মানে ১১৯ টাকাইয় এক প্লাস কোক !! ভাসিটিতে অনেক বেলা উপোস ছিলাম, ৩ ইউরোর ডোনারের দামকে ১০০ দিয়ে গুন করার জন্য। ভাবতাম, ৩০০ টাকা দিয়ে এক বেলার খাবার !! কেমনে !! এই টাকার কনভার্শনটা মন থেকে ধ্রুত মুছে ফেলতে হবে। নাহলে জার্মানীতে চলা খুবই কঠিন হয়ে যাবে। আর জার্মানীর সুপারস্টের এবং বড় দোকানগুলোতে অনেকসময় ছাড়/মূল্যহ্রাস চলে। তাই, একটু চেখকান খোলা রাখলে, খুব সহজেই পছন্দের জিনিস অল্পদামে কিনে ফেলা সম্ভব।

তবে জার্মানীতে সবচেয়ে সন্তায় জিনিস পত্র পাওয়া যায় অনলাইনে। এখানে আপনার যাচাইয়ের সুযোগও আছে। জিনিস পছন্দ না হলে ফেরত দেয়া যায় এবং সাইজ ও পরিবর্তন করা যায়। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, ঝামেলা

কম। ১০ দোকান ঘুরে জিনিস কেনার চেয়ে অনলাইনে কিনে ফেললে আপনার ঘরে পৌছে দেবে। সব জিনিসের জন্য সেরা সাইট হল: <http://www.ebay.de/>

তবে এখান থেকে জিনিস কিনতে হলে ইবে গ্যারান্টি দেখে কেনা উচিত। কিন্তু দামী ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র অনলাইনে না কিনে, সবাসরি কেনাই ভাল।

আর জামাকাপড় কেনার জন্য সেরা সাইট:

<http://www.sportsdirect.com/> এটা ইউকে ভিক্টরিক সাইট হলেও জার্মানীতে ফ্রি শিপমেন্ট দেয়। আর এদের জিনিস বেশ সস্তা এবং ভাল। এছাড়া অসংখ্য অনলাইন সপ আছে যেখানে ব্যাবহার করা জিনিস মানে সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস কিনতে পারবেন। আর এখানে খাতা, কলমের বেশ দাম। তাই বাংলাদেশ থেকে বেশি করে কলম, পেন্সিল আরো আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে আসা ভাল। খাতার দাম বেশি হলেও, অফসেট কাগজের দাম বাংলাদেশের মতই। তাই কাগজ কিনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কসমেটিক্স কিংবা শেভিং কিট দেশ থেকে নিয়ে আসা যায়। তবে এখানে এইসব জিনিসের দাম তেমন বেশি না। আর কোয়ালিটি অনেক ভাল। তাই খুব বেশি পরিমান কসমেটিক্স দেশ থেকে আনার দরকার নাই।

এইবার বলি রান্নার কথা। আমার মত যারা রান্নায় ব-কলম আছেন, তাদেরকে বলি, রান্না কোন ব্যাপারই না। সবকিছু মিশিয়ে ইনপুট দিলে একটা না একটা আউটপুট আসবেই। তাই এই যুগে রান্না নিয়ে চিন্তা করবেন না। আর কিছু না পারলে ইউটিউব তো আছেই। চিন্তা কি। তবে এখানে হাড়িপাতিলের দাম বেশ ভালই। কিন্তু এতবড় হাড়িপাতিল বাংলাদেশ থেকে আনার কোন মানে নাই। তবে প্রাথমিক ব্যাবহারের জন্য প্লেইট, মগ, চামচ এইসব নিয়ে আসতে পারেন। তবে যা অবশ্যই আনবেন, তা হল মশল্লা। কারণ অনেক শহরেই আমাদের

দেশীয় মসল্লা খুবই কম পাওয়া যায়। তাই ১-২ মাসের জন্য মসল্লার সঞ্চয় নিয়ে আসবেন। এইদেশে আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া তেমন কোন মেডিসিন দেবে না। তাই কিছু প্রাথমিক গ্রৰধি নিয়ে আসবেন। অনেক সময় এয়ারপর্টে গ্রৰধি নিয়ে আটকাতে পারে। তাই পরিচিত কোন একজন ডাক্তারকে দিয়ে একটা প্রেসকিপশান লিখিয়ে নেবেন এবং নিজের সাথে রাখবেন। বলা তো যায় না, কখন কি হয়। আর সব ডকুমেন্টের কয়েক কপি নোটারী করে আনা ভাল। পরে অন্য কোন ইউনিভার্সিটিতে এপ্লাই করতে কাজে আস্তে পারে। এখানে ছবি তোলা খুবই ব্যয়বহুল। তাই বেশ কিছু ছবি বাংলাদেশ থেকে প্রিন্ট করে আনা ভাল। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, কারো যদি দেশে থাকার সময়, কোন মেজর অপারেশন বা অসুখ হয়, তাহলে ওই সংক্রান্ত কাগজগুলো নিয়ে আসবেন। বলা তো যায় না, কখন কি হয়।

শপিং তো শেষ। এবার সবকিছু বাস্তবন্দী করতে হবে। সাধারণত এয়ারলাইন্সগুলো দু'টা বড় ব্যাগ আর একটা হ্যান্ড লাগেজ এলাউ করে। তাই ভাল মজবুত দেখে ব্যাগ কেনা ভাল। কারণ, দুই নম্বর ব্যাগ কিনে পরে চাকা ভেঙ্গে গেলে ভীষণ বিপদে পড়বেন। এটা বাংলাদেশ না, যে কুলি ডাক দেবেন। আর সাহায্য করার মত কাউকে পাবার সম্ভাবনাও কম। তাই আগেভাগে প্রস্তুত থাকাটা ভাল। সব শেষ। এবার জার্মানী যাব। কিভাবে যাব। যেভাবে বিমান দুর্ঘটনা হচ্ছে, তাতে করে বাসে বা হেটে যাওয়াটা ভাল !!! কিন্তু কি আর করা। বাস কোম্পানীগুলা খুবই দুষ্ট। জার্মানীতে ডাইরেক্ট নাই !!! তাই প্লেন ছাড়া উপায় নাই। বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকটা এয়ারলাইন্স জার্মানী আসে। এমিরেটস, ইতিহাদ, কাতার, টার্কিশ, কুয়েত, বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সহ বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন্স নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করে। ঢাকা থেকে আপনার গন্তব্যের শহরের কাছাকাছি এয়ারপোর্টের ফ্লাইট রুট আপনি গুগলে খুজলেই পাবেন। কিংবা এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে ঢুকেও সরাসরি

খোজ করতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে অনলাইন টিকেট কাটা বেশ ঝামেলার। এজন্য এজেন্সীগুলোই ভরসা। আপনার পরিচিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করে নিকটস্থ এজেন্সীগুলো যাচাই করাটাই ভাল। এখন প্রশ্ন হল, কোন এয়ারলাইন্সে ঘাওয়া ভাল। প্রথমবারের মত বিদেশে ঘাবার সময়, সাথে নেয়ার মত প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই থাকে। তাই, যে এয়ারলাইন্সের লাগেজ এলাওয়েন্স বেশি থাকে, তেমন এয়ারলাইন্সে ভ্রমন করাটাই ভাল। ধরুন আপনার এয়ারলাইন্সের সর্বোচ্চ লাগেজ এলাওয়েন্স যদি ৩০ কেজি। ২ টা ব্যাগের ওজনই ১০ কেজির মত হয়ে যায়। তাহলে তেমন বেশি কিছু নেয়ার সুযোগ থাকে না।

তবে বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ লাগেজ এলাওয়েন্স দেয় টার্কিশ এয়ারলাইন্স আর এমিরেটস। এরা সর্বোচ্চ ৪০ কেজি পর্যন্ত মেইন লাগেজের এলাওয়েন্স দেয়। আর হ্যান্ড লাগেজ সর্বোচ্চ ৮ কেজি। তবে এদের মধ্যে টার্কিশ এয়ারলাইন্স ওজনের ব্যাপারে কিছুটা শিথিল এবং ভাড়াও কিছুটা কম থাকে। আর মাঝেমাঝেই বিভিন্ন এয়ারলাইন্স কোম্পানীগুলো বিভিন্ন ওফার দেয়। যদি ভাগ্য ভাল থাকে, তাহলে খুব কম খরচেই জার্মানী চলে আসতে পারবেন। তবে একটা জিনিস বলে রাখি, যত বিলাসবহুল বিমানই হোক না কেন, দেশ ছেড়ে আসার সময়ের কষ্টটুকু কোন কিছু দিয়েই লাঘব করা সম্ভব না। আপনাদের জার্মানিতে আগমন শুভ হোক। এই কামনা করি।

**Tousif Bin Alam**

**Student of Master in Power Engineering.**

**Technical University Munich.**

# দরকারি তথ্যবলি : জার্মানিতে পড়াশোনা

By [A B Siddique Biplob](#) on [Monday, November 10, 2014 at 12:05 AM](#)

আজকাল বাংলাদেশ থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী বিদেশে পড়াশোনার উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। জার্মানি হতে পারে তাদের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় দেশ। জার্মানি পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ। শুধুমাত্র টাকা পয়সায় নয় জ্ঞান বিজ্ঞানেও জার্মানি অনেক এগিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য তো বলতে গেলে স্বর্গই। অন্যদেশগুলো যখন চাকরি কাটছাঁচ করছে তখন জার্মানি চাকরি প্রত্যাশীদের ডাকছে। জার্মানিতে সাধারনত জার্মান এবং ইংলিশ ভাষায় পড়াশোনা করা যায়। আমি নিচে ধাপে ধাপে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। আরও তথ্য পাবার জন্য বাংলাদেশি স্টুডেন্টস ইন জার্মানি অথবা এইরকমের অনেক ফেসবুক গ্রুপ পাবেন, যেখানে অনেক মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন।

## ব্যাচেলর অধ্যায়

ক্যাটাগরি নাম্বার ১ –স্টুডেন্টের যোগ্যতা এইচএসসি পাশ অথবা এসএসসি এরপরে ৩ অথবা ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা করা। যা করতে হবে- উক্ত যোগ্যতা ধারীরা জার্মানি তে সরাসরি ব্যাচেলর করার কোন সুযোগ পাবেন না। কারন জার্মানিতে এই দুইটি বাংলাদেশি ডিপ্রি সরাসরি কোন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়য়ে ভর্তি হবার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই প্রথমে একটা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স STUDIENKOLLEG করতে হবে। কোর্সটি ২ সেমিস্টারের। এই কোর্সে ভর্তি হবার জন্য আপনাকে

অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে  
পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী  
স্টুডেন্টদের সাথে। আসনসংখ্যার কমপক্ষে ২০ গুন বেশি  
পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এই লিখিত পরীক্ষায়  
আপনার জার্মান ভাষার দক্ষতা এবং গণিতে দক্ষতা পরিমাপ  
করা হয়। এই পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে আপনাকে আবেদন  
পত্রের সাথে জার্মান ভাষা জানার সক্ষমতা কমপক্ষে B2  
লেভেল শেষ করার প্রমানপত্র অবশ্যই দিতে হবে এবং  
আপনার সার্টিফিকেট গুলোর একটা মূল্যায়ন করিও (এটা  
জার্মান সরকারের সংস্থা করে বিনা পয়সায় জার্মানিতে) দিতে  
হয় অনেক সময়। পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে আপনি দুই  
সেমিস্টারের কোর্সটি করবেন এবং কোর্সের বিভিন্ন পরীক্ষায়  
পাশ করতে পারলে আপনি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার  
যোগ্যতা অর্জন করলেন। এইখানে পাশ নম্বর কমপক্ষে  
৫০/১০০, যেটা জার্মান ভাষার পরীক্ষায় ৫৭.৫/১০০ তে। এইসব  
পরীক্ষায় কোন অথবা প্রশ্ন থাকে না, যা প্রশ্ন তার ই উত্তর দিতে  
হবে।

আরও তথ্য পাবেন এই

লিঙ্কে <http://www.studienkollegs.de/en/>কোথায় জার্মান ভাষা  
শিখবেন :আপনি চাইলে জার্মানিতে এসে জার্মান ভাষা শিখতে  
পারেন। অথবা জার্মান ভাষা শিখতে পারেন  
তাকার <http://www.goethe.de/ins/bd/en/dha.html> অথবা আরও  
কিছু প্রতিষ্ঠানে  
যেমন[http://www.du.ac.bd/department/common/institute\\_home.php...](http://www.du.ac.bd/department/common/institute_home.php...)

অথবা চট্টগ্রাম এ Die Sprache Chittagong এ

ক্যাটাগরি নাম্বার 2 -

যোগ্যতা- বাংলাদেশে ২ বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা যা করতে হবে- যদি IELTS (6-6.5 অথবা জার্মান ভাষায় দক্ষতা DSH or TESTDAF or Goethe Zertifikat C1 থাকে তাহলে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় আ আবেদন করতে পারবে।

### ক্যাটাগরি নাম্বার ৩ :

যোগ্যতা- A লেভেল পাশ যা করতে হবে- সরাসরি ইংলিশ বা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম এ ভর্তি হতে পারবেন। জার্মান কোন প্রোগ্রামে পড়তে চাইলে জার্মান ভাষায় দক্ষতা DSH or TESTDAF or Goethe Zertifikat C1 থাকতে হবে। ক্যাটাগরি নাম্বার ৪ –যোগ্যতা- বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে চানযা করতে হবে- সাধারণত বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যায় না। তবে চেষ্টা করতে দোষ কি! তবে আশা অনেক কম এবং খুবই সীমিত। ভাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ব্যাপারে অনাগ্রহী।

### মাস্টার্স অধ্যায় :

বাংলাদেশের কাল তালিকাভুক্ত বাদে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর ডিগ্রি জার্মানিতে গ্রহণযোগ্য। যা করতে হবে-  
আইইএলটিএস থাকলে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।  
জার্মান ভাষায় পড়তে চাইলে জার্মান ভাষা দেশে শিখতে  
পারেন অথবা ১ নম্বর ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের আবেদন করার  
পদ্ধতি ফলো করতে পারেন। কিভাবে আবেদন  
করবেন: জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বছরে দুই টি  
সেমিস্টার। একটা শুরু হয় অক্টোবরে আরেকটা এপ্রিলে।  
সেমিস্টার শুরুর কমপক্ষে ৭-৮ মাস আগেই আবেদন করা

ভাল। কারন জার্মান দৃতাবাসে ভিসার আবেদনপত্র জমা দেবার জন্য ৬ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। ১ নম্বর ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের প্রথমে জার্মানিতে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল আবেদন করতে হবে এবং অগ্রিম কয়েক মাসের ফি পরিশোধ করতে হবে আনুমানিক ১-১,৫ লাখ টাকা যদি বাংলাদেশ থেকে জার্মান ভাষার লেভেল B1 করা থাকে (নেতুন নিয়মানুযায়ী October 2014)। তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল এর কাগজ সহ অন্যান্য কাগজ গুলো নিম্নে বর্ণিত নিয়ম গুলোর মাধ্যমেই করতে হবে। এরপর অন্যসব ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের মতই নিম্নে বর্ণিত নিয়মেই আবেদন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এ গিয়ে পছন্দের কোর্স খুজে বের করবেন। তারপর অন লাইন এ আবেদন করবেন। অন লাইন আবেদন এর একটা ফটোকপি প্রিন্ট করে নিবেন। তারপর নিজের ঘাবতীয় কাগজপত্র এবং পাসপোর্ট এর ফটোকপি এবং আবেদন পত্র একসাথে করে জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। কি কি কাগজ পত্র পাঠাতে হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব এ লিখা থাকে। বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই বিশ্ববিদ্যালয় এর ওয়েব এ এবং আরও অনেক দরকারি তথ্য পাবেন এই লিঙ্ক এ <https://www.daad.de/deutschland/en/> কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদন পত্র সরাসরি না পাঠিয়ে একটা সংস্কার মাধ্যমে পাঠাতে হয়। বিস্তারিত তথ্য পাবেন এইখানে [http://www.uni-assist.de/index\\_en.html](http://www.uni-assist.de/index_en.html) অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ ভর্তির জন্য অন লাইন এ ইন্টারভিউ দিতে হয়। তারপর ইতিবাচক উত্তর হলে ভিসার জন্য আবেদন করবেন। ভিসার জন্য আবেদন/ ভিসার বিস্তারিত তথ্য পাবেন [http://www.dhaka.diplo.de/.../en/02/Einreise\\_Hauptbereich.htm](http://www.dhaka.diplo.de/.../en/02/Einreise_Hauptbereich.htm) ভিসা ফি ৬০ ইউরো। ভিসার আবেদন ফর্ম এর সাথে একট ট্রাভেল ইন্সুরেঞ্চ করা থাকতে হবে এবং জার্মানিতে এসে কোথায় উঠবেন তারও প্রমানাদি দিতে হবে। সেমিস্টার ফি এবং কাজের সুযোগ-সেমিস্টার ফি বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে ২৬০/৫৫০ ইউরো। বছরে দুই টি সেমিস্টার। একটা শুরু হয় অক্টোবরে আরেকটা এপ্রিলে। জার্মানিতে পড়ার সময় আপনি

বছরে ১২০ দিন অথবা আধাবেলা করে ২৪০ দিন কাজ করতে পারবেন। যা দিয়ে আপনি মোটামুটি আপনার খরচ এবং সেমিস্টার ফি চালিয়ে নিতে পারবেন। বৃত্তির সুযোগ- জার্মানি খুবই কম পরিমাণ স্কালারশিপ দেয়। কারণ সেমিস্টার ফি নেই বললেই চলে। তারপরও চেষ্টা করতে পারেন। এই লিঙ্কে কিছু সংস্থার নাম পাবেন।<https://www.daad.de/deutschland/en/> ভিসা পাবার পর ভিসা পাবার পর জার্মানিতে চলে আসবেন আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। আপনাকে জার্মানিতে সু স্বাগতম জানাই।

Md Sabbir Ahmed Computer Science Student at Technische Universität München

Ex University of Kassel, Germany

দরকারি তথ্যবলি : জার্মানিতে স্টুডেন্ট জব... কোথায় করবেন ?

Shahab U Ahmed · Saturday, January 3, 2015

জার্মানি তে অনার্স কিংবা মাস্টার্স কোর্স করতে কোনো খরচ নেই কেবল স্বল্প টাকায় সেমিস্টার টিকেট ক্রয় বাবদ যা একটু ব্যয়. তারপর ও থাকা - খাওয়া, হেলথ ইন্সুরেন্স বাবদ খরচ যোগানোর জন্য এখানে অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন পার্ট-টাইম জবে জড়িত. এখানে একজন শিক্ষার্থী প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৮০ ঘন্টা কাজ করতে পারে.

এদেশে অনেক সেক্টর এ শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারে.

সচরাচর নিম্নুক্ত জব গুলু পড়াশুনার পাশাপাশি করা যেতে পারে:

১. সেমিস্টার ব্রেক এর সময়গুলুতে বিভিন্ন নামী কোম্পানিতে স্টুডেন্ট জব করার ভালো সুযুগ আছে- যেমন: Mercedes - Benz, BMW, Bosch , Beyer , Sanofi Aventis , Amazon এর মত নামকরা প্রতিষ্ঠান.

২. KFC , Mc Donald , Burger King , Pizza Hut এর মত আন্তর্জাতিক কোম্পানি গুলুতেও সারা বছর ধরেই কাজ করার অপসন আছে.

৩. জার্মান ভাষা ভালো আয়ত্তে থাকলে বিভিন্ন শপিং মল, দোকান, DB Bahn কিংবা টেলিফোন সংস্থা বা কল সেন্টার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সহজতর.

৪. প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরদের অধীনে থেকে রিসার্চ কাজ করেও ইনকাম এর সুযুগ আছে.

৫. স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট-শিপ ( HiWi ) কাজগুলু খুবই মানসম্মত যদি পাওয়া যায়.

৬. রেস্টুরেন্ট জব: অধিকাংশ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীই ভাষাগত সমস্সা থাকায় এবং খুব সহজে পাওয়া যায় বিধায় বিভিন্ন রেস্টুরেন্টকেই কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নয়। অন্যদিকে এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীকেই তাদের ভবিষ্যত ক্যারিয়ার কে নষ্ট করতে দেখা যায়। ( কালো টাকা অর্জনের সুবর্ণ সুযুগ থাকায় অনেকেই তাদের মূল্যবান সময় টুকু পড়াশুনার পিছনে ব্যয় না করে বরং রেস্টুরেন্ট-এ সময় দেয়।)

সর্বপরি, পড়াশুনার ক্ষতি যাতে না হয়, এই চিন্তা করেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার পছন্দনীয় জব সেক্টর বাছাই করা দরকার।

জার্মানিতে পড়াশোনা সংক্রান্ত আপনাদের কিছু  
প্রশ্ন আর উত্তর। আশাকরি আপনার কিছু প্রশ্নের  
উত্তর এর মধ্যে থেকে পাবেন।

Q. আমি জার্মানিতে Bachelor এ যেতে চাইছি, আমি English version এ Textile এ যেতে চাইছি। এ জন্ম IELTS এ 6.5 লাগে, কিন্তু জার্মান এমব্যাসিসের নতুন নিয়ম অনুযায়ী B1 লেভেল complete করতে হয় English version এ জার্মানি যেতে হলে কি IELTS এর সাথে language ও B1 পরজন্ত complete করতে হবে নাকি, না IELTS হলেই হবে?

Ans. If you get direct admission then no German proficiency needed.

Q. ami accounting e BBA ses korechi...now accounting e masters korte cachhi germany te...english version e...university recommend korle khusi hotam...

Ans. You can search through this link

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/>

Q. Via ami jode bangladesh taka 2 years social science ar upor pore tahola ame ke germany ta gia Economics ar upor Bachelor korta parbo? Nake Social science e porta hoba? Please aktu janala kuse hotam.

Ans. It depends on course language . If it completely English then not.

Q. dear admin brother, could u pls tell me what is the scope for Diploma Engineer(Electrical) ?

Ans. If you want to study in Germany then u have to study in German medium that means u have to complete B1 /B2 of level of German language then one year foundation course.

Q. Via Salam Niban. Ami Tasim. Ami Ai Bosor HSC complit korce. Amar Question Hossa. Ami jode Bangladesh taka A1, A2, B1 course kore and IELTS 6.5 pi and germany gia jode 3month language course kore tahola ke 14 year ar education lagba? Please aktu janaban.

Ans. Ji tarporeo lagbe.

Q. Vaia, ami online -a apply korte gia problem face korsi.. Versity-r web page a shudhu secondary & honor's er option ase, but HSC-r kono option nai. Sekhetre kivabe fill-up korbo?? Higher Secondary na dile, year of schooling kome jacche!! Ami ki Honor's er oikhane HCS-o dia dibo??

Ans. Apni secondary option e HSC include koren or Other's option e SSC include koren or Other's option na thakle HSC, SSC 2 tai Secondary option e include koren.

Q. Dear Admin brother, I have completed BBA and MBA major in Finance. Now i want to study in abroad. It's my hope. I have about 1 year job experience. I want to stay in abroad and get a foriegn degree. What's your suggestion in germany?

Ans. আপনি প্রথমে IELTS করতে হবে এবং Score minimum 6.0 থাকতে হবে, Finance related অনেক সাবজেক্ট আছে জার্মানি তে। নিম্নলিখিত website টি

দেখুন। <https://www.daad.de/.../studie.../international-programs/en/>

Q. আছা.. জার্মানিতে ইংলিশ ভারশনে পড়াশোনা করে কি ট্রি দেশে চাকরি পাওয়া যায়? উত্তরটা জানালে খুব উপকৃত হতাম।

Ans . I think so,, but your determination is very much important that you want to build your career,,, that's why you need to show your good mark in academic result.

Q. Germany তে student ভিসায় যেতে হলে আমাকে কি করতে হবে।Details জানালে খুব উপকৃত হতাম।

Ans . You should better try to get admission at public University.... if not possible then get admission in a good private university...you have to finish 2 years then you will be qualified to study bachelor in Germany...one thing is if you science backgrounded then you should study in computer and communication technology related subject... Thank you very much..

Q. hello brothers...I am doing B.Tech in mechanical engineering from a NIT in India, This is my final year going on.I am planning to do my M.Tech/MBA in Germany(confused between M.Tech & MBA).Would you please help me providing some information about scopes and required qualification for getting a good institution with scholarship facility please?? I would be very greatfull to you all....

Ans. Germany is mother land of mechanical Engineering, Numerous job facilities but challenging . While MBA with your background is really challenging ,most cases language might heart you. Nevertheless, you know yourself ,nothing impossible, make your own decision, work hard, everything achievable and reachable !!!!

# **How to Write a Successful Statement of Purpose/Motivation Letter for Graduate Schools**

Last updated: 1994

Copyright © 2001 The US-UK Fulbright Commission

Based on a presentation in Madras by:

Professor Hower, Cornell University, and Department of English.

The personal statement is a difficult piece of writing, maybe the most difficult piece of writing you will ever do, and therefore you have to do it very carefully. It is an opportunity for you to give a picture of yourself. It may take a great deal of time and energy but at least you will have written something you are proud of, which says something important about you. So I would suggest first of all: write it for yourself as much as for graduate schools in America; do a job that you like, something that has integrity, which says something important about you. If things don't turn out the way you hope, at least you will have written something difficult but satisfying.

## **Importance**

How important is the essay part of the application? This depends on your marks to a certain extent. If your marks are very high, then it may not be as important as it is for someone whose marks are not so good. Nevertheless it is important. A person with high marks can spoil his/her chances of admission with a bad essay. At highly competitive schools, where most applicants score at the 97th percentile level on standardized tests, a winning personal statement may be the deciding factor in admission.

## **What Are Universities Looking For?**

First of all don't second guess. Don't try to figure out what you think they want and supply it because you won't be able to do that. Nor can you understand the mind of a 50 year old American who is living 10,000 miles away from you and may have woken up that morning with a headache and then was bitten by a dog on his way to the office. There is no way you can second guess, you cannot read their minds. Having said that, I can tell you some things which all college admissions officers want to see in the application:

- A Picture of Your Overall Personality**

How will you give a picture of your personality? I would suggest that you imply rather than state the facts. For instance, don't say 'I am a smart person.' Demonstrate it, imply it. Don't say 'I am energetic.' Give evidence by the fact that you worked after school for six hours every day and still had time to play on the volleyball team.

- Academic Background and Work Experience**

It would be a mistake to talk about your high school. Start with your undergraduate career. School records may be worth mentioning if there is something extraordinary about them.

- Continuity**

Admissions officers are looking for some continuity in what you have done, what you want to do in the near future and what you hope to do in the distant future. So, connect them.

- Commitment and Motivation**

Rather than simply saying 'I am committed', find a way of inferring that you are indeed highly committed and motivated to your proposed field of study.

- Communication Skills**

They will be looking at your writing skills - how well you

can present yourself clearly and intelligently when writing, hence the importance of spending considerable time on the statement.

These five points are very general but almost every university wants to know about them. They may be too general but if you miss one of them you are probably missing something important.

## **General Do's and Don'ts**

### **Do's**

- **Do take a lot of time.**  
Don't do this at the last minute. Plan to spend a month or so preparing for the essay. Plan to let it rest for a week, so you have time to mull it over and get a perspective on it. Don't be hasty and sloppy.
- **Do read the question carefully.**  
If they ask you why you want to go to law school, answer that. If they ask what are your career goals, answer that. Don't go off on a tangent or get too verbose.
- **Do write the length of essay they ask for.**  
If they ask for 200 words give them that or 190 or 220. You don't give them a 1000 and you don't give them 50.
- **Type your final draft unless they tell you not to.**  
Type it well with no mistakes. Buy some good paper. If you're writing it, see that it is clear and legible.
- **Do write a separate essay for each university.**  
There is no reason why you can't take a paragraph from one essay and apply it to another. Your essays don't have to be every word different but each university would like to think that you are especially interested in their program. Each university is different. Make something about your essay

distinctive to that university and mention its name. Don't write an all-purpose general essay. Admissions faculty don't like that.

- **Do as much research on the university as you can.**

If you can get hold of a catalogue, read it. If you can find someone who went to the university, talk to them. Find out as much as you can about the university. You don't want to say 'I have always wanted to go to Harvard because I wanted to find out about the Great American West'. As most of you know, Harvard is not in the Great American West. It is in Massachusetts.

- **Accentuate your positive qualities.**

If you had the highest mark in class, make sure that they know it. Make sure that they know that you were able to hold a full-time job while going to school. Make sure that they know that you won any awards. Make sure that they know that you were captain of a team.

- **Mention your positive achievements as they apply to your graduate admission.**

The information you provide about your important achievements must be related to your field. If you are applying for medicine and you have won a poetry prize, don't mention your poetry prize because you may not have space. It is a good thing, but you may need to fill your application with more relevant information. On the other hand, you could mention your work as organizer of blood donation camps or your internships as a psychiatric care worker.

- **Do mention your work experience, or volunteer work that you may have done or extra-curricular activities if they relate to your field.**

For example, if you are going to apply to business school and you were on the basketball team you may think that it is not relevant. However if you learnt leadership qualities, if you

learnt how to endure defeat, if you learnt management skills by being captain of the basketball team, then it is relevant. You have to show the relevance. If you had a job after school, working in the college bookstore or you have done volunteer work at a hospital, this is relevant - you have learnt management skills at the shop. You have learnt to interact with people while you worked in the hospital.

- **Be definite in your application.**

Don't say - 'I hope to do this', 'I might like to do that'. Say 'I want to do this', 'I am planning to do this', 'I intend to do that'. Your language is definite. It is not hesitant and indecisive.

## Don'ts

- **Don't try to second-guess admissions faculty, as I have already said, and don't flatter them.**

Don't say 'I've always wanted to study at the University of Montana because I have heard that it is the best university in the world to study medicine.' It may not be and even if it is, it sounds like flattery.

- **Don't be phony.**

Be honest. Admissions faculty can spot a dishonest essay a mile away. It would not be to your advantage to be dishonest as you might get into a university and then find it was not the right place for you.

- **Don't glorify yourself.**

Don't say - 'I was the best tennis player in the whole city of Madras'. That is boasting. However being modest and subtle are also not good qualities. There is a medium between being modest and boastful.

- **Do not repeat materials that are already on the application.**

Don't say 'My major is Physics' because you have already

said that somewhere else. Instead say ‘While I majored in Physics I also took ...’ or ‘My Physics major enabled me to take special courses in... and...’. Do mention your knowledge and experience in the field at the university level. It is usually a poor idea to mention your high school experience unless something exceptional happened at that time that changed your life or affected your career choice.

## Tips on Writing Style

- **Write simply, not in a flowery and complicated manner.**
- **Write in a straightforward way.**

In other words don’t be subtle or cute. Write in a clear and logical manner. If you have to be creative, that is fine, but does so in a straightforward way. These people are really interested in your vocation. They don’t want to read something that is in the form of one act plays nor do they want to read three adjectives per noun. They want you to be direct and straightforward.

- **Be clear in what you are saying.**

Make sure you are logical. Explain yourself with great clarity. Finally, most important of all, be specific, not vague. Don’t say - ‘My grades were quite good’ but say ‘I belonged to the top 5% of my class’. Don’t say - ‘I am interested in sports’. Say ‘I was captain of my hockey team’. Don’t say ‘I like poetry’. Say ‘I did a study of Shakespeare’s sonnets and wrote a twelve-page bachelor’s degree dissertation on Imagery’. Don’t say - ‘I want to be a Supreme Court Judge that is why I want to go to law school’. Say things like ‘I was an apprentice in a court’ or ‘I often went with my father to the courts to listen to cases’ or ‘I wrote a legal column for a school newspaper’. That is being specific.

## Writing the Essay

### Stage 1: Preparation

Brainstorming is an important part of preparation. Take some time and write down in note form the important events and facts about your recent life - from the time you graduated from high school. List the things that you have done and the things that have been important to you. For example:

- Won a poetry contest
- Got A's in Physics and Mathematics
- Member of volleyball team
- Worked after school in shop
- Won a contest
- Worked with a social welfare group on a slum project
- Went to Hyderabad for six months to stay with an aunt because she was sick

Write out the answers to some questions. Write them out in some detail, being as specific as you can.

- What have you learnt about your field that has stimulated you and given you the conviction that you are best suited to that field?
- How have you learned this? Classes, important reading, work experience, extra-curricular activities...
- How have your work experiences contributed to your personal growth?

If you have not had a job, don't worry about it, but mention it if you have - even if you were not paid for it. Perhaps you took care of neighbors' children for a number of years. If you are applying for graduate study in social work, psychology or education, you can make this relevant.

- What are your career goals?

Be as specific as you can be. Not all students are clear about what they want to do ten years from now. If you don't know it, don't fake it. Be as specific as you can be. Not everyone can be clear - some students are not old enough or experienced enough to know what their future goals are.

- Explain any discrepancies or gaps in your record.  
If you dropped out of university for a year to take care of your father who was ill, that will show up in your student record or transcript. You will have to explain that. You don't have to make a big deal about it. However admissions faculty will want to know why you were not at university for a certain period. Suppose you had poor marks in the first two years and then your grades picked up and the reason you had poor marks is because you were not sure what you were doing or you were sick a lot or you were moving from one city to another.  
Explain that. For example, 'My marks in the first two years were not up to my expectations but once I got settled into a new home, they improved remarkably' or 'My father was ill at that time and I had to take care of him. After his death, I had to face university again.' If such experiences have influenced your record you should mention them. Don't make silly excuses. But if something really needs explaining, don't skip over it.
- Have you overcome any special obstacles?  
Some of you may have faced troubled times in your life - financially, medically or have had family problems. If they are really obstacles explain how you have overcome them. This makes you appear like a person of considerable character.
- What personal characteristics do you have that will enhance your prospects for success in your field?  
Can you demonstrate that, give evidence? If you can't give evidence that you are a hard-working person then don't say you are hard-working. If you are a hard-working person and you have worked ten hours a day at a job and studied, that is worth noting. Again inference may be the best way of stating it.
- What special skills do you possess?  
Ask your friends. You may have special skills in communication, articulation, or are you especially good at leadership, do you have sharp analytical skills, or are you

creative. This is where your autobiography would be useful. You acted in a college play and people thought you were terrific. What does this mean in terms of applying to a graduate school of law? It means you are able to get people to pay attention to you. Being a good actor can make you a good lawyer. Actors have gone on to become lawyers and politicians as we all know, so look over your life. What special skills do you have? Perhaps you have a technical skill, a pilot's licence or you know how to repair motors.

- What are the most compelling reasons the committee should be interested in you?

What is so great, so wonderful about you? If you have done a good job with your autobiography and you have done a good job answering these questions half of your work is done. It takes time to do this. Spend time on it.

- What is special and impressive and unique about you?

This is not an easy question to answer. You should ask someone 'Hey what is so special about me'. Your mother may not always have the same ideas you have: 'You eat well'. That's not going to help you figure out an answer. Ask a friend.

- What details in your life have shaped you and influenced your growth?

What details in your life have made you the person you are and have influenced your choice of career goal?

## **Stage 2: Writing**

Write several outlines and decide which you like best.

Remember the essay has an introduction, a body and a conclusion. Outline the things you want to say and from all the material you have written, select the material which you think will go well in your essay. Select the most significant details. Put that into your outline. Make your outline useable, make it neat and leave lots of space. Now you are ready to write the

essay. Write on lined paper, double spaced, using only one side of the page.

The first attempt at writing the essay is going to be terrible, but don't worry; it is only the first draft. Do not edit as you write. Write it out. Make it too long.

### **Stage 3: Revision**

Let the essay sit for a day or two. Then go over it with a red ink pen making little lines; cross out words or sentences. Revise it carefully and write your second draft. This may also be disappointing. Don't expect too much from your first attempts. It takes a lot of work. I have often put in a lot of work, put it in an envelope, taken one last look and said 'Oh hell, I have to do it again' and I did it again. Do as many drafts as you feel is necessary.

Spend time on the first paragraph. Make sure that first paragraph is terrific and interesting. Don't make it cute or flowery. Don't say anything less than fascinating. You won't get it on your first draft. You will probably get it on your sixth or seventh try. Also pay attention to your last paragraph which may be only one sentence - make it a snappy last sentence.

Be clear, specific and interesting.

You are likely to be exhausted, fed up and sick of the whole project. At that time don't push yourself. Let it sit. Give the essay to somebody else to look at. Someone who is older, perhaps a former teacher; not a friend who is afraid to criticize you. Somebody who cares enough to be critical and tell you the truth. Then write it again.

Once you think you have got the final draft, what do you do? Proofread it as if you were the editor of India Today or Times of India. Not a single mistake must survive - spelling or

grammatical. Look every word up in the dictionary that you are not absolutely sure of.

Remember that content and styles are both important (60%:40%). Make sure that the essay looks perfect.

## **Study in Germany (Cost and fees)**

you need to pay application fee, if you apply by uni-assist 68 euro for first application and 15 euro each later, travel insurance 5000 to 10000 tk, embassy fee 7500 tk, air ticket 50000 to 70000 tk, after coming in Germany you need to pay 500 euro (Advance for accommodation normal), first month rent of accommodation 200 to 250 euro normal, health insurance fee every month 77 to 80 euro. semester fee 200 to 500 euro( for 6 months) and food and others cost 100 euro normal for every month ( up to your life style).....block account in Bangladesh 7908 euro and in Germany 8040 euro(for one year).....

*Block Account: In Bangladesh- 7908 Euro, In Germany-8040 Euro.*

# A brief guide to get you started on your new journey in Germany

By [যুবরাজশাহাদাত](#)

HerzlichWillkommen!

Pre departure stuff

## 1. Student Visa

You should apply for a student visa. Please look into the website of respective consulates or Embassy for application procedure.

## 2 . Accommodation

Start your search for accommodation as early as you can.

Ask whether the room is furnished or unfurnished.

Ask about the bedding and towels.

If possible do not arrive at weekend or late night. If you have no other choice, inform your studentenwerk/place of accommodation in advance so that they can arrange for you to receive the keys.

Do take a good look at the condition of the apartment; you will be expected to return it in the same condition in which it was handed over to you.

Make sure you completely understand the contract before you sign it with the landlord, Do ask what is covered in the

rent and what is not covered.

### Student accommodation

Student accommodation is the cheapest form of housing for the students. The studentenwerk offer different type of housing within student accommodation. Besides furnished rooms, they have unfurnished rooms as well. Furnished rooms are generally equipped with a writing desk, a bed, a wardrobe and shelving. Pillow, blanket, bedding and towel are not provided. In some studentenwerk, these can be bought or even rented.

More information is available on this link:

[http://www.internationale-studierende.de/en/prepare\\_your\\_studies/accomodation/student\\_accomodation/](http://www.internationale-studierende.de/en/prepare_your_studies/accomodation/student_accomodation/)

Each city has their own studentenwerk website; please check out the website of your respective cities.

For Berlin: <http://www.studentenwerk-berlin.de/>

For Munich: <http://www.studentenwerk-muenchen.de/en/>

For Stuttgart: <http://www.studentenwerk-stuttgart.de/en/the-sws>

You can have a look at the studentenwerk website of your city.

### Shared flat and private apartment

Private shared flats (called Wohngemeinschaften in German or just WG) are another option for you. Students live in a shared flat; each has their own room, with a shared kitchen and bathroom. The occupants also share the rent/electricity/heating/internet.

Links for shared flat:

<http://in.easyroommate.com/>,  
<http://www.wohngemeinschaft.de/>, <http://www.studenten-wg.de/>, <http://www.zwischenmiete.de/>, <http://www.wg-gesucht.de/>

Links for private apartment:

<http://www.studenten-wohnung.de/>,  
<http://www.studentenwohnungsmarkt.de/>

Internet :

The student housing comes with Internet included in the room rent. There is a person in charge of the Internet in the dorms. You need to contact him/her for activating the internet on your computer. You can ask your Hausmeister (Warden/caretaker of the hostel) to give you the details of the person. All of them have specific office hours. So make sure you meet them during their office hours.

“DOWNLOADING IS ILLEGAL IN GERMANY”. There are people who have been fined heavily due to downloading/uploading. So if you do, it is at your own risk!

There is also a limit to the internet usage (~4-6 GB per week) in the students' dorms. If you exceed the limit you will be disconnected for a certain period. Please find out about the usage limits when you get the connection.

Private flats: Sometimes it is provided with the flat. But if you don't have one, then you can go to the telephone providers like Telekom, Alice (O2) etc. from where you get the modem, the LAN/WLAN etc. But this process generally takes time (~1 month).

There is also a possibility of Internet Surf-sticks. One can

contact the local providers in Germany for further information.

### 3. Packing your bags

#### Documents

Passport, Academic certificates, Health insurance papers, Bank documents, International student identity card (ISIC). Please carry all original certificates together with extra copies of each document and some photographs.

Keep all documents and money in your hand baggage.

#### Money

Keep some cash with you for the first 2-3 weeks, you will have to spend money on lodging and boarding, transport, advance rent caution deposit and health insurance etc.

You cannot withdraw more than 649 EURO in one month from your blocked account (different from a Jungeskonto), so please carry enough cash with you because first month is going to be very expensive.

A general estimate of expenditure:

- Caution deposit for accommodation (for student housing only): 200-300 € (in the first month)
- Room rent (for student housing only): 180-250 €/month
- Blanket, bedding and pillow: 50-70 € (1st month)
- Immatrikulation fee: 280-325 € (every semester)
- Visa extension fee: 80-120 €
- Tuition fee (depends on your university).
- Monthly food: 60-100€

- Phone: 25-30€

These are just some major expenses, so please calculate accordingly, how much money will be needed during your initial days in Germany.

Make sure you have some coins (~10€) just in case you have to make a call etc.

### Clothes

It gets really cold in Germany, so make sure you have enough warm clothes to start with. Do carry some light clothes as well for summers. It would be nice if you have a set or two of formal wear for formal occasions and traditional Indian dress for festival celebrations.

Keep one jacket, gloves and an umbrella in your hand baggage as you may need them immediately after landing.

### Medicine

Do carry some basic medicines with you. In case you have any special medical requirement, make sure that you have all the supplies at least for the initial days together with the prescription.

As a precaution, have a physician's prescriptions for all the drugs you are carrying.

Spectacles: Carry at least two extra specs with you. Or make sure your health insurance covers it.

### Bedding

Bed-linen, blanket and pillow, you can buy them here.

Generally if you are in a student hostel (from Studentenwerk) then the room is given with the bedding and Internet facility.

You generally get the bedding (Blanket and pillow) at an extra cost (40-50€).

## Food

You can bring some spices with you according to your taste; do carry some ready to eat stuff for the initial days.

You need not carry a lot of food items such as rice and lentils etc, you can buy them here at almost same price.

You can get some utensils with you like plate, spoon, bowl and a cup for the first few days till you get to know the place better. Some students prefer buying the utensils including pots and pans in Germany due to Baggage restrictions. One can get everything here (eg. Kaufland) at a slightly higher price.

## Other items

Laptop, charger, mobile phones and any other gadget.

As far as we have seen, we do not get hair oil here. So please carry hair oil if you are used to it.

Adaptors: You must carry a suitable adapter with you.

Germany has round two pin sockets, so carry suitable adapters with you.

Extension cord: Bring one extension cord (round 2-pin) with you.

## Your first steps in Germany:

City registration (Einwohnermeldeamt) - local resident

This should be done within 10 days of your arrival.

Required documents:

- Passport

- Uni Invitation /admission Letter
- Proof of local address (House Contract)

You receive: Meldebestätigung - a document that is a proof that you are a registered local resident.

University Registration

Semester fees

You get a University Student ID (with Semester Ticket which allows free public transport in and around the University town) with your details and Matriculation number (Immatrikulationsnummer) - Immatrikulationsbescheinigung. This proves that you are a student in xxx University in Germany.

Bank Account

Opening a bank account for students (Jungeskonto) is FREE in Germany.

Online banking is provided as well with an Online Pin.

Required documents:

- Passport
- Immatrikulationsbescheinigung or any letter that proves your student status (admission letter)
- Anmeldungsbescheinigung (Cty registration - proof of local residency)

You get a Debit Card - can be used to swipe as well for Shopping etc.

Since student accounts are free, one has renew his/her student status. It should be checked with the bank. Mostly it is every 2 years but you can ask the bank.

## Credit Cards

Students also have the possibility to get a Credit Card with a monthly limit of 500 euros. But they charge an annual fee e.g. 30€ for Deutsche Bank.

Some organizations - DKB, Postbank - Prepaid Credit card (no fee) (?!)

## Health Insurance

Companies: AOK / TK etc.

Private / Public

Cost: different offers (25-70€) depending on one's needs

Requirements:

- Passport
- Immatrikulationsbescheinigung (Student ID)

To visit a doctor you need to fix an appointment via telephone. One generally has to pay a basic fee of 10€ that is valid for any number of visits to the doctor in the next 3 months. You need to produce your health insurance card/document to the doctor. Some doctors charge you directly and you need to send the prescription and the bill to the insurance agency for your refund that gets credited to your bank account while some doctors get it done directly from the insurance agency.

Visa Extension (Visumverlängerung - Ausländerbehörde)

Should be done within 90 days of your arrival

Required documents:

- Passport
- Admission Letter
- Student ID (Immatrikulationsbescheinigung)
- Meldebescheinigung

- Health Insurance
- Passport size photo (Biometric)
- Fee (30-80€)

Electronic visa (Elektronisches Aufenthaltstitel) - permits you to travel in the Schengen countries of the European Union.

Phone Connection

Required documents:

- Passport
- Student ID
- Bank details (for postpaid)

Providers: O2, Vodafone, Eplus etc.

National / International offers

Postpaid/prepaid

International Calling

Skype

voip / Mobilevoip - (~1 cent per minute)

Note: Inspite of the document list being mentioned here, it is advisable to ask the responsible office while fixing an appointment to confirm the documents required.

University Related

Pre departure:

Keep in touch with concerned person in International office/ course coordinator/ Indian student organization of your university. Find out if they assign someone to help you out during your arrival and for the first few days.

After arrival:

Get immatriculated (registered) at the university. For this you have to pay your semester fees (online transfer/deposit at bank).

Immatriculation card/Semester ticket will be sent in a week or two. Find out if the university provides any temporary transport ticket or buy one from your city's transport company.

Immatriculation card/Semesterticket –

- Document of registration at the university. Free transport in the city/state (depends on the university) Free university Wifi (get it activated after getting the Immatrikulation card)
- Serves as your student identity card
- Other services for students (like free bike repair, etc.) - Varies depending on the university
- Needs to be renewed before the end of each semester for the next semester

Studentenwerk –

Student services

Every university/university city has one.

Responsible for maintaining Uni Dormitories, canteens(Mensa), etc

This is where you have to contact if you want a university dorm (usually the cheapest accommodation option but also hard to get one) Local Studentenwerk websites provide important information for the students

International office - Important for foreign students

Many international offices of the universities help students to find a room or help with administrative works like city registration, opening bank account, etc.

It conducts orientation programs, events and excursions for

students at reduced price.

Contact your international office for more information.

## Funding

Some universities have funding available for students from specific nationalities or for specific courses. Sometimes scholarships are provided to cover the tuition/semester fees. Short term scholarships (for 1 semester/1 year) also given out by different foundations / organisations.

Check university, international office, student association and studentenwerk websites for offers

## HiWi jobs (WissenschaftlicheHilfskraft)

It means a voluntary assistant job at the university

It can be research assistant/teaching assistant or an assistant in a department at the University.

You get paid up to 400€ a month.

Some of these jobs demand German language proficiency.

## Part time jobs

### Working outside the university

Jobs can be general or specific to your education (like part time job at companies which employ students with specific subject knowledge)

As per new guidelines, students can work 120 full days or 240 half days per year.

Earnings of more than 400€ a month is subjected to taxes  
Semester - A semester is divided into lecture period and non lecture period. As the name itself suggests the lectures are held during the lecture period. The duration generally is

around 4 months. The non lecture period is for conducting practical courses and exams.

Examinations - Are held after the lecture period ends. Check the examination regulations of your university to understand how it works (no. of attempts, mode of examination, etc.)

Professor-Student interaction - Need to take/fix an appointment before meeting.

It's VERY important to be punctual. Punctuality is absolutely necessary not just with meeting professors but also if you plan to meet someone (appointment at bank, appointment at Ausländerbehörde, etc).

Work culture - Work is taken very seriously here. Working hours at the university are 8h00 to 17h00 generally. People are punctual and like to leave by 17h00 in the evening to enjoy the evening so if you have some work to be done with a university official, make sure you get it done before 17h00 or even earlier in some cases. The work environment is calm and friendly. Colleagues are often seen having lunch together in the Mensa albeit a brief one compared to India. If you do get to work at the university remember that you can always ask your colleagues for help. They will not directly approach you and offer help but instead you will need to take the initiative. They are willing to help students always provided you are well prepared and show interest in the subject. It is imperative to fix an appointment via email or visit during their visiting hours. Everyone uses email as the primary channel of communication and it is preferred to even a phone call.

Dormitory and Apartment etiquettes:

Since staying in a university dormitory with students from various nationalities is something new, it requires some time

to figure out the Do's and Don'ts of staying in dorm rooms. Click here to download an illustrated dictionary of dorm life prepared by DAAD and Studentenwerk Bielefeld.

#### Tax - Steuer / Steueridentifikationsnummer :

One can work part time (Nebentätigkeit) and earn upto 400€ which is tax-free. If you cross the 400 euro tax free limit, then the percentage of tax depends on how much you earn. Please contact your employer for further details. Once you get the details of tax class etc. you have to register at the Finance Office and get a Tax card which has your Tax identification number (Steuer ID).

#### Food, Transport and Holidays:

##### Bangladeshi/Asian food

Food is not as big a problem as you think. As expected there is plenty of meat on offer but vegetarians need not worry. There is always something for vegetarians at restaurants. You will finds many Asian/Indian shops every city .

For those of you looking to cook Indian food you really do not need to carry spices, rice and wheat. Most Indian spices and condiments are available at Indian shops. Even if there aren't any where you stay, you will find the basics at an Asian shop of which there are many. Rice cookers can also be bought here (~20€)

##### Mensa /Canteen :

The university mess/canteen is called the mensa. Hot meals are provided in the afternoon for everybody. Meals are subsidized for students. There is plenty of variety and there is

always a vegetarian dish available. Meals start at about 1.80€ which is considerably cheaper than restaurants. A meal in the mensa would cost you approx. 3-4€ (Uni Hannover).

German cuisine and international delicacies are generally served. A typical german meal would consist of meat, potatoes/rice, and soup/salad. Pasta and pizza are present in abundance. Do try the cake in Germany. It's delicious.

A meal at a good restaurant will be at least 8€. Cheaper options like McDonalds, Burger King, etc are available.

#### Airport transfers :

A typical german city has a “city centre” which consists of the Hauptbahnhof (Main railway station) and the surrounding blocks. The airports (Flughafen) are usually on the outskirts of the city (about 30 minutes from the Hauptbahnhof). Quite a few of you will be landing in major cities and then heading to your respective universities and to do this you will either be taking a flight or a train. To take a train to a different city once you land you will need to go to the Hauptbahnhof of that city and then catch another train to your destination. Transfers from the airport are frequent and easily available. Just follow the signs in the airport and take the train/bus that is heading to the Hauptbahnhof. Do not hesitate to ask the information centres for help. They all speak English. To check for trains you can use the website:

<http://www.bahn.de/i/view/DEU/en/index.shtml> there is an english version. Choose “local transport only” for cheaper regional trains.

There are fast trains (ICE and IC) and regional trains (RE, ME etc.). The regional trains are cheaper but take longer. You can use either of these to get from the bahnof to any other city

Transport within your city of residence is taken care of by a local organization. For people who do not have a semester card, you can get monthly passes. The cost of the monthly pass depends on which zone of the city you live in and where you would expect to travel to for that month. Bicycles are a good option for summer and spring.

### Travel/Holidays:

#### Deutsche Bahn - Student offers.

Always ask if there are student offers when booking tickets. There are offers also available for travelers under the age of 25. Other offers include special weekend tickets (SchönesWochenende ticket), state specific tickets (Länder ticket), etc. Book early if you want to get cheap tickets for fast trains.

#### Car pooling (Mitfahr)

Another fun way to travel is by car. People driving between cities offer to take people along for a price. You can register for it on these websites:

<http://www.mitfahrzentrale.de/index.php?landnr=D&lang=GB>

<http://www.mitfahrgelegenheit.de/>

It is safe as far as we know and it usually is a nice way to travel and take advantage of the autobahns (highways). It is usually cheaper than taking a train (5-7€/100 km).

#### Holiday booking

-Deutsche bahn offers

-Low cost airlines - Ryan air, Air berlin etc.

-Airbnb

-hrs

-Youth hostels (Jugendherberge)

Low cost airlines have strict baggage limitations. Read the rules and regulations very carefully before booking. Carry your passport while travelling.

Extras :

A few important Shops:

- Food/Grocery: Rewe, Lidl, Aldi, Penny, Edeka, Kaufland.
- Cosmetics, Hair products, Household stuff etc.: Rossmann, DM, Douglas, GaleriaKaufhof
- Clothes: H&M, C&A, GaleriaKaufhof, Zara, New Yorker, and a lot more.
- Medicines: With a doctor's prescription at the Pharmacy.
- Deshi spices: Indian/Asian shops
- Shoes: Deichmann, Schuh Center, Sidestep etc.
- Stationery: McPaper, GaleriaKaufhof, Rossmann

It is advisable to have a copy of your passport in your wallet at all times during your stay in Germany.

---

---

We have tried to write down everything possible that we could think of. And all of us as well as the Goethe Institute, Dhaka, International offices of respective universities are always there to extend help if and when needed. So do not worry. Go ahead and have a great time in Germany!!

All the Best!

# **Letter of Motivation ( For M.Sc. Student) by Yousuf Dinar**

By [Yousuf Dinar](#) on [Tuesday, March 10, 2015 at 9:20 AM](#)

## **Letter of Motivation**

My undergraduate studies in the Department of Civil Engineering at the University of Asia Pacific, one of the reputed universities in the country by quality, merit and research, has exposed me to a stimulating academic environment where learning and research go hand-in-hand. Through the many opportunities I have had here, I have found a deep interest in research work and a strong aptitude for the type of problem solving and problem discovery that it involves. My eleven month practical field work and my courses have given me plenty of exposure to these areas and I strongly believe that I have sufficient motivation and aptitude to work in this field.

I have good academics at every step in my undergraduate education. I stood 2nd among 70 graduate students (within top 3% of the class) with GPA 3.96 out of 4.0. I have secured vice-chancellor merit list all through and academic excellence award four times in my undergraduate level of B.Sc. in Civil Engineering from the University of Asia Pacific. During my graduation I carried out my final year thesis on "Determination of Modulus of Rupture of Concrete made of Recycled Aggregates" under supervision of Dr. Md. Tarek Uddin, Professor of University of Asia Pacific, a prominent name in

the field of engineering and engineering material related research. This engineering material based thesis has given me a great exposure to the world of materials .It required extensive research in terms of establishing an experimental setup. I have secured 1st position in an event, IUT Cennovation 2013, by giving a poster presentation of my thesis outcomes. Again, I carried out my project work in University of Asia Pacific on “Determination of ramp location of Kuril Flyover” under supervision of Dr. Moinul Hossain, Ex- assistant Professor of University of Asia Pacific. Besides that material course leads us to a research oriented assignment, “Recycling of Demolished Concrete as Coarse and Fine Aggregate”. Besides that I have also worked as a team with different researchers, professionals and students to identify general trend of different nonlinear structural analysis which results a few civil engineering related journals. In professional field, in Rangs Properties Limited as a junior structural engineer I have worked with steel and ready-mix concrete closely which influence me to continue my career towards specialization. All these affords make me motivated to do my higher study in something which deals with material science and engineering. The engineering fields strongly depend upon the material especially material composition and physical properties. Due to development of technologies of industries the research on this fields have a well future in coming days and this is the reason the field is becoming popular day by day all over the world. Material Science is a relatively new discipline of engineering for our country but it is getting attention of many industries day by day. I think it will be a great opportunity for me to gain a strong knowledge base in the field of Material Science. I have come to know about University of Kiel from search engine that it offers this graduate course.

M.Sc. in Material Science in University of Kiel defines my entire career goals in a single thread. I have found the course

curriculum of this M.Sc. program very rich and unique combining theory courses, case studies, project and finally a thesis. After going through the module handbook, I became highly motivated. As this field is vast in nature and involve work both in science and industry simultaneously so well organized curriculum is required, which is offered by University of Kiel. I believe that it will help me to become a skill candidate in the competitive industry and construction site where I can work and research simultaneously to develop this field. My future plan is to become a potential person on this sector and establish connection between physical experiments and numerical models using computational mechanics on my further higher studies. I am fully aware of the commitment required for course work which I have chosen to study. I therefore look forward to joining your esteemed university for pursuing higher studies leading to a Master's Degree. I would like to end by saying that I am fully aware that a career in academics requires a high level of intelligence, unwavering dedication and a lot of sacrifice. I am confident that I would meet all the above demands and would try to be an asset to your renowned university and hence I appeal to the Graduate Admissions Committee to consider me for admission.

Sincerely yours,

Nazrul Alam

Dhaka, Bangladesh

# VISA to go Germany

By [Yousuf Dinar](#) on [Tuesday, March 10, 2015 at 9:04 AM](#)

## ভিসার আবেদন প্রক্রিয়া

জার্মানীতে যেতে আগ্রহী ব্যক্তিকে তার নিজ দেশের জার্মান অ্যাস্বেসীতে ভিসার আবেদন করতে হয়। বাংলাদেশের নাগরিকগণ ঢাকাস্থ জার্মান অ্যাস্বেসীতে ভিসার জন্য আবেদন করবেন। ভিসার আবেদনপত্র দৃতাবাস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। দৃতাবাস কর্তৃপক্ষ ভিসার ক্যাটাগরি অনুযায়ী তা যাচাই বাছাই করার জন্য সে দেশের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন। যেমন, আপনি যদি “Residence Permit” এর জন্য আবেদন করেন তাহলে দৃতাবাস কর্তৃপক্ষ আপনার আবেদন ফরম সেদেশের ইমিগ্রেশন দপ্তরে (the Auslaenderbehoerde) পাঠিয়ে দেবেন। ইমিগ্রেশন দপ্তর, স্থানীয় কর্মসংস্থান দপ্তরের (the Arbeitsamt) সুপারিশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। যদি কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি অনুমোদন করেন তবে দৃতাবাস কর্তৃপক্ষ প্রার্থীকে ভিসা প্রদান করবেন।

## ভিসার ক্যাটাগরী

Residence Permit/Employment Visa (স্থায়ী বসবাস/কর্মসংস্থান ভিসা) Study Visa (পড়াশোনার জন্য ভিসা) Tourist Visa (স্বল্পকালীন ভ্রমন ভিসা) Business Trip Visa (ব্যবসায়িক ভ্রমন ভিসা)

## যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন:

### টুরিষ্ট ভিসার জন্য (Tourist Visa)

যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র এবং ডিলারেশন লেটার ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি পাসপোর্টের মূল কপি এবং ফটোকপি (অন্তত ৩ মাস মেয়াদ থাকতে হবে এবং কমপক্ষে ২টি ফাঁকা পৃষ্ঠা থাকতে হবে। চলতি ব্যাংক ষ্টেমেন্ট এবং এর একটি ফটোকপি নিয়োগকর্তৃপক্ষের রেফারেন্স লেটার গ্রন্ত প্রাত্তিক্রিয়া/হোটেল রিজার্ভেশন/এয়ারলাইন রিজার্ভেশনের প্রমানপত্র এবং ফটোকপি ভিসা ফি

### স্টাডি ভিসার জন্য (Study Visa)

২টি যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় ডিলারেশন লেটারের অনুলিপি। ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি মূল পাসপোর্ট এবং এর ফটোকপি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাবেন সেখান থেকে ইস্যুকৃত ‘Letter of Acceptance’ আর্থিক স্বচ্ছতার প্রমানপত্র ও এর ফটোকপি (যা প্রমান করবে জার্মানীতে অবস্থানকালীন সময়ে আপনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছ অবস্থানে থাকবেন।

### বিজনেস ট্রিপ ভিসার জন্য (Business Trip Visa)

যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় ডিলারেশন লেটার ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি মূল পাসপোর্ট এবং এর ফটোকপি (কমপক্ষে ৩ মাস মেয়াদ থাকতে হবে এবং ২ টি ফাঁকা পৃষ্ঠা থাকতে হবে) আপনার বর্তমান ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট এবং এর ফটোকপি বিজনেস রেফারেন্স – অর্থাৎ জার্মানীতে কোন কোম্পানী বা সংগঠনের তরফ থেকে আপনার জন্য পাঠানো Invitation letter যেখানে উল্লেখ থাকবে যে ত্রি সংস্থা জার্মানীতে অবস্থানকালে আপনার সব খরচ বহন করবে।

## স্থায়ী বসবাস/কর্মসংস্থান

জার্মানীতে ভিসা (Employment /Residence Permit Visa) যথাযথভাবে পূরণকৃত ২টি আবেদন ফরম এবং প্রয়োজনীয় ডিলারেশন লেটার এবং অনুলিপি। ২কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। জার্মানীতে আপনার ভবিষ্যৎ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে “Employment Contract” অথবা “Letter of Intent” ভিসা ফর্মের জন্য কোথায় যোগাযোগ করবেন কনস্যুলার সার্ভিস এন্ড ভিসা ইনফরমেশন জার্মানী দূতাবাস, ঢাকা ১৭৮, গুলশান এভেনিউ, গুলশান-২ ফোন: ৯৮৫৩৫২১, এক্সট ১৫৩ ইমেইল: info@dhaka.diplo.de ওয়েব: [www.dhaka.diplo.de](http://www.dhaka.diplo.de) সময়: দুপুর ১.১৫ থেকে ৩.০০ পর্যন্ত। অবশ্যই টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে করে যেতে হবে।

ভিসা ইস্যু করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়

স্বল্প সময়ের ভিজিটের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া করার সময়সীমা ২ থেকে ১০ কর্মদিবস দীর্ঘতর সময়ের ভিজিটের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া করতে বেশ কয়েকমাসও লেগে যেতে পারে। ব্যস্ত মৌসুমে একজন ভিসা আবেদনকারীকে আবেদনের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হতে পারে। সেজন্য আবেদনকারীকে সতর্কতার সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে আবেদন করতে হবে।

### ভিসার জন্য প্রযোজ্য ফি

যারা ৩ মাসের বেশী অবস্থানের জন্য ভিসার (National Visa) আবেদন করবেন (যেমন, study, employment ইত্যাদি ভিসা) তাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভিসা ফি হচ্ছে ৬০ ইউরো। যারা ৩ মাসের বেশী জার্মানীতে অবস্থান করবেন এবং প্রথম ৩ মাসের মধ্যে অন্যকোন “শেনেনেন” দেশ প্রমন করবেন (যেমন scientist) তাদের জন্য ভিসার (hybrid visa) আবেদন ফি ৬০ ইউরো এক্ষেত্রে কোন কোন ঘটায়থ কর্তৃপক্ষের সুপারিশে পর্যায়ে ছাড়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

### ভিসার মেয়াদ

Study ভিসার মেয়াদ study period এর মেয়াদের সমান।  
স্বল্পকালীন অবস্থানের (শেনেনেন) ভিসার মেয়াদ ৯০ দিন।  
হাইব্রিড, দীর্ঘকালীন প্রমন/স্থায়ী বসবাস (residence permit)  
ইত্যাদি ভিসার মেয়াদ ৯০ দিনের বেশী।

Thanking: **মুবরাজ শাহাদাত**

# দরকারি তথ্যবলি : 45 Most Asked Questions About Studying in Germany...

By [Iqbal Tuhin](#) on [Thursday, November 6, 2014 at 2:31 AM](#)

আপনি জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা নিতে চান? আপনার মনে আছে অনেক প্রশ্ন? আপনার মনের সে অজানা সুন্দর জিজ্ঞাসা গুলোর উত্তর এখানে পাবেন আশা রাখি, যা আপনার জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষার পথকে সহজ করে দিবে। শুভ কামনা থাকলো সবার জন্য।

## 1. Why choose Germany to study in as a foreign student?

Well, for starters, you'll get first-class education (German universities are among the highest ranking in the world – right below a few of the American Ivy League and prestigious British universities) and a formal degree to show for it, that is recognized all over the world.

On top of that, the guiding principle of the German higher education being ‘The Unity of Teaching and Research’ (also the cornerstone of what is referred to as the ‘dual education system’), there is strong emphasis on ‘apprenticeship’ and hands-on involvement on the part of the student, in both the practical application of a large part of what gets learned theoretically and in researching novel ways of problem-solving (at many universities and ‘Fachhochschulen’ access to cutting-edge research facilities is available).

Finally, Germany is an important country and culture, so every international student stands to benefit greatly from familiarity

with it (to say nothing of the ton of fun they are certain to have in the process).

## **2. What exactly is ‘Studienkolleg’?**

It is a one-year preparatory course which has to be joined by individual candidates who wish to study at a German higher education institution but whose school leaving diploma is deemed insufficient to apply for a degree program.

The course covers full-time education in the subjects of a degree program as well as the German language, for five days a week. A passing score on the final Assessment Examination qualifies you to apply for a degree program that is suitable for you at any German university.

## **3. Can I study in Germany in English language?**

Yes. There’s plenty of International Degree Courses taught in English (in the first semesters, at any rate) for students whose command of the German language isn’t sufficiently good to warrant their studying be done entirely in German. Both before and during the program there are German language courses offered. A large number of postgraduate courses (Master’s and Ph.D.) are designed and taught entirely in English.

Go to

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/de/> and select “English” from the field “Course Language” to find all programs in English!

## **4. What exactly are the International Degree Courses?**

International Degree Courses have been introduced by institutions of higher education in Germany with the express aim of facilitating the process whereby international student applicants realize their educational objectives in Germany. The

medium of instruction is primarily English, with gradually increasing usage of German.

These courses, which have been designed to high academic standards and are available to not only international but German students as well, cover both undergraduate (6 to 8 semesters resulting with a Bachelors degree) and postgraduate (3 to 5 semesters resulting with a Masters degree – in some courses, 6 additional semesters lead to a Ph.D.) studies.

**5. Is it mandatory for international students to have passed TOEFL or IELTS in order to enroll on a study program that is taught entirely in English?**

Yes, as a general rule, you need TOEFL or IELTS in order to apply for a program that is entirely taught in English at a German university. If, however, you're applying for a postgraduate program and already hold a Bachelors degree with English as the language of instruction, you do not need TOEFL or IELTS; it goes without saying: no need for TOEFL or IELTS if you're a native speaker of English.

**6. What are the “Fachhochschulen,” and in what way are they different from a University?**

Let's first mention what they have in common: they both lead to Bachelors and Masters degrees (or their equivalents in Germany). However, 'Fachhochschulen' do not award Ph.D. titles; in order to earn a Ph.D. a postgraduate course at a university has to be attended.

Universities of Applied Sciences (a.k.a. 'Fachhochschulen') are so conceived as to maximize the practical utilization of theoretical knowledge; they are suitable for candidates who have no intention of pursuing academic careers, but are rather interested in the acquisition of as much practical experience as possible. Hence, the vast majority of degree programs taught in

them are in the fields of engineering and hard sciences; programs in business administration get taught at ‘Fachhochschulen’ too, but to a lesser extent, whereas courses in humanities and social sciences are rarely offered.

## **7. Is there free access to computer facilities and libraries at German universities?**

As a general rule, all higher education institutions in Germany provide Internet access and set up email accounts for their students. In addition to that, they have libraries and archives that are very well stocked and that supply many of the titles that are mandatory reading for students so they don't have to buy a lot of the reading material for their study courses.

## **8. Are there any age limits to apply for postgraduate study programs (Masters and Ph.D.) in Germany?**

No, there are no limitations set on age.

## **9. Are there deadlines for direct enrollment?**

The entrance application must be submitted by January 15 each year for the summer semester (beginning on April 1) and by July 15 for the winter semester (beginning on October 1). Students from outside Germany now have the opportunity to apply to several universities with only one set of documents through the Application Services for International Students (assist). assist will check that all necessary documents have been included and that they meet the necessary formal requirements, and will then forward them on to the respective universities.

## **10. Who does the assessment and recognition of foreign earned degrees in Germany?**

As a general rule, the assessment of degrees and academic credits for admission purposes is the responsibility of universities. In assessing foreign higher education qualifications and degrees, the Central Office for Foreign Education (ZAB) of the Conference of German Ministers of Education and Cultural Affairs (KMK) assists with provision of recommendations that are country-specific.

Pursuant to ‘The Assessment and Recognition of Foreign Professional Qualifications Act of 2012,’ the certification authorities of the federal state of residence (or the state in which he/she intends to reside) of the applicant are responsible for the recognition of foreign higher education and degrees earned for the purpose of enrolling on an advanced study program.

## **11. What tuition fees do higher education institutions charge in Germany?**

Even in the last few years tuition fees were pretty much a non-issue in German higher education since they were ridiculously low compared to other developed countries. Also only two out of the 16 federal states (Bavaria and Lower Saxony) used to allow their higher education institutions to charge tuition fees – and when they did, they charged up to €500 per semester. As of October 2014, Germany decided to waive tuition fees in all of the provinces making higher education literally free of charge.

Postgraduate courses (Master’s and Ph.D.) however, are liable for some extra costs, varying between €650 and a few thousand Euros per semester; it is advised that prospective foreign postgraduate students do their due diligence.

## **12. Do I need a lot of money to finance my stay in Germany?**

The fact that there are no tuition fees mustn't lead you jump to the conclusion that studying in Germany will be cheap. Yes, there are creative and commonsensical ways to significantly reduce your overall cost of life there, but first and foremost you need to realistically assess the resources at your disposal – take good stock of yourself financially. Don't delude yourself thinking that working part time while studying in Germany, will take care of all your financial worries, as that's highly unlikely to be the case – your student visa and residence permit entitle you to 120 full (or 240 half) days of work only. A scholarship and/or support by a sponsor (parent, relative, etc) may be necessary, in which case the sponsor has to explicitly state their intention of supporting you.

For more information please read: The Cost of Living as an International Student in Germany!

### **13. What are good places, other than universities, to apply for a scholarship if I want to study in Germany?**

- A good place to start out is the German Research Foundation <http://www.dfg.de/en/index.html>
- Also, German Academic Exchange Service (DAAD) <https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/12359-finding-scholarships/>

Apart from offering scholarship programs they also give advice on almost everything related to studying in Germany.

You can find more information here!

### **14. Will I be allowed to work while studying in Germany?**

A foreign (not a citizen of an EU or EEA member country – with the exception of Bulgaria and Romania which face restrictions until 2014) student studying full-time in Germany is legally allowed to work a maximum of 120 full (or 240 half)

days within a year, without having to obtain a permission from German employment authorities.

The legally allowed number of working days (half days) for foreign students also includes voluntary work placements, regardless of whether the placement is paid or unpaid. Also, foreign students face an additional restriction: while working the legally allowed number of days (or half days), they cannot be self-employed or work on a freelance basis. You can find more information [here](#)!

## **15. Can my spouse/husband who will accompany me in Germany work too?**

Spouses/Husbands accompanying foreign students may, under certain conditions, be permitted to work. If you are planning on having your husband or wife accompany you during your studies in Germany and hope they'll be allowed to work, they must fully disclose their intention to work when applying for the visa.

## **16. Will I be liable to pay taxes in Germany?**

It is the amount of money you've earned working as well as the duration of your stay in Germany, that determine whether you have to pay taxes or not. You are exempt from having to pay taxes if your stay in Germany doesn't exceed six months and/or if you haven't made more than €450 per month (considered to be income from a so-called 'mini-job' and therefore tax and pension contribution exempt) working in Germany.

If your annual gross income is less than €8,130 you will get all the taxes you paid refunded back to you at the end of the year when you file your tax return with tax authorities.

## **17. Do I have to open a German bank account?**

It would be recommendable to open a German bank account because if you are going to rent a flat or if you are going to apply for an insurance you have to provide the bank details so that they would be able to debit the money because it is not possible to pay it cash. If you have a credit card of course you can also use it but cash cards are more common.

## **18. Can I bring my spouse and children to Germany while I am studying over there?**

If you have a residence permit in Germany and if the duration of your stay is expected to be longer than one year, than family reunification is possible. However, in order for them to join you in Germany, you have to be able to support them without burdening social assistance in any way.

## **19. Do I need a student visa to study in Germany?**

That depends on what your nationality is; citizens of EU or EEA member countries do not need a visa – only a valid ID card (once they settle and find a place to live in, they only have to register with the local authorities at the city they'll be studying in – the ‘Einwohnermeldeamt’ – get the certificate confirming they have the right to reside in Germany, and they're good to go).

Even if you're a national of a country the passport-holders of which don't need a visa to enter Germany and stay for up to 90 days, you have to exit the country after 90 days just as anyone who has entered on a Schengen visa has to, unless you are a citizen of a small number of countries (Andorra, Australia, Brazil, El Salvador, Honduras, Israel, Japan, Canada, Monaco, New Zealand, San Marino, South Korea and the United States of America) who can apply for a residence permit within three months of entry.

(For information pertaining to your nationality check  
[http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht\\_n\\_ode.html](http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht_n_ode.html))

So, if you're not a national of an EU or EEA member country (or of any of the above-mentioned countries the citizens of which can apply for a residence permit while still in Germany) than you need to be issued a national type visa before leaving for Germany if your intention is to stay there for longer than three months.

You apply for a student visa well in advance of planned departure for Germany at the German embassy or consulate general in your country.

## **20. What documents do I need when I apply for a student visa?**

You have to inquire at the German embassy or consulate general in your country in order to be certain; usually the following documents need to be submitted:

- proof of your previous studies (and a higher education entrance qualification recognized in Germany),
- proof of admission from your university (or confirmation that you are soon to receive a letter of admission),
- proof of your health insurance coverage,
- proof of possessing sufficient financial resources (income or assets of roughly €8000 per year) and
- proof of your language skills in German (or plans to attend a language course while in Germany).

## **21. If I have proof of admission from a German university providing full scholarship, is it necessary that I produce other financial proof in order to obtain the student visa?**

As a general rule, a full scholarship is sufficient financial proof in order to apply for a visa; whether the embassy requires additional proof or not, depends on your country of nationality.

**22. If my study program will be taught entirely in English, is it still necessary for me – in order to be issued a visa – to produce proof of sufficient German language skills?**

No, if the exclusive language of instruction will be English you don't need to know the German language; however, a little knowledge of German will take you a long way in your everyday life as a student.

**23. Once I complete my studies at a German higher education institution and therefore the reason why I got issued the student visa ceases to exist, do I have to leave the country immediately?**

Not necessarily, it's possible to extend your student visa for one year, after completing your Bachelor's degree.

**24. How can I get the residence permit?**

Persons who are coming to Germany with a visa and who intend to stay for a longer period in Germany have to have a residence permit. The responsible authority therefore is the foreign office. For the residence permit you need a certificate of the enrollment from the university, the registration from the authorities, a proof of financing and a valid health insurance contract. A residence permit for the purpose of studying is issued for a period of two years and have to be extended before the two years run out. When you are going to extend your visa you always have to show them a valid insurance contract.

**25. What is the typical path to a Ph.D. in Germany in a nutshell?**

Assuming the degree currently held qualifies him/her for a doctoral program in Germany, the typical path a candidate would have to follow to a doctorate, in a nutshell, would be as follows: once the area of study is selected, the candidate needs to find an academic supervisor/mentor a.k.a. the “Doktorvater” or “Doktormutter” in German, who will guide the doctoral candidate through the research phase leading to the writing of his/her dissertation.

There are different ways of going about finding an academic supervisor in Germany: either through personal contacts your professors may have in Germany or through online research of various scientific publications, e.g.

<http://www.hochschulkompass.de/en/>

Once an academic supervisor is found, the doctoral candidate has to enroll at a university program for several semesters, where he/she will be gaining scientific experience and working as an assistant, all the while researching and writing the dissertation.

Another increasingly popular (especially among foreign students) way to earn a Ph.D. in Germany is through one of the so-called ‘structured doctoral programs,’ wherein a team of professors supervises a group of doctoral candidates.

## **26. Which qualification do I need to present to be admitted for Ph.D. Programmes?**

If you wish to gain a Ph.D. in Germany, then you definitely need to hold a university degree which is equivalent to a degree gained at a German university. Equivalency is decided by the university in question and you should contact your chosen institution directly.

You can find more information at

<http://www.hochschulkompass.de/en/doctoral-studies.html>

## **27. How can I gain a doctorate in Germany?**

As soon as you have chosen a topic area, you need to find a professor, who will act as your academic supervisor. Once you have an academic supervisor for your doctoral thesis, you will be required to enroll at the relevant university for a number of semesters and attend certain courses. Please inquire as soon as possible, whether the degree you currently hold is qualified for a doctoral program.

German universities are increasingly creating special programs for foreign doctoral candidates which have been specifically designed to meet the needs and interests of international applicants. These special measures primarily involve preparation, guidance-counselling and the provision of favorable research conditions. Not only can the thesis often be written in English or another world language, but study-integrated German language courses also help students overcome the language barrier. Such program includes:

- PhD support programs,
- Binational doctoral arrangement,
- Graduate Schools.

Information on these programs as well as the addresses of all HEI and all doctoral programs and doctorates can be found on the following website: [www.higher-education-compass.de](http://www.higher-education-compass.de)

## **28. What are the admission/enrollment criteria at German universities and other higher education institutions?**

In Germany, a prerequisite (and also the traditional route) to enrollment into a tertiary level education institution (university, university of applied sciences a.k.a. ‘Fachhochschule,’ college of art and music, etc) is a passing

score on the final examination whereby a certificate called the ‘Abitur’ (or Fachabitur) is obtained. As a general rule, Abitur – formally enabling students to attend a university – is necessary for enrollment into most universities, but exceptions to this rule are not infrequent (one of the alternative routes is a passing score on the ‘Begabtenprüfung’ a.k.a. ‘the aptitude test’).

As an international student, however, you need to apply well in advance in order for the International Students Office (Akademisches Auslandsamt) to consider your application – including previous academic record – and determine whether it meets all admission requirements; for this purpose you will need to produce proof of completion of secondary education (e.g. high school diploma, ‘Matura,’ ‘A-Levels,’ or if required in your country, proof of having passed a university entrance examination) that is an equivalent of Abitur.

As to whether your high school diploma gets accepted for purposes of studying in Germany, depends on what country it was issued in; if your high school diploma was issued in a EU or EEA member country, then it is accepted for direct application at a university, otherwise you may have to undergo (again depending on the country of issuance of your high school diploma) a ‘Feststellungsprüfung’ assessment examination, after having attended a Studienkolleg (preparatory course). For further details go to  
<https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzungen/en/6017-university-admission-and-requirements/?id=1&ebene=1>

Certain universities of applied sciences a.k.a. ‘Fachhochschulen,’ may require that you complete a working internship prior to enrolling.

In order to be admitted to a post-graduate (Master's or Ph.D.) program, a formal recognition of your university degree is required, from your home country or another country.

**29. Do all of my documents, enclosed in the application I'm sending in, have to be originals/certified or can they be copies instead?**

As a general rule, you only send certified documents; certain additional documents, however, such as proof of internship, etc. are exempt from that rule.

**30. What level of knowledge of the German language do I need in order to attend a 'Studienkolleg'?**

Your German language skills need to be at the B1 level (proof thereof is required), which is considered an equivalent of roughly 600 hours.

**31. Will my school-leaving qualification be recognised?**

In order to be allowed to study in Germany, you need a 'Hochschulzugangsberechtigung' (university entrance entitlement): this simply means a school-leaving qualification that entitles you to study at university. In Germany, this is the 'Allgemeine Hochschulreife' (Abitur) or 'Fachhochschulreife'. So how do you find out if your qualification is also recognised? On the Anabin website (only in German) you can select both your homeland and the qualification you have obtained. When you have entered this information, you will receive a detailed explanation of whether or not your qualification is adequate for direct university entrance.

**32. What exactly do I need for the enrollment at a university?**

- You have to show them a valid insurance in Germany,

- You have to show them the notification of admission,
- You have to have a receipt of the payment to the student organization,
- You have to give them a passport picture,
- You have to show them your passport with the valid visa.

### **33. What exactly is a Studentenwerk?**

Studentenwerk is an organisation which acts in the interest of the students of each particular region in Germany. Each German region has its own studentenwerk, but they cooperate closely on the national level. Studentenwerke generally organize and run cafeterias, restaurants, housing units, the BAföG for the government, and even psychological and low level health services.

Some regions and universities mandate a certain yearly fee by each student for the studentenwerk, making it legally a very close cooperation between the semi-independent organisation and the local governments.

### **34. Can I do a “Dual Studium” as a foreigner?**

Most universities in Germany offer the so called “Duales Studium”. This special way of studying makes it possible for students to study theory at a traditional university and at the same time practice what they have learned at companies who partner with the university or program.

Depending on you visa you will most likely be able as a foreigner to work only 120 days out of the year. As long as this

is in agreement with your university's program you can participate in the highly successful Dual Studium program.

### **35. Will my driver's license be valid in Germany**

As a general rule, the validity of foreign driver's licenses is limited to six months. If, as a full-time student you claim residence in Germany, and after six months your driver's license expires, the only way for you to continue to drive legally would be to transfer your license. Whether the transferring of your license requires you to undergo the theoretical and driving tests administered by driving schools, depends on the country of issuance of your driver's license (find out what regulations apply to your home country by contacting the local dept. of motor vehicles/driver's licenses).

For the purpose of transferring your driver's license in Germany you will need to produce the following:

- Your original driver's license (has to still be valid),
- Passport-size photograph of you,
- Proof of residency in Germany and
- Your passport or ID card.

### **36. Which are the best universities for my field of study?**

Each year, the **Center for Higher Education Development** (CHE) publishes Germany's most comprehensive ranking of higher education institutions. This multidimensional ranking uses up to 40 different indicators to provide a differentiated and detailed view of the strengths and weaknesses of German higher education by subject areas. This is complemented by a research ranking published every fall to provide specific information on the research contribution of German higher education institutions. On the CHE website you can find out what the top-ranked German universities are in every subject area.

### **37. What are the requirements for getting a PhD in Germany?**

The most important formal requirement is a very good university degree that is recognised in Germany. Generally, your degree must be equivalent to a master's degree, awarded after at least eight semesters of university study. There is one exception: Especially qualified international applicants who hold a bachelor's degree may be admitted to a doctoral programme in what is called a "fast track programme". In such cases, applicants are usually required to pass an examination.

Each German university is responsible for admitting candidates to its PhD programmes and recognising prior academic achievement. This is why candidates must apply directly to the Dean's Office or the faculty's doctoral committee to have their past degrees recognised. In certain cases, admission to a PhD programme is determined by an additional examination which assesses whether the candidate's knowledge is equivalent to that of a holder of a degree from Germany.

You can obtain more information from the professors who are responsible for the subject in question. It may also be helpful – and in some cases, necessary – to include letters of recommendation from your university professors at home.  
Source: DAAD!

### **38. Do I have to open a German bank account?**

It would be recommendable to open a German bank account because if you are going to rent a flat or if you are going to apply for an insurance you have to provide the bank details so that they would be able to debit the money because it is not possible to pay it cash. If you have a credit card of course you can also use it but cash cards are more common.

## **39. What kind of insurance do I need to matriculate at a university?**

In Germany there are two kinds of health insurance, the public insurance and the private one. Without an insurance it is not possible for you to matriculate at a university. Up to the age of 30 years or until your 14th term of study you normally have to be insured over a public insurance company. But you also have the possibility to exempt yourself from the public insurance company if you would like to be insured over a private insurance. For getting this exemption you will have to go directly to the public insurance company before you are going to matriculate yourself at the university. But please note, if you exempt yourself from the public insurance company you can't be insured over them as long as you are a student. The product Mawista Student is a perfect choice for foreign students in Germany!

## **40. How can I find a flat in Germany?**

If you would like to register for a room or an apartment in the student accommodation you should contact your local Studentenwerk directly. On their website you can also find the offers of accommodation, information on the prices and also for the furnishing. The offers are varied and range from simple rooms to flats for couples, for students with children and also for students with disabilities. The furnished rooms are mostly equipped with a writing desk, a bed, a wardrobe and shelving. But pillows, blankets, bedding and towels are not provided. But this can be bought or rented as well. If possible do not arrive at the weekend or late at night, in case there is no other choice you have to inform the Studentenwerk so that you can discuss with them where you can get the keys from. If you still don't have a flat after your arrival in Germany, please go as soon as possible to the Studentwerk they often have an emergency accommodation available at the beginning of term.

## **41. How can I get the residence permit?**

Persons who are coming to Germany with a visa and who intend to stay for a longer period in Germany have to have a residence permit. The responsible authority therefore is the foreign office. For the residence permit you need a certificate of the enrollment from the university, the registration from the authorities, a proof of financing and a valid health insurance contract. A residence permit for the purpose of studying is issued for a period of two years and have to be extended before the two years run out. When you are going to extend your visa you always have to show them a valid insurance contract.

## **42. Can I bring my spouse and children to Germany while I am studying over there?**

If you have a residence permit in Germany and if the duration of your stay is expected to be longer than one year, than family reunification is possible. However, in order for them to join you in Germany, you have to be able to support them without burdening social assistance in any way.

## **43. Will my driver's license be valid in Germany**

As a general rule, the validity of foreign driver's licenses is limited to six months. If, as a full-time student you claim residence in Germany, and after six months your driver's license expires, the only way for you to continue to drive legally would be to transfer your license. Whether the transferring of your license requires you to undergo the theoretical and driving tests administered by driving schools, depends on the country of issuance of your driver's license (find out what regulations apply to your home country by contacting the local dept. of motor vehicles/driver's licenses).

For the purpose of transferring your driver's license in Germany you will need to produce the following:

- Your original driver's license (has to still be valid),
- Passport-size photograph of you,
- Proof of residency in Germany and
- Your passport or ID card.

#### **44. Will I be allowed to bring my pet to Germany?**

If you absolutely have to, you can bring your pet to Germany, as long as you can prove that the animal has been duly vaccinated against rabies (30 days at least prior to crossing the border to enter Germany, but not date back more than 1 year for dogs and six months for cats).

You also have to reckon with a tax being levied for dogs, to be paid after you've registered the animal with local authorities.

#### **45. Is it easy to travel around the country in Germany – how mobile can I expect to be?**

It is fairly easy; although you don't need a car to get around in Germany – owing to its outstanding public transportation network – driving on German autobahns is sheer pleasure. On the other hand, the ICE high-speed trains, Deutsche Bahn AG, the suburban S-Bahn network, tram and subway lines cover together the entire territory of Germany.

Domestic flights between all major cities are also available and are increasingly being used. Buss and taxi services are also readily available. For those who enjoy cycling, special cycling lanes and suitable places for parking are widespread.

Source: <http://www.mawista.com/blog/en/most-asked-questions-about-studying-in-germany/>

# বিদেশে পড়তে যাওয়ার আগেঃ

Faysal Ahmed · Sunday, September 4, 2016

স্যাট, জিআরই বা জিম্যাট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। এসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেশের বাইরে পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তি, ফেলোশিপ কিংবা ব্যক্তিগত অর্থায়নে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবাসে পা রাখেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতক ও মাতকোত্তর পড়ার পাশাপাশি পিএইচডি করার জন্যও শিক্ষার্থীরা আবেদন করেন। যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক বা মাতক শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁদের আবেদন করার ধাপগুলো প্রায় একই।

দেশে-প্রবাসে বাংলাদেশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে ভিন্নদেশে পড়তে ইচ্ছুকদের জন্য ১০টি পরামর্শ তুলে ধরেছেন জাহিদ হোসাইন খান।

১. প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগ আর সেশন ঠিক করে নিতে হবে: যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করার ধরন ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে একটু আলাদা। দেশের বাইরে পড়ালেখার পরিকল্পনা থাকলে তাই আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়গুলো সম্পর্কে ‘গুগল’ করে বিস্তারিত জেনে নিন। আবেদনের শেষ দিন, কী কী কাগজপত্র পাঠ্যতে হবে, খরচ কেমন...জেনে, বুঝে নিন, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন বিষয়টি আপনার জন্য মানানসই। সাধারণত মার্চ ও অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করতে হয়। কয়েকটি সেশনে ভর্তি করা হয়, এ ক্ষেত্রে কোন সেশনে ভর্তি হতে চান, সে পরিকল্পনাও করে ফেলুন।

২. মূল সনদ জোগাড় করা: শিক্ষা বোর্ড বা কলেজ থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র ও সনদ সংগ্রহ করে রাখুন। মাতকোত্তরে আবেদনের জন্য অনার্সের নম্বরপত্র আর সনদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে

ম্নাতকোগ্র করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত খামে সনদ  
পাঠাতে হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

৩. পাসপোর্ট তৈরি রাখা: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদনের  
সময় অনেক ক্ষেত্রে পাসপোর্ট নম্বর প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া  
স্যাট, জিআরই, জিম্যাট, আইইএলটিএস, টোয়েফল পরীক্ষা  
দিতে পাসপোর্ট কাজে লাগে। পাসপোর্ট না থাকলে তৈরি করে  
ফেলতে হবে কিংবা মেয়াদ ছয় মাসের কম হলে নতুন করে  
বানাতে হবে। পাসপোর্টে নামের বানান যেন মাধ্যমিক-

উচ্চমাধ্যমিক সনদের মতোই হয়। বানানের গরমিলের কারণে  
অনেকেই ভর্তি বা বৃত্তির আবেদন করতে পারেন না।

৪. স্যাট, জিআরই, জিম্যাট, আইইএলটিএস অথবা টোয়েফল  
পরীক্ষা দিয়ে ফেলুন: বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে  
দক্ষতা প্রকাশের জন্য স্যাট, জিআরই বা জিম্যাট স্কোরকে বেশ  
গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া ভাষা-দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে  
আইইএলটিএস ও টোয়েফল স্কোরের গুরুত্ব অনেক। এই  
পরীক্ষাগুলোর জন্য সময় দিয়ে, পরিশ্রম করে, যত বেশি সম্ভব  
স্কোর তুলতে হবে।

৫. এলওআর, এসওপি, এলওআই তৈরি করা: বিদেশি  
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এলওআর, এসওপি ও এলওআই  
শব্দগুলো খুব পরিচিত। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক  
কিংবা একাডেমিক ক্ষেত্রে খুব আলোচিত ব্যক্তির কাছ থেকে  
'লেটার অব রিকমেন্ডেশন' বা এলওআর সংগ্রহ করতে হবে।  
সাধারণত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলওআরের নির্দিষ্ট ধরন  
থাকে, যা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া  
যায়। যে বিষয়ে বা বিভাগে আবেদন করবেন তা কেন আপনার  
জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভাব্য গবেষণার বিষয়, কীভাবে গবেষণা  
করতে চান, কিসে আগ্রহ—'এসব নিয়ে 'স্টেটমেন্ট অব  
পারপাস' বা এসওপি এবং 'লেটার অব ইন্টারেস্ট' বা এলওআই  
লিখতে হয়। এই দুটি পত্র লেখার সময় শতভাগ নিজের মতো  
লিখতে হবে। অন্য কোথাও থেকে 'কাট-কপি-পেস্ট'  
কোনোভাবেই করা যাবে না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিজের  
ভাষায় এই পত্র লিখতে হয়। যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন

করা হবে তার জন্য আলাদা আলাদা এলওআর, এসওপি ও এলওআই তৈরি করতে হবে।

৬. অন্যান্য সনদ সংগ্রহ করে ফেলা: উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আবেদনের সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে কাজের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ও অংশগ্রহণের সনদ বেশ গুরুত্বের চোখে দেখা হয়। এ ধরনের সনদ আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হয়।

৭. শেষ সময়ের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন পাঠাতে হবে: বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের শেষ তারিখের প্রায় ২০-২৫ দিন আগেই আবেদনপত্র কুরিয়ারে পাঠাতে হবে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে আবেদনপত্র পাঠাতে একেক সময় লাগে, এ ক্ষেত্রে হাতে সময় নিয়ে কুরিয়ার করতে হবে। জমা দেওয়ার তারিখের পরে আবেদনপত্র পৌঁছালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা হয় না।

৮. সনদ সত্যায়িত করা: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের সঙ্গে মূল সনদের সত্যায়িত কর্পি জমা দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে সনদ সত্যায়িত করতে হবে। ভুয়া কিংবা নকল সত্যায়ন করলে ভর্তি-প্রক্রিয়া যেকোনো সময় আটকে যেতে পারে।

৯. দৃতাবাসে খোঁজখবর নেওয়া: বিভিন্ন দেশে পড়ার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দৃতাবাস থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য তথ্য পাওয়ার সুযোগ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আমেরিকান সেন্টার, যুক্তরাজ্যে পড়ার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল, জার্মানির জন্য গ্যেটে ইনসিটিউটসহ ওয়েবসাইট থেকে বৃত্তি এবং ফেলোশিপের তথ্য পাওয়া যাবে।

১০. নেটওয়ার্কিং করা: বিদেশে পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিং করা বেশ জরুরি। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংগঠনসহ ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপ থেকে তথ্য-সহযোগিতা নিতে পারেন।

পরামর্শ দিয়েছেন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটির সহকারী অধ্যাপক বি এম মইনুল (পিএইচডি, ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়

অ্যাট শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র), পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনসিটিউটের  
প্রভাষক বেনজির শামস (মাস্টার্স ইন পপুলেশন অ্যান্ড  
পাবলিক হেলথ, ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাঞ্চিয়া, কানাডা),  
নাজিয়া চৌধুরী (ম্যাসাচুসেটস ইনসিটিউট অব টেকনোলজি—  
এমআইটি, যুক্তরাষ্ট্র; ডিইউক-এনইউএস মেডিকেল স্কুল,  
সিঙ্গাপুর), সানজিদা শাহাব উদ্দিন (ইউনিভার্সিটি অব  
এন্টওয়ার্প, বেলজিয়াম), রাশিদুল হাসান (আরডব্লিউটিএইচ  
আচেন ইউনিভার্সিটি, জার্মানি), ইমরান হাসনাত (ইউনিভার্সিটি  
অব ওকলাহোমা, যুক্তরাষ্ট্র) ও মো. মাহমুদুল হক (ইনসিটিউট  
অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স,  
ইউকে)।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো।

# সিভি লেখার কায়দা কানুন

Faysal Ahmed · Sunday, January 15, 2017

উচ্চ শিক্ষা কিংবা চাকরি করতে চাইলে একটা জিনিস কিন্তু সবাইই তৈরি করতে হয়। বাংলায় আমরা একে বলি জীবনবৃত্তান্ত। তবে যারা একটু শিক্ষিত আর স্টাইলিশ, তারা একে আদর করে ডাকেন সিভি (CV-Curriculum Vitae) বলে। এ ছাড়া জীবনবৃত্তান্ত আমাদের কাছে আরও যে যে নামে পরিচিত তার মধ্যে রয়েছে রিজিউম, বায়োডাটা প্রভৃতি। তবে নাম যাই হোক না কেন, এর প্রধান কাজ একটাই। আর তা হলো চাকরিদাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির সামনে আপনার নানাবিধ যোগ্যতাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা।

চাকরিদাতা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন তার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই রিজিউমে বা সিভি। কাজেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, সিভি লেখার কোনো সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ ফরম্যাটের খোঁজ করতে যাওয়া অর্থহীন। যেকেউ তার পছন্দের ডিজাইনে সিভি তৈরি করতে পারে। তবে কিছু কিছু বিষয় রয়েছে, যা একটি সিভিতে থাকা প্রয়োজন। এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না থাকলে যত সুন্দর ডিজাইনই হোক না কেন, তা খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারবে না চাকরিদাতাকে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটিকে।  
সাধারণ দিকনির্দেশনা

আপনার সিভি বা রিজিউমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্টারভিউ পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছে দেয়া। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সর্বদাই আপনার যোগ্যতাকে এমনভাবে তুলে ধরুন যেন তা খুব সহজেই আপনার সকল তথ্যের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। এজন্য প্রথমেই চিন্তা-ভাবনা করে আপনার সিভির কোন কোন জায়গায় আপনি জোর দেবেন তা ভাবুন।

## সিভির দৈর্ঘ্য

যারা সদ্য গ্র্যাজুয়েট, তাদের জন্য একপাতার সিভি'ই যথেষ্ট। আপনার কাজের অভিজ্ঞতা যদি খুব বেশি হয়, তাহলে এর দৈর্ঘ্য বড়োজোর দুই পৃষ্ঠা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে পদটির

জন্য আপনি আবেদন করছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া দুই পৃষ্ঠার সিভি লেখার ক্ষেত্রে প্রথম পাতাতেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রাখার চেষ্টা করুন।

### উপস্থাপনা

একটি ভালো সিভির জন্য এর উপস্থাপনের প্রক্রিয়াতেও জোর দেওয়া জরুরি। আপনার সিভিটি যেন সুশ্রাঙ্খ্ল এবং চোখে পড়ার মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। সিভিটি অবশ্যই কম্পিউটারে কম্পোজ করে উপস্থাপনের চেষ্টা করুন। যে কাগজটিতে প্রিন্ট করবেন সেটা যেন ভাল মানের সাদা বা অফ-হোয়াইট কাগজ হয়। সিভিতে যেন কোনো বানান বা ব্যবকরণগত ভুল না থাকে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

### আধেয় বা কনটেন্ট

সিভি তৈরির আগে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা অবজেকটিভ ঠিক করুন। পুরো সিভিতেই এই অবজেকটিভের কথা মাথায় রেখে পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করুন। তথ্যগুলো সিভিতে দেওয়ার আগে আলাদা একটি কাগজে লিখুন এবং তারপর গুরুত্বের ক্রমানুসারে এগুলোকে সিভিতে উপস্থাপন করুন। অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে কাউকে বিরক্ত করার চাইতে বাছাই করা তথ্যগুলোই কেবল সিভিতে রাখুন। নিজের দেওয়া তথ্যগুলো যাতে অতিরিক্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখুন।

### প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ

সিভি তৈরির প্রাথমিক পরামর্শের পর আপনার প্রয়োজন হবে সিভিতে কোন কোন তথ্যগুলো রাখবেন, তা সঠিকভাবে নির্বাচন করা। এখানে এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

### ব্যক্তিগত তথ্য

একটি সিভি হাতে নিয়ে চাকরিদাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির প্রথমেই নজর পড়বে সিভির একদম উপরের অংশে। কাজেই উপরের অংশটি একরকমভাবে চাকরিপ্রার্থীর ভিজিটিং কার্ড। এখানে প্রার্থীর প্রাথমিক ব্যক্তিগত তথ্য রাখতে হবে। এর মধ্যে থাকবে নাম, ফোন নম্বর বা মোবাইল নম্বর, ইমেইল ঠিকানা ও চিঠি পাঠানোর ঠিকানা। এসব তথ্য স্পষ্ট আর

**নির্ভুলভাবে উল্লেখ না করা হলে আপনাকে নিয়োগদাতার  
পছন্দ হলেও সে তথ্য আপনার অজানাই থেকে যাবে। আর  
ব্যক্তিগত তথ্যের এই অংশে বয়স, বৈবাহিক অবস্থা বা স্বাস্থ্যগত  
বর্ণনা প্রভৃতি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।**

### **উদ্দেশ্য বা অবজেকটিভ**

আপনার সিভি বা রিজিউমে অবশ্যই অবজেকটিভ বা  
ক্যারিয়ার অবজেকটিভ শিরোনামে আলাদা একটি অংশ  
রাখতে হবে। এতে করে আপনার সিভিটি অনেক বেশি  
ফোকাসড এবং সুনির্দিষ্ট বলে মনে হবে। কাঞ্চিত চাকরিটি  
থেকে আপনি কী অর্জন করতে চান, আপনার ওপর কতটুকু  
নির্ভর করা যায় প্রভৃতি বিষয় স্পষ্ট করে লিখুন এই অংশে।

### **শিক্ষাগত যোগ্যতা**

আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলোকে উল্টোদিক থেকে  
উপস্থাপন করুন। অর্থাত্ সর্বোচ্চ ডিপ্রিটিকে সবার আগে  
লিখুন এবং তারপর ক্রমে একই ধারাবাহিকতায় অন্যগুলোর  
কথা বলুন। গ্র্যাজুয়েশন করার সময় কোনো রিসার্চ বা থিসিস  
নিয়ে কাজ করলে সেটার কথাও উল্লেখ করতে পারেন এই  
অংশে।

### **কাজের অভিজ্ঞতা**

আপনার যেকোনো কাজের ইতিহাস, স্বেচ্ছাশ্রমের বৃত্তান্ত  
কিংবা ইন্টার্নশিপের তথ্য দিতে পারেন এ অংশে। এ ক্ষেত্রে  
আপনি কী পদে কাজ করতেন, আপনাকে কী ধরনের কাজ  
করতে হতো, নিয়োগদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং  
কাজের সময় অর্থাত্ কবে থেকে কবে পর্যন্ত কাজ করেছেন  
ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করুন। যে পদের জন্য আবেদন  
করছেন তার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কোনো অ্যাসাইনমেন্টও যদি  
কোনো সময় করে থাকেন, তবে তার কথাও উল্লেখ করতে  
পারেন। এমন কোনো অভিজ্ঞতা উল্লেখ না করাই ভালো, যা  
চাকরির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

### **রেফারেন্স**

আপনার দেওয়া তথ্যগুলো সম্পর্কে যেন দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি  
থেকে জানা যায়, সেজন্যই এই রেফারেন্সের ব্যবস্থা। যাদের

রেফারেন্স দিচ্ছেন অবশ্যই আগে থেকেই তাদের অনুমতি নেবেন এবং বিষয়টি তাদের জানিয়ে রাখবেন। মোট রেফারেন্সের সংখ্যা দুটি থেকে পাঁচটির মধ্যে সীমিত রাখাই উত্তম। যাদের রেফারেন্স আপনার সিভিতে দিচ্ছেন তাদের নাম, কোন পদে কাজ করেন, ব্যবসায়িক বা অফিসের ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

### মনে রাখুন

সিভি হচ্ছে চাকরিদাতার সামনে আপনার প্রথম উপস্থাপনা। কাজেই চাকরিদাতার কাছে আপনার 'ফার্স্ট লুক' হচ্ছে আপনার সিভি। কাজেই এর সৌন্দর্যই হচ্ছে আপনার সৌন্দর্য। সিভিতে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোর সংযোজন যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি এর দেখতে সুন্দর হওয়া। বাড়তি তথ্য আর ডিজাইনের ভিত্তে সিভিকে ভারি করবেন না। ডিজাইনের দিক থেকেও পরিচ্ছন্ন রাখুন। তাহলে সহজে এটি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

# টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব মিউনিখ এবং অন্যান্য স্কলারশিপ:

Faysal Ahmed· Friday, November 4, 2016

1: Scholarships administered by TUM: PROMOS and Study Abroad Scholarship of the Bavarian State Ministry of Education, Science and Arts:

[http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studieren  
de/stipendien/](http://www.international.tum.de/auslandsaufenthalte/studieren/de/stipendien/)

2: Scholarship search engine of the German Academic Exchange Service (DAAD):

[https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendien/de/70-  
stipendien-finden-und-bewerben/](https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendien/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/)

3: [www.mystipendium.de](http://www.mystipendium.de)

4: [www.stipendienlotse.de](http://www.stipendienlotse.de)

5: „Auslands BAföG“ [www.das-neue-bafög.de/de/441.php/](http://www.das-neue-bafög.de/de/441.php/)

6:

[http://www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche/studienfoe  
rderung/bundesweite-stiftungen.html](http://www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche/studienfoerderung/bundesweite-stiftungen.html)

7: [http://www.e-fellows.net/STUDIUM/Stipendien/Stipendien-  
Datenbank/Stipendium-suchen-finden](http://www.e-fellows.net/STUDIUM/Stipendien/Stipendien-Datenbank/Stipendium-suchen-finden)

# দরকারি তথ্যবলি : কীভাবে জার্মানিতে ব্লক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন ?

By [Faysal Ahmed](#) on [Saturday, November 29, 2014 at 3:14 AM](#)

What is Blocked Account?

A Blocked Account (Sperrkonto) is required if you are planning on financing your studies yourself. You will have to deposit a minimum of EURO 8640,- in a blocked account in a bank in Germany and you can only withdraw a maximum of EURO 720,- per month. (Check the exact amount from Embassy). You must make this change in the account opening form to ensure that you don't face problem later on.

ডয়েচে ব্যাংক এ ব্লকড অ্যাকাউন্ট ওপেন করার জন্য যা লাগবেঃ

১। ডয়েচে ব্যাংক থেকে অ্যাপ্লিকেশান ফরম ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড লিঙ্কঃ [https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit\\_finanzierung-db\\_international\\_opening\\_a\\_bank\\_account\\_for\\_foreign\\_students.pdf](https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit_finanzierung-db_international_opening_a_bank_account_for_foreign_students.pdf)

২। ২ কপি প্রিন্ট করে উভয় কপি পূরণ করতে হবে ( ১ কপি আপনার নিজের কাছে রাখার জন্য )।

৩। ব্লকড অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফরম সত্তায়ন এর জন্য এমব্যাসি থেকে কোন ডেট নিতে হবে না, রবিবার থেকে বুধবার যেকোনো দিন দুপুর ১.৩০ সময়ে পাসপোর্ট, পূরণ করা

অ্যাপ্লিকেশন ফরম এবং এডমিশন লেটার সাথে নিয়ে হাজির হলে চলবে। সার্ভিস ফি ২০ ইউরো।

৪। সাথে আরও যা লাগবেঃ

- \* পাসপোর্ট এর সত্তায়িত কপি।
- \* এডমিশন লেটার এর ১ টি কপি।
- \* টাকার উৎস (উদাহরণ স্বরূপঃ ব্যাংক স্টেটমেন্ট)।
- \* ১ টি প্রিপেইড এনভেলপ যেকোনো আন্তর্জাতিক পোস্ট সার্ভিস এর (উদাহরণ স্বরূপঃ FedEX, DHL, UPS)। কারন এখন থেকে জার্মান এমব্যাসি ব্লকড অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফরম ও আনুষাঙ্গিক ডকুমেন্ট সহ ব্যাংক এ পাঠাবে।

৫। অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে যাবার পর আপনাকে ৮৬৪০ ইউরো ব্লকড মানি এবং ব্যাংক নির্ধারিত সার্ভিস ফি জমা দিতে হবে।

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/4854126/Daten/6756333/Checkliste\\_DB.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/4854126/Daten/6756333/Checkliste_DB.pdf)

For more details can be found here:

[https://www.deutsche-bank.de/pbc/pk-studium-international\\_students\\_en.html](https://www.deutsche-bank.de/pbc/pk-studium-international_students_en.html)

কিভাবে Application form পূরণ করবেনঃ

1. Fill the first page with your name, nationality, complete postal address where you will be available till the time visa is done, email address (very clearly), and the university if yours is confirm.

2. Filling university column is helpful since they will open the account in the branch nearest to your university. Fill preferably in CAPITAL letters.

3. In the personal details section, write your name, address, date of birth, marital status, residential status(as rent), telephone, nationality, email and fax(if available). Again Email ID should be clear since they need to send email for confirmation.

4. LEAVE THE JOB DETAILS SECTION BLANK. SINCE THEY HAVE ALREADY FILLED IT AS STUDENT. THERE IS NO NEED TO FILL ANYTHING EVEN IF YOU ARE WORKING.

5. Tax Relevant Details has already been filled by them. The rest of the pages can be left blank.

6. DO NOT SIGN ON ANY OF THE DESIGNATED PLACE IN ANY OF THE PAGES. YOU WILL HAVE TO SIGN IN THE EMBASSY IN FRONT OF THE PERSON WHO IS GOING TO AUTHENTICATE YOUR DOCUMENTS. The signatures are to be done on page No. 2 (Specimen signature), page No. 3 (2 signatures) and page No. 5. Put the date place name and the form is complete. The German embassy, Dhaka will put a seal on the 4th page.

এই link টি কিছুটা সহায়ক হতে পারে, একটু ভিজিট করবেন  
অনুগ্রহ করেঃ

[https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto\\_international-students-en.html#myaccordion\\_10767](https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html#myaccordion_10767)

# জার্মান এমব্যাসি স্টুডেন্ট ভিসা ইনফর্মেশন আপডেট (জুলাই, ২০১৬)ঃ

[Faysal Ahmed · Sunday, July 31, 2016](#)

ভিসার ইন্টারভিউ এর জন্য যা লাগবেঃ

- ১। পাসপোর্ট, পাসপোর্ট এর ডাটা পেজ এবং ২ কপি ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
- ২। এডমিশন লেটার।
- ৩। ব্লকড মানি ৮৬৪০ ইউরো (যে কোন জার্মান ব্যাংক এ, ডয়েচে ব্যাংক ভালো)।
- ৪। ১৪ দিনের ট্রাভেল হেলথ ইন্সুরেন্স (সেনজেন ভুক্ত দেশের ট্রাভেল হেলথ ইন্সুরেন্স করার জন্য অনুমোদিত কয়েকটি ট্রাভেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি আছে, ত্রি সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে করতে হবে)।
- ৫। সকল একাডেমিক সনদপত্র ও নম্বরপত্র।
- ৬। IELTS/ TOEFL সনদপত্র।
- ৭। ভিসা ফি ৬০ ইউরো।
- ৮। যদি আপনার সকল সনদপত্র ও নম্বরপত্র কর্তৃপক্ষ ভেরিফিকেশন করতে চায়, তাহলে আপনাকে ভেরিফিকেশন ফি দিতে হবে, ব্যচেলর এর জন্য ১৫০০০ টাকা এবং মাস্টার্সের জন্য ২০০০০ টাকা।
- ৯। ভিসা ইন্টারভিউ ডেট আপনার বিদেশ গমনের প্রত্যাশিত তারিখের ৮ সপ্তাহ পূর্বে নেয়ার জন্য এমব্যাসি পরামর্শ দিচ্ছে।
- ১০। ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এ অবশ্যই আপনার ইমেইল অথবা মোবাইল নম্বর উল্লেখ করবেন।  
বিঃ দ্রঃ সকল ডকুমেন্টস এর অরিজিনাল ১ সেট এবং ফটোকপি ২ সেট জমা দিতে হবে।

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1669296/Daten/6747071/Merkblaetter\\_Studentenvisa\\_Download.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/1669296/Daten/6747071/Merkblaetter_Studentenvisa_Download.pdf)

ডয়েচে ব্যাংক এ ব্লকড অ্যাকাউন্ট ওপেন করার জন্য যা  
লাগবেঃ

১। ডয়েচে ব্যাংক থেকে অ্যাপ্লিকেশান ফরম ডাউনলোড  
করতে হবে। ডাউনলোড লিঙ্কঃ [https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit\\_finanzierung-db\\_international\\_opening\\_a\\_bank\\_account\\_for\\_foreign\\_students.pdf](https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit_finanzierung-db_international_opening_a_bank_account_for_foreign_students.pdf)

২। ২ কপি প্রিন্ট করে উভয় কপি পূরণ করতে হবে (১ কপি  
আপনার নিজের কাছে রাখার জন্য)।

৩। ব্লকড অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফরম সত্তায়ন এর জন্য  
এমব্যাসি থেকে কোন ডেট নিতে হবে না, রবিবার থেকে বুধবার  
যেকোনো দিন দুপুর ১.৩০ সময়ে পাসপোর্ট, পূরণ করা  
অ্যাপ্লিকেশান ফরম এবং এডমিশন লেটার সাথে নিয়ে হাজির  
হলে চলবে। সার্ভিস ফি ২০ ইউরো।

৪। সাথে আরও যা লাগবেঃ

- \* পাসপোর্ট এর সত্তায়িত কপি।
- \* এডমিশন লেটার এর ১ টি কপি।
- \* টাকার উৎস (উদাহরণ স্বরূপঃ ব্যাংক স্টেটমেন্ট)।
- \* ১ টি প্রিপেইড এনভেলপ যেকোনো আন্তর্জাতিক পোস্ট  
সার্ভিস এর (উদাহরণ স্বরূপঃ FedEX, DHL, UPS)। কারন এখন  
থেকে জার্মান এমব্যাসি ব্লকড অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফরম  
ও আনুষাঙ্গিক ডকুমেন্ট সহ ব্যাংক এ পাঠাবে।

৫। অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে যাবার পর আপনাকে ৮৬৪০  
ইউরো ব্লকড মানি এবং ব্যাংক নির্ধারিত সার্ভিস ফি জমা দিতে  
হবে।

[http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/4854126/Daten/675633/Checkliste\\_DB.pdf](http://www.dhaka.diplo.de/contentblob/4854126/Daten/675633/Checkliste_DB.pdf)

ধন্যবাদ। আপনার উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা সফল হোক।

"তোমরা যারা অনার্সে পড়ো এবং পড়া শেষে কোচিং এ যাবার প্ল্যানঃ  
শেষ বর্ষে আছো, প্ল্যান পড়া শেষে আই এ এল টি এস করবে! পড়া  
শেষে না করে এখন থেকে শুরু কর! কিভাবে?

১। ক্যাম্ব্ৰিজ সিৱিজেৱ বই থেকে প্ৰতি সপ্তাহে ২ টা কৰে টেস্ট দাও!  
মাত্ৰ, ১ ঘণ্টা লাগবে ২ টা টেস্ট দিতে। এক সপ্তাহে এক ঘণ্টা পাৰবে  
না।

২। রাস্তাতে গাড়ি কৰে যাবাৰ সময় যা দেখবে তা নিয়ে মনে মনে  
ইংৰেজি তে বলাৰ চেষ্টা কৰো। যেমনঃ গাড়ি দেখলে বলবে It is a  
white car and very expensive to buy. Only rich people drive cars but  
general people suffer a lot. For example, Private cars pollute  
environment and create traffic congestion ... গ্ৰামাৰ নিয়ে চিন্তা না  
কৰে মাথা কে ইংৰেজি বলাৰ জন্য রেডি কৰতে হবে। রাস্তাতে  
বিজ্ঞাপনেৰ বাংলা লেখা নিজেৰ মত ইংৰেজিতে বল! ফোন এ গান না  
শুনে সহজ ইংৰেজি কথো কপন শোনাৰ চেষ্টা কৰতে হবে গাড়িতে  
বসে বসে অথবা ফ্ৰী সময়ে! মাৰে মাৰে নিজেকে নিয়ে কথা বলাৰ  
চেষ্টা কৰতে হবে একা একা...

৩। ইংৰেজি পড়াৰ জন্য ইউনি এৱে লাইব্ৰেরি তে গিয়ে আড়ডা মাৰতে  
মাৰতে পড়তে পাৰো ডেইলি স্টোৱ অথবা কোন ইংৰেজি খবৰেৰ  
কাগজ অথবা অন লাইন এ পড়তে পাৰো! অৰ্থ না বুঝলে অভিধান  
থেকে দেখে নিবে।

৪। লেখাৰ জন্য ভাল একটা গ্ৰামাৰ বই পড়ে নিবে! যেমনঃ "A  
COMPLETE PRACTICAL ENGLISH" By Kutub-E-Zahan অথবা Raymond  
Murphy এৱে বই!

৫। উপৱেৰ কাজ গুলো ফ্ৰী সময়ে কৰবে যেটা তোমাৰ বেসিক  
বাড়াবে! পাশাপাশি, আমাৰ ডিভিডি একটা কিনবে সেটা ৩ মাস সময়  
নিয়ে দেখবে এবং ভাল কৰে রেডি হবে আই এ এল টি এস এৱে জন্য!  
প্ৰথম ৩ মাসে শেষ কৰলে রাইটিং ডিভিডি তাৰপৰ অন্যগুলো ৩ মাস  
নিয়ে কৰলে এক বছৰে সেই রকম ভাবে প্ৰস্তুত! তাহলে ১০০০-২০০০  
টাকা মোট খৰচ হবে এক বছৰে তা ও একসাথে না এবং পড়া শেষে  
এক মাস নষ্ট হবে না।"

-- by [Rayhan Chowdhury](#), IELTS

# জার্মানিতে পড়াশোনা

যুক্তরাষ্ট্রের পরে বাংলাদেশি ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য অন্যতম এখন পছন্দের দেশ হল জার্মানি। জার্মানি পৃথিবীর অন্যতম ধর্মী দেশ। শুধুমাত্র টাকা পয়সায় নয় জ্ঞান বিজ্ঞানেও জার্মানি অনেক এগিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য তো বলতে গেলে স্বর্গই। অন্যদেশগুলো যখন চাকরি কাটছাঁট করছে তখন জার্মানি চাকরি প্রত্যাশীদের ডাকছে। জার্মানিতে সাধারণত জার্মান এবং ইংলিশ ভাষায় পড়াশোনা করা যায়। আমি নিচে ধাপে ধাপে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। আরও তথ্য পাবার জন্য বাংলাদেশি স্টুডেন্টস ফোরাম জার্মানি অথবা এইরকমের অনেক ফেসবুক গ্রুপ পাবেন, যেখানে অনেক মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন।

ব্যাচেলর অধ্যায়

ক্যাটোগরি নাম্বার ১ -

স্টুডেন্টের যোগ্যতা এইচএসসি পাশ অথবা এসএসসি এরপরে ৩ অথবা ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা করা।

যা করতে হবে- উক্ত যোগ্যতা ধারীরা জার্মানি তে সরাসরি ব্যাচেলর করার কোন সুযোগ পাবেন না। কারন জার্মানিতে এই দুইটি বাংলাদেশি ডিপ্রি সরাসরি কোন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই প্রথমে একটা প্রাক- বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স STUDIENKOLLEG করতে হবে। কোস্টি ২ সেমিস্টারের। এই কোর্সে ভর্তি হবার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী স্টুডেন্টদের সাথে। আসনসংখ্যার কমপক্ষে ২০ গুন বেশি পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এই লিখিত পরীক্ষায় আপনার জার্মান ভাষার দক্ষতা এবং গণিতে দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে আপনাকে আবেদন পত্রের সাথে জার্মান ভাষা জানার সক্ষমতা কমপক্ষে B2 লেভেল শেষ করার প্রমানপত্র অবশ্যই দিতে হবে এবং আপনার সার্টিফিকেট গুলোর একটা মূল্যায়ন করিও (এটা জার্মান সরকারের সংস্থা করে বিনা পয়সায় জার্মানিতে) দিতে হয় অনেক সময়।

পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে আপনি দুই সেমিস্টারের কোস্টি করবেন এবং কোর্সের বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে আপনি

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। এইখানে পাশ নম্বর কমপক্ষে ৫০/১০০, যেটা জার্মান ভাষার পরীক্ষায় ৫৭.৫/১০০ তে। এইসব পরীক্ষায় কোন অথবা প্রশ্ন থাকে না, যা প্রশ্ন তার ইউন্টর দিতে হবে। আরও তথ্য পাবেন এই লিঙ্কে

<http://www.studienkollegs.de/home.html>

কোথায় জার্মান ভাষা শিখবেন :

আপনি চাইলে জার্মানিতে এসে জার্মান ভাষা শিখতে পারেন। অথবা জার্মান ভাষা শিখতে পারেন ঢাকার

<http://www.goethe.de/ins/bd/en/dha.html> অথবা আরও কিছু প্রতিষ্ঠানে যেমন

[http://www.du.ac.bd/department/common/institute\\_home.php...](http://www.du.ac.bd/department/common/institute_home.php...)

অথবা চট্টগ্রাম এ

Die Sprache Chittagong এ

ক্যাটাগরি নাম্বার ২ -

যোগ্যতা- বাংলাদেশে ২ বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করা  
স্টুডেন্টস

যা করতে হবে- যদি IELTS (6-6.5 ) অথবা জার্মান ভাষায় দক্ষতা DSH or TESTDAF or Goethe Zertifikat C1 থাকে তাহলে সরাসরি  
বিশ্ববিদ্যালয় এ আবেদন করতে পারবেন। বিষয়টা নির্ভর করছে  
আপনার কোর্স শতভাগ জার্মান ভাষায় কিনা। অনেক সময় ৫০ : ৫০  
হয়। শুধু ইংলিশে হলে জার্মান জানা বাধতমূলক নয়।

ক্যাটাগরি নাম্বার ৩ :

যোগ্যতা- A লেভেল পাশ

যা করতে হবে- সরাসরি ইংলিশ বা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম এ ভর্তি  
হতে পারবেন। জার্মান কোন প্রোগ্রামে পড়তে চাইলে জার্মান ভাষায়  
দক্ষতা DSH or TESTDAF or Goethe Zertifikat C1 থাকতে হবে।

ক্যাটাগরি নাম্বার ৪ -

যোগ্যতা- বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ক্রেডিট ট্রান্সফার  
করতে চান

যা করতে হবে- সাধারণত বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে ক্রেডিট  
ট্রান্সফার করা যায় না। তবে চেষ্টা করতে দোষ কি! তবে আশা অনেক  
কম এবং খুবই সীমিত। তাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ব্যাপারে  
অনাগ্রহী।

মাস্টার্স অধ্যায় :

বাংলাদেশের কাল তালিকাভুক্ত বাদে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের

ব্যাচেলর ডিপ্রি জার্মানিতে প্রসংগযোগ্য। যা করতে হবে-  
আইইএলটিএস থাকলে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। জার্মান  
ভাষায় পড়তে চাইলে জার্মান ভাষা দেশে শিখতে পারেন অথবা ১  
নম্বর ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের আবেদন করার পদ্ধতি ফলো করতে  
পারেন।

কিভাবে আবেদন করবেন:

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বছরে দুই টি সেমিস্টার। একটা শুরু  
হয় অক্টোবরে আরেকটা এপ্রিল। সেমিস্টার শুরুর কমপক্ষে ৭-৮  
মাস আগেই আবেদন করা ভাল। কারন জার্মান দৃতাবাসে ভিসার  
আবেদনপত্র জমা দেবার জন্য ৬ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে  
পারে।

১. নম্বর ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের প্রথমে জার্মানিতে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ  
স্কুল আবেদন করতে হবে এবং অগ্রিম কয়েক মাসের ফি পরিশোধ  
করতে হবে আনুমানিক ১-২ লাখ টাকা। আপনাকে এখন বাংলাদেশ  
থেকেই Goethe Certificate B1 পাশ করে আসতে হবে। IELTS ও  
লাগবে যদি ব্যাচেলর কোর্সের কিছু অংশ ইংরেজি ভাষায় হয়।  
তারপরে B1 এর সার্টিফিকেট এবং যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে ভর্তি হয়েছেন  
সেখানকার ভর্তির কাগজপত্র দিয়ে জার্মানির কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে  
ব্যাচেলরের জন্য আবেদন করতে হবে। তারা আপনাকে একটা  
অফার লেটার দেবে যাতে লেখা থাকবে আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স  
শেষ করেন যথা সময়ে এবং Studienkolleg এর ভর্তি পরীক্ষায় পাশ  
করেন এবং সফলতার সাথে Studienkolleg পাস করেন তখন

আপনাকে তারা ব্যাচেলরে ভর্তি করতে পারে। যদি Studienkolleg এর  
রেজাল্টে কিছু পয়েন্ট কমও আসে তারপরও আপনি জার্মানির কোন  
না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন। তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল  
এর কাগজ সহ অন্যান্য কাগজ গুলো নিম্নে বর্ণিত নিয়ম গুলোর  
মাধ্যমেই করতে হবে। অন্যসব ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের মতই নিম্নে  
বর্ণিত নিয়মেই আবেদন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এ  
গিয়ে পছন্দের কোর্স খুজে বের করবেন। তারপর অন লাইন এ  
আবেদন করবেন। অন লাইন আবেদন এর একটা ফটোকপি প্রিন্ট  
করে নিবেন। তারপর নিজের ঘাবতীয় কাগজপত্র এবং পাসপোর্ট এর  
ফটোকপি এবং আবেদন পত্র একসাথে করে জার্মানিতে  
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। কি কি কাগজ পত্র পাঠাতে  
হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব এ লিখা থাকে। বিস্তারিত তথ্য পাবেন  
ওই বিশ্ববিদ্যালয় এর ওয়েব এ এবং আরও অনেক দরকারি তথ্য

পাবেন এই লিঙ্ক এ <https://www.daad.de/deutschland/en/>

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদন পত্র সরাসরি না পাঠিয়ে একটা সংস্থার মাধ্যমে পাঠাতে হয়। বিস্তারিত তথ্য পাবেন এইখানে

[http://www.uni-assist.de/index\\_en.html](http://www.uni-assist.de/index_en.html)

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ ভর্তির জন্য অন লাইন এ ইন্টারভিউ দিতে হয়।

তারপর ইতিবাচক উত্তর হলে ভিসার জন্য আবেদন করবেন।

ভিসার জন্য আবেদন/ ভিসার বিস্তারিত তথ্য পাবেন

[http://www.dhaka.diplo.de/.../en/02/Einreise\\_\\_Hauptbereich.htm](http://www.dhaka.diplo.de/.../en/02/Einreise__Hauptbereich.htm)

ভিসা ফি ৭৫ ইউরো। জার্মানিতে আপনার নিজের ব্যাংক Account এ ৮৮০০ ইউরো ব্লক থাকতে হবে। ভিসা না পেলে সব টাকা ফেরত পাবেন। আর ভিসা পেলে ওইখানে থেকে প্রতি মাসে আপনি ৭২০ ইউরো করে তুলতে পারবেন। ভিসার আবেদন ফর্ম এর সাথে একট ট্রাভেল ইন্সুরেঞ্চ করা থাকতে হবে এবং জার্মানিতে এসে কোথায় থাকবেন তারও প্রমাণাদি দিতে হবে।

সেমিস্টার ফি এবং কাজের সুযোগ-

সেমিস্টার ফি বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে ২৬০/৫৫০ ইউরো। বছরে দুই টি সেমিস্টার। একটা শুরু হয় অক্টোবরে আরেকটা এপ্রিল। জার্মানিতে পড়ার সময় আপনি বছরে ১২০ দিন অথবা আধাবেলা করে ২৪০ দিন কাজ করতে পারবেন। যা দিয়ে আপনি মোটামুটি আপনার খরচ এবং সেমিস্টার ফি চালিয়ে নিতে পারবেন।

বৃত্তির সুযোগ- জার্মানি খুবই কম পরিমান স্কালারশিপ দেয়। কারণ সেমিস্টার ফি নেই বললেই চলে। তারপরও চেষ্টা করতে পারেন। এই লিঙ্কে কিছু সংস্থার নাম পাবেন।

<https://www.daad.de/deutschland/en/>

ভিসা পাবার পর জার্মানিতে চলে আসবেন আপনার পছন্দের

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। আপনাকে জার্মানিতে সুস্থাগতম জানাই 😊

# **ssue: University Application Deadline :**

**কিছু**

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য DAAD ওয়েবসাইটে দেয়া সাধারণ আবেদন পত্র ডাউনলোড করে, অন্য সব দরকারি কাগজের সাথে পূরণ করে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আবেদন শুরুর আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় পাঠিয়েও দেন তবে সমস্যা নেই। তারা আবেদন পত্র যাচাইয়ের সময়ই আপনার আবেদন বিবেচনা করবে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিজেদের Online-Application Portal থাকে যেখানে ঠিক আবেদন করার সময়েই শুধু মাত্র আবেদন করা যায়। যেহেতু বিদেশিদের ভিসার জন্য আবেদন করতে হয় তাই ১৫ জুলাই এর জন্য বসে না থেকে তাড়াতাড়ি আবেদন করতে হবে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশিদের জন্য একটা অগ্রিম সময়সীমা বেধে দেয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় IELTS, TOFEL, Goethe-Zertifikat জমা দেবার জন্যও এক্সট্রা কিছু সময় দেয়। একত্রফা কোন কিছু বলা সম্ভব না এই ব্যাপারে। আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ভর্তির সব দরকারি তথ্য পাবেন।

# Side jobs



Last update: September 2017

There are many ways for international students in Germany to earn money while they study, for example as wait staff, academic assistants or private tutors. But there are some restrictions.

## Rules for students

Students from the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland enjoy **unrestricted access** to the German labour market and have practically the same rights as German students. However, if they work more than 20 hours per week they must pay certain insurance contributions (just like German students). For students from other countries, special legal regulations apply:

1. International students from other countries are allowed to work 120 full days or 240 half days per year. They are not allowed to be self-employed or work as freelancers.

- Students who want to work more need permission from the Agentur für Arbeit (Federal Employment Agency) and the Ausländerbehörde (foreigners' office). Whether they are given permission depends on the situation on the labour market: the chances are better in regions with low unemployment.

An exception is working as an **academic assistant**. There is no limit to how many days academic assistants may work. They still have to inform the foreigners' office however. If you are uncertain what category a job falls into, you should seek advice from student services or the [International Office](#).

## Rules for students on language and foundation courses

If you are taking a language course or studying at a preparatory college, you may generally only work if you have permission from the Federal Employment Agency and the foreigners' office – and only during the recess period.

**TIP:** It is important to know the [labour laws pertaining to international students](#) as you may be deported if you break them. If you have any questions on these laws, the International Office will be happy to help.

## Searching for a job

The regional offices of the Federal Employment Agency often have a **job exchange for students**. At larger higher education institutions you can find job vacancy listings at student services. **Online job exchanges** can be found on the websites of higher education institutions and student services.

Sometimes a look at the notice board at your higher education institution or the classified ads in the local and regional papers is sufficient .

**Academic assistants:** Some students work as academic assistants at their university. They may for example supervise the library, lead tutorials or research literature for professors. Academic assistant jobs are a good addition to a degree programme. If you are interested in one of these jobs, you should ask about vacancies at the administrative office of your institute and keep an eye on the notice boards at your higher education institution.

**Outside your higher education institution:** Typical off-campus student jobs include waiting tables, working at trade fairs, babysitting and courier services. Teacher training students often give tuition, students in publishing work for newspapers: the ideal job will be in some way associated with your degree programme.

**TIP:** It is virtually impossible for students to fund their entire cost of living through side jobs. There are not very many jobs of this type for students on the German labour market – and working too much can needlessly extend your degree programme. Instead, we recommend that you make use of the recess period and ensure that you are financially secure through [scholarships](#) or with the help of your family.

## Pay

Germany introduced a **minimum wage** in 2015; it currently stands at 8.84 EUR an hour. How much you can earn however depends heavily on your skills, the industry in which you are working, and the regional labour market. In cities like Munich or Hamburg hourly wages are usually higher, but so is the cost of living. For academic assistants, production assistants in industry or service staff at trade fairs the average hourly wage is often somewhat higher than the minimum wage.

## Taxes

Students can hold a minijob and earn up to 450 EUR per month without having to pay taxes. If you regularly earn more than 450 EUR, you will need a tax number, and a certain amount will be taken from your wages every month. Students can get this money back at the end of the year by submitting a tax return.

## Insurance

If you are permanently employed in Germany, you will normally pay **social security contributions**. These include payments for [health insurance](#), nursing care insurance, pension and unemployment insurance. You do not have to pay social security contributions if you work less than two months at a stretch or less than 50 days throughout the year. If you are employed over a longer period, you must have **pension insurance**. Students usually pay low contributions – and only if they earn more than 450 EUR per month.

**TIP:** If you work more than 20 hours per week, not only will your studies suffer, you will also have to pay health, unemployment and nursing care insurance contributions.

# Health insurance



Hüttermann / DAAD

Last update: September 2017

If you want to study in Germany, you will need health insurance. International students are not permitted to enrol at German higher education institutions without it, so it's a good idea to address the question of insurance early on.

Health insurance provides the certainty that the costs of medical care and medications do not have to be paid privately in the event of an accident or illness. It is mandatory to have health insurance in Germany. International students must present proof that they have health insurance when they [enrol](#). The following options exist:

## Bringing your health insurance with you

Because Germany has concluded social insurance agreements with the member states of the European Union, the European Economic Area and other states, the **statutory health insurance** of many international students is also valid during

their stay in Germany. These students can have their insurance recognised by a statutory health insurance provider in Germany. Your insurance provider in your home country can tell you how to go about this. You will usually need a European Health Insurance Card (EHIC).

**Private health insurance** from other countries is sometimes also recognised. In that case however you cannot switch to a statutory health insurance provider during your degree programme in Germany. Your insurance provider abroad will inform you.

To enrol at a higher education institution, both people with statutory health insurance and people with private health insurance will need a **certificate**. This document proving that you are not required to take out German statutory health insurance is issued by the statutory health insurance providers in Germany. We recommend that you enquire with the [International Office](#) at your chosen higher education institution.

## **Taking out health insurance in Germany**

If you are not insured with a health insurance provider that is recognised in Germany, you will have to take out insurance here. The statutory health insurance providers in Germany are obligated to offer an affordable tariff for students up to 30 years of age or until the end of their 14th subject-related semester. This affordable tariff comes to around 80 EUR and is available until you are 30 years of age or have completed your 14th subject-related semester. Tariffs vary because each health insurance provider can levy individual additional contributions.

The normal tariff of statutory health insurance providers is significantly higher than the student tariff. For students who are already 30 years of age when they begin studying in

Germany private health insurance may therefore be the better option. The German National Association for Student Affairs (DSW) has made arrangements with an insurance provider for these cases. For more information please contact student services at your higher education institution in Germany.

## **Health insurance for language or foundation courses**

Students attending a preparatory language course or a foundation course also need health insurance. If you have a European Health Insurance Card (EHIC) you should request information about additional travel health insurance. Everyone else has to take out private health insurance. The International Offices can help.

## **Choosing an insurance provider**

There is a wide choice of statutory health insurance providers with whom you can take out insurance. Basic coverage is always the same: your health insurance covers the cost of check-ups, treatment for illness or after an accident, and certain medications. General costs for hospital stays are also covered. More information on the various health insurance providers is available [here](#).

**TIP:** The DAAD offers [combined health, accident and personal liability insurance](#) for trainees, students and academics who come to Germany. DAAD scholarship holders receive this insurance automatically.

## **Service packages for international students**

Many student services offer [service packages for international students](#). These include not only housing and meals, but often also arrangements for health insurance.

# জার্মানিতে IT জৰ মার্কেট-

দেশে থেকে কি শিখে আসবেন ০ঃ জার্মানিতে আসার আগে যদি সন্তুষ্ট হয় তবে কিছু IT কোর্স করে আসবেন। জার্মানদের এখন ডাক্তার এর পরে সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে IT জানা লোকজনদের। তাই যে বিষয়েই পড়তে আসেন না কেন যদি ৬ মাস ভালো করে শিখে আসতে পারেন তবে ইনশাল্লাহ একটা কিছু এই লাইনে ম্যানেজ করতে পারবেন। IT ইঞ্জিনিয়ার, Civil ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্যরা খুবই কম চাকরি পায় জার্মানিতে। কারণ খুব প্রতিযোগিতা এবং জার্মান না জানার কারনে। এখন বাজার ভালো ও সহজে শেখা যায় হচ্ছে।

1. Web-Development

2. PHP

3. HTML&CSS

4. JavaScript

এর কাজ। ঢাকায় অনেক জায়গায় শেখা যায়। ৬ মাস শিখে একটা Certificate নিয়ে আসেন। ভালো হয় কোথাও কাজ করেছেন তার কোন প্রমাণ আছে এই রকম কোন কাগজ হলে। কিন্তু এইখানে কাজে দিলে যেন পারেন তাই শিখেই আসবেন। সবার জন্য শুভ কামনা রাইল।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যের জন্য, শহর সংক্রান্ত তথ্যও পাবেন এইখানে

<https://www.daad.de/en/>

আপনার Certificates দিয়ে জার্মানিতে কোথায় কিভাবে পড়তে পারবেন কিনা। সমমান জানার জন্য

<https://www.kmk.org/kmk/information-in-english.html>

[https://en.wikipedia.org/wiki/East\\_Germany](https://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Southern\\_Germany](https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Germany)

# আপনি কেন পড়াশোনা বা চাকরির জন্য জার্মানিকে বেছে নেবেন

১ সবাই জানেন জার্মানিতে টিউশন ফি নাই বা খুবই কম ঘটা  
আমাদের দেশের যেকোনো ইউনিভার্সিটির চেয়ে কম।

২ জার্মানির যেকোনো প্রান্তে থাকা স্টুডেন্টদের ৯৯% ই যেকোনো  
ভাবেই হোক কাজ করেই নিজের পড়াশোনার খরচ বহন করেন। তাই  
পড়তে চাইলে টাকার কোন সমস্যা হয়না। কোন না কোনভাবেই  
একটা কিছু মানেজ হয়ে যায়।

৩ যেসব স্টুডেন্টরা গত কয়েক বছরে এসেছেন তারা সবাই কোন না  
কোন ভাবে ইউরোপে আছেন এবং তাদের অনেকই পড়াশোনা  
করছেন। তাই যদি পড়তে চান বা জব করতে চান ভাল একটা  
অপশন।

৪ পড়াশোনার পর বেতন যদি ৩৭০০০ ইউরোর বেশি হয় তবে  
আপনি দুট ব্লু কার্ড বা স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাবেন এবং জার্মান  
ভাষা জানলে ৬ বছর পর জার্মান নাগরিকত্ব পাবেন।

৫ সকলের জন্য স্বাস্থ্যবীমা ঘেটার টাকাও আপনি যে কোম্পানিতে  
কাজ করবেন তারা দেবে সাথে আপনার বউয়ের টাও।

৬ বেকার থাকলেও সরকার এবং কোম্পানি থেকে নিয়মিত বেতন  
পাবেন।

৭ সংসার চালাতে কষ্ট হলে সরকার বাসা দেবে বিনা টাকায়। বাচ্চাদের  
পড়াশোনার খরচ ও দেবে সরকার। সবাই মিলেই এই দেশ। কেউ  
কাউকে দূরে ঠেলে দেয় না।

৮ ছাত্র অবস্থায়ও বট বা স্বামীকে জার্মানি আনতে পারবেন এবং তারা  
ফুলটাইম কাজ করার অনুমতি পায়। তাই একজন কাজ করলে  
আরেকজন আরাম মত পড়াশোনা করতে পারেন।

যারা বর্তমানে জার্মানিতে আছেন তারা দেশের খুব ভাল জায়গায়  
পড়াশোনা করেছেন এমন নয়। তাই কারো কথায় হতাশ হবেন না।  
মনে রাখবেন বাঙালিরা প্রথিবীর সবচেয়ে হিংসুক জাতি। খারাপ হলে  
নিজেরাই কবে জার্মানি ছেড়ে চলে জেত। আমার মনে হয়না আঙ্গেলা  
মেরকেল এয়ারপোর্ট যেয়ে তাদের হাতে পায়ে ধরত। ইউরোপে

আসতে পারলে অন্য দেশেও সহজেই গিয়ে পড়াশোনা অথবা থাকা  
যায়। লাখ লাখ ভারতীয় বা পাকিস্তানি সবাই আমার মত ইঞ্জিনিয়ারিং

পড়ছে না বা পড়তে চায় ও না। ভাল থাকতে পারায় জীবনের  
সার্থকতা। তবে ভিসা পাবার জন্য যেসব যোগ্যতা আছে ওইটা  
আপনাকে অর্জন করতেই হবে। আগের মত ঝড়ে আম পড়ার দিন  
শেষ। সবার জন্য শুভ কামনা রইল।

# জার্মানি কি এতই ফালতু একটা দেশ? লিখেছেনঃ সাবির আহমেদ, জার্মান থেকে।

by [Lesar](#) on জানুয়ারী ৮, ২০১৪ পোস্ট টি ২,৬২৫ বার পড়া  
হয়েছে in [জীবনী](#)



সাবির আহমেদ, জার্মান থেকেঃ আজ আমার মন খুব খারাপ।  
আশাকরি নিজ দায়িত্বে মনে কষ্ট পাবেন। অনেক চিন্তা ভাবনা  
করে জার্মানি এসেছি। জার্মানি আজও পৃথিবীর ৪ নম্বর ধনী  
দেশ। ইউরোপ এর মধ্যে প্রথম। আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের  
পর সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্ট পড়তে আসে জার্মানি তে।  
অন্যদেশ গুলো যেখানে জব কাটছাঁট করসে সেখানে জার্মানি  
তে পর্যাপ্ত চাকরি আছে। আর এই ভাল চাকরি করার জন্য সারা

পৃথিবীতে লোকের অভাব নাই। ছোট জবের জন্য পূর্ব ইউরোপিয়ানরা দলে দলে আসছেন। তাদের এ দেশে জার্মান দের সমান জব করার অধিকার। জার্মানির অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি বিশ্ব রাংকিং এ ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে আছে। আর বেশি ইউনিভার্সিটি থাকত, শুধু জার্মান ভাষার জন্য, আর যেহেতু বিদেশি স্টুডেন্টদের পড়ার সুযোগ কম ব্যাচেলর এ তাই। আরও কিছু কারন আছে। আমাদের অনেক ভাইবোন প্রশ্ন করেন জার্মানি তে পড়তে চান কিন্তু IELTS করবেন না। ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্স এর রেজাল্ট ভাল নয় অথবা মোটামুটি এবং নিচু মানের কোন বেসরকারি ইউনিভার্সিটির মোটামুটি রেজাল্ট। তারপরও স্কলারশিপ চাই! যা দিয়ে জার্মানিতে পড়াশোনা সম্ভব নয়। কোনভাবে ভিসা পেলেও বাড়ি ফিরে যেতে বেশি দিন লাগবে না, যদিও পড়াশোনা করতে পারেন, চাকরি পাবার কোন সম্ভবনা নাই।

আমাদের অনেক ভাই দেশ এ চলে গেছেন। অনেক এ কোন মত পড়াশোনা করতে পেরেছেন কিন্তু জব পাননি। নতুন আমদানি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আর টেক্সটাইল স্টুডেন্ট। আপনাদের জন্য সন্ম্যান রেখেই বলসি, জার্মানি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের কোন দাম নাই। এই জ্ঞান দিয়ে এইখানে পড়া সম্ভব নয়। আর টেক্সটাইল দের পড়ার সুযোগ খুবই সীমিত আর জব নেই বললেই চলে। আর কলা বিভাগের ও জার্মানি তে জব পাবার সম্ভবনা খুবই খুবই কম। আশাকরি বুরতে পেরেছেন। আর যারা এইচএসসি পাস করেছেন তাদের বলসি, যদি বাংলাদেশ এর এ কোন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে না পারেন তবে এইখানে কিভাবে ভর্তি হবেন। আর আপনাদের পরিচিত যারা বলে জার্মানিতে ইউনিভার্সিটি তে পড়েন ব্যাচেলর এ তাদের ৯০ ভাগ মিথ্যে বলেন। আর সারা বছর কাজ করে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়, অন্তত ব্যাচেলর। কোন স্টুডেন্ট কাজ করে প্রতি বছর ৮ লাখ টাকার বেশি কামাতে পারবে নাই। এই পরিমাণ তার থাকতে খেতে লাগবে। এর বেশি যে কামায়, সে পড়াশোনা করে না।

আর যারা ভর্তি হয়েছেন তাদের অনেক এ জীবনেও শেষ করতে পারবেন না। বাস্তবতা মেনে নিন এবং বুঝার চেষ্টা করুন। ভাল রেজাল্ট করুন আইইএলটিএস দিন, তারপর জার্মানি আসুন। যারা আমেরিকা থেতে চান, সেই সব ভাই অনেক কষ্ট করে জিআরই, জিএমএটি, টোফেল ইত্যাদি করেন কিন্তু জার্মানি যারা আসতে চান কিছুই করবেন না। খালি বলেন “আক্সেল জার্মানি যাবো প্লেন কোনটা “ ? যদিও আমেরিকা তে অধিকাংশ স্টুডেন্ট কলেজে অথবা জার্মান ইউনিভার্সিটি এর চেয়ে অনেক নিচু মানের ইউনিভার্সিটি তে পড়েন। আসলে বেশির ভাগ এর চিন্তা হল গ্রিনকার্ড, কয় জন পড়াশোনা করেন টা যদি বই খুলে অথবা নিজে থেকেই সাবজেক্ট সম্পর্কিত প্রশ্ন করেন বুঝতে পারবেন। মোল্লার দৌড় কত দূর ? একই অবস্থা ইংল্যান্ড এর ও। ভুয়া স্টুডেন্ট এর অভাব নাই। তবে আশার কথা জার্মানি তে ভুয়া কোন কিছুই নাই। তাই জার্মানি হল জগন্মপিপাসুদের জন্য স্বর্গরাজ্য। যদি কিছু শিখতে চান. আর যদি যোগ্যতা থাকে তবেই আসুন জার্মানি তে। আর একটি কথা জার্মানি ভাষা যে কতো কঠিন ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভাষা থেকে তার একটি ভিদিও নিচে তুলে ধরা হল। ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন জার্মানি ভাষা কতো কঠিন।

[[ আপনি জানেন কি? আমাদের সাইটে আপনিও পারবেন আপনার নিজের লেখা জমা দেওয়ার মাধ্যমে আপনার বা আপনার এলাকার খবর তুলে ধরতে [এই লেখায় ক্লিক করে জানুন](#) এবং তুলে ধরুন। নিজে জানুন এবং অন্যকে জানান। আর আমাদের ফেসবুক ফ্যানপেজে রয়েছে অনেক মজার মজার সব ভিডিও সহ আরো অনেক মজার মজার টিপস তাই এগুলো থেকে বঞ্চিত হতে না চাইলে এক্ষনি আমাদের ফেসবুক [ফ্যানপেজে লাইক দিয়ে আসুন](#)। এবং আপনি এখন থেকে প্রবাস জীবনে আমাদের সাইটের মাধ্যমে আপনার যেকোনো বেক্টিগত জিনিসের ক্রয়/বিক্রয় সহ সকল ধরনের [বিজ্ঞাপন ফ্রিতে দিতে পাড়বেন](#)। ]]

# জার্মানিতে পড়তে পারেন Masters in Computer Science/ Informatics :

আমেরিকা এবং ব্রিটেনের পরই জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি বিদেশি স্টুডেন্ট পড়ছে। জার্মান ভাষা জানা থাকলে পড়া শেষ হবার পরপরই অনেকটা সহজেই জব পাওয়া যায়। আর Computer Science এ পড়লে পড়া শেষ হবার আগেই অনেক সময় জব পাওয়া যায়। জার্মানিতে আইটি সেক্টরে প্রচুর লোক দরকার। তাই দেশি বিদেশি কেউ কোনমতে পাশ করলেও আইটি সেক্টরে খুব সহজেই জব পাওয়া যায়। আমি আমার নিজের দেখা এবং পরিসংখ্যান থেকে বললাম। বেশির ভাগ University তে ইংলিশ ভাষায় (IELTS Score-6.5) except TU München Informatics Department accept only GRE score ) Masters এ পড়াশোনা করা যায়। জার্মানিতে যেহেতু সেমিস্টার ফি নেই(200-500 Euro for 6 Moths) বললেই চলে তাই Schlorship পাবার সম্ভবনা খুব এ কম। কিন্তু যারা দেশে প্রোগ্রামিং শিখেছেন তারা খুব সহজেই পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম জব করে ৮০০ থেকে ১২০০ ইউরো ইনকাম করতে পারবেন। প্রোগ্রামেরদের জার্মানিতে খুব ডিম্যান্ড। জার্মান ভাষা না জানা থাকলেও। জব পাবার কয়েক মাসের মধ্যেই ব্লু কার্ড দেয়। আরও কিছু দিন পরেই পার্মানেন্ট Residentship পাওয়া যায়। ৬ বছর জব করলে citizenship এর জন্য অ্যাপ্লাই করা যায়। Incoming winter Semester এ Admission এর জন্য Apply করার সময় ১৫ জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্য পাবেন আমাদের গরুপ এর পুরনো ফাইল এবং পোস্ট গুলোতে। কিছু দরকারি লিঙ্ক নীচে দেয়া হল।

আপনার Subject খোঁজা থেকে শুরু করে যে শহরে যাবেন এবং দরকারি প্রায় সব তথ্যই এই লিঙ্ক এ পাবেন।

<https://www.daad.de/deutschland/en/>

কিছু University র লিঙ্ক :

<https://www.in.tum.de/en.html>

<https://www.informatik.kit.edu/english/885.php>

German Embassy Dhaka: <http://www.dhaka.diplo.de/>

# আপনি কেন জার্মানিতে পড়বেন

জার্মানি আজও পৃথিবীর ৪ নম্বর ধনী দেশ। ইউরোপ এর মধ্যে প্রথম। ২০৫০ সাল পর্যন্ত দশ এর মধ্যেই থাকবে। মন্দা বা বেকারত্বের কোন সমস্যা নাই। মুসলিম হিসেবেও আমরা আমাদের দেশের মতই অনেকটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারি। অনেক মুসলিম আছে এবং সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। প্রতারনা বা যেকোনো প্রকারের বৈসম্ম নাই। আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের পর সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্ট পড়তে আসে জার্মানিতে। অন্যদেশ গুলো যেখানে জব কাটছাঁট করসে সেখানে জার্মানি তে পর্যাপ্ত চাকরি আছে। কি স্টুডেন্ট জব অথবা নরমাল জব। Computer Science এর খুবই ভাল অবস্থা। জার্মানিতে কোন ভুয়া ভাসিটি নাই। দেশের সবগুলো ভাসিটিই A ক্যাটাগরিত। বেশ কয়েকটা ভাসিটি আছে World Ranking এ ১০০ এর মধ্যে। ব্যাচেলর কোর্সে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ এর বাঁধা না থাকলে World Ranking এ অনেক গুলোই ১০০ এর মধ্যে ঢুকে যেতো। ১৭ জন শুধু আমার ভাসিটি (TU Munich) থেকেই নোবেল প্রাইজ পাইছে। এইগুলা কি গাছে ধরে ? সব দিয়ে জার্মানিতে ভাসিটি আছে প্রায় ৩৫০ টি। দেশে যতই বিজ্ঞাপন দিক না কেন ? NO IELTS, free Education, No Tuition fees or available Job....এইখান থেকে ডিগ্রি নিতেই আপনার দফারফা হয়ে যাবে। স্বীকার করি অনেক খারাপ ছাত্র বা অচাত্র পড়ার নামে আসতে পেরেছে আগে। কিন্তু তারা আর পড়াশোনার মধ্যে নাই। বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেছে অথবা ভুয়া বিয়ে অথবা মিথ্যা মামলা করে মানবেতের জীবন যাপন করছে। এখন অনেকেরই মনে হতে পারে যেভাবেই হোক ইউরোপে থাকব টাকা কামাবো। সেটা আপনার বিষয়। আমার তাতে কোন পরামর্শ বা সমস্যা নাই। জার্মানি একটি সমাজকল্যাণ মূলক রাষ্ট্র। দেশের সব মানুষ এবং বিদেশি ছাত্র অথবা Tourist সবাই হেলথ ইন্সুরেন্সের আওতায়। আবসরে চাকরি শেষ করলে অথবা তার আগেই দুর্ঘটনায় কিছু হলে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা দিয়ে সুন্দরভাবে জীবন চালানো যায়। বেকার ভাতা এবং জার্মান নাগরিকত্ব পেলে বাচ্চাদের জন্যও ভাতা দেয়া হয়। একটা নির্দিষ্ট সময় ৬ বছর বা কাছাকাছি সময় কাজ করলে এবং জার্মান ভাষা জানা থাকলে জার্মান নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। Public Transport এর মান খুব এ ভাল তাই নিজের গাড়ি ছাড়াও খুব

সুন্দরভাবে সারা দেশে প্রমন করা যায় কম খরচে। সুন্দর এবং  
আমেলামুক্ত জীবন চাইলে আপনিও পড়তে আসতে পারেন  
জার্মানিতে।

বিদ্রঃ দয়াকরে অহেতুক প্রশ্ন করবেন না এইসব লিঙ্কে আপনি প্রায়  
সবধরনের তথ্য পাবেন।

কিছু দরকারি লিঙ্ক :

<https://www.daad.de/en/>

[http://www.dhaka.diplo.de/.../en/02/0Einreise\\_Hauptbereich.h...](http://www.dhaka.diplo.de/.../en/02/0Einreise_Hauptbereich.h...)

<http://www.studienkollegs.de/home.html>

<https://www.facebook.com/groups/BSFG1/>

<http://www.studentenwerke.de/en>

[https://www.deutsche-bank.de/.../konto\\_international-students...](https://www.deutsche-bank.de/.../konto_international-students...)

**আপনি জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা নিতে চান?  
আপনার মনে আছে অনেক প্রশ্ন? আপনার  
মনের সে অজানা সুন্দর জিজ্ঞাসা গুলোর উত্তর  
এখানে পাবেন আশা রাখি, যা আপনার  
জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষার পথকে সহজ করে দিবে  
। শুভ কামনা থাকলো সবার জন্য।**

by Iqbal Mahmud Tuhin

## 1. Why choose Germany to study in as a foreign student?

Well, for starters, you'll get first-class education (German universities are among the highest ranking in the world – right below a few of the American Ivy League and prestigious British universities) and a formal degree to show for it, that is recognized all over the world.

On top of that, the guiding principle of the German higher education being ‘The Unity of Teaching and Research’ (also the cornerstone of what is referred to as the ‘dual education system’), there is strong emphasis on ‘apprenticeship’ and hands-on involvement on the part of the student, in both the practical application of a large part of what gets learned theoretically and in researching novel ways of problem-solving (at many universities and ‘Fachhochschulen’ access to cutting-edge research facilities is available).

Finally, Germany is an important country and culture, so every international student stands to benefit greatly from familiarity with it (to say nothing of the ton of fun they are certain to have in the process).

## 2. What exactly is ‘Studienkolleg’?

It is a one-year preparatory course which has to be joined by individual candidates who wish to study at a German higher

education institution but whose school leaving diploma is deemed insufficient to apply for a degree program.

The course covers full-time education in the subjects of a degree program as well as the German language, for five days a week. A passing score on the final Assessment Examination qualifies you to apply for a degree program that is suitable for you at any German university.

### 3. Can I study in Germany in English language?

Yes. There's plenty of International Degree Courses taught in English (in the first semesters, at any rate) for students whose command of the German language isn't sufficiently good to warrant their studying be done entirely in German. Both before and during the program there are German language courses offered. A large number of postgraduate courses (Master's and Ph.D.) are designed and taught entirely in English.

Go to <https://www.daad.de/.../studienangebote/international-programs/de/> and select "English" from the field "Course Language" to find all programs in English!

### 4. What exactly are the International Degree Courses?

International Degree Courses have been introduced by institutions of higher education in Germany with the express aim of facilitating the process whereby international student applicants realize their educational objectives in Germany. The medium of instruction is primarily English, with gradually increasing usage of German.

These courses, which have been designed to high academic standards and are available to not only international but German students as well, cover both undergraduate (6 to 8 semesters resulting with a Bachelors degree) and postgraduate

(3 to 5 semesters resulting with a Masters degree – in some courses, 6 additional semesters lead to a Ph.D.) studies.

5. Is it mandatory for international students to have passed TOEFL or IELTS in order to enroll on a study program that is taught entirely in English?

Yes, as a general rule, you need TOEFL or IELTS in order to apply for a program that is entirely taught in English at a German university. If, however, you're applying for a postgraduate program and already hold a Bachelors degree with English as the language of instruction, you do not need TOEFL or IELTS; it goes without saying: no need for TOEFL or IELTS if you're a native speaker of English.

6. What are the “Fachhochschulen,” and in what way are they different from a University?

Let's first mention what they have in common: they both lead to Bachelors and Masters degrees (or their equivalents in Germany). However, ‘Fachhochschulen’ do not award Ph.D. titles; in order to earn a Ph.D. a postgraduate course at a university has to be attended.

Universities of Applied Sciences (a.k.a. ‘Fachhochschulen’) are so conceived as to maximize the practical utilization of theoretical knowledge; they are suitable for candidates who have no intention of pursuing academic careers, but are rather interested in the acquisition of as much practical experience as possible. Hence, the vast majority of degree programs taught in them are in the fields of engineering and hard sciences; programs in business administration get taught at ‘Fachhochschulen’ too, but to a lesser extent, whereas courses in humanities and social sciences are rarely offered.

7. Is there free access to computer facilities and libraries at German universities?

As a general rule, all higher education institutions in Germany provide Internet access and set up email accounts for their students. In addition to that, they have libraries and archives that are very well stocked and that supply many of the titles that are mandatory reading for students so they don't have to buy a lot of the reading material for their study courses.

8. Are there any age limits to apply for postgraduate study programs (Masters and Ph.D.) in Germany?

No, there are no limitations set on age.

9. Are there deadlines for direct enrollment?

The entrance application must be submitted by January 15 each year for the summer semester (beginning on April 1) and by July 15 for the winter semester (beginning on October 1). Students from outside Germany now have the opportunity to apply to several universities with only one set of documents through the Application Services for International Students (assist). assist will check that all necessary documents have been included and that they meet the necessary formal requirements, and will then forward them on to the respective universities.

10. Who does the assessment and recognition of foreign earned degrees in Germany?

As a general rule, the assessment of degrees and academic credits for admission purposes is the responsibility of universities. In assessing foreign higher education qualifications and degrees, the Central Office for Foreign Education (ZAB) of the Conference of German Ministers of Education and Cultural Affairs (KMK) assists with provision of recommendations that are country-specific.

Pursuant to ‘The Assessment and Recognition of Foreign Professional Qualifications Act of 2012,’ the certification authorities of the federal state of residence (or the state in which he/she intends to reside) of the applicant are responsible for the recognition of foreign higher education and degrees earned for the purpose of enrolling on an advanced study program.

## 11. What tuition fees do higher education institutions charge in Germany?

Even in the last few years tuition fees were pretty much a non-issue in German higher education since they were ridiculously low compared to other developed countries. Also only two out of the 16 federal states (Bavaria and Lower Saxony) used to allow their higher education institutions to charge tuition fees – and when they did, they charged up to €500 per semester. As of October 2014, Germany decided to waive tuition fees in all of the provinces making higher education literally free of charge.

Postgraduate courses (Master’s and Ph.D.) however, are liable for some extra costs, varying between €650 and a few thousand Euros per semester; it is advised that prospective foreign postgraduate students do their due diligence.

## 12. Do I need a lot of money to finance my stay in Germany?

The fact that there are no tuition fees mustn’t lead you jump to the conclusion that studying in Germany will be cheap. Yes, there are creative and commonsensical ways to significantly reduce your overall cost of life there, but first and foremost you need to realistically assess the resources at your disposal – take good stock of yourself financially. Don’t delude yourself thinking that working part time while studying in Germany, will take care of all your financial worries, as that’s highly unlikely to be the case – your student visa and residence permit

entitle you to 120 full (or 240 half) days of work only. A scholarship and/or support by a sponsor (parent, relative, etc) may be necessary, in which case the sponsor has to explicitly state their intention of supporting you.

For more information please read: The Cost of Living as an International Student in Germany!

13. What are good places, other than universities, to apply for a scholarship if I want to study in Germany?

- ■ A good place to start out is the German Research Foundation <http://www.dfg.de/en/index.html>
- ■ Also, German Academic Exchange Service (DAAD) <https://www.daad.de/.../datenb.../en/12359-finding-scholarships/>

Apart from offering scholarship programs they also give advice on almost everything related to studying in Germany.

You can find more information here!

14. Will I be allowed to work while studying in Germany?

A foreign (not a citizen of an EU or EEA member country – with the exception of Bulgaria and Romania which face restrictions until 2014) student studying full-time in Germany is legally allowed to work a maximum of 120 full (or 240 half) days within a year, without having to obtain a permission from German employment authorities.

The legally allowed number of working days (half days) for foreign students also includes voluntary work placements, regardless of whether the placement is paid or unpaid. Also, foreign students face an additional restriction: while working the legally allowed number of days (or half days), they cannot be self-employed or work on a freelance basis. You can find more information here!

**15. Can my spouse/husband who will accompany me in Germany work too?**

Spouses/Husbands accompanying foreign students may, under certain conditions, be permitted to work. If you are planning on having your husband or wife accompany you during your studies in Germany and hope they'll be allowed to work, they must fully disclose their intention to work when applying for the visa.

**16. Will I be liable to pay taxes in Germany?**

It is the amount of money you've earned working as well as the duration of your stay in Germany, that determine whether you have to pay taxes or not. You are exempt from having to pay taxes if your stay in Germany doesn't exceed six months and/or if you haven't made more than €450 per month (considered to be income from a so-called 'mini-job' and therefore tax and pension contribution exempt) working in Germany.

If your annual gross income is less than €8,130 you will get all the taxes you paid refunded back to you at the end of the year when you file your tax return with tax authorities.

**17. Do I have to open a German bank account?**

It would be recommendable to open a German bank account because if you are going to rent a flat or if you are going to apply for an insurance you have to provide the bank details so that they would be able to debit the money because it is not possible to pay it cash. If you have a credit card of course you can also use it but cash cards are more common.

**18. Can I bring my spouse and children to Germany while I am studying over there?**

If you have a residence permit in Germany and if the duration of your stay is expected to be longer than one year, than family reunification is possible. However, in order for them to join you in Germany, you have to be able to support them without burdening social assistance in any way.

## 19. Do I need a student visa to study in Germany?

That depends on what your nationality is; citizens of EU or EEA member countries do not need a visa – only a valid ID card (once they settle and find a place to live in, they only have to register with the local authorities at the city they'll be studying in – the ‘Einwohnermeldeamt’ – get the certificate confirming they have the right to reside in Germany, and they're good to go).

Even if you're a national of a country the passport-holders of which don't need a visa to enter Germany and stay for up to 90 days, you have to exit the country after 90 days just as anyone who has entered on a Schengen visa has to, unless you are a citizen of a small number of countries (Andorra, Australia, Brazil, El Salvador, Honduras, Israel, Japan, Canada, Monaco, New Zealand, San Marino, South Korea and the United States of America) who can apply for a residence permit within three months of entry.

(For information pertaining to your nationality check  
[http://www.auswaertiges-amt.de/.../StaatenlisteVisumpflicht\\_n...](http://www.auswaertiges-amt.de/.../StaatenlisteVisumpflicht_n...))

So, if you're not a national of an EU or EEA member country (or of any of the above-mentioned countries the citizens of which can apply for a residence permit while still in Germany) than you need to be issued a national type visa before leaving for Germany if your intention is to stay there for longer than three months.

You apply for a student visa well in advance of planned departure for Germany at the German embassy or consulate general in your country.

## 20. What documents do I need when I apply for a student visa?

You have to inquire at the German embassy or consulate general in your country in order to be certain; usually the following documents need to be submitted:

- ▪ proof of your previous studies (and a higher education entrance qualification recognized in Germany),
- ▪ proof of admission from your university (or confirmation that you are soon to receive a letter of admission),
- ▪ proof of your health insurance coverage,
- ▪ proof of possessing sufficient financial resources (income or assets of roughly €8000 per year) and
- ▪ proof of your language skills in German (or plans to attend a language course while in Germany).

## 21. If I have proof of admission from a German university providing full scholarship, is it necessary that I produce other financial proof in order to obtain the student visa?

As a general rule, a full scholarship is sufficient financial proof in order to apply for a visa; whether the embassy requires additional proof or not, depends on your country of nationality.

## 22. If my study program will be taught entirely in English, is it still necessary for me – in order to be issued a visa – to produce proof of sufficient German language skills?

No, if the exclusive language of instruction will be English you don't need to know the German language; however, a little knowledge of German will take you a long way in your everyday life as a student.

23. Once I complete my studies at a German higher education institution and therefore the reason why I got issued the student visa ceases to exist, do I have to leave the country immediately?

Not necessarily, it's possible to extend your student visa for one year, after completing your Bachelor's degree.

24. How can I get the residence permit?

Persons who are coming to Germany with a visa and who intend to stay for a longer period in Germany have to have a residence permit. The responsible authority therefore is the foreign office. For the residence permit you need a certificate of the enrollment from the university, the registration from the authorities, a proof of financing and a valid health insurance contract. A residence permit for the purpose of studying is issued for a period of two years and have to be extended before the two years run out. When you are going to extend your visa you always have to show them a valid insurance contract.

25. What is the typical path to a Ph.D. in Germany in a nutshell?

Assuming the degree currently held qualifies him/her for a doctoral program in Germany, the typical path a candidate would have to follow to a doctorate, in a nutshell, would be as follows: once the area of study is selected, the candidate needs to find an academic supervisor/mentor a.k.a. the “Doktorvater” or “Doktormutter” in German, who will guide the doctoral candidate through the research phase leading to the writing of his/her dissertation.

There are different ways of going about finding an academic supervisor in Germany: either through personal contacts your professors may have in Germany or through online research of

various scientific publications, e.g.  
<http://www.hochschulkompass.de/en/>

Once an academic supervisor is found, the doctoral candidate has to enroll at a university program for several semesters, where he/she will be gaining scientific experience and working as an assistant, all the while researching and writing the dissertation.

Another increasingly popular (especially among foreign students) way to earn a Ph.D. in Germany is through one of the so-called ‘structured doctoral programs,’ wherein a team of professors supervises a group of doctoral candidates.

26. Which qualification do I need to present to be admitted for Ph.D. Programmes?

If you wish to gain a Ph.D. in Germany, then you definitely need to hold a university degree which is equivalent to a degree gained at a German university. Equivalency is decided by the university in question and you should contact your chosen institution directly.

You can find more information at  
<http://www.hochschulkompass.de/en/doctoral-studies.html>

27. How can I gain a doctorate in Germany?

As soon as you have chosen a topic area, you need to find a professor, who will act as your academic supervisor. Once you have an academic supervisor for your doctoral thesis, you will be required to enroll at the relevant university for a number of semesters and attend certain courses. Please inquire as soon as possible, whether the degree you currently hold is qualified for a doctoral program.

German universities are increasingly creating special programs for foreign doctoral candidates which have been specifically designed to meet the needs and interests of international applicants. These special measures primarily involve preparation, guidance-counselling and the provision of favorable research conditions. Not only can the thesis often be written in English or another world language, but study-integrated German language courses also help students overcome the language barrier. Such program includes:

- ■ PhD support programs,
- ■ Binational doctoral arrangement,
- ■ Graduate Schools.

Information on these programs as well as the addresses of all HEI and all doctoral programs and doctorates can be found on the following website: [www.higher-education-compass.de](http://www.higher-education-compass.de)

28. What are the admission/enrollment criteria at German universities and other higher education institutions?

In Germany, a prerequisite (and also the traditional route) to enrollment into a tertiary level education institution (university, university of applied sciences a.k.a.

‘Fachhochschule,’ college of art and music, etc) is a passing score on the final examination whereby a certificate called the ‘Abitur’ (or Fachabitur) is obtained. As a general rule, Abitur – formally enabling students to attend a university – is necessary for enrollment into most universities, but exceptions to this rule are not infrequent (one of the alternative routes is a passing score on the ‘Begabtenprüfung’ a.k.a. ‘the aptitude test’).

As an international student, however, you need to apply well in advance in order for the International Students Office (Akademisches Auslandsamt) to consider your application – including previous academic record – and determine whether it meets all admission requirements; for this purpose you will

need to produce proof of completion of secondary education (e.g. high school diploma, ‘Matura,’ ‘A-Levels,’ or if required in your country, proof of having passed a university entrance examination) that is an equivalent of Abitur.

As to whether your high school diploma gets accepted for purposes of studying in Germany, depends on what country it was issued in; if your high school diploma was issued in a EU or EEA member country, then it is accepted for direct application at a university, otherwise you may have to undergo (again depending on the country of issuance of your high school diploma) a ‘Feststellungsprüfung’ assessment examination, after having attended a Studienkolleg (preparatory course). For further details go to <https://www.daad.de/.../6017-university-admission-and-requi.../...>

Certain universities of applied sciences a.k.a. ‘Fachhochschulen,’ may require that you complete a working internship prior to enrolling.

In order to be admitted to a post-graduate (Master’s or Ph.D.) program, a formal recognition of your university degree is required, from your home country or another country.

29. Do all of my documents, enclosed in the application I’m sending in, have to be originals/certified or can they be copies instead?

As a general rule, you only send certified documents; certain additional documents, however, such as proof of internship, etc. are exempt from that rule.

30. What level of knowledge of the German language do I need in order to attend a ‘Studienkolleg’?

Your German language skills need to be at the B1 level (proof thereof is required), which is considered an equivalent of roughly 600 hours.

### 31. Will my school-leaving qualification be recognised?

In order to be allowed to study in Germany, you need a ‘Hochschulzugangsberechtigung’ (university entrance entitlement): this simply means a school-leaving qualification that entitles you to study at university. In Germany, this is the ‘Allgemeine Hochschulreife’ (Abitur) or ‘Fachhochschulreife’. So how do you find out if your qualification is also recognised? On the Anabin website (only in German) you can select both your homeland and the qualification you have obtained. When you have entered this information, you will receive a detailed explanation of whether or not your qualification is adequate for direct university entrance.

### 32. What exactly do I need for the enrollment at a university?

- ▪ You have to show them a valid insurance in Germany,
- ▪ You have to show them the notification of admission,
- ▪ You have to have a receipt of the payment to the student organization,
- ▪ You have to give them a passport picture,
- ▪ You have to show them your passport with the valid visa.

### 33. What exactly is a Studentenwerk?

Studentenwerk is an organisation which acts in the interest of the students of each particular region in Germany. Each German region has its own studentenwerk, but they cooperate closely on the national level. Studentenwerke generally organize and run cafeterias, restaurants, housing units, the BAföG for the government, and even psychological and low level health services.

Some regions and universities mandate a certain yearly fee by each student for the studentenwerk, making it legally a very close cooperation between the semi-independent organisation and the local governments.

### 34. Can I do a “Dual Studium” as a foreigner?

Most universities in Germany offer the so called “Duales Studium”. This special way of studying makes it possible for students to study theory at a traditional university and at the same time practice what they have learned at companies who partner with the university or program.

Depending on your visa you will most likely be able as a foreigner to work only 120 days out of the year. As long as this is in agreement with your university's program you can participate in the highly successful Dual Studium program.

### 35. Will my driver's license be valid in Germany

As a general rule, the validity of foreign driver's licenses is limited to six months. If, as a full-time student you claim residence in Germany, and after six months your driver's license expires, the only way for you to continue to drive legally would be to transfer your license. Whether the transferring of your license requires you to undergo the theoretical and driving tests administered by driving schools, depends on the country of issuance of your driver's license (find out what regulations apply to your home country by contacting the local dept. of motor vehicles/driver's licenses).

For the purpose of transferring your driver's license in Germany you will need to produce the following:

- Your original driver's license (has to still be valid),
- Passport-size photograph of you,
- Proof of residency in Germany and
- Your passport or ID card.

### 36. Which are the best universities for my field of study?

Each year, the Center for Higher Education Development (CHE) publishes Germany's most comprehensive ranking of higher education institutions. This multidimensional ranking uses up to 40 different indicators to provide a differentiated and detailed view of the strengths and weaknesses of German higher education by subject areas. This is complemented by a research ranking published every fall to provide specific information on the research contribution of German higher education institutions. On the CHE website you can find out what the top-ranked German universities are in every subject area.

### 37. What are the requirements for getting a PhD in Germany?

The most important formal requirement is a very good university degree that is recognised in Germany. Generally, your degree must be equivalent to a master's degree, awarded after at least eight semesters of university study. There is one exception: Especially qualified international applicants who hold a bachelor's degree may be admitted to a doctoral programme in what is called a "fast track programme". In such cases, applicants are usually required to pass an examination.

Each German university is responsible for admitting candidates to its PhD programmes and recognising prior academic achievement. This is why candidates must apply directly to the Dean's Office or the faculty's doctoral committee to have their past degrees recognised. In certain cases, admission to a PhD programme is determined by an additional examination which assesses whether the candidate's knowledge is equivalent to that of a holder of a degree from Germany.

You can obtain more information from the professors who are responsible for the subject in question. It may also be helpful –

and in some cases, necessary – to include letters of recommendation from your university professors at home.  
Source: DAAD!

### 38. Do I have to open a German bank account?

It would be recommendable to open a German bank account because if you are going to rent a flat or if you are going to apply for an insurance you have to provide the bank details so that they would be able to debit the money because it is not possible to pay it cash. If you have a credit card of course you can also use it but cash cards are more common.

### 39. What kind of insurance do I need to matriculate at a university?

In Germany there are two kinds of health insurance, the public insurance and the private one. Without an insurance it is not possible for you to matriculate at a university. Up to the age of 30 years or until your 14th term of study you normally have to be insured over a public insurance company. But you also have the possibility to exempt yourself from the public insurance company if you would like to be insured over a private insurance. For getting this exemption you will have to go directly to the public insurance company before you are going to matriculate yourself at the university. But please note, if you exempt yourself from the public insurance company you can't be insured over them as long as you are a student. The product Mawista Student is a perfect choice for foreign students in Germany!

### 40. How can I find a flat in Germany?

If you would like to register for a room or an apartment in the student accommodation you should contact your local Studentenwerk directly. On their website you can also find the offers of accommodation, information on the prices and also

for the furnishing. The offers are varied and range from simple rooms to flats for couples, for students with children and also for students with disabilities. The furnished rooms are mostly equipped with a writing desk, a bed, a wardrobe and shelving. But pillows, blankets, bedding and towels are not provided. But this can be bought or rented as well. If possible do not arrive at the weekend or late at night, in case there is no other choice you have to inform the Studentenwerk so that you can discuss with them where you can get the keys from. If you still don't have a flat after your arrival in Germany, please go as soon as possible to the Studentwerk they often have an emergency accommodation available at the beginning of term.

#### 41. How can I get the residence permit?

Persons who are coming to Germany with a visa and who intend to stay for a longer period in Germany have to have a residence permit. The responsible authority therefore is the foreign office. For the residence permit you need a certificate of the enrollment from the university, the registration from the authorities, a proof of financing and a valid health insurance contract. A residence permit for the purpose of studying is issued for a period of two years and have to be extended before the two years run out. When you are going to extend your visa you always have to show them a valid insurance contract.

#### 42. Can I bring my spouse and children to Germany while I am studying over there?

If you have a residence permit in Germany and if the duration of your stay is expected to be longer than one year, than family reunification is possible. However, in order for them to join you in Germany, you have to be able to support them without burdening social assistance in any way.

#### 43. Will my driver's license be valid in Germany

As a general rule, the validity of foreign driver's licenses is limited to six months. If, as a full-time student you claim residence in Germany, and after six months your driver's license expires, the only way for you to continue to drive legally would be to transfer your license. Whether the transferring of your license requires you to undergo the theoretical and driving tests administered by driving schools, depends on the country of issuance of your driver's license (find out what regulations apply to your home country by contacting the local dept. of motor vehicles/driver's licenses).

For the purpose of transferring your driver's license in Germany you will need to produce the following:

- ▪ Your original driver's license (has to still be valid),
- ▪ Passport-size photograph of you,
- ▪ Proof of residency in Germany and
- ▪ Your passport or ID card.

#### 44. Will I be allowed to bring my pet to Germany?

If you absolutely have to, you can bring your pet to Germany, as long as you can prove that the animal has been duly vaccinated against rabies (30 days at least prior to crossing the border to enter Germany, but not date back more than 1 year for dogs and six months for cats).

You also have to reckon with a tax being levied for dogs, to be paid after you've registered the animal with local authorities.

#### 45. Is it easy to travel around the country in Germany – how mobile can I expect to be?

It is fairly easy; although you don't need a car to get around in Germany – owing to its outstanding public transportation network – driving on German autobahns is sheer pleasure. On the other hand, the ICE high-speed trains, Deutsche Bahn AG,

the suburban S-Bahn network, tram and subway lines cover together the entire territory of Germany.

Domestic flights between all major cities are also available and are increasingly being used. Buses and taxi services are also readily available. For those who enjoy cycling, special cycling lanes and suitable places for parking are widespread.

Source: <http://www.mawista.com/.../most-asked-questions-about-studyi.../>

**জার্মানিতে পড়াশোনা সংক্রান্ত আপনাদের  
কিছু প্রশ্ন আর উত্তর। আশাকরি আপনার  
কিছু প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যে থেকে পাবেন।**

Q. আমি জার্মানিতে Bachelor এ যেতে চাইছি, আমি English version এ Textile এ যেতে চাইছি। এ জন্ম IELTS এ 6.5 লাগে, কিন্তু জার্মান এমব্যাসির নতুন নিয়ম অনুযায়ী B1 লেভেল complete করতে হয় English version এ জার্মানি যেতে হলে কি IELTS এর সাথে language ও B1 পরজন্ত complete করতে হবে নাকি, না IELTS হলে ই হবে?

Ans. If you get direct admission then no German proficiency needed.

Q. ami accounting e BBA ses korechi...now accounting e masters korte cachhi germany te...english version e...university recommend korle khusi hotam...

Ans. You can search through this link  
<https://www.daad.de/.../studienang.../international-programs/en/>

Q. Via ami jode bangladesh taka 2 years social science ar upor pore tahola ame ke germany ta gia Economics ar upor Bachelor korta parbo? Nake Social science e porta hoba?  
Please aktu janala kuse hotam.

Ans. It depends on course language . If it completely English then not.

Q. dear admin brother, could u pls tell me what is the scope for Diploma Engineer(Electrical) ?

Ans. If you want to study in Germany then u have to study in German medium that means u have to complete B1 /B2 of level of German language then one year foundation course.

Q. Via Salam Niban. Ami Tasim. Ami Ai Bosor HSC complit korce. Amar Question Hossa. Ami jode Bangladesh taka A1, A2, B1 course kore and IELTS 6.5 pi and germany gia jode 3month language course kore tahola ke 14 year ar education lagba? Please aktu janaban.

Ans. Ji tarporeo lagbe.

Q. Vaia, ami online -a apply korte gia problem face korsi.. Varsity-r web page a shudhu secondary & honor's er option ase, but HSC-r kono option nai. Sekhetre kivabe fill-up korbo?? Higher Secondary na dile, year of schooling kome jacche!! Ami ki Honor's er oikhane HCS-o dia dibo??

Ans. Apni secondary option e HSC include koren and then Honours include koren. always last degree important. SSC unnecessary.

Q. Dear Admin brother, I have completed BBA and MBA major in Finance. Now i want to study in abroad. It's my hope. I have about 1 year job experience. I want to stay in abroad and get a foriegn degree. What's your suggestion in germany?

Ans. আপনি প্রথমে IELTS করতে হবে এবং Score minimum 6.0 থাকতে হবে, Finance related অনেক সাবজেক্ট আছে জার্মানি তে। নিম্নলিখিত website টি দেখুন।

<https://www.daad.de/.../studie.../international-programs/en/>

Q. আচ্ছা.. জার্মানিতে ইংলিশ ভারশনে পড়াশোনা করে কি ত্রুটি দেশে চাকরি পাওয়া যায়? উত্তরটা জানালে খুব উপকৃত হতাম ।

Ans. I think so,, but your determination is very much important that you want to build your career,,, that's why you need to show your good mark in academic result.

Q. Germany তে student ভিসায় যেতে হলে আমাকে কি করতে হবে। Details জানালে খুব উপকৃত হতাম।

Ans. ou should better try to get admission at public University.... if not possible then get admission in a good private university...you have to finish 2 years then you will be qualified to study bachelor in Germany...one thing is if you science backgrounded then you should study in computer and communication technology related subject... Thank you very much..

Q. hello brothers...I am doing B.Tech in mechanical engineering from a NIT in India,This is my final year going on.I am planning to do my M.Tech/MBA in Germany(confused between M.Tech & MBA).Would you please help me providing some information about scopes and required qualification for getting a good institution with scholarship facility please?? I would be very greatfull to you all....

Ans. Germany is mother land of mechanical Engineering, Numerous job facilities but challenging . While MBA with your background is really challenging ,most cases language might heart you. Nevertheless, you know yourself ,nothing impossible, make your own decision, work hard, everything achievable and reachable !!!!

# জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে আসার সুবিধা এবং অসুবিধা

আজকাল অনেক ছাত্র ছাত্রীই সহজে ভিসা পাবার জন্য অথবা অতি উৎসাহী হয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে জার্মানি তে আসতে চান। বিষয়টা আলোচনার দাবি রাখে।

সুবিধা :

1. জার্মান ভাষাতে পড়াশোনা করতে পারলে আপনি জার্মানির মূল প্রোতে পড়াশোনা অথবা চাকরির ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাবেন যেটা ইংরেজি ভাষায় পড়লে পাবেন না। আপনি যেহেতু ইংরেজি এবং জার্মান দুটোই জানেন তাই আপনার ডিম্যান্ড তাদের কাছে অনেক বেশি।
2. আর কাউকে জব দেবার সময় সে জবটা কত দিন করবে কোম্পানি ভেবে দেখে। যদি দেখে স্টুডেন্ট বিদেশি তখন আরও বেশি করে ভাবে। কিন্তু জার্মান ভাষা জানা থাকলে এটা খুব একটা ভাবে না। কারণ এতো কষ্ট করে কেউ জার্মানি থেকে চলে যাবার জন্য জার্মান ভাষা শিখে না।
3. আর প্রত্যেক দিনের কাজগুলোতে আপনাকে জার্মান ভাষা ব্যবহার করতে হবে। আর দেশের কৃষ্ণ কালচার জানতে হলে জার্মান ভাষার উপর দখল থাকতেই হবে।
4. জার্মানরা তাদের ভাষাকে অনেক গুরুত্ব দেয়। তাই ভাষা জানলে পড়া অবস্থায় স্টুডেন্ট জব পেতে কোন সমস্যা হয়না। এবং পড়া শেষ হবার পর চাকরি পাবার সন্তুষ্টি অনেক বেশি।
5. ব্যাচেলর লেভেল এ জার্মানির প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় জার্মান প্রোগ্রাম এ পড়াশোনা করায়। আর খুব ভাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অবশ্যই জার্মান ভাষাতেই ব্যাচেলর পড়তে হবে।
6. জার্মান ভাষা শেখা অনেক কঠিন। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি শেখা অথবা মাস্টার্স শেষ হবার পর যে দেড় বছর পাওয়া যায় তখন শিখব যারা বলে তাদের প্রায় সবাই আর শিখবার মত সময় এবং আর্থিক সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। কিছু স্টুডেন্ট শিখেছেন তাও আবার কোম্পানির আর্থিক সাহায্যে অথবা প্রবল ইচ্ছাক্ষেত্রে এবং টাকার কারনে।

অসুবিধা :

1. জার্মান ভাষা অনেক কঠিন একটা ভাষা। তাই শিখতে অনেক সময় লাগে। অনেকই শিখতে সফল হন না।

2. জার্মান ভাষা শিখা অনেক বায়বহুল। মাসিক ফি ২৫০ ইউরো থেকে ৫০০ ইউরো। এটা নির্ভর করে স্কুল এর মান এবং কোন শহরে শিখবেন তার উপর। যে শহরে ইনকাম কম করা যায় সেখানে কম খরচ।
3. জার্মান ভাষা শিখার জন্য সাধারণত এক বছর সময় পাওয়া যায়। এইসময়ে প্রত্যেক মাসে খরচ পরে প্রায় ৮০০ ইউরোর মত। অনেক শহরে এইসময় শুধু শনি এবং রবিবার কাজের অনুমতি পাওয়া যায়। তাই প্রায় পুরো খরচটাই পকেট থেকে যায়। আর জার্মান না জানার কারণে কাজ পাবার সম্ভবনা অনেক কম। কাজ করে কখনও এতে টাকার বেবস্থা করা সম্ভব নয়। আর যাদের Studienkolleg (যারা শুধুমাত্র এইচএসসি পাশ করছেন বা ২ বছর আর কম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন) করতেই হবে তাদের সমস্যা তো আরও বেশি। জার্মান জানার সক্ষমতা কমপক্ষে B2 লেভেল শেষ করার প্রমানপত্র অবশ্যই দিতে হবে এবং আপনার সার্টিফিকেট গুলোর একটা মূল্যায়ন কর্পস (এটা জার্মান সরকারের সংস্থা করে বিনা পয়সায় জার্মানিতে) দিতে হয় অনেক সময়।
- অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে আপনি দুই সেমিস্টারের কোস্টি করবেন এবং কোর্সের বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে আপনি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। এইখানে পাশ নম্বর কমপক্ষে ৫০/১০০, যেটা জার্মান ভাষার পরীক্ষায় ৫৭.৫/১০০ তো। এইসব পরীক্ষায় কোন অথবা প্রশ্ন থাকে না, যা প্রশ্ন তার ইউন্ড্র দিতে হবে।
4. Resident Permit এর মেয়াদ বাড়ানোর সমস্যা
- আপনি যদি একবছরের মধ্যে ভাষা শিক্ষা এবং ২ বছর এর মধ্যে Studienkolleg না শেষ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আপনার Resident Permit এর মেয়াদ বাড়ানোর সমস্যায় পড়বেন। এখন অনেক শহরে ৮০০০ ইউরোর ব্লক অ্যাকাউন্ট এ রাখতে বলে Resident Permit এর মেয়াদ বাড়ানোর জন্য।
5. জার্মানিতে এসে জার্মান ভাষা শিখে Studienkolleg শেষ করার হার শতকরা ৫ ভাগের ও কম।
- কোন ডিপ্লোমা করা স্টুডেন্ট এবং যাদের এইচএসসি এর ফলাফল খুবই ভাল নয়। দয়া করে ব্যাচেলর এ আসার কথা বাদ দিন। এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে আমি ক্লান্ট 😊:D। সবশেষে বলতে চাই আপনি যদি খুব ভাল স্টুডেন্ট হন এবং পর্যাপ্ত টাকা থাকে ব্যাকআপ দেবার মত, তবেই এটা নিয়ে ভাবুন। সবার জন্য শুভ কামনা রইল।

# @@@#####

সুখবর সুখবর সুখবর !!! আপনি কি কোন কৌশলেই Ausländer Behörde এর সাথে পেরে উঠছেন না। আপনি কি জীবনের চরম সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভাবছেন ? ভাবছেন কি আছে এই জীবনে একবার রিস্ক নিয়েই দেখি। ভাবছেন কি কোন জার্মান নানি কে বিয়েই করে ফেলবেন না থাক এর চেয়ে ভাল রোহিঙ্গাই হয়ে যাবো। নাকি ভাবছেন ইউরোপ এর অন্য দেশ গুলো তে গেলেই তো কেল্লা ফতে। না থাক বাংলা মায়ের কোলেই ফিরে যাবো। এইসব ভাবার পাশাপাশি বাঙালীর কিছু অক্রিয় বন্ধুদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। হয়তবা আরও কিছু দিন জার্মানি তে মেরুদণ্ড সোজা করার সময় পাবেন। হয়তবা আপনার জীবনটাই আলোকিত হয়ে যাবে। এইখানে কিছু ইউনিভার্সিটি এর নামে দেয়া হল যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী যোগাযোগ করবেনভজ্ঞ।  
সরাসরি ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্স এর জন্য। ব্যাচেলর এর এক দেড় দুই বছর ভুয়া ( দারুল ইহসান, ভিক্টোরিয়া, আতিশ দিপঙ্কর সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ) সব ই গ্রহন করতে পারে। এমনকি Studienkolleg এর এক সেমিস্টার শেষ অথবা এক সেমিস্টার ক্লাস করাও গ্রহন যোগ্য হতে পারে।  
বি দ্র : গ্রহন না করলে আমি কোন ভাবেই দায়ি নয়। কারন গৃহস্ত্র এর একদিন।

1. Duisburg Essen University

<https://www.uni-due.de/en/international.php>

2. FH Dortmund

<http://www.fh-dortmund.de/en/index.php>

3. Rhein- Waal University of Applied Sciences

<http://www.hochschule-rhein-waal.de/index.php?id=1&L=1>

4. Hochschule Niederrhein

<http://www.hs-niederrhein.de/home-en/>

5. Hochschule Mannheim

<http://www.english.hs-mannheim.de/>

6. HAW Hamburg

<http://www.haw-hamburg.de/english.html>

7. Private Studienkolleg Bonn

[http://www.steinke-institut.de/engl\\_studycollege\\_intro.htm](http://www.steinke-institut.de/engl_studycollege_intro.htm)

8. Private Studienkolleg Leipzig (অনেক বাংলাদেশি স্টুডেন্ট  
পড়েন)

<http://pskl-studyandtraining.isp-vhost02.domservice.de/star...>

9. Schiller Language School

<http://www.schiller-language-school.com/.../studienkolleg-nrw/>

বিস্তারিত জানার জন্য নিজেই যোগাযোগ করুন। উপরোক্ত  
ইনফর্মেশন গুলি বাস্তবতার ভিত্তিতে দেয়া হল কেউ আইন  
খুঁজতে গেলে নিজ দায়িত্বে খুঁজবেন। আমি সাহায্য করতে  
অপারগ। সবার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা রইল। আর  
কাজ হলে জানাবেন কিন্তु .....

আজকাল খুবই হতাশার সাথে লক্ষ্য করছি কিছু স্টুডেন্টদের প্রশ্ন।  
যাদের অনেকেরই পড়াশোনার কোন ইচ্ছে বা যোগ্যতা নাই  
বাংলাদেশে। জার্মানি তে তো নয়ই। তাদের যতসব ফালতু প্রশ্ন।  
স্কলারশিপ চাই, এমনকি বিমান ভাড়া যে দেবে বা তাও যেন  
স্কলারশিপ থেকে দেয়া হয়। স্কলারশিপ নেবার লোকের কি সারা  
পৃথিবীতে এতই অভাব ? আরে ভাই নিজেকে প্রশ্ন করলেই তো হয়,  
আমি কি বৃত্তি পাবার যোগ্য ? আর বাংলাদেশ এর পড়াশোনাই যে  
কঠিন, কি ভাবে আমি জার্মানি এর মত দেশে পড়বো।  
আইইএলটিএস দিতে পারবো না! জব করবো আর পড়বো এবং দেশ  
এ টাকা পাঠাবো। সব কিছুই তো মুড়ি মুড়িকির মত ! ব্যাপার না ?  
আজই জার্মানি তে আসতে চাই। STUDIENKOLLEG করতে চাই না,  
আসলে ভর্তি পরীক্ষাই টিকবো না তো তাই। একটা কথা বলি  
ধান্দাবাজি করে আর যাই হোক পড়াশোনা হয় না। আরে ভাই  
খোলাখুলি বলেন যে ভাবেই হোক জার্মানি আসতে চাই, জার্মানি তে  
থাকতে চাই, টাকা ইনকাম করতে চাই। আমরা চেষ্টা করবো হেল্ল  
করার জন্য। এতে লজ্জার কিছু নাই! আমাদের এ খানে অনেক কষ্ট  
করে নিজে ইনকাম করে, রান্না বান্না সহ অনেক কাজ করতে হয়।  
তাই দয়া করে যাদের পড়ার সামর্থ্য এবং যোগ্যতা আছে, তারাই  
যুক্তিসংগত প্রশ্ন করুন। আর গ্রুপ এ কেউ লিখলেই তাকে ফ্রেন্ড  
রিকুয়েস্ট পাঠাতে হবে। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য  
অনেকই আছে, তাই বস্তু হতে হবে না। আমি বাংলাদেশি আপনিও  
বাংলাদেশি, এতোটুকই যথেষ্ট। দয়া করে কেউ মনে কষ্ট পাবেন না,  
পেলেও দেশ এ ভালভাবে পড়াশোনা করে দেশের জন্য কাজ করুন।  
আপনার আমার জন্য দেশটা কত কিছুই না দিয়েছে। ধন্যবাদ।

# জার্মানিতে পড়াশোনা

আজকাল বাংলাদেশ থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী বিদেশে পড়াশোনার উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। জার্মানি হতে পারে তাদের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় দেশ। জার্মানি পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ। শুধুমাত্র টাকা পয়সায় নয় জ্ঞান বিজ্ঞানেও জার্মানি অনেক এগিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য তো বলতে গেলে স্বর্গই। অন্যদেশগুলো যখন চাকরি কাটছাঁট করছে তখন জার্মানি চাকরি প্রত্যশীলের ডাকচে। জার্মানিতে সাধারণত জার্মান এবং ইংলিশ ভাষায় পড়াশোনা করা যায়। আমি নিচে ধাপে ধাপে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। আরও তথ্য পাবার জন্য বাংলাদেশি স্টুডেন্টস ইন জার্মানি অথবা এইরকমের অনেক ফেসবুক গ্রুপ পাবেন, যেখানে অনেক মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন।

ব্যাচেলর অধ্যায়

ক্যাটাগরি নাম্বার ১ –

স্টুডেন্টের যোগ্যতা এইচএসসি পাশ অথবা এসএসসি এরপরে ৩ অথবা ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা করা। যা করতে হবে- উক্ত যোগ্যতা ধারীরা জার্মানি তে সরাসরি ব্যাচেলর করার কোন সুযোগ পাবেন না। কারন জার্মানিতে এই দুইটি বাংলাদেশি ডিগ্রি সরাসরি কোন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়য়ে ভর্তি হবার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই প্রথমে একটা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স STUDIENKOLLEG করতে হবে। কোর্সটি ২ সেমিস্টারের। এই কোর্সে ভর্তি হবার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী স্টুডেন্টদের সাথে। আসনসংখ্যার কমপক্ষে ২০ গুন বেশি পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এই লিখিত পরীক্ষায় আপনার জার্মান ভাষার দক্ষতা এবং গণিতে দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে আপনাকে আবেদন পত্রের সাথে জার্মান ভাষা জানার সক্ষমতা কমপক্ষে B2

লেভেল শেষ করার প্রমানপত্র অবশ্যই দিতে হবে এবং  
আপনার সার্টিফিকেট গুলোর একটা মূল্যায়ন কর্পিও (এটা  
জার্মান সরকারের সংস্থা করে বিনা পয়সায় জার্মানিতে) দিতে  
হয় অনেক সময়।

পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে আপনি দুই সেমিস্টারের কোর্সটি  
করবেন এবং কোর্সের বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে  
আপনি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন  
করলেন। এইখানে পাশ নম্বর কমপক্ষে ৫০/১০০, যেটা জার্মান  
ভাষার পরীক্ষায় ৫৭.৫/১০০ তে। এইসব পরীক্ষায় কোন অথবা  
প্রশ্ন থাকে না, যা প্রশ্ন তার ই উত্তর দিতে হবে। আরও তথ্য  
পাবেন এই লিঙ্কে <http://www.studienkollegs.de/en/>

কোথায় জার্মান ভাষা শিখবেন :

আপনি চাইলে জার্মানিতে এসে জার্মান ভাষা শিখতে পারেন।  
অথবা জার্মান ভাষা শিখতে পারেন ঢাকার

<http://www.goethe.de/ins/bd/en/dha.html> অথবা আরও কিছু  
প্রতিষ্ঠানে যেমন

[http://www.du.ac.bd/department/common/institute\\_home.php](http://www.du.ac.bd/department/common/institute_home.php)

...

অথবা চট্টগ্রাম এ

Die Sprache Chittagong এ

ক্যাটাগরি নাম্বার 2 -

যোগ্যতা- বাংলাদেশে ২ বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা  
যা করতে হবে- যদি IELTS (6-6.5 অথবা জার্মান ভাষায় দক্ষতা  
DSH or TESTDAF or Goethe Zertifikat C1 থাকে তাহলে  
সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় আ আবেদন করতে পারবে।

ক্যাটাগরি নাম্বার 3 :

যোগ্যতা- A লেভেল পাশ

যা করতে হবে- সরাসরি ইংলিশ বা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম এ  
ভর্তি হতে পারবেন। জার্মান কোন প্রোগ্রামে পড়তে চাইলে  
জার্মান ভাষায় দক্ষতা DSH or TESTDAF or Goethe Zertifikat  
C1 থাকতে হবে।

ক্যাটাগরি নাম্বার 4 –

**যোগ্যতা- বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে চান**  
যা করতে হবে- সাধারণত বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যায় না। তবে চেষ্টা করতে দোষ কি! তবে আশা অনেক কম এবং খুবই সীমিত। ভাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ব্যাপারে অনাগ্রহী।

**মাস্টার্স অধ্যায় :**

বাংলাদেশের কাল তালিকাভুক্ত বাদে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর ডিগ্রি জার্মানিতে গ্রহণযোগ্য। যা করতে হবে-  
আইইএলটিএস থাকলে সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।  
জার্মান ভাষায় পড়তে চাইলে জার্মান ভাষা দেশে শিখতে  
পারেন অথবা ১ নম্বর ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের আবেদন করার  
পদ্ধতি ফলো করতে পারেন।

**কিভাবে আবেদন করবেন:**

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বছরে দুই টি সেমিস্টার। একটা  
শুরু হয় অক্টোবরে আরেকটা এপ্রিল। সেমিস্টার শুরুর  
কমপক্ষে ৭-৮ মাস আগেই আবেদন করা ভাল। কারণ জার্মান  
দৃতাবাসে ভিসার আবেদনপত্র জমা দেবার জন্য ৬ মাস পর্যন্ত  
অপেক্ষা করতে হতে পারে।

১ নম্বর ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের প্রথমে জার্মানিতে কোন  
ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল আবেদন করতে হবে এবং অগ্রিম কয়েক  
মাসের ফি পরিশোধ করতে হবে আনুমানিক ১,৫-২,৫ লাখ  
টাকা যদি বাংলাদেশ থেকে ভাষা না শিখেই আসতে চান।  
তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল এর কাগজ সহ অন্যান্য কাগজ গুলো  
নিম্নে বর্ণিত নিয়ম গুলোর মাধ্যমেই করতে হবে। এরপর  
অন্যসব ক্যাটাগরির স্টুডেন্টদের মতই নিম্নে বর্ণিত নিয়মেই  
আবেদন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এ গিয়ে  
পছন্দের কোর্স খুজে বের করবেন। তারপর অন লাইন এ  
আবেদন করবেন। অন লাইন আবেদন এর একটা ফটোকপি  
প্রিন্ট করে নিবেন। তারপর নিজের ঘাবতীয় কাগজপত্র এবং  
পাসপোর্ট এর ফটোকপি এবং আবেদন পত্র একসাথে করে  
জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। কি কি

কাগজ পত্র পাঠাতে হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব এ লিখা থাকে। বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই বিশ্ববিদ্যালয় এর ওয়েব এ এবং আরও অনেক দরকারি তথ্য পাবেন এই লিঙ্ক এ  
<https://www.daad.de/deutschland/en/>

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদন পত্র সরাসরি না পাঠিয়ে একটা সংস্থার মাধ্যমে পাঠাতে হয়। বিস্তারিত তথ্য পাবেন এইখানে [http://www.uni-assist.de/index\\_en.html](http://www.uni-assist.de/index_en.html)

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ ভর্তির জন্য অন লাইন এ ইন্টারভিউ দিতে হয়।

তারপর ইতিবাচক উত্তর হলে ভিসার জন্য আবেদন করবেন।  
ভিসার জন্য আবেদন/ ভিসার বিস্তারিত তথ্য পাবেন  
[http://www.dhaka.diplo.de/.../en/02/Einreise\\_Hauptbereich.htm](http://www.dhaka.diplo.de/.../en/02/Einreise_Hauptbereich.htm)

ভিসা ফি ৬০ ইউরো। ভিসার আবেদন ফর্ম এর সাথে একট ট্রাভেল ইন্সুরেঞ্চ করা থাকতে হবে এবং জার্মানতে এসে কোথায় উঠবেন তারও প্রমানাদি দিতে হবে।

সেমিস্টার ফি এবং কাজের সুযোগ-

সেমিস্টার ফি বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে ২৬০/৫৫০ ইউরো। বছরে দুই টি সেমিস্টার। একটা শুরু হয় অক্টোবরে আরেকটা এপ্রিলে। জার্মানিতে পড়ার সময় আপনি বছরে ১২০ দিন অথবা আধাবেলা করে ২৪০ দিন কাজ করতে পারবেন। যা দিয়ে আপনি মোটামুটি আপনার খরচ এবং সেমিস্টার ফি চালিয়ে নিতে পারবেন।

বৃত্তির সুযোগ- জার্মানি খুবই কম পরিমান স্কালারশিপ দেয়।  
কারন সেমিস্টার ফি নেই বললেই চলে। তারপরও চেষ্টা করতে পারেন। এই লিঙ্কে কিছু সংস্থার নাম পাবেন।

<https://www.daad.de/deutschland/en/>

ভিসা পাবার পর ভিসা পাবার পর জার্মানিতে চলে আসবেন  
আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। আপনাকে  
জার্মানিতে সু স্বাগতম জানাই।

Md Sabbir Ahmed University of Kassel, Germany

# উচ্চ শিক্ষালাভে জার্মানী গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি:

সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য পছন্দনীয় স্থান হিসেবে  
বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা জার্মানীকে সাপ্রহে বেছে নেয়ার জন্য  
ঢাকাস্থ জার্মান দৃতাবাস আনন্দিত। জার্মান দৃতাবাস মেধাবী  
এবং সুযোগ্য শিক্ষার্থীদের জার্মানীতে স্বাগত জানায়।

প্রতি বছর ঢাকাস্থ জার্মান দৃতাবাস উচ্চ শিক্ষালাভে জার্মানী  
গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর সংখক আবেদন পায়।  
কিন্তু আবেদনপত্র যাচাই বাচাই এবং মৌখিক সাক্ষাতকারের  
সময় অনেকেই জার্মানীতে তাদের উচ্চ শিক্ষা এবং জার্মানী  
প্রমন সংক্রান্ত ভিসা অফিসারদের প্রশ্নের ঘথায়ত ও আশানুরূপ  
উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। এমতবস্থায়, ভিসা প্রত্যাখান এড়াতে  
নিম্নোক্ত পরামর্শ গুলো মেনে চলুনঃ

১। জার্মান ভিসা জনিত নিয়মাবলী কঠিন, পুঞ্জানুপুঞ্জ কিন্তু  
ন্যায্য এবং পক্ষপাতহীন। এই কারনে জার্মান দৃতাবাসের  
মৌখিক সাক্ষাতকারের সময় সকল আবেদনকারীকে তার উচ্চ  
শিক্ষার কোর্স এবং জার্মানীতে থাকা সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের  
উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। একই সাথে,  
আবেদনকারীদের ইংরেজি ভাষায় ভাল দখল থাকা বাঞ্ছনীয়  
কারন তা আবেদনকারীর অন্য ভাষা শেখার ক্ষমতা প্রমান  
করে। মৌখিক সাক্ষাতকারে ভিসা অফিসারদের প্রশ্নের ঘথায়ত  
উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে ভিসা দেয়া হবে না।

২। জার্মানীতে স্নাতক অথবা স্নাতোকত্ব পর্যায়ে ভর্তি সংক্রান্ত  
বিষয়ে আবেদনপত্র প্রস্তুতিতে যে কোন এজেন্ট প্রতিষ্ঠানের  
সহায়তা নেয়া আমরা কঠোরভাবে অনুৎসাহিত করে  
থাকি। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইট অথবা জার্মান  
দৃতাবাসের ওয়েবসাইট এ প্রদত্ত স্পষ্ট নিয়মাবলীগুলো অনুসরণ  
করে আবেদনকারীবৃন্দ নিজেরাই নিজেদের ভর্তি সংক্রান্ত

আবেদনপত্র তৈরী করতে পারবেন। এর মাধ্যমে  
আবেদনকারীরা ভুয়া এজেন্টদের দ্বারা প্রতিরিত হওয়া থেকে  
রেহাই পাবেন, অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে এবং জার্মান  
দৃতাবাসের মৌখিক সাক্ষাতকারে ভিসা অফিসারদের প্রশ্নের  
যথাযত উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। সঠিকভাবে ভিসা  
আবেদনপত্র তৈরী করতে নিচের লিঙ্কগুলো দেখতে পারেনঃ  
<https://www.daad.de/> (কোর্স, বৃত্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়  
তথ্য)  
<http://www.dhaka.diplo.de/visa> (ভিসা সংক্রান্ত তথ্য)

মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আরও আবেদনপত্র জার্মান  
দৃতাবাস স্বাগত জানাচ্ছে!

**How to read a scientific or research paper.**

**কীভাবে গবেষণা পত্র বা রিসার্চ পেপার পড়বেন**

## **কীভাবে গবেষণা পত্র বা রিসার্চ পেপার পড়বেন - How to read a research paper (quickly) -**

(রাগিব হাসান)

শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জীবনের একটি নিত্যদিনের ব্যাপার হলো রিসার্চ পেপার পড়া। জন্মাল বা কনফারেন্সে প্রকাশিত ১০-২০ পৃষ্ঠার একটি গবেষণাপত্র পড়ে তাতে প্রকাশ করা গবেষণার ব্যাপারে জানা যায়। কোনো বিষয়ে ভালো করে জানতে গেলে আসলে সেই বিষয়ের উপরে শ খানেক রিসার্চ পেপার পড়া লাগে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই রিসার্চ পেপার পড়বেন কী করে? সবার হাতে তো অটেল সময় নাই, আর যদি মাত্র ১/২ দিনেই পড়তে হয় গোটা পাঁচেক পেপার, তাহলে কীভাবে দ্রুত পড়বেন সেটা? আজকের লেখার বিষয় এটাই।

রিসার্চ পেপার দ্রুত পড়ার কিছু টেকনিক বা কায়দা আছে। শুরুতেই বুঝতে হবে, রিসার্চ পেপার কিন্তু গল্প উপন্যাস না যে আপনাকে সেটা শুরু থেকে লাইন বাই লাইন পড়তে হবে। বরং একটি রিসার্চ পেপার পড়ে তা বুঝতে হলে কয়েকবারে অল্প করে করে সেটা পড়তে হবে। আমি আমার ছাত্রদেরকে শুরুতেই এই কায়দাটা শিখাই। ধাপগুলো হলো এরকম -

১ম ধাপ - পেপারের শিরোনাম, লেখকদের নাম ও পরিচয় পড়ে ফেলেন। পড়তে ১৫ সেকেন্ডের বেশি লাগার কথা না।

শিরোনাম থেকে কিছুটা ধারণা পাবেন পেপারটি কী নিয়ে সেই ব্যাপারে।

২য় ধাপ - এবারের পেপারের সারাংশ বা abstract পড়ে ফেলুন। সাধারণত এই অংশটি আকারে ১ প্যারাগ্রাফ (৫/৬ বাক্য) হয়ে থাকে। সেটা দরকার হলে দুইবারে পড়ুন। দুই দুগুণে ৪ মিনিট লাগবে বড়জোর। এটা পড়লে পেপারে কোন সমস্যা নিয়ে কাজ করা হয়েছে এবং কী নতুন কাজ করা হয়েছে/ফলাফল বা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট এসেছে, তার উপরে ধারণা পাবেন।

৩য় ধাপ - এবারে চট করে পেপারের ভূমিকা (Introduction) ও উপসংহার (Conclusion) পড়ে ফেলেন। ভূমিকাতে মূল ব্যাপারগুলা, সমস্যাটা কী রকম এবং এই গবেষকেরা কী নিয়ে কাজ করেছেন কীভাবে, তার উপরে আরো অনেক খুঁটিনাটি তথ্য থাকবে। আর উপসংহারে থাকবে লেখকেরা কী কাজ করেছেন, তার কথা। দুইটাই পড়ে ফেলে মূল ব্যাপারগুলা নোট করে রাখুন। সময় লাগবে ২০ মিনিট - আধা ঘণ্টার মতো।

৪র্থ ধাপ - এই ধাপে আপনার কাজ হবে পেপারের ভিতরে মন দিয়ে পড়া। ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশন থাকলে সেখান দিয়ে শুরু করতে পারেন। রিলেটেড ওয়ার্ক বা রিসার্চ থাকলে সেটাও পড়ে নিতে পারেন। তার পরে পড়বেন পেপারের সিস্টেম বা থিওরেটিকাল মডেল অথবা আর্কিটেকচার অংশ, এবং সবার শেষে খুব মনোযোগ দিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টস অংশ। এই ধাপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ২য় বা ৩য় ধাপে পেপারের মূল ক্লেইম বা দাবি সম্পর্কে যা পড়েছেন, এখানে সেগুলা যাচাই করতে পারবেন। পেপারে যা লেখা হয়েছে শুরুতে, তা মোটেও বিশ্বাস করেন না এরকম মানসিকতা নিয়ে পড়বেন।

লেখকদের কাজই হচ্ছে থিওরেটিকাল প্রক্রফ বা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট দিয়ে তাদের দাবিগুলাকে প্রমাণ করা, কাজেই সেটা তারা করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করে দেখুন। এই কাজটা করতে সময় লাগবে কয়েক ঘণ্টা।

ব্যাস, এই ৪টি ধাপে আস্তে আস্তে পড়ে ফেলতে পারেন  
যেকেনো পেপার। কিন্তু পেপার পড়াই কি যথেষ্ট? মোটেও না।  
বরং পেপার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তার একটা রিভিউ  
লিখে ফেলতে হবে। আমি আমার ছাত্রদের যে ফরম্যাটে  
রিভিউ লেখা শিখাই তা হলো এরকম - ১ পৃষ্ঠার রিভিউ - (১) এক  
প্যারাগ্রাফে ৬/৭ বাক্যে পেপারের সারাংশ বা summary (২)  
পেপারের ৩ বা ততোধিক শক্তিশালি দিক বা strong point (৩)  
পেপারের ৩ বা ততোধিক দুর্বল দিক, এবং (৪) পেপার সম্পর্কে  
আপনার ৩ বা ততোধিক মন্তব্য, এখানে আলোচনা করতে  
পারেন অন্য কীভাবে কাজটা করা যেতো বলে আপনার মনে  
হয়। এই রিভিউ লিখে কিন্তু ফেলে দিবেন না, বরং গুগল ডক বা  
অন্যত্র সেভ করে রাখবেন। মাস দুই বা বছর ধানেক পরে যদি  
পেপারটাতে কী আছে তা হঠাত মনে করার দরকার হয়,  
তাহলে পুরা পেপারটা আর পড়া লাগবেনা, আপনার ঐ  
রিভিউটা পড়লেই চলবে।

---

উপরের এই ধাপগুলা অনুসরণ করে পেপার পড়ুন, খুব সময়  
লাগবেনা, আর কাজটাকে এতো কঠিনও মনে হবেনা। ভালো  
গবেষক হতে হলে নিয়মিত এভাবে রিসার্চ পেপার পড়া অভ্যাস  
করুন, যত পড়বেন তত শিখবেন। আর হবেন ভালো গবেষক।

[ রাগিব হাসান ২০১৪-০২-২৩]

[#গবেষণা #রিসার্চ](#)

# How to read and understand a scientific paper: a guide for non-scientists – Violent metaphors

12-15 minutes

---

*Update (1/3/18) I've been overwhelmed with requests for the shorter guide, and the email address below no longer works. So I've uploaded a copy of the guide for anyone to download and share here: [How to read and understand a scientific article](#). Please feel free to use it however you wish (although I'd appreciate being credited as the author). I apologize to everyone who emailed me and didn't get a response! If you would like to let me know who you are and what you're using it for in the comments below, I'd love to hear!*

*Update (8/30/14): I've written a shorter version of this guide for teachers to hand out to their classes. If you'd like a PDF, shoot me an email: jenniferraff (at) utexas (dot) edu.*

Last week's post ([The truth about vaccinations: Your physician knows more than the University of Google](#)) sparked a very lively discussion, with comments from several people trying to persuade me (and the other readers) that *their* paper disproved everything that I'd been saying. While I encourage you to go read the comments and contribute your own, here I want to focus on the much larger issue that this debate raised: what constitutes scientific authority?

It's not just a fun academic problem. Getting the science wrong has very real consequences. For example, when a

community doesn't vaccinate children because they're afraid of "toxins" and think that prayer (or diet, exercise, and "clean living") is enough to prevent infection, [outbreaks happen.](#)

"Be skeptical. But when you get proof, accept proof." – Michael Specter

What constitutes enough proof? Obviously everyone has a different answer to that question. But to form a truly educated opinion on a scientific subject, you need to become familiar with current research in that field. And to do that, you have to read the "primary research literature" (often just called "the literature"). You might have tried to read scientific papers before and been frustrated by the dense, stilted writing and the unfamiliar jargon. I remember feeling this way! Reading and understanding research papers is a skill which every single doctor and scientist has had to learn during graduate school. You can learn it too, but like any skill it takes patience and practice.

I want to help people become more scientifically literate, so I wrote this guide for how a layperson can approach reading and understanding a scientific research paper. It's appropriate for someone who has no background whatsoever in science or medicine, and based on the assumption that he or she is doing this for the purpose of getting a *basic* understanding of a paper and deciding whether or not it's a reputable study.

The type of scientific paper I'm discussing here is referred to as a **primary research article**. It's a peer-reviewed report of new research on a specific question (or questions). Another useful type of publication is a **review article**. Review articles are also peer-reviewed, and don't present new information, but summarize multiple primary research articles, to give a sense of the consensus, debates, and unanswered questions within a field. (I'm not going to say much more about them here, but be cautious about which review articles you read. Remember

that they are only a snapshot of the research at the time they are published. A review article on, say, genome-wide association studies from 2001 is not going to be very informative in 2013. So much research has been done in the intervening years that the field has changed considerably).

### **Before you begin: some general advice**

Reading a scientific paper is a completely different process than reading an article about science in a blog or newspaper. Not only do you read the sections in a different order than they're presented, but you also have to take notes, read it multiple times, and probably go look up other papers for some of the details. Reading a single paper may take you a very long time at first. Be patient with yourself. The process will go much faster as you gain experience.

Most primary research papers will be divided into the following sections: Abstract, Introduction, Methods, Results, and Conclusions/Interpretations/Discussion. The order will depend on which journal it's published in. Some journals have additional files (called Supplementary Online Information) which contain important details of the research, but are published online instead of in the article itself (make sure you don't skip these files).

Before you begin reading, take note of the authors and their institutional affiliations. Some institutions (e.g. University of Texas) are well-respected; others (e.g. [the Discovery Institute](#)) may appear to be legitimate research institutions but are actually agenda-driven. *Tip: google “Discovery Institute” to see why you don’t want to use it as a scientific authority on evolutionary theory.*

Also take note of the journal in which it's published. Reputable (biomedical) journals will be indexed by [Pubmed](#). [EDIT: **Several people have reminded me that non-biomedical**

journals won't be on Pubmed, and they're absolutely correct! (thanks for catching that, I apologize for being sloppy here). Check out [Web of Science](#) for a more complete index of science journals. And please feel free to share other resources in the comments!] Beware of [questionable journals](#).

As you read, write down **every single word** that you don't understand. You're going to have to look them all up (yes, every one. I know it's a total pain. But you won't understand the paper if you don't understand the vocabulary. Scientific words have extremely precise meanings).

## Step-by-step instructions for reading a primary research article

### 1. Begin by reading the introduction, not the abstract.

*The abstract is that dense first paragraph at the very beginning of a paper. In fact, that's often the only part of a paper that many non-scientists read when they're trying to build a scientific argument. (This is a terrible practice—don't do it.). When I'm choosing papers to read, I decide what's relevant to my interests based on a combination of the title and abstract. But when I've got a collection of papers assembled for deep reading, I always read the abstract last. I do this because abstracts contain a succinct summary of the entire paper, and I'm concerned about inadvertently becoming biased by the authors' interpretation of the results.*

### 2. Identify the BIG QUESTION.

Not "What is this paper about", but "What problem is this entire field trying to solve?"

*This helps you focus on why this research is being done. Look closely for evidence of agenda-motivated research.*

### **3. Summarize the background in five sentences or less.**

Here are some questions to guide you:

What work has been done before in this field to answer the BIG QUESTION? What are the limitations of that work? What, according to the authors, needs to be done next?

*The five sentences part is a little arbitrary, but it forces you to be concise and really think about the context of this research. You need to be able to explain why this research has been done in order to understand it.*

### **4. Identify the SPECIFIC QUESTION(S)**

What **exactly** are the authors trying to answer with their research? There may be multiple questions, or just one. Write them down. If it's the kind of research that tests one or more null hypotheses, identify it/them.

*Not sure what a null hypothesis is? Go read [this](#), then go back to my last post and read one of the papers that I linked to (like [this one](#)) and try to identify the null hypotheses in it. Keep in mind that not every paper will test a null hypothesis.*

### **5. Identify the approach**

What are the authors going to do to answer the SPECIFIC QUESTION(S)?

### **6. Now read the methods section. Draw a diagram for each experiment, showing exactly what the authors did.**

I mean *literally* draw it. Include as much detail as you need to fully understand the work. As an example, here is what I drew to sort out the methods for a paper I read today ([Battaglia et al. 2013: “The first peopling of South America: New evidence](#)

from Y-chromosome haplogroup Q"). This is much less detail than you'd probably need, because it's a paper in my specialty and I use these methods all the time. But if you were reading this, and didn't happen to know what "process data with reduced-median method using Network" means, you'd need to look that up.



You don't need to understand the methods in enough detail to replicate the experiment—that's something reviewers have to do—but you're not ready to move on to the results until you can explain the basics of the methods to someone else.

**7. Read the results section. Write one or more paragraphs to summarize the results for each experiment, each figure, and each table. Don't yet try to decide what the results mean, just write down what they are.**

You'll find that, particularly in good papers, the majority of the results are summarized in the figures and tables. Pay careful attention to them! You may also need to go to the Supplementary Online Information file to find some of the results.

*It is at this point where difficulties can arise if statistical tests are employed in the paper and you don't have enough of a background to understand them. I can't teach you stats in this post, but [here](#), [here](#), and [here](#) are some basic resources to help you. I STRONGLY advise you to become familiar with them.*

### **THINGS TO PAY ATTENTION TO IN THE RESULTS SECTION:**

-Any time the words “significant” or “non-significant” are used. These have precise statistical meanings. Read more about this [here](#).

-If there are graphs, do they have [error bars](#) on them? For certain types of studies, a lack of confidence intervals is a major red flag.

-The sample size. Has the study been conducted on 10, or 10,000 people? (For some research purposes, a sample size of 10 is sufficient, but for most studies larger is better).

### **8. Do the results answer the SPECIFIC QUESTION(S)? What do you think they mean?**

*Don't move on until you have thought about this. It's okay to change your mind in light of the authors' interpretation—in*

*fact you probably will if you're still a beginner at this kind of analysis—but it's a really good habit to start forming your own interpretations before you read those of others.*

## **9. Read the conclusion/discussion/Interpretation section.**

What do the authors think the results mean? Do you agree with them? Can you come up with any alternative way of interpreting them? Do the authors identify any weaknesses in their own study? Do you see any that the authors missed? (Don't assume they're infallible!) What do they propose to do as a next step? Do you agree with that?

## **10. Now, go back to the beginning and read the abstract.**

Does it match what the authors said in the paper? Does it fit with your interpretation of the paper?

## **11. FINAL STEP: (*Don't neglect doing this*) What do other researchers say about this paper?**

Who are the (acknowledged or self-proclaimed) experts in this particular field? Do they have criticisms of the study that you haven't thought of, or do they generally support it?

*Here's a place where I do recommend you use google! But do it last, so you are better prepared to think critically about what other people say.*

(12. This step may be optional for you, depending on why you're reading a particular paper. But for me, it's critical! I go through the "Literature cited" section to see what other papers the authors cited. This allows me to better identify the important papers in a particular field, see if the authors cited my own papers (KIDDING!....mostly), and find sources of useful ideas or techniques.)

## **READING SCIENTIFIC PAPERS**

## **FINDING A SUITABLE ARTICLE TO REVIEW:**

### **Bibliographic sources**

**1. Reference lists** - Once you find a single good article, you can use the reference list at the end of the article to find an ever-expanding list of related articles. (See also *Citation Index* below.)

**2. Reliable journals** - People will often page through two or three of their favorite journals just to look for interesting articles and to generally keep up with what is going on in science. Most libraries (and in particular, Lane - medicine, and Falconer - biology) have designated sections where they display recent received journals.

**3. Popular press** - The press often receives advanced copies of journals even before they are sent to scientists or libraries. One can get interesting leads on what will be coming out. Remember, that only a minuscule proportion of findings reach the popular press so the selection is often biased and/or sensationalized. However, this is the view that the lay public has about science and medicine, so it is worthwhile to read on that basis alone. **NEVER** take the findings presented in a newspaper article at face value. Always look up the citation for yourself and see what it says. See if they got the message right. See how strong the evidence is. Certain papers such as the New York Times are much more likely to get the facts straight. Others, such as *The National Enquirer* should be assumed to be fictionalized and are of no value (except perhaps as entertainment). You should realize that the headings for articles are **NOT** written by the authors. They are written to catch the eye and to conform to space requirements. Therefore, they are even more likely to contain erroneous statements, even for an article that is accurately written.

**4. Colleagues, professors, and friends.** Because no one person can possibly screen the literature, this is an excellent way to find out about interesting articles.

**5. *Current Contents*** - This is a journal that consists of the table of contents reprinted from a number of other journals. This is a way of rapidly perusing the titles of a large number of articles in order to decide which ones bear further scrutiny.

\*     **6. *Citation Index*** - To me this is one of the most valuable resources there is. It allows one take take a reference "forward in time". It is a compilation of all the articles that were referenced by recently published articles. Therefore, if you find an excellent article from two years ago, you can look that article up and see what other articles used it as a reference in the past month for instance. This is a way to find a more recent article on the same topic.

**7. Compilations of Abstracts** - In concept, these are like *Current Contents*. In this case, however, they are published less frequently, and they contain not only the title of the article but the abstract or summary as well.

### *1. Index Medicus*

### *2. Bioabstracts*

**8. Computer searches** - This is a good way to go if you know what topic you want to study, but you do not have a good starting place. It is imperative to do an appropriate job of restricting the search topic or you will end up with more references than you know what to do with, most of which will be extraneous.

**9. Web searches** - Very hit or miss as far as quality, however, I have been very impressed at the ability to locate hard to find trivia, comprehensible pictures and diagrams, and human interest aspects of a scientific story. Remember that different search engines will produce different results. For example, I have found Lycos to be more useful than Yahoo. Web Crawler will search using a variety of search engines at the same time.

## **READING SCIENTIFIC ARTICLES**

There are many approaches to reading scientific articles. Those of you who have had significant experience reading such articles will have developed a style of your own. For those of you who have not, I will discuss one approach.

One does not read a journal article like a novel or a newspaper article. There are several reasons for this:

- 1) The information is too dense to comprehend it with a simple reading.
- 2) You may be interested in a specific aspect of the article rather than the entire thing. The special structure of such articles allows one to find the desired section more easily.
- 3) Understanding of one part of an article will often require backward or forward reference to another part of the article.

\*\*\* For adequate understanding of an article, you should be prepared to read an article at least two, three, or four times. You will often be amazed to discover that what seemed completely incomprehensible on the first reading, appears to make perfect sense on subsequent readings. You should be comforted to know that even experienced scientists must read articles over and over again. Furthermore, there will be things you simply do not understand because 1) you do not have the adequate background, 2) they are just too complicated, or 3) they simply do not make sense. Do not overlook this last possibility simply because you see something in print.

You should be prepared to do some work in order to acquire sufficient background for adequate understanding of an article. This will include:

- 1) looking up points made in the references;
- 2) looking things up in textbooks;
- 3) looking up words in dictionaries (particularly biological and medical dictionaries);
- 4) asking questions of people who may know.

In general, people do not try to conquer every article they encounter. There are simply too many articles and it would require too much work. They tend to go through a sequential process of studying the article - all the while deciding whether or not to give it further attention. The decision is based on several factors:

- 1) Whether the article is of sufficient interest
- 2) Whether the article is relevant to their work

- 3) Whether the article is of general importance
- 4) Whether the article is if high quality and or accurate
- 5) Whether the article is clearly written and accessible at least after reasonable amount of effort
- 6) Whether the article is "meaty"
- 7) Whether the article is short.

Some specific suggestions:

### **Phase I: Screening the article**

- 1) Read the title once fast looking for key words. Read the title slowly until it makes sense.
- 2) Look through the authors to see if there is anyone whose name you recognize, whose work you know. This is an important process in trying to judge the quality of the data.

3) Look at the date. In molecular biology, where information is rapidly changing, the date may be all-important. With policy issues, the date is less important than the quality of thought. Bear in mind that there is a definite lag period between when the research gets done, when the article gets written and when it gets published. In addition to the publication date, many journals list the date when the article was received, and the date when the article was accepted. Interestingly, journals that are refereed (see below) are more likely to be delayed in their publication, but are less likely to contain inaccurate or frivolous articles.

- 4) Some articles have a brief list of key words. Although they are sometimes misleading (as anyone who has done a computer reference search knows) they are usually quite informative and should be looked at early on.

### **Phase II: Getting the punch line.**

- 1) Read the abstract once fast looking for key words. Read the abstract slowly until it makes sense.
- 2) Read introduction. The introduction is often the easiest part of an article to read. In some cases, it is also the most informative - not so much in terms of presenting new information, but in consolidating background information. Some authors will also present the punch line of their research in a way that is easier to understand than the way it is presented in the abstract.

- 3) The introduction will often cite many of the references. This is an excellent time to begin looking at them. The

references are particularly informative if they contain the titles of the articles being cited. You will want to go back to the reference page over and over again.

### **Phase III: Understanding the approach**

1) Peruse the figures and tables. You will not understand them this first time through but this will help you know what to look for when you actually read the article.

2) Go to the discussion. Read the first few paragraphs and the last few paragraphs. If it is short and/or easy to understand, read the whole thing.

### **Phase IV: First reading**

1) If you get this far you may wish to photocopy the article if you have not already done so. The monetary investment will surely be trivial in comparison to the investment of your time.

2) Skim the abstract and the introduction once again. At this point you should be able to have an adequate understanding of them.

3) Skim the methods section. The methods section will need to be studied carefully only if you intend to use some of the procedures in your research.

Certain parts of the methods, such as where the chemicals were purchased or whence the viral strains were obtained do not actually contribute to an understanding of the article and may be safely omitted. Other parts of the methods may remain obscure even after the rest of the article is fairly clear. For our purposes, the methods should be studied only in so far as they contribute to the understanding of the rest of article.

- 4) Read the results section.
- 5) Read the discussion.
- 6) Study the figures and tables.

### **Phase V: Increasing understanding**

1) Reread the article in its entirety. You may wish to read several times.

2) Be sure to write on the article. Circle words you do not know. Check important points. Question things you do not understand or that do not appear to make sense. X-off things that are wrong. Jot down further ideas or questions.

3) Consult the references. Look up points that were not fully explained.

Consult textbook to clarify points of general biology. Look up words that are unfamiliar.

4) Before leaving the article, reread the abstract once again.

# How to Read and Understand a Scientific Paper: A Step-by-Step Guide for Non-Scientists

By [Jennifer Raff](#)



OJO Images/Justin Pumfrey via Getty Images

To form a truly educated opinion on a scientific subject, you need to become familiar with current research in that field. And to be able to distinguish between good and bad interpretations of research, you have to be willing and able to read the primary research literature for yourself. Reading and understanding research papers is a skill that every single doctor and scientist has had to learn during graduate school. You can learn it too, but like any skill it takes patience and practice.

Reading a scientific paper is a completely different process from reading an article about science in a blog or newspaper. Not only do you read the sections in a different order than they're presented, but you also have to take notes, read it multiple times, and probably go look up other papers in order

to understand some of the details. Reading a single paper may take you a very long time at first, but be patient with yourself. The process will go much faster as you gain experience.

The type of scientific paper I'm discussing here is referred to as a primary research article. It's a peer-reviewed report of new research on a specific question (or questions). Most articles will be divided into the following sections: abstract, introduction, methods, results, and conclusions/interpretations/discussion.

Before you begin reading a paper, take note of the authors and their institutional affiliations. Some institutions (*e.g.*, University of Texas) are well-respected; others may appear to be legitimate research institutions but are actually agenda-driven. Also take note of the journal in which it's published. Be cautious of articles from [questionable journals](#), or sites like [Natural News](#), that might resemble peer-reviewed scientific journals but aren't.

### ***Step-by-Step Instructions for Reading a Primary Research Article***

#### **1. Begin by reading the introduction, not the abstract.**

The abstract is that dense first paragraph at the very beginning of a paper. In fact, that's often the *only* part of a paper that many non-scientists read when they're trying to build a scientific argument. (This is a terrible practice. Don't do it.) I always read the abstract last, because it contains a succinct summary of the entire paper, and I'm concerned about inadvertently becoming biased by the authors' interpretation of the results.

#### **2. Identify the *big* question.**

Not “What is this paper about?” but “What problem is this entire field trying to solve?” This helps you focus on why this research is being done. Look closely for evidence of agenda-motivated research.

### **3. Summarize the background in five sentences or less.**

What work has been done before in this field to answer the big question? What are the limitations of that work? What, according to the authors, needs to be done next? You need to be able to succinctly explain why this research has been done in order to understand it.

### **4. Identify the *specific* question(s).**

What exactly are the authors trying to answer with their research? There may be multiple questions, or just one. Write them down. If it’s the kind of research that tests one or more null hypotheses, identify it/them.

### **5. Identify the approach.**

What are the authors going to do to answer the specific question(s)?

### **6. Read the methods section.**

Draw a diagram for each experiment, showing exactly what the authors did. Include as much detail as you need to fully understand the work.



## **7. Read the results section.**

Write one or more paragraphs to summarize the results for each experiment, each figure, and each table. Don't yet try to decide what the results *mean*; just write down what they *are*. You'll often find that results are summarized in the figures and tables.

Pay careful attention to them! You may also need to go to supplementary online information files to find some of the results. Also pay attention to:

- The words “significant” and “non-significant.” These have precise statistical meanings. Read more about this [here](#).
  - Graphs. Do they have **error bars** on them? For certain types of studies, a lack of confidence intervals is a major red flag.
  - The sample size. Has the study been conducted on 10 people, or 10,000 people? For some research purposes a sample size of 10 is sufficient, but for most studies larger is better.

## **8. Determine whether the results answer the specific question(s).**

What do you think they mean? Don't move on until you have thought about this. It's OK to change your mind in light of the authors' interpretation — in fact, you probably will if you're still a beginner at this kind of analysis — but it's a really good habit to start forming your own interpretations before you read those of others.

#### **9. Read the conclusion/discussion/interpretation section.**

What do the authors think the results mean? Do you agree with them? Can you come up with any alternative way of interpreting them? Do the authors identify any weaknesses in their own study? Do you see any that the authors missed? (Don't assume they're infallible!) What do they propose to do as a next step? Do you agree with that?

## **10. Go back to the beginning and read the abstract.**

Does it match what the authors said in the paper? Does it fit with your interpretation of the paper?

## **11. Find out what other researchers say about the paper.**

Who are the (acknowledged or self-proclaimed) experts in this particular field? Do they have criticisms of the study that you haven't thought of, or do they generally support it? Don't neglect to do this! Here's a place where I do recommend you use Google! But do it last, so you are better prepared to think critically about what other people say.

*A full-length version of this post originally appeared [on the author's personal blog](#).*

Follow Jennifer Raff on Twitter:

[www.twitter.com/JenniferRaff](http://www.twitter.com/JenniferRaff)

# Full time Masters Offering University

- Master's Programs
- University of Wuppertal
- University of Wuppertal
- Brandenburg University of Technology Cottbus–Senftenberg
- Deutsche Sporthochschule Köln
- Europa-Universität Flensburg
- Freie Universität Berlin
- HHL - Leipzig Graduate School of Management
- Humboldt University of Berlin
- Karlsruhe Institute of Technology
- RWTH Aachen University
- TU Freiberg
- Berlin Institute of Technology
- University of Braunschweig
- TU Clausthal
- TU Darmstadt
- Technische Universität Dortmund
- Dresden University of Technology
- Technische Universität Hamburg-Harburg
- Technische Universität München
- University of Augsburg
- Universität Bayreuth
- Bielefeld University
- Ruhr-Universität Bochum
- University of Bonn
- Universität Bremen
- Saarland University
- Universität Duisburg-Essen
- University of Erfurt
- University of Erlangen-Nuremberg

- Goethe University Frankfurt
- University of Freiburg
- Justus-Liebig-Universität Gießen
- University of Göttingen
- Greifswald University
- Martin-Luther-University Halle-Wittenberg
- University of Hamburg
- Leibniz Universität Hannover
- Heidelberg University
- Universität Hohenheim
- Universität Jenah
- Universität Kassel
- Universität Koblenz-Landau - Campus Koblenz
- University of Konstanz
- Leipzig University
- Universität
- Johannes Gutenberg University of Mainz
- University of Mannheim
- Philipps-University Marburg
- Juristische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
- University of Münster
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg K.d.ö.R.
- University of Paderborn
- Universität Passau
- University of Regensburg
- Universität Siegen
- Universität Stuttgart
- Universität Ulm
- Bauhaus-Universität Weimar
- Julius-Maximilian's University
- University of Kiel
- University of Lübeck
- Universität zu Köln

# জার্মানদের অভিজ্ঞতা

২০১৪ ফেব্রুয়ারিতে প্রজেক্টের কাজে গিয়েছিলাম মিউনিখ এ, ওই শহরেই একসময় প্রফেসর ও বিজ্ঞানী Ohm কাজ করতেন, রোধের একক (ড) নিয়ে তার আবিষ্কার বিজ্ঞানের সবাই মোটামুটি কমবেশি জানে।

আসল কথায় আসি। তার পাশেই LMU ভাসিটির এর বায়োলজি ফ্যাকাল্টি। সে ফ্যাকাল্টিরই এক শিক্ষক, গ্রুপ লিডার ও ডিএনএ ল্যাবের হেড এর ডাক নাম আন্দ্রিয়াজ। সে PhD করেছিল USA থেকে। সে যাই হোক, তো দিনের কাজ শেষে সে একসাথে ডিনার করার প্লান জানাল। এক ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে। তাঁর জানামতে সবচেয়ে ভাল মাছ নাকি ওখানেই রাঁধে ! (যা আমার গলদকরন করতে সময় লেগেছে, নষ্ট মুখে ঘি সয় না অবস্থা )। যাওয়া ও খাওয়া চলা কালীন সময়ে অনেক কথা হল। তাঁর কিছু কথা শেয়ার করব; বিশেষ করে তাঁর বাংলাদেশি, ইত্তিয়ান ও পাকিস্তানি ছাত্রছাত্রীর নিয়ে (যারা সবে জার্মানিতে পা দিয়েছে)।

সে যা বলল তার সার সংক্ষেপ এইরকমঃ  
কোন একদিন সে সেমিস্টারের ক্লাস নেয়ার জন্য ক্লাসরুমে গেল। তুকেই সে অনাকাংখ্যিত ঘটনার মুখোমুখি। তার চোখ কপালে উঠে গেল। সে দেখল যেই মাত্রাই সে তুকল কিছু ছাত্র স্টান দাঁড়িয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর বসে পড়ল। সে চিন্তা করল কেন তারা এমনটি করল! সে বুজল না। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

আরেক দিন সে তার অফিসে বসে আছে। কিছু ছাত্র তার কাছে এসেছে। এসাইনমেন্ট নিয়ে বা জমা দিবে বলে। তো তারা এসে কাচু মাচু শুরু করল। স্যারের সামনে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে মাথা সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে, অত্যান্ত আড়ষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। সে এখানেও অবাক, আর চিন্তা করছিল যে ছেলেগুলোর

শারীরিক কোন সমস্যায় আছে কিনা, না কোন কিছু চেপে আছে। কিন্তু সে কোন কিছুই কুল কিনারা করতে পারল না। আর সে কিছু বললে শারীরিক অবস্থা জি স্যার টাইপের হয়ে যেত।

সব শুনে আমি মিটিমিটি হাসছি। আমি বললাম এগুলো হল শিক্ষকদের সম্মান দেখানোর আমাদের দেশীয় স্টাইল। যা আমাদের দেশে প্রচলিত, কিন্তু আপনাদের দেশে নেই।

আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার জানলাম, তার স্ত্রীও এক সময় PhD করেছিল। কিন্তু সে এখন পার্লার দিয়েছে, তা নিয়ে সে ব্যাস্ত। আমি জিজেন্স করলাম, সে গবেষণা চালিয়ে গেল না কেন! বা শিক্ষিকা হল না কেন! সে বলল তার স্ত্রীর ওটাই এখন ভাল লাগে। আমি বললাম ওয়াও! তারমানে কাজ কর সেটা, যেটা তোমার ভাল লাগে।

আরেকটা বিষয় জানলাম, আন্দ্রিয়াজ PhD করার পর USA তেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার অফার পেয়েছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, করেননি কেন? সে বলল আমার বাবা-মা বৃদ্ধ, দেখভাল করার ও পাশে থাকার তেমন কেউ নেই, তাই সব বিচার করে দেশেই চলে আসলাম। তাঁদের সাথেই আছি। ভাল লাগছে। যদিও ক্যারিয়ারে কিছুটা ছাড় দিতে হয়েছে।

আরও অনেক কিছু সে বলেছে। যা সত্যিই মজার ও শিক্ষণীয় বটে।  
থাক আজ এ পর্যন্তই।

Important Link :

<https://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/search/study-in-germany-advanced-search.html>

<https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/>

<https://www.hochschulkompass.de/en/doctoral-studies.html>

# List of German University for Computer Science Students

By [Arif Karim](#) on Thursday, December 5, 2013 at 8:18pm

1. University of Stuttgart (Stuttgart): Information Technology (INFOTECH)
2. University of Bremen (Bremen): Master of Science in Communication and Information Technology
3. University of Konstanz- Information Engineering
4. Technical University Darmstadt- Information and Communication Engineering
5. University of Muenster
6. Technische Universität München TUM- Informatics Master's program:
7. University of Erlangen-Nuremberg
8. University of Ulm: International M.Sc. Course on Communications Technology
9. University of Bielefeld-Intelligent Systems
10. University of Goettingen: Internet Technologies and Information Systems ITIS Master's Program
11. University of Hannover (Hannover): Internet Technologies and Information System (Master of Science) ITIS Master's Program
12. RWTH Aachen University
13. University of Bayreuth: Angewandte Informatik M.Sc.
14. Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt am Main): Information Technology (MEng)
15. Technical University of Berlin: EIT ICT Master School: First preference Internet Technology and Architecture; Second preference Distributed Systems and Services
16. Technical University of Braunschweig-Internet Technologies and Information Systems; Informatik;
17. Technische Universität Clausthal ITIS Master's Program
18. Lippe University of Applied Sciences (Lemgo):

# International Master Program INFORMATION TECHNOLOGY

1. Technical University Munich
2. University of Munich
3. University of Heidelberg
4. University of Freiburg
5. University of Bonn
6. University of Frankfurt Goethe-Universität Frankfurt am Main
7. University of Hamburg
8. University of Kiel
9. University of Cologne University of Koeln Universität zu Köln
10. University of Mainz Johannes Gutenberg University Mainz
11. University of Tuebingen
12. University of Wuerzburg Universität Würzburg
13. Dresden University of Technology
14. University of Bochum Ruhr-Universität Bochum
15. University of Duesseldorf
16. University of Leipzig
17. University of Marburg Philipps-Universität Marburg
18. University of Giessen Justus Liebig University Giessen
19. University of Halle-Wittenberg Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU)
20. University of Regensburg
21. University of Jena Friedrich-Schiller-Universität Jena
22. University of Duisburg-Essen

# INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEM

By Javed Shah

## Types of Institutions and Institutional Status

Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of Higher Education Institutions (HEI).

1. Universitäten (Universities) including various specialized institutions, offer the whole range of academic disciplines. In the German tradition, universities focus in particular on basic research so that advanced stages of study have mainly theoretical orientation and research-oriented components.

2. Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their study programmes in engineering and other technical disciplines, business-related studies, social work, and design areas. The common mission of applied research and development implies a distinct application-oriented focus and professional character of studies, which include integrated and supervised work assignments in industry, enterprises or other relevant institutions.

3. Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies for artistic careers in fine arts, performing arts and music; in such fields as directing, production, writing in theatre, film, and other media; and in a variety of design areas, architecture, media and communication. Higher Education Institutions are either state or state-recognized institutions. In their operations, including the organization of studies and the designation and award of degrees, they are both subject to

higher education legislation.

### Organization and Structure of Studies

The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor's and Master's study courses may be studied consecutively, at various higher education institutions, at different types of higher education institutions and with phases of professional work between the first and the second qualification. The organization of the study programmes makes use of modular components and of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits corresponding to one semester.

### Master

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study programmes must be differentiated by the profile types “more practiceoriented” and “more research-oriented”. Higher Education Institutions define the profile of each Master study programme. The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study programmes leading to the Master degree must be accredited according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany.<sup>6</sup> Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.). Master study programmes, which are designed for continuing education or which do not build on the preceding Bachelor study programmes in terms of their content, may carry other designations (e.g. MBA).

**This document will guide you through some of the basic steps in finding accommodation in your city/town while your study/work period in Germany. I sincerely request users to update this document with local information.**

**POINTERS:**

Be careful NOT to send money before actually seeing the apartment.

Agency-controlled accommodation will be less expensive in terms of montly rent (Provision will be 2.3 times rent).

Do make sure you have a place to lay your head on (even for 1 night) BEFORE arriving (via couch surfing, contacts, cheap hotels, etc.).

Generic:

Respective Studentenwerk services (for students only)

Search "Studentenwohnheim/Wohnheim/Wohnung" in

FB/Google/Bing => you will get hits to private dorms and apartments

[www.toytowngermany.com/wiki/Apartment\\_rental](http://www.toytowngermany.com/wiki/Apartment_rental)

[www.academics.com/science/finding\\_the\\_right\\_accommodation\\_in\\_germany\\_30608.html](http://www.academics.com/science/finding_the_right_accommodation_in_germany_30608.html)

[www.wg-gesucht.de/](http://www.wg-gesucht.de/)

Local newspaper listings

[www.germanplaces.com/germany/accommodation.html](http://www.germanplaces.com/germany/accommodation.html)

[www.easywg.de/?l=1](http://www.easywg.de/?l=1)

[www.studenten-wg.de](http://www.studenten-wg.de)

[www.zwischenmiete.de/angebote\\_leSEN.php](http://www.zwischenmiete.de/angebote_leSEN.php)

[www.meinestadt.de/deutschland/immobilien](http://www.meinestadt.de/deutschland/immobilien)

[www.immowelt.de](http://www.immowelt.de)

[www.kalaydo.de/iad/immobilien/](http://www.kalaydo.de/iad/immobilien/)

[www.immobilienscout24.de/](http://www.immobilienscout24.de/)

[www.immowelt.de/](http://www.immowelt.de/)

[www.quoka.de/](http://www.quoka.de/)

[www.studentenwohnung.de](http://www.studentenwohnung.de)  
[www.suchezimmer.de](http://www.suchezimmer.de)  
[www.wg-fuer-dich.de](http://www.wg-fuer-dich.de)  
[www.wg-liste.de](http://www.wg-liste.de)  
[www.wg-welt.de](http://www.wg-welt.de)  
[www.wg-zimmer.de](http://www.wg-zimmer.de)  
[www.wggruendung.de](http://www.wggruendung.de)  
[www.wohnpool.de](http://www.wohnpool.de)  
[www.wohnung-jetzt.de](http://www.wohnung-jetzt.de)  
[www.zimmersucher.de/](http://www.zimmersucher.de/)  
[www.wohnungsboerse.net/](http://www.wohnungsboerse.net/)  
[www.studenten-wg.de](http://www.studenten-wg.de)  
[www.studenten-wohnung.de](http://www.studenten-wohnung.de)  
[www.immonet.de/](http://www.immonet.de/) (also app available for android and apple devices)  
<http://www.immobilienscout24.de/>

Temporary:

[www.muenchen.de/uebernachten.html](http://www.muenchen.de/uebernachten.html)  
[www.jiz-muenchen.de/no\\_cache/themen/wohnen/adressen/tag/%C3%9Cbernachten%20in%20M%C3%BCnchen/](http://www.jiz-muenchen.de/no_cache/themen/wohnen/adressen/tag/%C3%9Cbernachten%20in%20M%C3%BCnchen/)  
[www.Airbnb.de](http://www.Airbnb.de)  
[www.wimdu.de](http://www.wimdu.de)  
[www.9flat.de](http://www.9flat.de)  
[www.ebab.de](http://www.ebab.de)

Aachen:

[www.studentenwerk-aachen.de/willkommen.asp](http://www.studentenwerk-aachen.de/willkommen.asp)

Berlin:

[www.studentenwerk-berlin.de/](http://www.studentenwerk-berlin.de/)

Bochum:

[http://compeng.rub.de/index.php?option=com\\_content&view=article&id=48&Itemid=47](http://compeng.rub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=47)  
[www.vbw-bochum.de/](http://www.vbw-bochum.de/) (After arriving at Bochum with a

temporary place.)

Braunschweig:

<http://www.stw-on.de/braunschweig>

<http://www.sielkamp.de/>

Bremen:

<http://www.studentenwerk.bremen.de/>

[bremer-oekumenisches-wohnheim.de/kontakt.htm](http://bremer-oekumenisches-wohnheim.de/kontakt.htm)

[bremen.homecompany.de/en/](http://bremen.homecompany.de/en/)

<http://www.bremische-bbg.de/>

Chemnitz:

<http://www.swcz.de/>

<http://www.kosmos-hostel.de/>

<http://wohnhotel-kappel.de/>

<http://www.cawg.de/>

<http://www.ggg.de/>

Cologne/Köln:

[www.kstw.de/index.php?option=com\\_content&view=article&id=315&Itemid=11&lang=en](http://www.kstw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=11&lang=en)

<https://www.facebook.com/wohnung.frei.koeln?ref=ts>

Dortmund

[www.stwdo.de/](http://www.stwdo.de/)

[www.vivawest.de/kundenservice/unsere-kundencenter/dortmund.html](http://www.vivawest.de/kundenservice/unsere-kundencenter/dortmund.html)

Duisburg-Essen:

[studentenwerk.esSEN-duisburg.de/](http://studentenwerk.esSEN-duisburg.de/)

[studentenwerk.esSEN-](http://studentenwerk.esSEN-)

[duisburg.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22#essen](http://duisburg.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22#essen)

Hamburg:

[www.studierendenwerk-](http://www.studierendenwerk-)

[hamburg.de/studierendenwerk/en/wohnen/](http://hamburg.de/studierendenwerk/en/wohnen/)  
[www.campus-hamburg.de/wohnboerse/wohnboerse.html](http://www.campus-hamburg.de/wohnboerse/wohnboerse.html)  
[www.saga-gwg.de/opencms/opencms/saga/pages/index.html](http://www.saga-gwg.de/opencms/opencms/saga/pages/index.html)  
[www.wg-spion.de/in/hamburg](http://www.wg-spion.de/in/hamburg)  
[www.wohn-hh.de](http://www.wohn-hh.de)  
[www.backpacker-network.de/de/staedte/hamburg/karte/](http://www.backpacker-network.de/de/staedte/hamburg/karte/)  
[www.miete-hamburg.de](http://www.miete-hamburg.de)  
[www.hmwz.de](http://www.hmwz.de)  
[www.mitwohnzentrale.de](http://www.mitwohnzentrale.de)

Heidelberg:

<http://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/index.jsp>

Ingolstadt:

[www.studentenwerk.uni-erlangen.de/wohnen/en/wohnungssuche-ingolstadt.shtml](http://www.studentenwerk.uni-erlangen.de/wohnen/en/wohnungssuche-ingolstadt.shtml)  
[www.uniapart.de/en/?pageID=1&](http://www.uniapart.de/en/?pageID=1&)  
[www.canisiusstiftung.de](http://www.canisiusstiftung.de)  
ingolstadt.studenten-wohnung.de/

Kaiserslautern:

<http://www.studierendenwerk-kaiserslautern.de/kaiserslautern/>  
<https://www.facebook.com/groups/IndianStudentsAtKL/>  
<https://www.facebook.com/groups/79223651014/>  
<https://www.facebook.com/groups/stepev/?fref=ts>

Karlsruhe:

<http://www.studenten-wg.de/Karlsruhe.wohnung.html>  
<http://www.meinestadt.de/karlsruhe/immobilien/wohnungen>  
<http://www.immobilienscout24.de/de/finden/wohnen/index.jsp>  
<http://www.wg-gesucht.de/>  
<http://www.studenten-wg.de/Karlsruhe,mietwohnung.html>  
<http://www.immowelt.de/>  
<http://www.wohnungsmarkt24.de/>

Kiel-Flensburg-Lubeck

[www.studentenwerk-s-h.de](http://www.studentenwerk-s-h.de)

Lower Saxony:  
[www.stw-on.de/](http://www.stw-on.de/)

Mannheim:  
[www.studentenwerk-mannheim.de/egotec/](http://www.studentenwerk-mannheim.de/egotec/)

Munich:

[www.studentenwerk-muenchen.de/en/accommodation/](http://www.studentenwerk-muenchen.de/en/accommodation/)  
[www.uniapart.de/](http://www.uniapart.de/)  
<http://www.toytowngermany.com/forum/index.php?showforum=28>  
[www.facebook.com/wohnung.frei.muenchen?ref=stream](http://www.facebook.com/wohnung.frei.muenchen?ref=stream)  
[https://www.facebook.com/download/498915706836655/Tem\\_pHousing\\_Munich.pdf](https://www.facebook.com/download/498915706836655/Tem_pHousing_Munich.pdf)  
<http://www.muc-campus.de/>  
[http://www.munichmela.de/index\\_bb.htm](http://www.munichmela.de/index_bb.htm)  
[www.studentenwohnheime-muc.de](http://www.studentenwohnheime-muc.de)  
<http://massmannplatz.mhn.de/>  
[www.bllv-cimbernhelm.de](http://www.bllv-cimbernhelm.de)  
[www.bvk-immobilien.de/portal/page/portal/bvkimmo/index.html](http://www.bvk-immobilien.de/portal/page/portal/bvkimmo/index.html)  
[www.suedseite-muenchen.de/studentenwohnheim.html](http://www.suedseite-muenchen.de/studentenwohnheim.html)  
[www.schollheim.de](http://www.schollheim.de)  
[www.studentenwohnheim-willi-graf.de](http://www.studentenwohnheim-willi-graf.de)  
[www.studentenhaus-domino.de](http://www.studentenhaus-domino.de)  
slc-garching.de  
[www.youniq.de](http://www.youniq.de)  
<http://www.campus-suedseite.de/en/>  
[https://www.facebook.com/download/558071264217210/ChurchHostels\\_Munich.pdf](https://www.facebook.com/download/558071264217210/ChurchHostels_Munich.pdf)  
<http://www.kolpinghaus-muenchen-zentral.de/>  
<https://www.facebook.com/groups/WohnungsmarktMuenchen/>  
<https://www.facebook.com/groups/wohnungenmuenchen/>  
<https://www.facebook.com/groups/149287151868190/>  
<http://www.apian-aparthaus.de/info.php>  
<https://www.facebook.com/groups/14220357130/>

<https://www.facebook.com/groups/223808521041450/>

<https://www.facebook.com/Wohnungen.WGs.Jobs.Tarife.MUENCHEN>

<https://www.facebook.com/groups/504502042942103/?fref=ts>

<https://www.facebook.com/groups/301649969950073/?fref=ts>

Nürnberg/Fürth/Erlangen:

[www.studentenwerk.uni-erlangen.de/](http://www.studentenwerk.uni-erlangen.de/)

<https://www.facebook.com/pages/Wohnungssuche-N%C3%BCrnberg-F%C3%BCrth/200873579938304>

Studenten Wohnungsbörse

Erlangen<https://www.facebook.com/groups/434622816562962>

/

Saarbrücken:

[www.studentenwerk-saarland.de/](http://www.studentenwerk-saarland.de/)

<http://www.saarbruecken.de/en/tourism/accommodations>

Stuttgart:

<http://www.studentenwerk-stuttgart.de/>

<https://www.facebook.com/wohnung.frei.stuttgart>

Ulm/Neu Ulm:

<https://www.facebook.com/groups/354835864603020/>

[Apartment rental](#)

[toytowngermany.com](#)

# How to Write a Research Proposal for German Universities

## Introduction

when applying for a PhD position or a research grant in Germany you will usually be asked to submit a research proposal, at least in part, since individually led research is still the norm in most subject areas.

Even if you are applying to an established research project, you will probably be expected, as a part of the university application procedure, to explain how your particular research would develop the basic aims of the overall project.

The purpose of the proposal is to ensure that the candidates have done sufficient preliminary reading/research in their area of interest, that they have thought about the issues involved and are able to provide more than a broad description of the topic which they are planning to research. The proposal is of course not a fixed blueprint. Findings cannot be predicted beforehand and often the research may need to be modified as you go along. There is also no fixed formula for writing a proposal. However, your proposal will have to convince members of the academic community that you have identified a scientific problem and a methodical approach to solve the problem within a realistic time frame and at a reasonable cost.

Please note: the following recommendations are suggestions only. They do not guarantee a successful research application. They may, however, help you prepare a carefully conceptualized proposal. This may not only be important to the professors or the members of the selection committee who have to decide on your application,

but also to yourself, giving you a clear structure for your own work, a rough idea of where

you are going and a timetable in which to accomplish your research successfully.

### General Information

Most research proposals are between 4 and 15 pages, but some institutions or departments specify a word limit. It is rarely possible to write a comprehensive proposal in fewer than 1500 words. The proposal should have a proper layout (typeface and line spacing) as well as a table of contents and page numbers.

Remember that professors often have to read large numbers of research proposals. Therefore good legibility and conciseness of your proposal will be appreciated. Keep in mind that your research proposal has to be written by you. Any passage from another source has to be appropriately cited. This applies even to single sentences taken from other authors. Plagiarism may result in your disqualification.

### Title Page

On the title page, state your personal data, such as: name, academic title (if applicable), your position at your own university, e.g. junior lecturer, your date of birth, nationality, your work and private address including telephone and e-mail address. This should be followed by the title of your planned dissertation (or research project). Keep in mind that at this stage, the title can only be a working title. Nevertheless, all words in the title should be chosen with great care, and their association with one another must be carefully considered. While the title should be brief, it should be accurate, descriptive and comprehensive, clearly indicating your

research area. Note that you will only be ready to devise a title once you are clear about the focus of your research. You should also state the area of your research, e.g. Political Science -

Theory of International Relations - or Empirical Social Science etc. You may also want to give a realistic time frame in which you plan to complete your project. For a PhD this should not normally exceed three years.

### General Overview of Research Area and Literature

Give a short and precise overview about the current state of research that is immediately connected with your own research project. Name the most important contributions of other scientists. The proposal should contain a clear and logical discussion of the theoretical scope of the framework of ideas that will be used to back the research. The proposal needs to show that you are fully conversant with the ideas you are dealing with and that you grasp their methodological implications. Your research review should indicate an open problem which then will be the motive for your project.

### Key Research Questions and Objectives

Give a concise and clear outline of what you intend to find out in your project and what objectives you want to achieve. Research questions may take the form of a hypothesis to be tested against a specific set of criteria or a more open-ended inquiry. Together with the general overview this section should establish the relevance and value of the proposed research in the context of current academic thinking. Your proposal needs to show why the intended research is important and to justify the reason for doing the research.

## Methodology

This is a very important part of your research outline and should receive a lot of attention. It may well be the longest section of your proposal. Give detailed information about how you intend to answer your research questions. Anyone who reads your proposal will want to know the sources and quality of evidence you will consult, the analytical technique you will employ, and the timetable you will follow.

Depending on the discipline and the topic, suitable research strategies should be defined. You will need to describe for example the intended methods of data gathering, the controls you will introduce, the statistical methods to be used, the type of literature or documentary analysis to be followed and so on. Ethical issues as well as difficulties in gathering data and other material could also be discussed in this section.

## Tentative Timetable

Give information about your estimated timetable (if possible in table form), indicating the sequence of research phases and the time that you will probably need for each phase. Take into account that at this stage, it can only be estimated, but make clear that you have an idea about the timespan that will be needed for each step.

## Selective Research Bibliography

List the academic works which you have mentioned in your research outline. At least some of them should be recent publications, indicating that you are aware of the current discourse in your area of research. List only publications which you have actually used for the preparation of the research outline. Never ever just copy bibliographies from other papers. In case important

publications are not available in your home country, list them separately and make clear that you have had no possibility to read them.

## Editing

Once you have finished the conceptual work on your proposal, go through a careful editing stage, in which you make sure your proposal does not contain any grammatical mistakes or typing errors. Check whether the title, the abstract and the content of your proposal correspond with each other. If possible, ask someone within the academic community to proofread your proposal in order to make sure it conforms to international academic standards.

## Checklist for a Research Proposal

In most cases your research proposal will need to include the following:

Table of Contents

Abstract

Introduction to the General Topic

Problem Statement and Justification of the Research Project

Hypothesis and Objectives of the Study

Literature and Research Review

Research Method(s)

Data Collection, Analysis and Evaluation of Data (in empiric research)

Analysis of texts and documents

Expected Results and Output of the Study

Bibliography

Appendix, e.g. Tables, Graphs, Questionnaires etc.

Timetable

# **Important for upcoming students :**

>>>>>>>>>

During your first weeks in Germany you will have a lot to sort out. You must register with the authorities where you live and get your visa converted into a residence permit. You also have to take out health insurance and you cannot miss the deadline for enrolling at university!

Many Studentenwerke offer help at the beginning of your stay in Germany:

At several universities the Studentenwerke run a Newcomer-Service which makes finding your feet in Germany much easier. This service may include a pick-up service from the train station or airport, central contact points and information desks, special advice and tutorials and help with administrative aspects. Similar help is sometimes offered by the academic international offices of the universities.

In lots of student accommodation there are tutors who are available to help international students. In addition, many Studentenwerke offer a Servicepaket which covers accommodation, health insurance and meals and often leisure activities and advice, too. This helps you get your studies off to a good start.

Enrollment:

Don't forget to enroll at the university! The actual enrolment or matriculation at university occurs after your arrival at your place of study. You must arrive in Germany in good time for the beginning of term; you can no longer enrol after the enrolment deadline has passed.

Find out exactly when the enrolment deadlines are! They vary from university to university. Make sure you ask what documents you need for enrolment.

At the very least you will need:

- >> Proof of lawful health insurance in Germany
- >> Notification of admission
- >> Receipt of your payment to the Student Organization
- >> A passport photograph
- >> Your passport with visa / note of residence
- >> Possibly original certificates

Registration: You must register at your place of residence!

Just as all German citizens do, international students must register their place of residence at the registration of address office / citizens' administrative office.

In Germany, once you have found a flat, a room in student accommodation or a flat share you must register at the registration of address office within one week. This applies every time you move!

You should keep a copy of the registration confirmation with you at all times. This serves as proof of address and you will need it, for example, when you open a bank account or want to become a member of a library.

To register you need your passport or identification card. It also helps to take your tenancy agreement with you to the registration of address office because you have to give details of your landlord.

Residence: How to get your residence permit.

If you enter Germany on a visa and intend to stay for a longer period, it is imperative that you get a residence permit.

However, students from a whole list of other countries must also apply for a residence permit. The Aliens Department in your place of residence in Germany is responsible for this.

Students from the European Union, the European Economic Area and Switzerland do not need a residence permit, but they must prove that they have health insurance and that they can finance their studies.

For the residence permit you need a certificate of enrolment from the university, the registration from the authorities and proof of financing and valid health insurance.

Just like the visa, a residence permit is granted for a particular purpose. International students can get a residence permit either as an applicant for a university place, as a participant on a language course or as a student. The purpose of your residence determines to what extent you can work! Students who are attending preparatory language courses or preparatory college are only allowed to work during the holidays.

A residence permit for the purpose of studying is issued for a period of two years and must always be extended before the two years run out. The extension depends on how you conduct your studies, e.g. whether you take examinations and obtain certificates. In this way the chances of completing your studies within an appropriate timeframe are assessed.

#### Health insurance:

If you wish to study in Germany you need health insurance. Without it, you cannot be enrolled. So, as soon as possible after your arrival, you should take out health insurance.

You are obliged to insure yourself until you are 30 years old, or until your 14th study term. At worst case, if you do not have insurance you could be barred from studying.

Many Studentenwerke offer Servicepakete for international students which, besides accommodation and meals, may also contain health insurance.

## Choosing health insurance

In Germany there are two kinds of health insurance, compulsory/public and private. Basically, up until you are 30 years old or until your 14th term of study you must have compulsory health insurance. Private health insurance is only allowed in exceptional cases. Please note: once you take out private health insurance you cannot revert to public health insurance!

In most cases the public health insurance is the more reasonably priced version anyway - unless you are covered by your parents' private health insurance.

You can get more advice from the social help desks in the Studentenwerke or the academic international offices at the universities .

## Recognition of foreign health insurance

With some countries, such as members of the European Union and the European Economic Area, Germany has a social security agreement. As long as you have public health insurance at home you can get this insurance coverage approved by a public health insurance company in Germany. But make sure you clarify at home which documents you will need to take with you! For students this is usually a European health insurance card (EHIC).

Your insurance company will usually issue the EHIC free of charge.

It is possible that your insurance will not cover all costs in Germany. Before you enter the country make sure you know exactly what services you are entitled to in Germany. If you do not have health insurance at home, you still have to insure yourself in Germany - just like all other students.

Sometimes private health insurance from other countries may also be recognised in Germany. You should clarify the exact details with your insurance.

If your private health insurance is recognised then for the purpose of your enrolment at university you will need confirmation that you are exempt from taking out public health insurance. But be aware that for the duration of your studies you cannot change to public health insurance!

Making a good start:

Bank account

Open a bank account as soon as possible after your arrival. This will make it much easier to organise monthly payments such as rent and insurance.

Account maintenance fees are usually charged for a bank account. However, most banks and savings banks offer current accounts free of charge for students - ask for a student account.

Methods of payment

In Germany people tend to pay in cash - especially for small amounts. Credit cards are relatively widespread but are not often used for everyday purchases.

On the other hand, payment by cash card is very common.

Driving licence

Foreign driving licences are valid for stays of up to six months in Germany. However, you may have to provide a German translation of your national licence or an international driving licence.

After six months non-European driving licences are mostly no longer valid. Thereafter, you will most probably have to take the German driving licence.

Get in touch:

As soon as possible after your arrival you should get in touch with the academic international office of the university and the advisors for international affairs at the Studentenwerk.

They often have useful tips and can support you with help and advice! Many universities help international students to acclimatise by arranging help with administrative aspects and giving a general guide to the university and its facilities.

Is there a tutor resident in your student accommodation? If so, you should get in touch with him/her, too!

Help from the faculty

Have a word with the students' council at your faculty as they can help you with choosing courses and putting together a timetable. Several courses also offer introductory events during the first term. Here you can get tips on organising your studies and make contact with other students.

Students' council/student life

Another important point of contact for students is the AStA (student parliament). Students have the opportunity to voice their interests via this politically oriented board of higher education. The AStA also offers help and advice in several areas. There is often a contact person especially for international students.

The services of the AStA differ from university to university; apart from social and legal advice they also offer cultural activities and cheap learning aids.

Besides the AStA there are other student associations - evangelical and catholic university communities, several clubs and political university groups.

# Uni Assist

## 5. What is uni-assist and why do I need it to apply by uni-assist?

You have completed your secondary-school education in your home country and were awarded a diploma with your title – your secondary-school diploma. The highest secondary-school diploma to be awarded in Germany is called *Abitur* or **Hochschulzugangsberechtigung** (Higher Education Entrance Qualification). The institution of higher education at which you wish to apply has charged uni-assist with the difficult task to decide whether your secondary-school diploma is equivalent to a German Abitur or Fachhochschulreife. If you have taken a university entrance exam or if you have already studied at a university in your home country, uni-assist can also review these academic documents and transfer your assessments **into the German grading system.**

So you are applying for a degree program at University, Technical University (TU) and University of Applied Sciences. We recommend that you submit your documents to uni-assist for the academic document review as early as possible. That way you will have ample time to submit missing documents in case your request for the uni-assist document review is incomplete.

The application service [uni-assist](#) in Berlin **checks your academic documents** for authenticity and whether they meet the **admission requirements** of your desired program. Upon registration, you receive an application number which you need in order to apply via the CUAS online application platform. It takes approx. three to four weeks for you to receive the **results of your academic document review** (*Zeugnisprüfbericht*) by mail and email provided that you meet the respective admission requirements. Your determined final grade and the date of your Higher Education Entrance

Qualification will be adjusted automatically in your online application. As a result, you are not required to submit the results of the uni-assist academic document review to University, Technical University (TU) and University of Applied Sciences.

If your academic documents are deemed insufficient for an application to your desired program, your application cannot be considered. This will also be the case if your application to uni-assist is incomplete or is received past the deadline.

All academic documents must be submitted to uni-assist as **officially certified copies**. If your academic documents are issued in a language other than English, you must hand in a **translation into German** by an officially recognized translator.

The **processing fee** for applicants from the EU or from Iceland, Liechtenstein or Norway is € 43 and € 68 for Non-EU nationals. When submitting your documents to uni-assist, make sure to include a proof of payment. If you fail to do so, your documents will not be reviewed. The relevant bank information is available on the uni-assist website.

If you wish to have your academic documents reviewed, please submit the following documents to :[uni-assist](#) in Berlin:

- Uni-assist application form
- Certified copy of your secondary-school diploma and – if applicable – your university entrance exam and/or proof of any higher education assessments from your home country
- If you have graduated from a *Studienkolleg*: copy of your university entrance examination (*Feststellungsprüfungszzeugnis*)
- Applicants from China, Mongolia and Vietnam: original copy of your APS certificate

- Proof of German language proficiency – not required if applying for Master's programs with English as language of instruction
- Resume
- passport photo
- Copy of your passport pages containing personal information
- Proof of successful aptitude test (only required for certain programs)
- Proof of payment of the processing fee to uni-assist
- If you have had your name changed: copy of the relevant document; e.g. marriage certificate

# **Regulations for obtaining German Citizenship**

\*\*To become a German citizen, you generally have to be resident in Germany for 8 years and in most cases, you have to fulfill most or all of the following conditions:

1. A valid Residence Permit (Aufenthaltserlaubnis or Aufenthaltsberechtigung).
2. Legally resident in Germany for at least 8 years. Some States (NRW or Niedersachsen) count the study period. Some other states often do not count the study period as the law is not very clear on this. Some people have moved to those above mentioned States before applying for citizenship and have been reportedly successful.
3. The no. of year or residency is reduced to 7 years, if you successfully attend the Integration Course.
4. The no. of year of residency is reduced to 6 years, if you are socially well integrated in Germany. This can be proved by good communication skill and being a member of a registered sports club in Germany (e.g. Stuttgart Cricket Eagels e.V. J).
5. A livelihood-guarantee of you and your dependants without recourse to social welfare or unemployment benefits (exceptions are made for people under of 23 years)
6. Adequate knowledge of the German language (B1 level).
7. You have to give up your former citizenship (although there are exceptions to this).
8. Spouses and children can often be naturalized even if they have not been living in Germany for 8 years. For spouses of German citizens the couple must be married for two years and the spouse resident in Germany for three years before the application can be

made.

A brochure entitled Wie werde ich Deutscher (How can I become a German) gives detailed information on becoming a German citizen. It is available from the Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration and at  
[www.einbuergerung.de](http://www.einbuergerung.de)

# **How to Write a Successful Statement of Purpose/Motivation Letter for Graduate Schools**

Last updated: 1994

Copyright © 2001 The US-UK Fulbright Commission

Based on a presentation in Madras by:

Professor Hower, Cornell University, and Department of English.

The personal statement is a difficult piece of writing, maybe the most difficult piece of writing you will ever do, and therefore you have to do it very carefully. It is an opportunity for you to give a picture of yourself. It may take a great deal of time and energy but at least you will have written something you are proud of, which says something important about you. So I would suggest first of all: write it for yourself as much as for graduate schools in America; do a job that you like, something that has integrity, which says something important about you. If things don't turn out the way you hope, at least you will have written something difficult but satisfying.

## **Importance**

How important is the essay part of the application? This depends on your marks to a certain extent. If your marks are very high, then it may not be as important as it is for someone whose marks are not so good. Nevertheless it is important. A person with high marks can spoil his/her chances of admission with a bad essay. At highly competitive schools, where most applicants score at the 97th percentile level on standardized tests, a winning personal statement may be the deciding factor in admission.

## **What Are Universities Looking For?**

First of all don't second guess. Don't try to figure out what you think they want and supply it because you won't be able to do that. Nor can you understand the mind of a 50 year old American who is living 10,000 miles away from you and may have woken up that morning with a headache and then was bitten by a dog on his way to the office. There is no way you can second guess, you cannot read their minds. Having said that, I can tell you some things which all college admissions officers want to see in the application:

- **A Picture of Your Overall Personality**

How will you give a picture of your personality? I would suggest that you imply rather than state the facts. For instance, don't say 'I am a smart person.' Demonstrate it, imply it. Don't say 'I am energetic.' Give evidence by the fact that you worked after school for six hours every day and still had time to play on the volleyball team.

- **Academic Background and Work Experience**

It would be a mistake to talk about your high school. Start with your undergraduate career. School records may be worth mentioning if there is something extraordinary about them.

- **Continuity**

Admissions officers are looking for some continuity in what you have done, what you want to do in the near future and what you hope to do in the distant future. So, connect them.

- **Commitment and Motivation**

Rather than simply saying 'I am committed', find a way of inferring that you are indeed highly committed and motivated to your proposed field of study.

- **Communication Skills**

They will be looking at your writing skills - how well you can present yourself clearly and intelligently when writing,

hence the importance of spending considerable time on the statement.

These five points are very general but almost every university wants to know about them. They may be too general but if you miss one of them you are probably missing something important.

## **General Do's and Don'ts**

### **Do's**

- **Do take a lot of time.**  
Don't do this at the last minute. Plan to spend a month or so preparing for the essay. Plan to let it rest for a week, so you have time to mull it over and get a perspective on it. Don't be hasty and sloppy.
- **Do read the question carefully.**  
If they ask you why you want to go to law school, answer that. If they ask what are your career goals, answer that. Don't go off on a tangent or get too verbose.
- **Do write the length of essay they ask for.**  
If they ask for 200 words give them that or 190 or 220. You don't give them a 1000 and you don't give them 50.
- **Type your final draft unless they tell you not to.**  
Type it well with no mistakes. Buy some good paper. If you're writing it, see that it is clear and legible.
- **Do write a separate essay for each university.**  
There is no reason why you can't take a paragraph from one essay and apply it to another. Your essays don't have to be every word different but each university would like to think that you are especially interested in their program. Each university is different. Make something about your essay distinctive to that university and mention its name. Don't

write an all-purpose general essay. Admissions faculty don't like that.

- **Do as much research on the university as you can.**

If you can get hold of a catalogue, read it. If you can find someone who went to the university, talk to them. Find out as much as you can about the university. You don't want to say 'I have always wanted to go to Harvard because I wanted to find out about the Great American West'. As most of you know, Harvard is not in the Great American West. It is in Massachusetts.

- **Accentuate your positive qualities.**

If you had the highest mark in class, make sure that they know it. Make sure that they know that you were able to hold a full-time job while going to school. Make sure that they know that you won any awards. Make sure that they know that you were captain of a team.

- **Mention your positive achievements as they apply to your graduate admission.**

The information you provide about your important achievements must be related to your field. If you are applying for medicine and you have won a poetry prize, don't mention your poetry prize because you may not have space. It is a good thing, but you may need to fill your application with more relevant information. On the other hand, you could mention your work as organizer of blood donation camps or your internships as a psychiatric care worker.

- **Do mention your work experience, or volunteer work that you may have done or extra-curricular activities if they relate to your field.**

For example, if you are going to apply to business school and you were on the basketball team you may think that it is not relevant. However if you learnt leadership qualities, if you learnt how to endure defeat, if you learnt management skills

by being captain of the basketball team, then it is relevant. You have to show the relevance. If you had a job after school, working in the college bookstore or you have done volunteer work at a hospital, this is relevant - you have learnt management skills at the shop. You have learnt to interact with people while you worked in the hospital.

- **Be definite in your application.**

Don't say - 'I hope to do this', 'I might like to do that'. Say 'I want to do this', 'I am planning to do this', 'I intend to do that'. Your language is definite. It is not hesitant and indecisive.

### **Don'ts**

- **Don't try to second-guess admissions faculty, as I have already said, and don't flatter them.**

Don't say 'I've always wanted to study at the University of Montana because I have heard that it is the best university in the world to study medicine.' It may not be and even if it is, it sounds like flattery.

- **Don't be phony.**

Be honest. Admissions faculty can spot a dishonest essay a mile away. It would not be to your advantage to be dishonest as you might get into a university and then find it was not the right place for you.

- **Don't glorify yourself.**

Don't say - 'I was the best tennis player in the whole city of Madras'. That is boasting. However being modest and subtle are also not good qualities. There is a medium between being modest and boastful.

- **Do not repeat materials that are already on the application.**

Don't say 'My major is Physics' because you have already said that somewhere else. Instead say 'While I majored in

Physics I also took ...' or 'My Physics major enabled me to take special courses in... and...'. Do mention your knowledge and experience in the field at the university level. It is usually a poor idea to mention your high school experience unless something exceptional happened at that time that changed your life or affected your career choice.

## Tips on Writing Style

- **Write simply, not in a flowery and complicated manner.**
- **Write in a straightforward way.**

In other words don't be subtle or cute. Write in a clear and logical manner. If you have to be creative, that is fine, but does so in a straightforward way. These people are really interested in your vocation. They don't want to read something that is in the form of one act plays nor do they want to read three adjectives per noun. They want you to be direct and straightforward.

- **Be clear in what you are saying.**

Make sure you are logical. Explain yourself with great clarity. Finally, most important of all, be specific, not vague. Don't say - 'My grades were quite good' but say 'I belonged to the top 5% of my class'. Don't say - 'I am interested in sports'. Say 'I was captain of my hockey team'. Don't say 'I like poetry'. Say 'I did a study of Shakespeare's sonnets and wrote a twelve-page bachelor's degree dissertation on Imagery'. Don't say - 'I want to be a Supreme Court Judge that is why I want to go to law school'. Say things like 'I was an apprentice in a court' or 'I often went with my father to the courts to listen to cases' or 'I wrote a legal column for a school newspaper'. That is being specific.

## Writing the Essay

### Stage 1: Preparation

Brainstorming is an important part of preparation. Take some time and write down in note form the important events and facts about your recent life - from the time you graduated from high school. List the things that you have done and the things that have been important to you. For example:

- Won a poetry contest
- Got A's in Physics and Mathematics
- Member of volleyball team
- Worked after school in shop
- Won a contest
- Worked with a social welfare group on a slum project
- Went to Hyderabad for six months to stay with an aunt because she was sick

Write out the answers to some questions. Write them out in some detail, being as specific as you can.

- What have you learnt about your field that has stimulated you and given you the conviction that you are best suited to that field?
- How have you learned this? Classes, important reading, work experience, extra-curricular activities...
- How have your work experiences contributed to your personal growth?

If you have not had a job, don't worry about it, but mention it if you have - even if you were not paid for it. Perhaps you took care of neighbors' children for a number of years. If you are applying for graduate study in social work, psychology or education, you can make this relevant.

- What are your career goals?

Be as specific as you can be. Not all students are clear about what they want to do ten years from now. If you don't know it, don't fake it. Be as specific as you can be. Not everyone can be clear - some students are not old enough or experienced enough to know what their future goals are.

- Explain any discrepancies or gaps in your record.

If you dropped out of university for a year to take care of your father who was ill, that will show up in your student record or transcript. You will have to explain that. You don't have to make a big deal about it. However admissions faculty will want to know why you were not at university for a certain period. Suppose you had poor marks in the first two years and then your grades picked up and the reason you had poor marks is because you were not sure what you were doing or you were sick a lot or you were moving from one city to another.

Explain that. For example, 'My marks in the first two years were not up to my expectations but once I got settled into a new home, they improved remarkably' or 'My father was ill at that time and I had to take care of him. After his death, I had to face university again.' If such experiences have influenced your record you should mention them. Don't make silly excuses. But if something really needs explaining, don't skip over it.

- Have you overcome any special obstacles?

Some of you may have faced troubled times in your life - financially, medically or have had family problems. If they are really obstacles explain how you have overcome them. This makes you appear like a person of considerable character.

- What personal characteristics do you have that will enhance your prospects for success in your field?

Can you demonstrate that, give evidence? If you can't give evidence that you are a hard-working person then don't say you are hard-working. If you are a hard-working person and you have worked ten hours a day at a job and studied, that is worth noting. Again inference may be the best way of stating it.

- What special skills do you possess?

Ask your friends. You may have special skills in communication, articulation, or are you especially good at leadership, do you have sharp analytical skills, or are you

creative. This is where your autobiography would be useful. You acted in a college play and people thought you were terrific. What does this mean in terms of applying to a graduate school of law? It means you are able to get people to pay attention to you. Being a good actor can make you a good lawyer. Actors have gone on to become lawyers and politicians as we all know, so look over your life. What special skills do you have? Perhaps you have a technical skill, a pilot's licence or you know how to repair motors.

- What are the most compelling reasons the committee should be interested in you?

What is so great, so wonderful about you? If you have done a good job with your autobiography and you have done a good job answering these questions half of your work is done. It takes time to do this. Spend time on it.

- What is special and impressive and unique about you?

This is not an easy question to answer. You should ask someone 'Hey what is so special about me'. Your mother may not always have the same ideas you have: 'You eat well'. That's not going to help you figure out an answer. Ask a friend.

- What details in your life have shaped you and influenced your growth?

What details in your life have made you the person you are and have influenced your choice of career goal?

## **Stage 2: Writing**

Write several outlines and decide which you like best. Remember the essay has an introduction, a body and a conclusion. Outline the things you want to say and from all the material you have written, select the material which you think will go well in your essay. Select the most significant details. Put that into your outline. Make your outline useable, make it neat and leave lots of space. Now you are ready to write the

essay. Write on lined paper, double spaced, using only one side of the page.

The first attempt at writing the essay is going to be terrible, but don't worry; it is only the first draft. Do not edit as you write. Write it out. Make it too long.

### **Stage 3: Revision**

Let the essay sit for a day or two. Then go over it with a red ink pen making little lines; cross out words or sentences. Revise it carefully and write your second draft. This may also be disappointing. Don't expect too much from your first attempts. It takes a lot of work. I have often put in a lot of work, put it in an envelope, taken one last look and said 'Oh hell, I have to do it again' and I did it again. Do as many drafts as you feel is necessary.

Spend time on the first paragraph. Make sure that first paragraph is terrific and interesting. Don't make it cute or flowery. Don't say anything less than fascinating. You won't get it on your first draft. You will probably get it on your sixth or seventh try. Also pay attention to your last paragraph which may be only one sentence - make it a snappy last sentence.

Be clear, specific and interesting.

You are likely to be exhausted, fed up and sick of the whole project. At that time don't push yourself. Let it sit. Give the essay to somebody else to look at. Someone who is older, perhaps a former teacher; not a friend who is afraid to criticize you. Somebody who cares enough to be critical and tell you the truth. Then write it again.

Once you think you have got the final draft, what do you do? Proofread it as if you were the editor of India Today or Times of India. Not a single mistake must survive - spelling or

grammatical. Look every word up in the dictionary that you are not absolutely sure of.

Remember that content and styles are both important (60%:40%). Make sure that the essay looks perfect.

## Motivation Letter

I did very well during my undergraduate studies at the prestigious R. V. College of Engineering, Bangalore ([www.rvce.com](http://www.rvce.com)) securing the **7th rank among 2000 mechanical engineering** students in the Bangalore University. As part of the curriculum requirements, I worked on the analysis of Wildhaber-Novikov gears for defense applications. The project was adjudged as one of the **best projects** in the college and was awarded maximum marks during evaluation (for a description please visits [www.members.tripod.com/ybnaga/wngears.htm](http://www.members.tripod.com/ybnaga/wngears.htm)).

As an undergraduate, I had the opportunity to be exposed to Rapid Prototyping. I took up an extensive study on this class of processes, its role in the product development cycle, its limitations and the future. This resulted in a **technical review paper** entitled "**Rapid Prototyping ... The Future is Wow!**". I won many prizes when I presented it at various technical seminars (the entire paper is available at [www.members.tripod.com/ybnaga/rp.htm](http://www.members.tripod.com/ybnaga/rp.htm)).

Soon after graduation, to continue my interest in rapid prototyping, I joined Advanced Product Design and Prototyping (APDAP), at the Indian Institute of Science, Bangalore as a CAD Engineer. My responsibilities at APDAP were **CAD, 3D Modeling & Reverse Engineering**. One of the major projects that I worked on was the reverse engineering of a **fuel tank cap assembly for General Motors**, U.S.A. I also got an opportunity to make a **presentation on the applications of rapid prototyping in mold making** at a workshop for the plastics molding industry. I am keeping myself abreast of the latest developments in rapid prototyping.

While working on CAD packages, I wanted to know the techniques used to store, display and manipulate the entities in these packages. This helped me in developing a strong interest

in **geometric modeling** and **computer graphics**. At present, I am working on the problem of **automatic construction of 3D solid models from 2D orthographic projections** at the Indian Institute of Science, Bangalore. I am implementing an **algorithm for auxiliary views, section views and curved entities using the Hybrid approach**. In this context, I am studying geometric modeling and reviewing existing literature. I am also learning 'SHAPES', a geometric modeling kernel that I will use during this project.

I have been fortunate to have had expertise in various **programming environments** and developed **good programming skills**. I have written over **17000 lines of code** while programming for educational software, small utility software, database management and the internet. To help me in my ongoing projects, I am auditing the "**Data Structures and Algorithms**" and "**Internet Technologies**" courses at the Indian Institute of Science. During the next semester, I will be auditing the "**Computer Graphics**" and "**Geometric Modeling**" courses.

I have had an **unique** opportunity of teaching. Over the past  $2\frac{1}{2}$  years, I have been conducting tutorials on **computer programming, algorithms, basics of computer graphics & animation, and general usage of computers**. I have developed **learning aids, course material, quizzes and tests**. Regular **feedback** from my students have consistently rated my teaching skills to be of a **high caliber**. Teaching has not only enhanced my programming skills but also built up my **communication skills** (for details, please refer to my biodata).

I would like the masters program to provide an opportunity to extend my expertise in **geometric modeling for CAD, computer graphics or programming issues in rapid prototyping**. It is my desire that my accomplishments from my M. S. degree would be the stepping stone for my doctoral studies.

I have gone through the web site of your department and I am aware of the facilities available at your institution. If provided an opportunity to join your department, I am confident that, I will come up to the challenge of exploring the topics of my interest and contributing to your ongoing research activities.





## **Recommendation Letter (Sample)**

It is my enthusiastic pleasure to recommend about Md. Alimoor Reza since I have got many opportunities to interact with him. I came to know Alimoor and his batch mates first time when I took the CSE303N course (Database) in October 2004. He was one of the notable students in my class. Not only he received A grade in CSE303N, he had a great interest in the subject which is reflected in his choosing Thesis topic in Database Management System under my supervision later on.

I have another opportunity to take the course CSE405N (System Analysis and Design) in January 2005. I have taken some sudden quiz in the class that comprises some problem solving tasks. Md. Alimoor Reza performed great in those quiz. This is an indication that he is very attentive in the class and serves as a proof of his problem solving ability. The final exam on CSE405N was full of system analytical problems. He had got A+ in that course.

The final interaction between Alimoor and me was on his thesis. The topic was “Paperless Office using work flow model”. I am impressed with his contribution in the thesis group of three members. I have instructed them to implement a file tracking system which would be a prototype of paperless office. Alimoor had done a significant portion of that prototype which I have supervised on weekend basis. So he has the vision to apply his theoretical knowledge practically. So I have a high impression on his potential to carry out both research and professional works effectively.

With his qualities Alimoor is one of the promising student of our university. I am confident that he will perform equally well as a graduate student. This letter is therefore to serve as my enthusiastic recommendation for Alimoor in your graduate program with any possible financial assistance



## **STATEMENT OF PURPOSE/ MOTIVATION LETTER**

My undergraduate studies in the Department of Mechanical Engineering at the M.S Ramaiah Institute of Technology, Bangalore, India has exposed me to a stimulating academic environment where learning and research go hand-in-hand. Through the many opportunities I have had here, I have found a deep interest in research work and a strong aptitude for the type of problem solving and problem discovery that it involves. I have, therefore decided to pursue active research in Mechanical Engineering as a career.. My junior seminar work, my practical training and my courses have given me plenty of exposure to these areas and I strongly believe that I have sufficient motivation and aptitude to work in this field.

I have good academics at every step in my education. I stood 65th among 180,000 students in the state examination. I have secured distinction in BE Mechanical Engineering from the Bangalore university.

I believe that the Graduate Program in your University will provide me the opportunity to enable further honing of my technical and analytical skills acquired thus far. I am fully aware of the commitment and perseverance required for research and believe that my aptitude and motivation will see me through the challenge. I am also confident that given an opportunity, I can contribute to the ongoing work in your graduate program in a productive manner. I therefore look forward to joining your esteemed University for pursuing higher studies leading to a Master's Degree.

During my graduation I carried out my final year project in M.S Ramaiah Institute of Technology on "Fabrication Of Aluminum - 4% Boron Master Alloy and its Grain Refinement". This project has given me a great exposure to the world of materials .It required extensive research in terms of establishing an experimental setup.

I would like to pursue my further studies in USA to expand my ken. Having done that, I would like to return back to India and

implement what I will learn in the US. I would also like to contribute my share to my country. I have chosen your institution in order to pursue my graduate studies because of the distinguished faculty and excellent infrastructural facilities in your University make its graduate program ideally suited to my academic goals.

I would like to end by saying that I am fully aware that a career in Research and academics requires a high level of intelligence, unwavering dedication and a lot of sacrifice. I am confident that I would meet all the above demands and would try to be an asset to your renowned University and hence I appeal to the Graduate Admissions Committee to consider me for admission and financial aid.



# Letter of motivation

It has always been my passion to build up a career at international level. Thus, I was fully determined to pursue a well-structured MSc related to the field of International Management. After screening out scores of institutions, I have come to the realization that MSc. in International Management at the University of Magdeburg is the program that I have been looking for and is best suited for me since my ambition, career goal, academic background and achievements, and merit level are aligned with everything this institution requires. Moreover, the program attracts diverse pool of students from different countries and offers a persuasive class size to provide cutting-edge study environment that made me to apply for. After my Bachelor studies, I worked nearly eleven months at zyz as abc and it tremendously helped me to acquire practical business knowledge. After that, I have also worked as a ..... Before that, I have accomplished different part-time administrative jobs online. All these have enormously enriched and brushed up my communications, negotiations and client handling skills at international level. Besides, I have participated and ..... held in Bangladesh to augment my knowledge in business arena. I have been awarded Fellowship at Australian Academy of Business Leadership ..... in Bangladesh conducted by World Business Institute, Australia. I am delighted to mention that ..... and I hope they would be of great help in preparing a convincing Master`s thesis paper if I get accepted into your program. Qualified teachers at Shahjalal University of Science and Technology taught me several subjects, particularly, Principles of Management, Business Research, Business Mathematics, Principles of Marketing, Statistics for Business Decisions, Principles of Micro and Macro Economics, International Business. Performance in all these courses was above standard with satisfactory grades securing CGPA-3.51 on scale of 4.00, equivalent to 71.20%. I have .... score ..... “Man is not only for himself,” being motivated by this motto, served four years actively in a campus-based voluntary

organization, “KIN”, which regularly collects bloods for patients, distributes goods in calamity-prone areas and provides basic education to street children. I have served in different voluntary organizations at different positions and these have burnished my leadership and organizing skills. I do believe having an active participation in voluntary activities boosts academic successes. It is my strong understanding that once I complete the degree I will have the necessary education and practical experiences that will enable me to come back to my country or seek employment at any other international location with a blend of multi-cultures from where I will be able to fulfil my dreams of working towards a bigger picture of International Management. I hope that you will come across me as a deserving and appropriate applicant for MSc. in International Management.

Best regards

Md. Burhan Uddin

## **Letter of motivation**

It has always been my passion to engage myself with issues related to economics. Thus, I have been looking for an opportunity to pursue an well-structured Master`s in Economics. Since I have my Bachelor completed in Management, I do believe a Master`s in Economics could be a very starting point to get to my desired career ambition. I have been on the constant lookout to find a suitable university for the program I aspire to attend at. After screening out scores of institutions, I have come to the realization that Master in Economic Policy Siegen (MEPS) at the University of Siegen is the program that I have been looking for and is best suited for me since my ambition, career goal, seemingly related academic background and merit level are aligned with

everything this institution requires. Moreover, the program attracts diverse pool of students from different countries and offers a small class size to provide cutting-edge study environment that made me to apply for. To put more, I have found faculty members for MEPS are highly qualified with rich profile. During undergraduate, my performance in courses related to Economics and quantitative segment was above standard with excellent grades. To mention some of them, I have secured 4.00 out of 4.00 in Fundamentals of Statistics, Statistics for Business Decisions, and Mathematics, and 3.75 out of 4.00 in Principles of Macro Economics, and Economics of Development. I had also courses on Micro Economics and Economy of Bangladesh. Even, I secured grade 5.00 out of 5.00 in Mathematics in Higher Secondary Certificate Examinations, and this mathematics had vast topics such as Calculus, Linear Algebra, Geometry, Trigonometry and Arithmetic. I have secured CGPA-3.51 on scale of 4.00, equivalent to 71.20% in Bachelor program. I have a GRE score ... with quantitative .... I regrettably admit that my quant score ..... at GRE out of 170 does not reflect my real knack over quant analytics for I took GRE test in a very short period of time without a good preparation. I strongly believe I have more in me to expose myself if you give me an opportunity to study in MEPS. After my Bachelor studies, I worked nearly eleven months at zyz as abc and it tremendously helped me to acquire practical business knowledge. After that, I have also worked as a ..... Before that, I have accomplished different part-time administrative jobs online. All these have enormously enriched and brushed up my communications, negotiations and client handling skills at international level. Besides, I have participated and ..... held in Bangladesh to augment my knowledge in business arena. I have been awarded Fellowship at Australian Academy of Business Leadership ..... in Bangladesh conducted by World Business Institute, Australia. I am delighted to mention that ..... and I hope they would be of great help in preparing a convincing Master`s thesis paper if I get accepted into your program. "Man is not only for himself,"

being motivated by this motto, served four years actively in a campus-based voluntary organization, “KIN”, which regularly collects bloods for patients, distributes goods in calamity-prone areas and provides basic education to street children. I have served in different voluntary organizations at different positions, and these have burnished my leadership and organizing skills. I do believe having an active participation in voluntary activities boosts academic successes. It is my strong understanding that once I complete the degree I will have the necessary education and practical experiences that will enable me to come back to my country or seek employment at any other international location with a blend of multi-cultures from where I will be able to fulfill my dreams of working towards a bigger picture of economic policies. I hope that you will come across me as a deserving and appropriate applicant for Master in Economic Policy Siegen (MEPS) to make my career ambition in the field come true.

Best regards

Md. Burhan Uddin

# সিভি লেখার কায়দা কানুন

Faysal Ahmed · Sunday, January 15, 2017

উচ্চ শিক্ষা কিংবা চাকরি করতে চাইলে একটা জিনিস কিন্তু সবারই তৈরি করতে হয়। বাংলায় আমরা একে বলি জীবনবৃত্তান্ত। তবে যারা একটু শিক্ষিত আর স্টাইলিশ, তারা একে আদর করে ডাকেন সিভি (CV-Curriculum Vitae) বলে। এ ছাড়া জীবনবৃত্তান্ত আমাদের কাছে আরও যে যে নামে পরিচিত তার মধ্যে রয়েছে রিজিউম, বায়োডাটা প্রভৃতি। তবে নাম যাই হোক না কেন, এর প্রধান কাজ একটাই। আর তা হলো চাকরিদাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির সামনে আপনার নানাবিধ যোগ্যতাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা।

চাকরিদাতা আপনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন তার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই রিজিউমে বা সিভি। কাজেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, সিভি লেখার কোনো সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ ফরম্যাটের খোঁজ করতে যাওয়া অর্থহীন। যেকেউ তার পছন্দের ডিজাইনে সিভি তৈরি করতে পারে। তবে কিছু কিছু বিষয় রয়েছে, যা একটি সিভিতে থাকা প্রয়োজন। এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না থাকলে যত সুন্দর ডিজাইনই হোক না কেন, তা খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারবে না চাকরিদাতাকে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটিকে।  
সাধারণ দিকনির্দেশনা

আপনার সিভি বা রিজিউমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্টারভিউ পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছে দেয়া। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সর্বদাই আপনার যোগ্যতাকে এমনভাবে তুলে ধরুন যেন তা খুব সহজেই আপনার সকল তথ্যের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। এজন্য প্রথমেই চিন্তা-ভাবনা করে আপনার সিভির কোন কোন জায়গায় আপনি জোর দেবেন তা ভাবুন।

সিভির দৈর্ঘ্য

যারা সদ্য গ্র্যাজুয়েট, তাদের জন্য একপাতার সিভি'ই যথেষ্ট। আপনার কাজের অভিজ্ঞতা যদি খুব বেশি হয়, তাহলে এর দৈর্ঘ্য বড়োজোর দুই পৃষ্ঠা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে পদটির

জন্য আপনি আবেদন করছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া দুই পৃষ্ঠার সিভি লেখার ক্ষেত্রে প্রথম পাতাতেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রাখার চেষ্টা করুন।

### উপস্থাপনা

একটি ভালো সিভির জন্য এর উপস্থাপনের প্রক্রিয়াতেও জোর দেওয়া জরুরি। আপনার সিভিটি যেন সুশ্রংঙ্গুল এবং চোখে পড়ার মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। সিভিটি অবশ্যই কম্পিউটারে কম্পোজ করে উপস্থাপনের চেষ্টা করুন। যে কাগজটিতে প্রিন্ট করবেন সেটা যেন ভাল মানের সাদা বা অফ-হোয়াইট কাগজ হয়। সিভিতে যেন কোনো বানান বা ব্যবকরণগত ভুল না থাকে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

### আধেয় বা কনটেন্ট

সিভি তৈরির আগে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা অবজেক্টিভ ঠিক করুন। পুরো সিভিতেই এই অবজেক্টিভের কথা মাথায় রেখে পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করুন। তথ্যগুলো সিভিতে দেওয়ার আগে আলাদা একটি কাগজে লিখুন এবং তারপর গুরুত্বের ক্রমানুসারে এগুলোকে সিভিতে উপস্থাপন করুন। অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে কাউকে বিরক্ত করার চাইতে বাছাই করা তথ্যগুলোই কেবল সিভিতে রাখুন। নিজের দেওয়া তথ্যগুলো যাতে অতিরিক্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখুন।

### প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ

সিভি তৈরির প্রাথমিক পরামর্শের পর আপনার প্রয়োজন হবে সিভিতে কোন কোন তথ্যগুলো রাখবেন, তা সঠিকভাবে নির্বাচন করা। এখানে এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

### ব্যক্তিগত তথ্য

একটি সিভি হাতে নিয়ে চাকরিদাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির প্রথমেই নজর পড়বে সিভির একদম উপরের অংশে। কাজেই উপরের অংশটি একরকমভাবে চাকরিপ্রার্থীর ভিজিটিং কার্ড। এখানে প্রার্থীর প্রাথমিক ব্যক্তিগত তথ্য রাখতে হবে। এর মধ্যে থাকবে নাম, ফোন নম্বর বা মোবাইল নম্বর, ইমেইল ঠিকানা ও চিঠি পাঠানোর ঠিকানা। এসব তথ্য স্পষ্ট আর

**নির্ভুলভাবে উল্লেখ না করা হলে আপনাকে নিয়োগদাতার  
পছন্দ হলেও সে তথ্য আপনার অজানাই থেকে যাবে। আর  
ব্যক্তিগত তথ্যের এই অংশে বয়স, বৈবাহিক অবস্থা বা স্বাস্থ্যগত  
বর্ণনা প্রভৃতি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।**

### **উদ্দেশ্য বা অবজেকটিভ**

আপনার সিভি বা রিজিউমে অবশ্যই অবজেকটিভ বা  
ক্যারিয়ার অবজেকটিভ শিরোনামে আলাদা একটি অংশ  
রাখতে হবে। এতে করে আপনার সিভিটি অনেক বেশি  
ফোকাসড এবং সুনির্দিষ্ট বলে মনে হবে। কাঞ্চিত চাকরিটি  
থেকে আপনি কী অর্জন করতে চান, আপনার ওপর কতটুকু  
নির্ভর করা যায় প্রভৃতি বিষয় স্পষ্ট করে লিখুন এই অংশে।

### **শিক্ষাগত যোগ্যতা**

আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলোকে উল্টোদিক থেকে  
উপস্থাপন করুন। অর্থাত্ সর্বোচ্চ ডিপ্রিটিকে সবার আগে  
লিখুন এবং তারপর ক্রমে একই ধারাবাহিকতায় অন্যগুলোর  
কথা বলুন। গ্র্যাজুয়েশন করার সময় কোনো রিসার্চ বা থিসিস  
নিয়ে কাজ করলে সেটার কথাও উল্লেখ করতে পারেন এই  
অংশে।

### **কাজের অভিজ্ঞতা**

আপনার যেকোনো কাজের ইতিহাস, স্বেচ্ছাশ্রমের বৃত্তান্ত  
কিংবা ইন্টার্নশিপের তথ্য দিতে পারেন এ অংশে। এ ক্ষেত্রে  
আপনি কী পদে কাজ করতেন, আপনাকে কী ধরনের কাজ  
করতে হতো, নিয়োগদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং  
কাজের সময় অর্থাত্ কবে থেকে কবে পর্যন্ত কাজ করেছেন  
ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করুন। যে পদের জন্য আবেদন  
করছেন তার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কোনো অ্যাসাইনমেন্টও যদি  
কোনো সময় করে থাকেন, তবে তার কথাও উল্লেখ করতে  
পারেন। এমন কোনো অভিজ্ঞতা উল্লেখ না করাই ভালো, যা  
চাকরির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

### **রেফারেন্স**

আপনার দেওয়া তথ্যগুলো সম্পর্কে যেন দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি  
থেকে জানা যায়, সেজন্যই এই রেফারেন্সের ব্যবস্থা। যাদের

রেফারেন্স দিচ্ছেন অবশ্যই আগে থেকেই তাদের অনুমতি নেবেন এবং বিষয়টি তাদের জানিয়ে রাখবেন। মোট রেফারেন্সের সংখ্যা দুটি থেকে পাঁচটির মধ্যে সীমিত রাখাই উত্তম। যাদের রেফারেন্স আপনার সিভিতে দিচ্ছেন তাদের নাম, কোন পদে কাজ করেন, ব্যবসায়িক বা অফিসের ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

### মনে রাখুন

সিভি হচ্ছে চাকরিদাতার সামনে আপনার প্রথম উপস্থাপনা। কাজেই চাকরিদাতার কাছে আপনার 'ফার্স্ট লুক' হচ্ছে আপনার সিভি। কাজেই এর সৌন্দর্যই হচ্ছে আপনার সৌন্দর্য। সিভিতে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোর সংযোজন যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি এর দেখতে সুন্দর হওয়া। বাড়তি তথ্য আর ডিজাইনের ভিত্তে সিভিকে ভারি করবেন না। ডিজাইনের দিক থেকেও পরিচ্ছন্ন রাখুন। তাহলে সহজে এটি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

# University Logo

## Recommendation letter

I know Mr. X for about a year. He was in my Marketing management class in the BBA program at “X University. He is an active, hardworking and sincere person. His most noteworthy trait is his modesty and respectful behavior to others.

While as a student at X University, Mr X has always challenged himself academically. He was among the first 5% students of my class. He is an active participant in class discussions and grasps class material quickly. He possesses excellent written and interpersonal communications skills. His creativity and positive mindset help him to do well in his academic activities.

To the best of my knowledge, he did not take part in any activity subversive of the state or of discipline. He bears a good moral character and has the ability to take responsibility. I strongly believe that Mr. X would be a good resource for any academic institute and would be able to perform effectively in his desired academic program.

I wish him every success in his future endeavors.

Professor Signature

Professor Name

Designation

University Name

Professor Mail Address

Professor University phone number



# এক্সট্রা কারিকুলার একটিভিটিসের গুরুত্ব

Iqbal Tuhin · Sunday, April 15, 2018

এক্সট্রা কারিকুলাম একটিভিটির মাধ্যমে একটা মানুষের মধ্যে আসে নেতৃত্বের গুণাবলি, কমিউনিকেশন স্কিল, আত্মবিশ্বাস, মানুষের সাথে মিশতে পারার দক্ষতা, তেমন টিম ওয়ার্কের দক্ষতায় আসে উৎকর্ষতা। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে একটা মানুষের সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝতে পারে। শুধু মাত্র খেলাধুলা বা বিতর্ক নয়, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেনিং, সেমিনার-সিম্পজিয়াম, লিডারশিপ প্রগ্রাম, সোশ্যাল ওয়ার্ক, সামাজিক সচেতনতা, সামাজিক ও স্টুডেন্ট প্রতিনিধিত্ব মূলক কার্যক্রমও হতে পারে।

এই গ্রন্তিপের শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধ আপনারা নিজস্ব পড়াশুনার পাশাপাশি এ রকম সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে কাজ করুন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গুলো জাতিসংঘ, EU ও US বিভিন্ন প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করে এবং তাদের কাজ গুলো এ সব দেশে খুব গ্রহণযোগ্য, যা আপনাদের বিদেশে স্কলারশিপ, এডমিশন, ফেলোশিপ এর জন্য সাহায্য করবে। এছাড়া কর্পোরেট তথা অন্যান্য প্রাইভেট জবের ক্ষেত্রেও সামাজিক দক্ষতা বিশেষ ভাবে দেখা হয়ে থাকে। বিশেষ করে সোশ্যাল সাইন্সের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা খুবই দরকার। আশা করি আপনারা এ দরনের সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে আরও বেশি করে যুক্ত হবেন।

1. AIESEC Bangladesh

<http://aiesecbd.org>

<https://www.facebook.com/aiesecbd/>

2. Bangladesh Youth Leadership Center (BYLC)

<http://bylc.org>

<https://www.facebook.com/youthleadershipcenter>

3. South Asian Youth Society (SAYS)

<http://says.org.bd>

<https://www.facebook.com/groups/says.org/>

4. Physically-challenged Development Foundation (PDF)

<http://www.pdfbd.org>

- <https://www.facebook.com/pdfbd/>  
5. Active Citizens – British Council  
<https://www.britishcouncil.org/active-citizens>  
<https://www.facebook.com/groups/ac.bgl/>
6. United Nations Youth and Students Association of Bangladesh  
<http://unysab.org>  
[https://www.facebook.com/unysab3.](https://www.facebook.com/unysab3)
7. Yunus Centre  
<http://muhammadyunus.org>  
<https://www.facebook.com/YunusCentre/>
8. Bangladesh Red Crescent Society(BDRCS)  
<http://www.bdrcs.org>  
<https://www.facebook.com/bdredcrescent/>
9. Bangladesh Youth Development Network  
[www.bydn.org/](http://www.bydn.org/)  
<https://www.facebook.com/bd.bydn>
10. Bangladesh Youth Empowerment Society (BYES)  
<http://www.byesbd.org>  
<https://www.facebook.com/BYESBD.org>
11. Bangladesh Youth Environmental Initiative (BYEI)  
<http://www.byei.org>  
<https://www.facebook.com/byei.org>
12. Volunteer for Bangladesh  
<http://vbd.com.bd>  
<https://www.facebook.com/VolunteerforBangladesh/>
13. JAAGO Foundation  
<http://jaago.com.bd>  
<https://www.facebook.com/JAAGOFoundation/>
14. Bangladesh Social Entrepreneurship Network - BSEN  
<https://www.facebook.com/BSEN2016/>
15. Connecting StartUps Bangladesh  
[www.connectingstartupsbd.net/](http://www.connectingstartupsbd.net/)  
<https://www.facebook.com/ConnectingStartUpsBangladesh/>
16. South Asian Youth Association-SAYA  
<http://sayaorg.com>

<https://www.facebook.com/South-Asian-Youth-Association-SAY.../>

17. Rights Aid Bangladesh

<http://www.rightsaidbd.org>

<https://www.facebook.com/rightsaidbangladesh/>

18. Runner Bangladesh Development Society

<https://www.facebook.com/runnerbangladesh/>

এই লেখা উপরুক্ত ক্রেডিটসহ আপনার ওয়ালে শেয়ার করতে

চাইলে আমাদের অফিশিয়াল পেইজ [Bangladeshi Student](#)

[Forum Germany](#) থেকে করতে পারেন।

© © এই লেখার মেধাবৃত্ত শুধুমাত্র লেখকের ঘা [Bangladeshi](#)

[Student Forum Germany](#) এর জন্য সংরক্ষিত।

[#info\\_bsfg](#)

